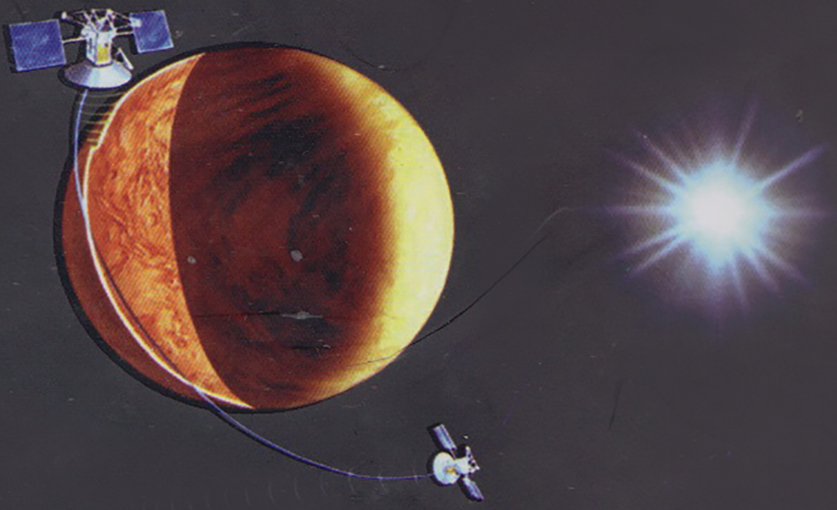

ক্যারিয়ার

বিকশিত জীবনের দ্বার

ক্যারিয়ার

বিকশিত জীবনের দ্বার

মুনলাইট পাবলিকেশন

www.pathagar.org

প্রকাশক
মো. বদিউজ্জামান

প্রকাশনায়
মুনলাইট পাবলিকেশন
moonlightpubs@gmail.com

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৮
তৃতীয় প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০২০

পরিবেশক
পরিলেখ প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রচ্ছদ
মো. হামিদুল ইসলাম

অলঙ্করণ
মোজাম্মেল হক মজুমদার

গ্রন্থস্বত্ব
মুনলাইট পাবলিকেশন

মুদ্রণ
আল কাউছার প্রিন্টার্স, মতিঝিল

মূল্য : ২৫০.০০

ISBN : 984-300-000-178-0

Career Bikoshito Jiboner Dar, Published By Moonlight Publication. Price Tk. 250.00 Only.

www.pathagar.org

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মীর আকরামুজ্জামান
আবু রাইয়ান

সহযোগী সম্পাদক
এম. এইচ. সোহেল
মু. রাজিফুল হাসান

সম্পাদনা পরিষদ
মুহাম্মদ ওমর গনি
সাদ্দাম হোসাইন
আকতার হোসাইন
সাইফুল আলম
জায়নুল আবেদীন জিহান

কৃতজ্ঞতায়
মেজর (অব.) ড. মো. ইউনুস আলী
কাজী মো. বরকত আলী
শেখ নেয়ামুল করিম
আবু জুবায়ের
ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ-আল-মুকিম
সা'দত সিদ্দিক
ডা. আব্দুল্লাহ আয্ যুবায়ের
আহসানুল করিম সোহাগ
মুহাম্মদ বিন আসাদ
শামসুল আরেফিন উজ্জ্বল

সহযোগিতায়
জাহিদুল ইসলাম
আবু সালেহ মামুন
মোবারক হোসাইন আকাশ
আব্দুল আলীম
জসিম উদ্দিন
মারুফ বিল্লাহ
ডা. আজিজুল হাকিম বাপ্পা
ডা. মো. আশরাফুল ইসলাম
আব্দুল কাইয়ুম খান মিতুল
তানজিলুর রহমান লাবিব
আব্দুল্লাহ রাসেল
ইঞ্জিনিয়ার জামিল বিন হোসাইন
হাবিবুর রহমান রাকিব
দেলোয়ার হোসাইন
সাইফুল ইসলাম
ইঞ্জিনিয়ার খালিদ মাহমুদ নাসিফ
মুহাম্মদ আবু মুসা
তাহসিন আল জাবের
আনামুল হক রুবেল
মো. মোস্তাফিজুর রহমান
সাইফুল্লাহ ওমর নাসিফ
তৌহিদুল ইসলাম জিসান
ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সামাদ রাজু
সাইফুল ইসলাম

www.pathagar.org

সম্পাদকীয়

সমস্যা আসে সমাধানের তোড়জোড় নিয়ে। ব্যক্তিগত থেকে রাষ্ট্রীয় সবক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য তাদেরই স্মরণ করা হয় যারা 'বিশেষজ্ঞ'। সামান্য শারীরিক সমস্যায়ও আমরা সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যাই না, খুঁজি স্পেশালিস্ট। মেডিসিন স্পেশালিস্ট, হার্ট স্পেশালিস্ট, ইএনটি স্পেশালিস্ট ইত্যাদি। আইনগত সমস্যায় খুঁজি বিশেষজ্ঞ আইনবিদ। শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যায় খুঁজি বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও ভালো বই। কিন্তু কোটি মানুষের ক্যারিয়ার গড়ার যে চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা তার সমাধানে আমরা কোথায় যাব? ক্যারিয়ার বা ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং-কেন্দ্রিক কোনো বিশেষজ্ঞ বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান কি আমাদের আছে? না, নেই। না থাকার এই শূন্যতা পূরণের ছোট্ট একটি সচেতন প্রচেষ্টার নাম 'ক্যারিয়ার : বিকশিত জীবনের দ্বার'।

বাংলাদেশে বিরাজমান অবস্থার নিরিখে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও চাকরিপ্রার্থীদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখেই এ গ্রন্থের পরিকল্পনা। এর প্রতিটি অধ্যায় ক্যারিয়ার-কেন্দ্রিক যৌক্তিক পরামর্শ এবং তা বাস্তবায়নের সহজ এবং ব্যবহারবান্ধব উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এ বইয়ের সংস্পর্শে প্রিয়জনের ক্যারিয়ার ভাবনায় শঙ্কিত অভিভাবক যেমন হয়ে উঠবেন দক্ষ ক্যারিয়ার কাউন্সিলর, তেমনই সন্তান তথা শিক্ষার্থী বা চাকরিপ্রার্থীরা খুঁজে পাবেন ক্যারিয়ার-কেন্দ্রিক সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

No motivation=No learning-এ তত্ত্বে স্নাত 'ক্যারিয়ার : বিকশিত জীবনের দ্বার' বইটির প্রতিটি অধ্যায়। আত্মবিশ্বাস আর সম্ভাবনা জাগানো প্রতিটি লেখা পাঠককে দাঁড় করাবে অভূতপূর্ব আত্মজাগরণের মুখোমুখি। লেখার অন্তর্নিহিত শক্তিতে স্থবির মানুষও হয়ে উঠবে গতিশীল, প্রবৃদ্ধি আসবে ব্যক্তির যাপিত জীবনে এবং চিন্তায়। হতাশায় নিমজ্জিত যুবসমাজ খুঁজে পাবে তার কাঙ্ক্ষিত পাথেয়। ক্যারিয়ার ভাবনা জেগে উঠুক ব্যক্তির মনোজগতে, তা প্রবাহিত হোক সমগ্র জাতির জীবনে। জাতি মুক্তি পাক অদক্ষ এবং অপরিকল্পিত জনগোষ্ঠীর যন্ত্রণা থেকে।

অপার সম্ভাবনায় স্নাত আমাদের যুবসমাজ। পরিকল্পিত গন্তব্যের অভাবে এই সম্ভাবনা যেন সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি আর বোঁটা আলগা ঝরা পাতার মতো অনির্দেশ্য পথে এলোমেলো ঘুরপাকে বিভ্রান্ত না হয়। এ রকম একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছড়ানো আছে 'ক্যারিয়ার : বিকশিত জীবনের দ্বার' এর প্রতিটি পৃষ্ঠায়। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, যেন আমাদের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়।

সবশেষে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা গুণীজনদের প্রতি যাঁরা আমাদের সার্বিক তৎপরতায় সময়, শ্রম এবং মেধা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, সূক্ষ্ম সমালোচনা এবং তীক্ষ্ণ বিবেচনায় সমৃদ্ধি এনেছেন 'ক্যারিয়ার : বিকশিত জীবনের দ্বার'-এর প্রতিটি পদক্ষেপে। ঋণ স্বীকার করছি তাঁদের প্রতি যাঁদের লেখার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পরশে ধন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

www.pathagar.org

প্রথম অধ্যায় : ক্যারিয়ার প্ল্যানিং : গুরুত্ব ও পদ্ধতি	**১০**
ক্যারিয়ার কী	১১
ক্যারিয়ার প্ল্যানিং : কী ও কেন?	১০
ক্যারিয়ার পরিকল্পনা : পদ্ধতি	১৪
ক্যারিয়ার : স্তরবিন্যাস	১৬
CAREER TREE	১৭
দ্বিতীয় : ক্যারিয়ারের ভিত্তি : গুণগত শিক্ষা	**১৯**
ক্যারিয়ারের ভিত্তি : গুণগত শিক্ষা	২০
কারিগরি শিক্ষা	২৯
পরীক্ষায় ভাল করার উপায়	৩৬
মা-বাবাদের প্রতি	৪০
প্রয়োজন মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ	৪২
সবার উপরে ভাল মানুষ	৪৪
তৃতীয় অধ্যায় : ক্যারিয়ার গঠন : প্রয়োজনীয় বিবেচনা	**৪৭**
ক্যারিয়ার : প্রয়োজনীয় প্রেষণা	৪৮
সফলতার পূর্বশর্ত জীবনে ভারসাম্য	৫৩
স্মরণশক্তি : না জানা সব তথ্য	৫৬
জীবন সাজাতে বিল গেটসের পরামর্শ	৬০
প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যাত হয়েছি	৬২
'আকাশে উড়ার স্বপ্ন'	৬৫
ঝুঁকি নাও, সফল হও	৬৭
চতুর্থ অধ্যায় : ক্যারিয়ার গঠন : পঠন ও অনুশীলন	**৭০**
সময় ব্যবস্থাপনা	৭১
চাকরি : প্রস্তুতি	৭৯
বাংলা	৮০
ইংরেজি	৮১
গণিত	৮৩
সাধারণ বিজ্ঞান	৮৬
বাংলাদেশ বিষয়াবলী	৮৭
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	৮৮

www.pathagar.org

আইসিটি: বাধ্যতামূলক দক্ষতা	৮৮
মৌখিক পরীক্ষায় কিভাবে সফল হবেন	৯০
উপস্থাপন দক্ষতা	৯৪
সফল ক্যারিয়ারের জন্য নেটওয়ার্কিং	৯৭
ইংরেজি : উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি	৯৮
আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী	১০০
সুন্দর একটি জীবনবৃত্তান্ত **CV** তৈরির কৌশল	১০২
কিভাবে লিখবেন কভার লেটার	১০৫
পঞ্চম অধ্যায় : উচ্চশিক্ষা : ক্যারিয়ারের সোপান	১০৬
অধ্যায় সূচনা	১০৭
বিষয় : এমবিবিএস	১০৮
ব্যাচেলর ইন ডেন্টাল সার্জারি **(BDS)**	১১৩
IHT (Institute of Health Technology)	১১৫
ন্যাচারাল মেডিসিনে ক্যারিয়ার গঠন	১১৮
ডিপ্লোমা কলেজসমূহ	১১৮
সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	১২২
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	১২৪
ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড মেটারলজিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১২৫
আর্কিটেকচার **(Architecture)**	১২৬
নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং/ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	১২৮
কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জি:	১২৯
মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৩০
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৩১
আরবান অ্যান্ড রেজিওনাল প্ল্যানিং	১৩২
ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং	১৩৩
গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং	১৩৪
বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৩৬
পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং	১৩৯
অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৪১
এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট	১৪২
কৃষি/মৃত্তিকা বিজ্ঞান ও অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত বিষয়	১৪৪
মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	১৪৫
পশুপালন ও প্রাণিচিকিৎসাবিদ্যা অনুষদ	১৪৬
কৃষি অর্থনীতি অনুষদ	১৪৮
পদার্থ বিজ্ঞান **(Physics)**	১৫২

www.pathagar.org

রসায়ন (Chemistry) ১৫৩
ফলিত রসায়ন (Applied Chemistry) ১৫৪
গণিত (Mathematics) ১৫৫
পরিসংখ্যান (Statistics) ১৫৬
ভূ-তত্ত্ব/ ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা। ১৫৭
প্রাণিবিদ্যা (Zoology) ১৫৯
প্রাণরসায়ন ও অনুজীব বিজ্ঞান ১৬১
মাইক্রোবায়োলজি (Microbiology) ১৬১
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ১৬৩
খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ১৬৪
পপুলেশন সায়েন্স ১৬৫
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা ১৬৬
মনোবিজ্ঞান (Psychology) ১৬৮
রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ১৬৯
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ১৭১
লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং ১৭২
নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ১৭৩
ফার্মেসি (Pharmacy) ১৭৪
বিবিএ/এমবিএ (BBA/ MBA) ১৭৬
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ১৭৯
অর্থনীতি (Economics) ১৮১
আইন (Law) ১৮২
ইংরেজি (English) ১৮৩
সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ১৮৩
সমাজকল্যাণে/ সমাজকর্ম ১৮৪
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ১৮৫
লোকপ্রশাসন ১৮৬
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ১৮৬
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) ১৮৭
বাংলা (Bangla) ১৮৮
শান্তি ও সংঘর্ষ (Peace & Conflict) ১৮৯
ইতিহাস (History) ১৮৯
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১৯০
উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ ১৯১
দর্শন (Philosophy) ১৯২
ইসলামিক স্টাডিজ় ১৯২
উন্নয়ন অধ্যয়ন ১৯৩

www.pathagar.org

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন ১৯৪
প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স ১৯৪
অপরাধ বিজ্ঞান **(Criminology)** ১৯৫
নৃবিজ্ঞান **(Anthropology)** ১৯৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা **(Disaster Management)** ১৯৬
শিক্ষা ও গবেষণা **(Education & Research)** ১৯৭
আরবি/ফার্সি **(Arabic/Persian)** ১৯৮
পালি/ফোকলোর/ভাষাতত্ত্ব **(Pali/Folklore/Linguistic)** ১৯৯
বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি **(World Religion & Culture)** ১৯৯
প্রত্নতত্ত্ব **(Archaeology)** ২০০
চারুকলা **(Fine Arts)** ২০০
এসিসিএ **(ACCA)** ২০২
এফআইএ **(FIA)** ২০৩
সিএটি **(CAT)** ২০৩
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা **(Private University Education)** ২০৭
ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ **(Doctoral & Post Doctoral Research)** ২১১
আইইএলটিএস **(IELTS)** ২১৩
টোফেল **(TOEFL)** ২১৪
জিম্যাট **(GMAT)** ২১৫
জিআরই **(GRE)** ২১৬
নিউস্যাট **(NEWSAT)** ২১৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : পেশা পরিচিতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ২২০
অধ্যায় সূচনা ২২১
শিক্ষকতা **(Teaching)** ২২২
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ২২৪
গবেষণা পেশা ২৩৪
বিচারক/বিচারপতি ২৩৬
আইনজীবী ২৪৬
চিকিৎসা পেশা ২৫০
সাংবাদিকতা ২৫২
মিডিয়া টেকনোলজি ২৫৪
এইচএসসি-উত্তর সম্ভাবনাময় পেশাসমূহ ২৫৫
সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি ২৫৬
ব্যাংকার ২৬০
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ২৬০

www.pathagar.org

ফার্মাসিস্ট	২৬৪
আত্মকর্মসংস্থান/ব্যবসা	২৬৬
'আত্মকর্মসংস্থানের গল্প'	২৭৩
চারুকলা	২৭৪
গ্রাফিক্স ডিজাইন	২৭৫
এনজিও কর্মী	২৭৭
সাহিত্যিক	২৮১
ওয়েব ডেভেলপার	২৮৪
কাজের ক্ষেত্র/চাহিদা	২৮৬
ফ্রিলান্সার	২৮৮
অনলাইনে কী কাজ করবেন	২৯৩
ক্যারিয়ার ও মাদরাসা শিক্ষা	৩০২
পাইলট	৩০৪
মানবাধিকার কর্মী	৩০৬
সংস্কৃতি কর্মী	৩১০

www.pathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং : গুরুত্ব ও পদ্ধতি

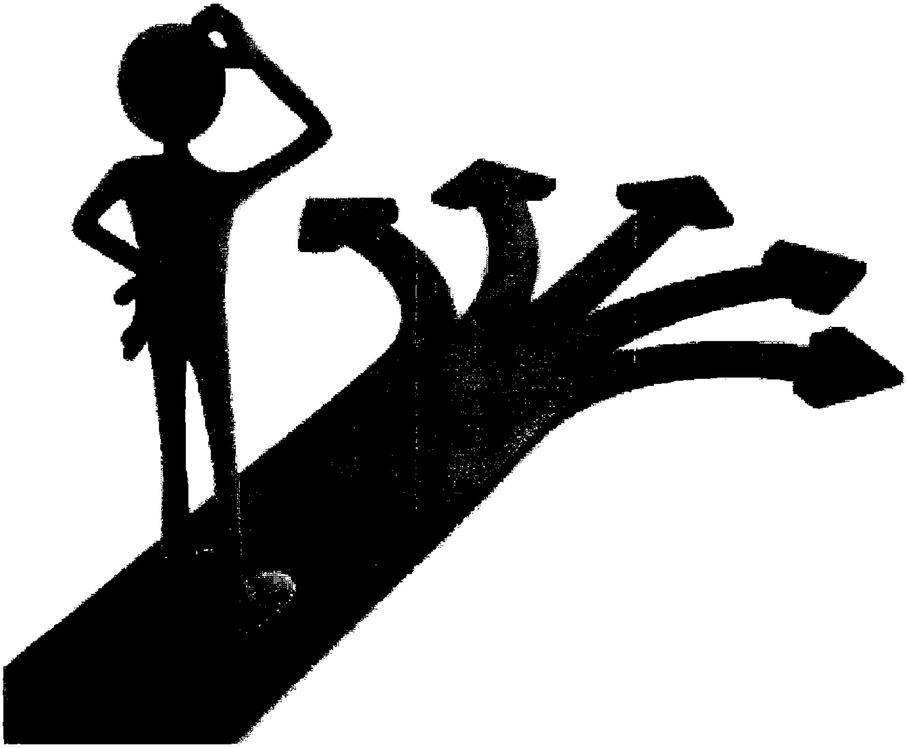

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার কী

মস্তিষ্কজাত অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত সফলতার সাথে সাথে মানবজাতিকে উপকৃত করাই ক্যারিয়ার ভাবনার মূল উদ্দেশ্য। ক্যারিয়ার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ নেই, ক্যারিয়ার সেখানে অনুপস্থিত। এ কারণে অশিক্ষিত একজন কৃষক এবং শিক্ষিত একজন কৃষিবিদ যখন কৃষিকে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে অবলম্বন করেন, তখন কৃষকের জন্য কৃষি পেশা হলেও কৃষিবিদের জন্য তা ক্যারিয়ার। তাছাড়া, ক্যারিয়ার অর্থ শুধু পেশা নয়, পেশার অতিরিক্ত ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী, জীবনের লক্ষ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লালিত বিশ্বাস ও আদর্শ, সন্তুষ্টি, মানবিক দায়িত্ব, পদোন্নতি, অর্থ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো ক্যারিয়ারে ওতপ্রোতভাবে অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে পেশাদারিত্বের **(Professionalism)** সাথে বৈশ্বিক চেতনা **(Globalisation)** সংযুক্ত হওয়ায় **career** ভাবনায় আসছে বহুমাত্রিক পরিবর্তন।

Career এর আভিধানিক অর্থ- জীবনের পথে অগ্রগতি, জীবনায়ন, বিকাশক্রম, জীবিকা অর্জনের উপায় বা বৃত্তি ইত্যাদি। **Cambridge International Dictionary of English**-এ ক্যারিয়ারের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা হলো- "শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে অর্জিত এমন এক কর্ম যেখানে ব্যক্তির সমগ্র কর্মজীবনে গুণগত এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আসে, দায়িত্বের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবন যাপনে পর্যাপ্ত অর্থের ও পদোন্নতির নিশ্চয়তা থাকে।"

তবে ক্যারিয়ার অর্জনে একটি সুস্পষ্ট ও সুউচ্চ টার্গেট মানুষের সাধনা ও গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার অর্জনে এই 'টার্গেট' যে অন্যতম প্রধান প্রভাবক ক্যারিয়ার-সফল বহু বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন থেকে তা প্রমাণিত। এক কাঠুরিয়ার ছেলে সুউচ্চ স্বপ্ন দেখেছিল সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। সাধনার বলে তিনিই হয়েছিলেন আব্রাহাম লিংকন। বিশ্ববিজয়ী এক অনন্য বীর জুলিয়াস সিজার বলতেন, 'অধিকাংশ মানুষ বড় হতে পারে না, কারণ সে সাহস করে আকাশের মত সুউচ্চ টার্গেটের দিকে তাকাতে পারে না।'

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং : কী ও কেন?

অদূর ভবিষ্যতে করণীয় কার্যসমষ্টির অগ্রিম সুচিন্তিত বিবরণই পরিকল্পনা। এটা আমরা কোথায় আছি এবং ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চাই তার মধ্যকার সেতুবন্ধ।

ক্যারিয়ার সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বস্তবায়নের পদ্ধতিকেই ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বলে। ক্যারিয়ার প্ল্যানিং হচ্ছে জীবনব্যাপী একটা নিরন্তর প্রচেষ্টার নাম যা পেশা নির্ধারণ, চাকরি, চাকরির সাথে সাথে জীবনযাপন, চাকরি থেকে অবসর, দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী এবং পছন্দসই ক্যারিয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং মূলত সববয়সী মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং তাদের যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রেও একজন ক্যারিয়ার সচেতন মানুষের জন্য ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এর সহযোগিতা অপরিহার্য।

একটা উদাহরণ দেই এ পর্যায়ে। ধরুন, আপনি ট্রেনে সিলেট যাবেন। এ উদ্দেশ্যে রেল স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ভুলবশত বা অন্য কোন কারণে জেনে নেননি কোন ট্রেনটি সিলেট যাবে। পাশাপাশি দুটো প্লাটফর্মে দাঁড়ানো দুটো ট্রেনের যে কোনটিতে উঠেই কি আপনি সিলেট যেতে পারবেন? না, পারবেন না। আপনার জীবনের ঈপ্সিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর ব্যাপারেও একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন আপনি। সঠিক পরিকল্পনা নিতে হবে আপনাকে এবং সঠিক সময়েই তা নিতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে। আর যদি লক্ষ্যই ঠিক না হয়ে থাকে তবে কোথায় যাবেন আপনি শেষ পর্যন্ত? সঠিক পেশায় পৌঁছানোর ব্যাপারে এদেশের অধিকাংশ যুবকের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তহীনতা একটি বড় সমস্যা। তাই প্রয়োজন ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অর্থাৎ প্রথমে কাঙ্ক্ষিত পেশা নির্বাচন এবং পরে সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলা।

ইচ্ছা করলেই কি আমি সবকিছু হতে পারি? না; তবে অনেক কিছুই হতে পারি। মনের শক্তি দিয়ে মানুষ যে রোগ ও দৈহিক পঙ্গুত্বকেও উপহাস করতে পারে তার প্রমাণ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। লিখতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, দুরারোগ্য মোটর নিউরোন ব্যাধিতে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে যেতেও তিনি বিশেষ ভাবে তৈরি কম্পিউটারের সহযোগিতায় রচনা করেছেন বর্তমান যুগের বিজ্ঞান জগতের সবচেয়ে

www.pathagar.org

আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ, **'A brief history of time'**। হুইল চেয়ার থেকে তুলে যাকে বিছানায় নিতে হয় তিনি অবলীলায় মহাবিশ্ব পরিভ্রমণ করে উপহার দিয়েছেন বিশ্ব সৃষ্টির নতুন তত্ত্ব। আইনস্টাইনের পর তাঁকেই মনে করা হচ্ছে বিশ্বের প্রধান বিজ্ঞানী। বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় আলবার্ট আইনস্টাইন দুই বার নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তাঁর প্রদত্ত **Theory of Relativity** বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত বিশ্ববাসী ভাল করে বুঝতেই পারেনি। অথচ এই আবিষ্কারের ফলে প্রচলিত বহু বৈজ্ঞানিক সূত্রের পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। এই বিজ্ঞানী **intermediate level**-এর ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম বছরে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁর ভাগ্য রেখা তৈরি করার জন্য নিজে নিজের হাতের তালু কেটেছিলেন একবার। তাঁর অদম্য স্পৃহা এবং অনড় আত্মবিশ্বাস তাঁকে একজন ইতিহাস জয়ী সামরিক অফিসার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। এবারে একটু **rearrange** করে দেখিতো তাদেরকে অর্থাৎ আইনস্টাইনের কর্মকান্ডে নেপোলিয়ন, আর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হিসাবে আইনস্টাইনকে দাঁড় করিয়ে। কাজ দুটোর কোনটিই যে সম্পন্ন হবে না তা নির্ঘাত বলা চলে। কিন্তু কেন? কারণ বিভিন্ন পেশার দাবি বিভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এক এক পেশার দাবি এক এক ধরনের গুণাবলী। কে কোন পেশায় যাওয়ার জন্য উপযোগী তা নির্ধারিত হয়ে থাকে বহুলাংশে তাঁর সহজাত গুণাবলীর উপর। এই গুণাবলী এবং ব্যক্তিগত আগ্রহ ধরে হিসাব করতে হয় কে কোন পেশায় নিয়োজিত করবে নিজেকে।

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার পরিকল্পনা : পদ্ধতি

দেশীয় ও বৈশ্বিক চাকরি বাজারের বিচিত্র চাহিদার কারণে চাকরিপ্রার্থীদের যোগ্যতার বৈচিত্র্যও এখন অনিবার্য। এছাড়া প্রতিযোগিতার তীব্রতায় টিকে থাকার উপায় হিসাবে নিজেকে **all rounder** করা ছাড়া বিকল্প নেই। সীমিত সুবিধার এ দেশে একটি সুন্দর পেশা অর্জন প্রকৃত অর্থেই সুকঠিন। বর্তমান সময়ে এ দেশে একজন যুবককে পার্থিব এই অর্জনটুকুর জন্যে ঘাম ঝরাতে হয় বহুদিন যাবৎ। চ্যালেঞ্জিং এই বাস্তবতার সাথে সাথে সময়ের চাহিদা, ব্যক্তির আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় স্থান পাওয়া উচিত।

প্রয়োজনীয় শিক্ষা শেষে কোন পেশায় প্রবেশের পূর্বে একজন ব্যক্তির ক্যারিয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। বাংলাদেশের চাকরির বাজার তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ হওয়ায় এই পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়টি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং সুবিবেচনাপ্রসূত হওয়া প্রয়োজন। আমরা চাকরিপ্রার্থীদের চার স্তরবিশিষ্ট নিম্নলিখিত ক্যারিয়ার প্ল্যানিং পদ্ধতিটি বিবেচনা করতে বলবো-

(ক) আত্মপ্রকৃতি যাচাই

নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন পেশা ব্যক্তির জীবনে সর্বাঙ্গীণ সফলতা আনতে পারে না। এ কারণে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং পদ্ধতির এই স্তরে একজন চাকরিপ্রার্থীকে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যাশিত চাকরিটি যেন তার সহজাত পছন্দ বা আগ্রহ এবং আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিপন্থী না হয় এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আদর্শকে লালন করার অধিকার ক্ষুণ্ন না করে। এছাড়া এ পর্বে শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক দক্ষতাকে সামনে রেখে পেশা পছন্দ করা জরুরি। কারণ শিক্ষাজীবনে অর্জিত বিষয়ই যদি কর্মক্ষেত্রের বিষয় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়।

(খ) পেশা নির্বাচনের উপায়

সীমিত ধারণার উপর ভিত্তি করে ক্যারিয়ার হিসেবে কোন পেশাকে ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় নেয়া উচিত নয়। কাঙ্ক্ষিত পেশাটি ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় স্থান দেয়ার পূর্বে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পঠন-পাঠন, পরীক্ষা খুবই জরুরি। পেশা সম্পর্কে ধারণা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য যে বিষয়গুলোর সাহায্য নেয়া যেতে পারে তা হলো-

- সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ।
- পেশাদার ক্যারিয়ার কাউন্সিলরদের কাউন্সেলিং (পরামর্শ)।
- পেশার ক্ষেত্রসমূহে (অফিস, আদালত, মিল, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি) সরেজমিনে ভ্রমণ।
- খণ্ড-কালীন চাকরি, internships, volunteer সার্ভিসের মাধ্যমে।
- সংশ্লিষ্ট পেশা সম্পর্কে লিখিত বই এবং তথ্যবহুল সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।

www.pathagar.org

(গ) পেশা নির্দিষ্টকরণ

এই ধাপে একজন প্রার্থী-

- সম্ভাব্য পেশাকে নির্দিষ্ট করবে।
- এই পেশাকে মূল্যায়ন করবে।
- ব্যতিক্রম কিছু থাকলে সেগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে।
- পেশা অর্জনের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় **option**ই নির্ধারণ করবে।

(ঘ) পেশা অর্জনের প্রয়োজনীয় উপাদান

এ পর্বে একজন প্রার্থী প্রত্যাশিত চাকরিটি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত এবং উপকরণগত উন্নতি করার চেষ্টা করবে।

যেমন-

- প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত শিক্ষা বা ট্রেনিং-এর উৎসগুলো তদন্ত করবে।
- চাকরি খোঁজার কৌশল নির্ধারণ করবে।
- **Resume** বা জীবনবৃত্তান্ত লিখবে।
- চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নেবে।
- ভাল আবেদনপত্র লেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
- প্রয়োজনে কোচিং-এর সাহায্য নেবে।

উপসংহার

মানব উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ক্যারিয়ার পরিকল্পনা হওয়া উচিত। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সময়ের চাহিদা পূরণ এবং ব্যক্তির সামর্থ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো ক্যারিয়ার পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে দেয়।

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার : স্তরবিন্যাস

ক্যারিয়ারের স্তরবিন্যাস বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। সে কারণে একটি মাত্র পদ্ধতিতে সকলের ক্যারিয়ারের স্তরবিন্যাস প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ক্যারিয়ার যেভাবে প্রভাবিত হয়, সেটার পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্যারিয়রের একটি সময়াবদ্ধ স্তরবিন্যাস দেখানো হলো :

১। স্বপ্নময় স্তর

শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে কর্মজীবনে প্রবেশের আগ পর্যন্ত সময়ই স্বপ্নময় সময়। অধিকাংশ মানুষ জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নময় সময় অতিক্রম করে। এ সময় পঠিত বিষয়, অর্জিত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত ভালোলাগার ভিত্তিতে ব্যক্তির মনোজগতে ক্যারিয়ার সম্পর্কিত নানা প্রত্যাশা ও স্বপ্নের উন্মেষ ঘটে। এটি আসলে প্রত্যাশিত ক্যারিয়ারের জন্য মানসিক প্রস্তুতির কাল। এছাড়া ক্যারিয়ারের **Priority List** বা অগ্রাধিকারের সারণি বা পছন্দক্রম এসময়ই মনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়।

২। প্রতিষ্ঠার স্তর

একজন ব্যক্তির শিক্ষা শেষে চাকরি সন্ধান এবং প্রথম চাকরি গ্রহণের সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠার স্তর হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ স্তরের মেয়াদ আনুমানিক ২৫ থেকে ৩৫ এ দশ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৩। মধ্যবর্তী স্তর

ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে একজন ব্যক্তি তার কর্মতৎপরতায় ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন করে অথবা স্থিতি পায় অথবা কর্মতৎপরতায় ভাটা পড়তে শুরু করে। ক্যারিয়ারে এই সময়টার মেয়াদই সবচেয়ে দীর্ঘ। এদেশে ৩৫ থেকে ৫৫ বছর পর্যন্ত সময়কে আমরা একজন ব্যক্তির ক্যারিয়ারের মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

৪। স্থিতি স্তর

ক্যারিয়ারের এই সময়টাকে একজন মানুষ তার পেশা সম্পর্কে নতুন কিছুই শেখে না, কিংবা শেখার আগ্রহও থাকে না। এ পর্যায়ে ব্যক্তি তার কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কম দক্ষতার পরিচয় দিতে শুরু করে। সাধারণত ৫৫ বছর থেকে ক্যারিয়ারে স্থিতির স্তর শুরু হয়ে যায়।

৫। সমাপ্তি

এ পর্বে কর্মজীবন শেষে অবসর গ্রহণ করে।

www.pathagar.org

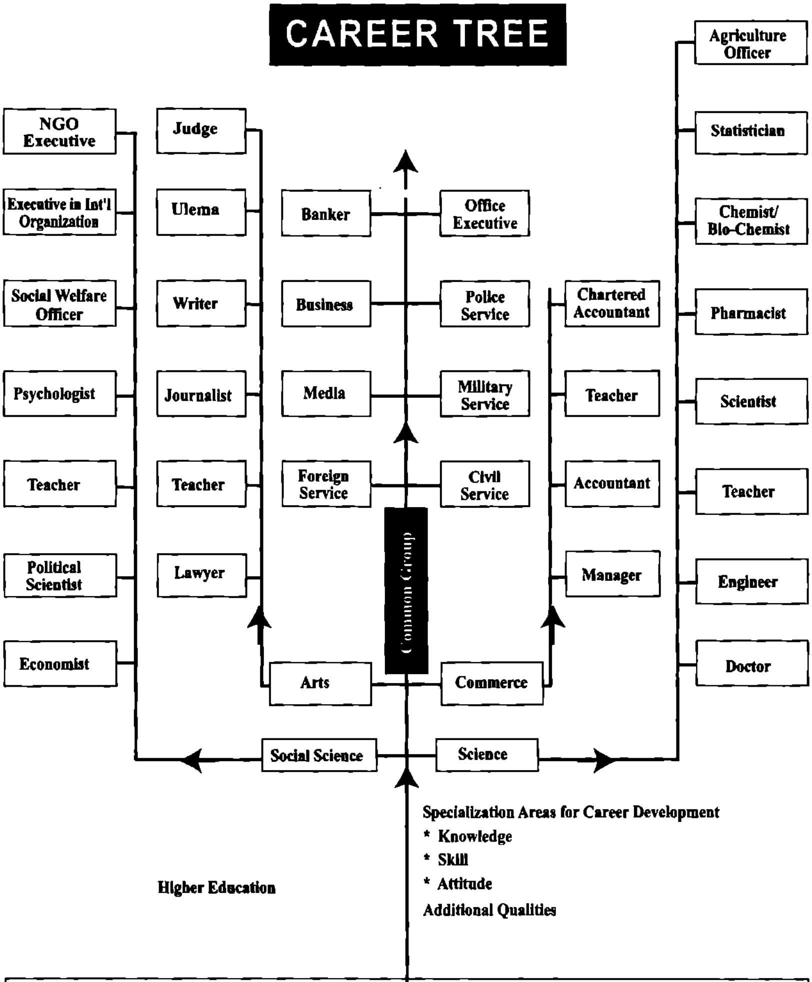

Higher Secondary Level (HSC/ A'level/ Alim/ Equivalent)	Specific area for career development * Individual Initiative * Teacher/ Guardian's Motivation * Senior Brother's Guideline	
Secondary level (SSC/ O' Level/ Dakhil/ Equivalent) & teacher	Pillars for carrer development * Inherent Quality	Decisive role by guardian
Elementary/Primary School Level (Bangla Medium/ English Medium Madrasha) guardian	Basement for Career Developement * Physical Fitness * Character * Academic Achievement	Decisive/ Dominating role by

www.pathagar.org

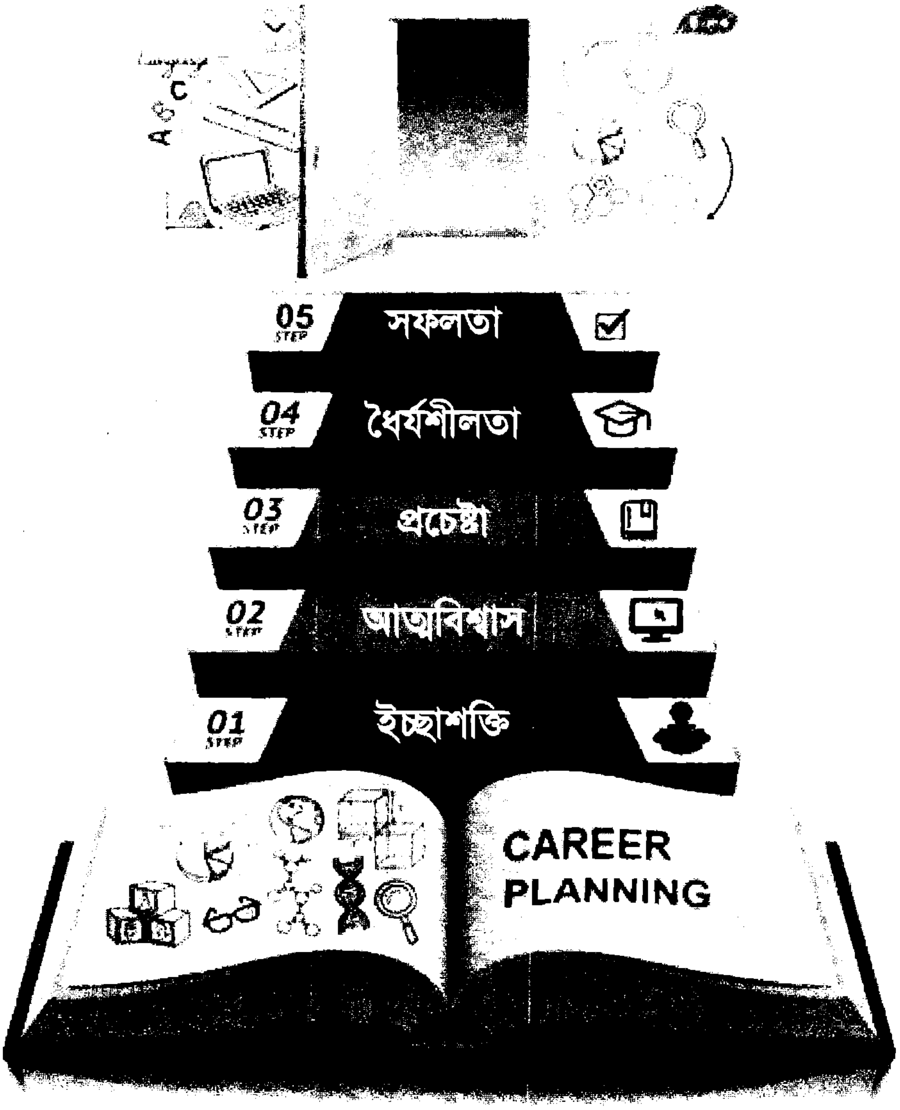

www.pathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ারের ভিত্তি : গুণগত শিক্ষা

www.pathagar.org

ক্যারিয়ারের ভিত্তি : গুণগত শিক্ষা

ক্যারিয়ার গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষা। এই শিক্ষাই একজন ব্যক্তিকে প্রদান করবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা। তবে বিশেষ কোন পেশার জন্য পাশাপাশি কিছু ট্রেনিং নিতে হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয় আনুমানিক ৫/৬ বছর বয়স হতে যখন শিক্ষার্থী নিজে নির্বাচন করতে পারে না তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্ষেত্র, বিদ্যালয় বা বিষয়সমূহ। এই কাজটুকু পিতা-মাতা বা অভিভাবকরাই করে থাকেন।

Imparting the most effective education-ই হওয়া উচিত আমাদের সকলের লক্ষ্য। অথচ এ ক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে, বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। এদেশে বেশ কয়েক ধরনের **System** রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। শিক্ষা গ্রহণের জন্যে একজন শিশু তার শিক্ষা শুরু করতে পারে স্কুল থেকে অথবা বিকল্প হিসেবে মাদ্রাসায় গিয়ে।

আমাদের দেশে স্কুল কলেজে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে নানা কারণে। এ পর্যায়ে সিলেবাসের পার্থক্য হয়ে থাকে এবং সে কারণেই দেশীয় কারিকুলাম এবং ব্রিটিশ কারিকুলামে ভিন্নতা। দেশীয় কারিকুলামের ক্ষেত্রে আবার বাংলা মিডিয়াম এবং ইংরেজি মিডিয়ামের বিভেদ।

বাংলা মিডিয়ামের ক্ষেত্রে আবার সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য। সাধারণভাবে বলা চলে এদেশে ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে তত্ত্বাবধান অপেক্ষাকৃত ভাল হয়ে থাকে। প্রধানত এ কারণেই সরকারি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলসমূহের তুলনায় বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন সিস্টেমে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়াশোনার মান উন্নততর। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের মান, তাদের **sincerity**, কর্তৃপক্ষের তদারকি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুততা, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহে সফলতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ **(factors)** জড়িত।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষার মান যে পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল জাতি তা এখনও সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়েছি আমরা ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে। ভাষার দক্ষতার এই ঘাটতির কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা নানাভাবে পিছিয়ে পড়ছে আজকাল। বর্তমান সময়ে তাই কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষায় দক্ষতা অর্জন স্কুল কলেজের স্ট্যান্ডার্ড নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। প্রধানত এ জন্যই অনেকে ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন আজকাল এবং তা সঙ্গত কারণেই।

www.pathagar.org

এদেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহে ব্রিটিশ কারিকুলাম এবং বাংলাদেশী কারিকুলাম উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োগ রয়েছে। এই পদ্ধতিদ্বয়ের সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে অনেকের কাছে। ব্রিটিশ কারিকুলামে পড়াশোনা করেছে এমন শিক্ষার্থীরা এ দেশের উচ্চ শিক্ষায় ভালভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যারা এদেশেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য বাংলাদেশের কারিকুলামের ইংলিশ ভার্সনই সর্বাপেক্ষা ভাল। পক্ষান্তরে এদেশে **HSC** বা **A level** করে বিদেশে গিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করতে আগ্রহী কোন শিক্ষার্থীর জন্য তুলনামূলক **A level system** এ পড়াশোনা করা অনেক বেশি সুবিধাজনক।

কোর্স কারিকুলামে ভিন্নতার কারণে বাংলাদেশে বিদ্যমান মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও রয়েছে নানা প্রকারভেদ। মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর জন্য সুবিধা হয় ধর্মীয় বিষয়সমূহ জানতে। কিন্তু এই সকল সুবিধার পাশাপাশি অনেকগুলো অসুবিধাও রয়েছে।
যেমন-

(ক) এদেশে মাদরাসার সিলেবাস, কারিকুলামকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে সাজানো হয়নি।

(খ) এই সময়ের দাবি বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলো তাঁরা কম প্রাধান্য দিয়ে পড়িয়ে থাকেন। ফলশ্রুতিতে মাদরাসারা ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে।

(গ) মাদ্রাসাকেন্দ্রিক সমস্যাগুলো শুধুমাত্র আমাদের দেশের মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য দেশগুলোতে এমন নয়। মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনের শুরুতে কোন শিক্ষার্থীকে প্রথমেই মাদরাসায় পাঠানো হয়। পরবর্তীতে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যখন সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে তখন সে ইউরোপ বা আমেরিকার একজন গ্র্যাজুয়েটের সমমানে অবস্থান করে থাকে, এমনকি **modern practical** বিষয়গুলোতেও। এ দেশের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার কারণসমূহ হচ্ছে যেমন একদিকে কারিকুলামের ঘাটতি অন্যদিকে আবার পদ্ধতিগত ঘাটতি, পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি। সর্বোপরি একজন ছাত্র-ছাত্রীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করার মানসে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান প্রদানে ব্যর্থতা। এ সকল সমস্যা উত্তরণের জন্য অনেক বুদ্ধিমান অভিভাবক তাদের সন্তানকে প্রাথমিকভাবে স্কুলে ভর্তি করে দেন এবং বাসায় আলাদাভাবে ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে ঘাটতিটুকু পূরণ করেন।

এভাবে হিসেব মেলানোর পর সবশেষে আসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুণগত মানের প্রশ্ন। ভাল ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে ভাল প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। তাই অভিভাবককে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি নজর দিতে হবে সঙ্গত কারণেই। বুদ্ধিমান পিতা-মাতা অনেক কিছুকেই বিসর্জন দিচ্ছেন এই অর্জনটুকে ধরার জন্যে। পিতা-মাতাকে মনে রাখতে হবে বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল অর্জন হচ্ছে-

www.pathagar.org

(ক) সর্বপ্রথম ভাষার (বাংলা এবং ইংরেজি) উপরে দক্ষতা অর্জন। এ ক্ষেত্রে লিখিত এবং কথ্য উভয় দিকই বিবেচনায় রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে দক্ষতার সাথে বলা যায় যে তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য **Creative writing** খুবই উপযোগী। এ বয়সের কোন শিক্ষার্থী তার পরিচিত কোন বিষয়ে নিজে বানিয়ে লেখার দক্ষতা অর্জন করবে সেটাই কাম্য হওয়া উচিত। বর্তমান সময়ের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিষয়টিকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এক্ষেত্রে এমনকি পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কোন গদ্য বা পদ্য থেকে শিক্ষার্থী নিজে বানিয়ে উত্তর দিবে এমন বর্ণনামূলক প্রশ্ন মাদরাসাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বইতে কমই দেয়া হয়েছে। অভিভাবক-অভিভাবিকাকে এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে বাড়িতে বাড়তি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অথবা বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিজে কাজটি করবেন গুরুত্ব এবং সতর্কতার সাথে।

(খ) উপরে উল্লেখিত বয়সে বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জন নিরূপণের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে গণিতের উপর দক্ষতা অর্জন। এদেশে অনেকের জন্য গণিত ভীতি সাধারণ **(common)** ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। সাধারণভাবে বলা চলে বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে ভাল মানের শিক্ষকের অভাবই সমস্যাটিকে সৃষ্টি করছে মূলত। এ সমস্যাটাকে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। যে শিক্ষার্থী ছোটকাল হতে ভালভাবে বুঝে অংক করতে শিখবে না ভবিষ্যৎ জীবনে সে বিজ্ঞান বা কমার্স দুটো অনুষদের বিষয়সমূহ হতে পিছিয়ে পড়বে। যারা ভাল অংক করতে পারে তাদের মধ্যে এক ধরনের **reasoning** তৈরি হয়। যার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বও অনেকটা প্রভাবিত হয়ে থাকে। মূলত এ কারণেই **USA**-এর মিলিটারি একাডেমিতে **Plebe Maths** নামক একটি বিষয় রাখা হয়েছে সকল ক্যাডেটের জন্য। গুরুত্বের সাথে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয় সেখানে। গণিতের উপরে গুরুত্বের অভাব বর্তমান সময়ে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠার জন্যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে একাধারে যেমন বিদ্যালয়/মাদরাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে আবার বাড়িতে অভিভাবককে। যে সমস্ত অভিভাবক মাদরাসাকেই নির্বাচন করবেন সন্তানের বিদ্যাপীঠ হিসেবে তাদের উচিত হবে এই বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য বাড়িতে বাড়তি ব্যবস্থা করা।

এদেশে বড় বড় শহরগুলোতে আজকাল বেশ কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তৈরি হয়েছে। শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে **Play Group (PG)** শ্রেণিতে এ স্কুলে ভর্তি করে কয়েকটি বছর (আনুমানিক Std III পর্যন্ত) এখানে রেখে এবং এর পরে স্কুল পরিবর্তন করে ভাল বাংলা মিডিয়াম স্কুলে স্থানান্তর করে উভয় **System**-এর সুবিধা নিচ্ছেন কেউ কেউ। এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো সুবিধা দিয়ে থাকে।

PG থেকে ক্লাস **III** পর্যন্ত শিক্ষার সময়কালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো -

(ক) ক্লাসের সাথে বয়সের সঠিক সামঞ্জস্য রাখতে হবে। কোন ক্রমেই বয়সের তুলনায় শিক্ষার্থীকে উপরের ক্লাসে উঠিয়ে দেয়া ঠিক হবে না।

(খ) শিক্ষার্থীর মনের উপরে চাপ দিয়ে শিক্ষা দান করা যাবে না। বরং শিক্ষা দানপদ্ধতি যেন এমন হয় যে শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে শিখতে পারে।

www.pathagar.org

(গ) এই বছরগুলোতে সবচেয়ে বড় অর্জন হতে হবে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করার (লিখিত ও কথ্য উভয় ক্ষেত্রেই) দক্ষতা অর্জন করা।

চতুর্থ শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নবম শ্রেণিতে উঠে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন গ্রুপে (আর্টস, কমার্স, সায়েন্স) বিভক্ত হয়ে যায়। সাধারণত এ পর্বের সময়টার জন্য শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয় একই থাকে। এ ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভেদের কথা আগেই বিবৃত হয়েছে। এবারে যদি আমরা একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দিকে মনোযোগ নিবেশ করি তাহলে আমাদের আলোচনা নিম্নরূপ হবে :

চতুর্থ শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বমোট পাঁচটি বছর পুরো জীবনের প্রেক্ষিতে খুব বড় ব্যাপ্তি না হলেও এ সময়টা অবশ্যই খুবই মূল্যবান। মানবজীবনের এই সময়ের ক্ষুরধার মেধা এর পরবর্তী বা পূর্ববর্তী জীবনের বহু মূল্যবান জ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। এ সময়ে যারা তাদের সমস্ত সুযোগকে একীভূত করে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তারাই জীবনযুদ্ধে বিজয়ীর আসনে আসীন হয়। এ ব্যাপারে অভিভাবকের নিখুঁত পরিকল্পনা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ক্রিয়া করে ছেলেমেয়েদের উপর। এ সময়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী তাদের প্রিয় শিক্ষকের সান্নিধ্য, সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান পায় তারাই জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যায় পরিপূর্ণভাবে। এর সাথে যদি যুক্ত হয় ব্যক্তির অদম্য স্পৃহা এবং নিরলস প্রচেষ্টা তাহলে সম্ভব হয় ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো।

এ বয়সের মধ্যেই একটা সময়ে শিক্ষার্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে, যার উপরে নির্ভর করে সে বাবা-মাকে ছেড়ে আলাদাভাবে জীবন যাপন করতে শেখে। সেজন্যে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী থাকাকালীন কোন কোন বালক-বালিকাকে তাদের পরিবার থেকে আলাদা করে ক্যাডেট কলেজে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একইভাবে কোন কোন ছেলে-মেয়েকে আবার বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (**BKSP**) ভর্তির জন্য আলাদা করে ফেলা হয় এ বয়সেই। এদিক থেকে চিন্তা করলে এ সময়টা তাদের জন্য বিশেষভাবে অর্থবহ যারা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার হিসাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে বা পেশা হিসেবে খেলাধুলাকে বেছে নিতে চান।

এদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীতে অফিসার হতে পারা একটি উন্নত মানের পেশা গ্রহণের সুযোগ পাওয়ার নামান্তর মাত্র। বর্তমান সময়ে ডিফেন্স সার্ভিসে যারা অফিসার হিসাবে নির্বাচিত হচ্ছেন তাদের অধিকাংশরই ক্যাডেট কলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। সেদিক হতে বিবেচনা করলে বলা চলে সামরিক বাহিনীতে চাকরিকে যারা বেছে নিবেন ভবিষ্যতে, তাদের টার্গেট হওয়া উচিত ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনার সুযোগ গ্রহণ করা।
বয়সের বিষয় বিবেচনা করলে এই সময়টা আলাদাভাবেই গুরুত্ব বহন করে। এ সময়েই কোন ব্যক্তি তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি বিকাশের সুযোগ পেয়ে থাকে। **Teen age** হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময়ের **demand** ব্যতিক্রমধর্মী এবং

www.pathagar.org

নানাবিধ। বালক-বালিকাদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের পাশাপাশি কিছু বাড়তি বিষয়ে সমস্যাগ্রস্ত করে ফেলে এই বয়স। এই বয়সে তাই পিতা-মাতা বা অভিভাবককে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে তাদের ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে। বালক-বালিকারা এ বয়সে যথেষ্ট **Sensitive** থাকে।

মানব জীবনের সম্পূর্ণ দৈহিক বিকাশের বেশির ভাগই সম্পন্ন হয়ে থাকে এই বয়স কালের মধ্যে। এই ব্যাপারটাও বিবেচনায় আসা উচিত। সেজন্যে এ বয়সে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে হয়। শিক্ষাজীবনের মোট তিনটি দিক রয়েছে- তা হলো একাডেমিক পড়াশোনা, সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং চরিত্র গঠন। ৪র্থ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি সময়কালে শেষোক্ত দু'টি বিষয়কে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া উচিত। চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যদি কেউ প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয় তবে এ বয়সেও কিছু পদস্খলন হতে পারে, যা ব্যক্তির জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ক্যাডেট কলেজ এবং BKSP-তে পড়াশোনা

এ পর্যায়ে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি এবং সেখানে থেকে পড়াশোনা করা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা উচিত। ক্যাডেট কলেজ সিস্টেম এ দেশের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী সিস্টেমই বটে। এই ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীকে তার পাঠ্যপুস্তক নির্ভর পড়াশোনার বাইরেও বাড়তি কিছু ট্রেনিং (মিলিটারি ট্রেনিং এর আদলে) দেয়া হয় যা ভবিষ্যতে মিলিটারি সার্ভিসের উপযোগী করে গড়ে তোলার মানসিকতা তৈরি করে। এই ট্রেনিং বেশ কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কোন এক সময়ে। প্রাথমিক দিনগুলোতে বাবা-মাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পছন্দ করে না কেউ কেউ, অবশ্য পরে তা ধাতস্থ হয়ে যায়। এ সকল negative দিক এর পাশাপাশি অনেকগুলো ভাল দিকও রয়েছে ক্যাডেট কলেজ সিস্টেম-এ। ক্যাডেট কলেজ একজন ছাত্র/ছাত্রীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে থাকে। এই ট্রেনিং তাকে কষ্টসহিষ্ণু করে তৈরি করে, তার মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি অন্যের প্রতি নির্ভরতা কমিয়ে আনে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে ক্যাডেট কলেজে অধ্যয়ন শেষে কোন শিক্ষার্থী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং অল্প বয়সে পরিবার ছেড়ে দূরে থাকার ফলে তাদের মধ্যে মমত্ববোধ কমে যায় বহুলাংশে। সম্ভবত এটাই প্রয়োজন একজন সামরিক অফিসার হওয়ার জন্যে।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা :

১. সারা দেশে ১২টি ক্যাডেট কলেজ আছে তার মধ্যে ৯টি বালক ও ৩টি বালিকাদের জন্য।

২. সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সারা দেশে একই দিনে সপ্তম শ্রেণির জন্য ক্যাডেট কলেজের জন্য ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৩. যারা ষষ্ঠ শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে ফলাফল করতে পারে শুধুমাত্র তারাই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে।

৪. আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হয়।

www.pathagar.org

তিনটি ধাপে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় :

৫. আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা (২০১৭ সালের সার্কুলারের আলোকে):

১) জাতীয়তা: প্রার্থীকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হতে হবে।

২) প্রার্থীকে অবশ্যই ষষ্ঠ শ্রেণি কিংবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩) বয়স ১৩ বছর ৬ মাসের বেশি হওয়া যাবে না (সংশ্লিষ্ট বছরে)।

৪) শারীরিক যোগ্যতা: বালক ও বালিকা উভয়ের দৈর্ঘ্য ন্যূনতম ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি হতে হবে।

৫) প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

৬) চোখের পাওয়ার: গ্লাস-কোন ক্ষেত্রেই চোখের পাওয়ার (-) **2D** এর বেশি হতে পারবে না।

৭) গ্লাস ছাড়া অন্ধত্ব: এক চোখ-৬/১২ ও অন্য চোখ-৬/১৮।

৮) গ্লাসসহ অন্ধত্ব: এক চোখ ৬/৬ ও অন্য চোখ ৬/৬।

৬. পরীক্ষা পদ্ধতি: ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা, ২৫ নম্বরের মৌখিক ও ৫০ নম্বরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা (যোগ্য ও অযোগ্য) ও ২৫ নম্বরের উপযোগিতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সকল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন করা হবে। (২০১৭ সালের সার্কুলার অনুযায়ী)

৭. ক্যাডেট কলেজের ওয়েবসাইটসমূহ থেকে আপডেট তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা বেড়েছে বেশ কিছুটা। আমাদের দেশেও এর ঢেউ এসে লেগেছে। এর ফলশ্রুতিতে দেশে **BKSP** নামে একটি ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী খেলাধুলা শেখার পাশাপাশি **Academic** পড়াশোনাও চালিয়ে যায়। **BKSP**-তে **HSC** পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এখানকার সিস্টেমের কিছুটা মিল রয়েছে ক্যাডেট কলেজের সিস্টেমের সাথে। তবে ফলাফলের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে আবার। ক্যাডেট কলেজ পড়াশোনা করলে মিলিটারি অফিসার হওয়া সহজতর হয়। এবং **BKSP**-এর ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তীকালে ভাল মানের খেলোয়াড় হতে পারে।

O level/A level-এ পড়াশোনা

বর্তমান বিশ্বে ইংরেজির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই শিক্ষাব্যবস্থার ইংরেজীকরণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বাড়ছে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার/পড়াশুনার জনপ্রিয়তা। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার এবং গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩ ধরনের কারিকুলামে ইংরেজি মাধ্যম পড়াশুনা করানো হয় কিংবা চলমান।

www.pathagar.org

ন্যাশনাল কারিকুলাম : বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম বোর্ড বা ইংরেজিতে **NCTB** প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা চলমান। মূলত বাংলা মাধ্যমের পাঠ্যপুস্তকের ইংরেজি অনুবাদেই এই ভার্সনের বইগুলি ছাপা হয় এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে পড়ানো হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্লে নার্সারি থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক ও মাস্টার্স লেভেল পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম-এর পড়াশুনা আছে।

ব্রিটিশ কারিকুলাম : গ্রেট ব্রিটেনের লন্ডনে অবস্থিত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী এই কারিকুলামে পড়ানো হয়। ন্যাশনাল কারিকুলামে **SSC** সমমান **O level** এবং **HSC** সমমান **A level** এর দুটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় এই মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের। মূলত, ন্যাশনাল কারিকুলামে **HSC** শেষ করার পর বাংলাদেশে পড়ার সুযোগ থাকলেও ক্যামব্রিজ কারিকুলামে **A level** শেষ করার পর আর তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে ক্যামব্রিজ কারিকুলামের একজন শিক্ষার্থীকে **A level** শেষ করেই বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমাতে হয়।

আসুন জেনে নিই ন্যাশনাল কারিকুলাম এবং ক্যামব্রিজ কারিকুলামের একজন শিক্ষার্থী কোন কোন সেক্টরে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে পারে।

ন্যাশনাল কারিকুলাম : এই মাধ্যমের বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্যে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মতই বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকে। বিশেষ করে এমবিবিএস, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সহ সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, জেনেটিক প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ থাকে।

এছাড়া ইংরেজি মাধ্যমের ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিকের শিক্ষার্থীদের জন্যেও বিবিএ, আইন, সাংবাদিকতা, ইংরেজি সাহিত্য প্রভৃতি অধ্যয়ন এবং এই সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ থাকে।

ক্যামব্রিজ কারিকুলাম : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, **A level** শেষ করার পরে এই কারিকুলামে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই। তারপরেও এমবিবিএস, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ, আইন নিয়ে পড়াশুনা করে এই সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে পারে এই কারিকুলামের শিক্ষার্থীরা।
এছাড়া আমেরিকা, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের নামীদামি দেশগুলোতে এই কারিকুলামের শিক্ষার্থীদের জন্যে স্কলারশিপসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

বিষয় নির্বাচন

ক্যারিয়ার গঠনের প্রস্তুতিকল্পে বিষয় নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা রেখে থাকে। ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে যে বিষয়ের প্রয়োজন সেটা যেমন লক্ষণীয় ব্যাপার, পাশাপাশি সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীর আগ্রহ আদৌ রয়েছে কিনা তাও ধর্তব্যের বিষয়।

www.pathagar.org

একটি জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে যারা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদান করবেন তাদের মানসগঠন **(Mind-set)** নির্ভর করে যথাযথ শিক্ষার উপর। এ কারণে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মাঝামাঝিতে অর্থাৎ নবম শ্রেণির শুরুতে একজন শিক্ষার্থীকে বেছে নিতে হয় তার পছন্দের বিভাগ অর্থাৎ মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা নাকি বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হবে সে। উচ্চশিক্ষা যদি ক্যারিয়ারের সোপান হয় তবে সেই সোপানের শুরু-এ বিভাগ নির্বাচনের মাধ্যমে। এ নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হওয়া উচিত এবং এখানে শিক্ষার্থীর অভিপ্রায়, সহজাত আগ্রহ এবং অনুরাগ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উদাসীনতা একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

নবম শ্রেণি, একাদশ শ্রেণি এবং স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে বিষয় **(subject)** নির্বাচনের ব্যাপারে সাধারণভাবে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন তা হলো–

(ক) অংকে ভাল এবং বিজ্ঞানে আগ্রহী না হলে কারো বিজ্ঞান গ্রুপে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্য এর পাশাপাশি আরও প্রয়োজন হলো কঠোর পরিশ্রমের ইচ্ছা এবং যোগ্যতা, বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে জানার প্রবল ইচ্ছা, শান্ত এবং ধীর-স্থির মেজাজ এবং বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি নিয়ে ধৈর্যসহকারে চিন্তা করার মত একটি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু মন।

(খ) কলা ও মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিষয়সমূহ অধ্যয়নের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন দীর্ঘ লেখার **(Writing)** যোগ্যতা, কল্পনাপ্রবণতা, **Critical** মন এবং নির্বাচিত বিষয়ে অধ্যয়নের আগ্রহ।

(গ) বাণিজ্য অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন ধীর-স্থির স্বভাব এবং দূরদৃষ্টি। বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়ী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যার ব্যবস্থাপক হওয়ার যোগ্যতা এবং ঝোঁক রয়েছে সে বাণিজ্য অনুষদে পড়াশোনা করলে ভাল করতে পারবে।

বিষয় নির্বাচনে অনেকে ভুল করে থাকেন নানাভাবে। এ সকল ভুলের মধ্যে একটি সাধারণ ভুল হলো অল্প পরিশ্রমে ভাল রেজাল্ট করার সুযোগ সন্ধান। যে বিষয়ে অল্প পরিশ্রমে ভাল রেজাল্ট করা যায় সেটা আবার ভাল ফল দিতে পারবে এটাই বা কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। তাই যদি সত্য হতো তাহলে বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে অনেকেই সে ধরনের সিদ্ধান্তই নিত। যে প্রাপ্তি অল্প পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব তা সহজেই ভঙ্গুর হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এটাই জগতের নিয়ম। দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত লাউয়ের লিক লিকে ডগা কি কখনও শাল বৃক্ষের শত বছরের আয়ুষ্কাল অর্জনে সমর্থ হয়? প্রকৃতপক্ষে এদেশে যেখানে বেকার সমস্যা প্রকট সেখানে অল্প পরিশ্রমে ভাল রেজাল্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বেকার সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে অনেকেই।

ক্যারিয়ার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ যেমন দুরূহ ব্যাপার, পাশাপাশি তার বাস্তবায়নের জন্য

www.pathagar.org

প্রয়োজন হয় কঠোর এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিশ্রম। এ পর্যায়ে একটি উদাহরণ। সত্তর দশকের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানে সিএসপি অফিসার হওয়াকে অনেকেই প্রথম টার্গেট হিসাবে গণ্য করতেন। ব্যাপারটা বাস্তবিকই সত্য ছিল তখন। সম্মান, প্রতিপত্তি, সামাজিক অবস্থান, সবকিছু মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই চাকরি তখনকার সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ টার্গেট ছিল। যারা ভবিষ্যৎ সিএসপি অফিসার হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন তাদের অনেকেই নবম শ্রেণি হতেই এ ব্যাপারে প্রস্তুতি শুরু করতেন প্রকারান্তরে। এসএসসি পর্যায়ে তাদের অনেকে বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র হতেন। এ সময়ে পঠিত বিষয়ের মধ্যে বিশেষ করে গণিত এবং বিজ্ঞান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস (সিএসএস) পরীক্ষার এই দুটো বিষয়ে ভাল করতে সাহায্য করতো। বিজ্ঞান পড়ার মানসে তারা এ পর্যায়ে বিজ্ঞান নিতেন না। এইচএসসি পর্যায়ে তারা আর্টস নিতেন এবং বিষয় নির্বাচনে ইংরেজি, **General History** (ইতিহাস), অর্থনীতি এর প্রাধান্য দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোন বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনা করতেন কিছু দিনের জন্য। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমত: কলেজে শিক্ষকতার কাজে অফুরন্ত সময় পাওয়া যেত সিএসএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত: কলেজের অধ্যাপনা প্রার্থীকে সুন্দরভাবে কথা বলার আর্ট রপ্ত করতে, বক্তৃতা দিতে উপরন্তু মানুষকে **Convince** করতে সহায়তা করতো। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় নবম শেণি থেকে শুরু করে কলেজে অধ্যাপনার আনুমানিক দুই/তিনটি বছর পর্যন্ত সময় ছিল তাদের সিএসএস পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়। প্রকৃতপক্ষে পেশা নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম দাবি করে এতটা নিখুঁত পরিকল্পনা। এর সাথে বাড়তি প্রয়োজন হচ্ছে প্রবল আগ্রহ আর ইস্পাত কঠিন মনোবল ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর। মনে রাখতে হবে জীবনের সাফল্য সবার জন্য নয়, শুধুমাত্র অকুতোভয় সৈনিক তার যোগ্যতা বলে ছিনিয়ে আনতে পারে বহু প্রতীক্ষিত এ ধরনের সাফল্য। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এসে যায় ভাগ্য কি তাকে টেনে নিয়ে যাবে অজানা কোথাও, নাকি সে তার প্রচেষ্টায় ভাগ্যকে টেনে দাঁড় করাবে তার পাশে।

এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ে পড়াশোনা

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার গঠন প্রক্রিয়ায় এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের গুরুত্ব অপরিসীম। এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় এইচএসসি লেভেলে ভাল কলেজে ভর্তির বিষয়টি। এসএসসি লেভেলে পড়াশোনার যে সমস্ত বিষয় নেয়া হয় তা বহুলাংশে নিরূপণ করবে এইচএসসি লেভেলে পড়াশোনার বিষয় নির্বাচনে। এভাবে পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে। এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে কলেজে পড়াশোনা করার সময় সরকারি বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এসএসসির ফলাফলের চেয়েও এইচএসসি লেভেল পরীক্ষার গুরুত্ব অধিকতর। এই ফলাফলের গুরুত্ব বর্তায় ভর্তি প্রক্রিয়ার উপরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বৃত্তি পাওয়ার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স লেভেলের পড়া শেষ করার পর শিক্ষার্থী নতুন করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যাবে, নাকি চাকরি খুঁজবে এই উভয় ক্ষেত্রে আবার এসএসসি এবং এইচএসসির

www.pathagar.org

ফলাফল গুরুত্ব বহন করে থাকে। এভাবে হিসাব করলে দেখা যায় এই দুটো পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্ট কোন ব্যক্তির সারা জীবনের জন্য সঞ্চয় হয়ে থাকে।
এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট অর্জন করার জন্য প্রয়োজন–

ক) বেসিক বিষয়গুলোতে ভাল মানের জ্ঞান।
খ) বিশেষ করে ভাষার উপরে দখল।
গ) নিয়মিত পড়াশোনা করা।
ঘ) সময়ের সঠিক এবং সদ্ব্যবহার।
ঙ) সম্যকভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।
চ) সর্বোপরি বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি।

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে **Critical analysis** করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে বিষয়ের প্রায়োগিক দিক এবং ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অবশ্যই যথাযথ গুরুত্ব বহন করে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি শিক্ষা বা টেকনিক্যাল এডুকেশন বলতে সাধারণত হাতে-কলমে বাস্তবধর্মী শিক্ষাকে বোঝানো হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সাধারণ মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের যে বিষয়গুলো শেখানো হয় তার যান্ত্রিক বাস্তবায়নের নামই কারিগরি শিক্ষা। পাঠ্যপুস্তকের সাথে প্রাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ, দক্ষতা আর মেধার সমন্বয়ে সৃজনশীল উৎপাদনমুখী কার্যক্রমই হল কারিগরি শিক্ষা।

নবম শ্রেণি থেকে কারিগরি শিক্ষার শুরু হয়। এদেশে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সে পড়াশোনা করানো হয়। অন্যদিকে এসএসসি পাসের পর পলিটেকনিক এবং মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে বিভিন্ন ট্রেডে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানোর ব্যবস্থা করা হয়।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে আগে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স করানো হলেও সময়ের দাবিতে এসব কোর্সের কলেবর বৃদ্ধি করে বর্তমানে চার বছর মেয়াদি কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এসব কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সহজেই দেশী-বিদেশী বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশায় চাকরি পেয়ে থাকলেও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের মত সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা পেতে সক্ষম হন না।

তবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **(DUET)** এবং কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের প্রবর্তন করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে **DUET** এ ভর্তির

www.pathagar.org

সুযোগ অর্জন করতে হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ আছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, কৃষি, ডেন্টাল বিষয়ে যে টেকনিক্যাল শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয় সে সব ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ভর্তির সুযোগ থাকে না। তবে বর্তমানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর দেশের সরকারি খ্যাতিনামা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে পড়ালেখার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

যাদের জন্য কারিগরি শিক্ষা

অপেক্ষাকৃত কম খরচ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাপদ্ধতির কারণে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জন্যে এ শিক্ষা উপযোগী এবং কার্যকর। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুবিধার জন্য বিশ্বব্যাংক থেকে বিশেষ শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার পরিমাণ ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ৫০০০০ টাকা যা তার শিক্ষা জীবন চালিয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।
কারিগরি শিক্ষায় কাজটাই আসল। তাই এখানে যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে কাজের দক্ষতা। যে যতো ভাল কাজ করবে সে ততো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। এছাড়া সাধারণ শিক্ষিতরাও এই শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এদেশে কারিগরি শিক্ষা

দেশে কারিগরি শিক্ষা পরিচালনা করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বাকশিবো)। ১৯৫৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ৫১টি সরকারি পলিটেকনিক্যাল, ৭টি মনোটেকনিক, ৩টি মহিলা পলিটেকনিকসহ প্রায় শতাধিক প্রাইভেট পলিটেকনিক, ব্যবসা শিক্ষাক্রম ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বেশ কিছু টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) রয়েছে। বর্তমানে ক্রমান্বয়ে দেশের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির কাছে কারিগরি শিক্ষাপদ্ধতি বেশি গ্রহণযোগ ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠছে।

কারিগরি শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয়

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা করছে বিভিন্ন মানের ও রকমের ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের কোর্স। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। এর একটা পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল।

www.pathagar.org

ক্র. নং	কোর্সের নাম	সময় সীমা	সরকারি	বেসরকারি	আসন সংখ্যা
০১	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বছর	৫৮	৩৮১	৭২৯২০
০২	ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বছর	৭	১১২	১১৩৬০
০৩	ডিপ্লোমা-ইন-অ্যাগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বছর	৬	১৭৬	১২৭৯০
০৪	ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বছর	৩	৪৫	২৪৭৮
০৫	ডিপ্লোমা-ইন-জুট ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বছর	০১		১০০
০৬	ডিপ্লোমা-ইন-হেলথ	৩ বছর	৮	২১৬	২২৯২০

এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে ভাল জায়গায় যাওয়া যায়। সে সকল ট্রেড কোর্সের প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নরূপ-

ক্র. নং	কোর্সের নাম	সময় সীমা	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	বেসরকারি
০১	ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল	০১ বছর	০১	১২০
০২	ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল	০১ বছর	০১	৮০
০৩	ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি	২/৩ বছর	০১	৫০
০৪	ডিপ্লোমা-ইন-মেডিক্যাল	০১ বছর	১৮	৭২০
০৫	ডিপ্লোমা-ইন-অ্যানিম্যাল হেলথ অ্যান্ড প্রডাকশন	০২ বছর	০৩	৪০০
০৬	ডিপ্লোমা-ইন-মেরিন	০২ বছর	০১	২০০
০৭	ডিপ্লোমা-ইন-শিপ বিল্ডিং	০২ বছর	০১	২০০

ডিপ্লোমা-ইন- ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট সমূহ

১. ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
২. ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৩ ডিপ্লোমা-ইন-মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৪. ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং
৫. ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং
৬. ডিপ্লোমা-ইন-পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং
৭. ডিপ্লোমা-ইন-আর্কিটেচার
৮. ডিপ্লোমা-ইন-অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
৯. ডিপ্লোমা-ইন-কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

www.pathagar.org

১০. ডিপ্লোমা-ইন-ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং
১১ ডিপ্লোমা-ইন-এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং
১২. ডিপ্লোমা-ইন-রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
১৩. ডিপ্লোমা-ইন-এরোনাটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
১৪. ডিপ্লোমা-ইন-জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম
১৫. ডিপ্লোমা-ইন- ইঞ্জিনিয়ারিং
১৬. ডিপ্লোমা-ইন-এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং
১৭. ডিপ্লোমা-ইন-অফসেট প্রিন্টিং
১৮. ডিপ্লোমা-ইন-গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস
১৯. ডিপ্লোমা-ইন-গ্লাস
২০. ডিপ্লোমা-ইন-সার্ভেয়িং
২১. ডিপ্লোমা-ইন-গার্মেন্টস অ্যান্ড প্যান্ট ডিজাইন
২২. ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল
২৩. ডিপ্লোমা-ইন-মাইনিং
২৪. ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রমেডিক্যাল
২৪. ডিপ্লোমা-ইন-মেকাট্রনিক্স
২৫ ডিপ্লোমা-ইন-টেলিকমিউনিকেশন
২৬. ডিপ্লোমা-ইন-আর্কিটেকচার
২৭. ডিপ্লোমা-ইন-মেরিন
২৮ ডিপ্লোমা-ইন-শিপ বিল্ডিং
২৯. ডিপ্লোমা-গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন
৩০. ডিপ্লোমা-ইন-ইনস্ট্রুমেনটেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল
৩১. ডিপ্লোমা-ইন-ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং

এছাড়াও

এরোস্পেস, এভিয়োনিক্স-এ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স;

৪ বছর মেয়াদি অ্যাগ্রিকালচার, ৩ বছর মেয়াদি ফরেস্ট, ২ বছর মেয়াদি এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), কমার্স-এ ডিপ্লোমা কোর্স; ১ বছর মেয়াদি ফুটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন, মেডিক্যাল আল্ট্রাসাউন্ড-এ ডিপ্লোমা কোর্স এবং ১ বছর মেয়াদি মেডিক্যাল মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ও প্যারামেডিক্যাল-এর সার্টিফিকেট কোর্স চালু রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ভোকেশনাল কোর্সসমূহ

বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ড এর অধীনে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ে সৃষ্ট এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে প্রতি বছর সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করে। এসএসসি উত্তীর্ণদের জন্য রাখা হয়েছে এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স। এ সকল কোর্স/ট্রেড-এর পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো।

www.pathagar.org

এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সসমূহ

১. অটোমোবাইল
২. অডিও-ভিডিও সিস্টেম
৩. ওয়েল্ডিং
৪. রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
৫. জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
৬. ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং
৭. কম্পিউটার এপ্লিকেশন অ্যান্ড অপারেশন
৮. ফার্ম মেশিনারি
৯. জেনারেল মেকানিক্যাল ওয়ার্কস
১০. ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলারিং
১১. বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স
১২. পোল্ট্রি বিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
১৩. ড্রাফটিং সিভিল
১৪. উড ওয়ার্কিং অ্যান্ড কেবিনেট মেকিং

এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স/ট্রেডসমূহ

১. ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স
২. ক্লথিং অ্যান্ড গার্মেন্টস ফিনিশিং
৩. অ্যাগ্রো মেশিনারি
৪. কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স
৫. ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন
৬. মেশিন টুল অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স
৭. অটোমোবাইল
৮. রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
৯. ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন
১০. ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং
১১. বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স
১২. পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
১৩. ড্রাফটিং অ্যান্ড সিভিল
১৪. উড অ্যান্ড ডিজাইন

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায় তাদের জন্য বাংলাদেশে একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান ডুয়েট। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারবে। যেমন : JUST, SUST। তবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে তারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.org

বর্তমানে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এ কেবলমাত্র ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি করা হয় এবং সকল বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি করার সুযোগ আছে।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি তথ্য

যোগ্যতা

(ক) প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/দাখিল বা সম-মানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০% নম্বর বা ৫ এর স্কেলে কমপক্ষে **GPA-3.00** পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। (খ) প্রার্থীকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে **CGPA-3.00** পেয়ে যে কোন ডুয়েট সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে সমতুল্য নম্বর বা গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। (গ) চাকরিরত প্রার্থীরাও যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন।

ভর্তির সময়

সাধারণত মে-জুন মাসে পত্রিকায় ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।
অথবা ডুয়েটের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে **(www.duet.ac.bd)**

বিষয় ও আসন সংখ্যা

বিভাগ সমূহ	ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা	আসন সংখ্যা
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং		১২০
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	মেকানিক্যাল, পাওয়ার, কেমিক্যাল, আর এ সি, অটোমোবাইল, ফুড, মেকাট্রনিক্স, মেরিন ও শিপ বিল্ডিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা	১২০
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, টেলিকমিউনিকেশন ও ইলেকট্রোমেডিক্যাল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা	১২০
কম্পিউটার অ্যান্ড সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং	কম্পিউটার অ্যান্ড সায়েন্স, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স ও ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা	১২০
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	টেক্সটাইল,জুট ও গার্মেন্টস অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং	৬০
ইন্ডাসট্রিয়াল প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং	মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আর এ সি, অটোমোবাইল, ফুড, মেকাট্রনিক্স, মেরিন ও শিপ বিল্ডিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা	৩০
ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার	আর্কিটেকচার ও আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা	৩০

www.pathagar.org

আগামী সেশন থেকে আরও দুইটি ডিপার্টমেন্ট (কেমিক্যাল ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট) এবং তিনটি ইনস্টিটিউট চালু করা হবে।

সংরক্ষিত আসন

এছাড়াও প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে ১২০ জনে ২ জন করে মোট ০৮টি আসন এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ০১ জন করে মোট ০৩ টি আসন অর্থাৎ উপজাতি মোট আসন সংখ্যা ১১টি। একই সাথে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে ১২০ জনে ২ জন করে মোট ০৮টি আসন এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ০১ জন করে মোট ০৩ টি আসন অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা মোট আসন ১১টি

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ এবং নম্বর বিভাজন

নির্ধারিত সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সকল বিষয়ে মোট নম্বরের ২০%-২৫% MCQ থাকে।

নম্বর বিভাজন

পত্র	বিষয়	নম্বর	মোট নম্বর
১ম পত্র	রসায়ন	৪০	১৫০
	পদার্থ	৪০	
	গণিত	৪০	
	ইংরেজি	৩০	
২য় পত্র	স্ব-স্ব ডিপার্টমেন্ট	১৫০	১৫০
		সর্ব মোট =	৩০০

www.pathagar.org

পরীক্ষায় ভাল করার উপায়

আমাদের অনেকেরই মনে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। আর সেটা হলো, আল্লাহ আমাকে কম ব্রেন দিয়েছেন আর অন্য একজনকে বেশি ব্রেন দিয়েছেন। কিন্তু এটি আসলে সঠিক নয়। মহান আল্লাহ সবাইকেই একই ব্রেন বা স্মরণশক্তি দিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো: কেউ পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে আবার অন্যজন খারাপ রেজাল্ট করে কেন? আসলে এর মূল কারণ হলো পড়ার ধরন এবং পরিবেশ।

এবার আসুন আসল কথায় আসি। পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য যদি আপনি নিম্নের টিপসগুলো নিয়মিত অনুসরণ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হবে।

আপনার পাঠের পরিবেশ

১. যেখানে আপনি পড়তে কমফোর্ট ফিল করবেন, সেখানেই পড়বেন।

২. এমন জায়গায় পড়তে বসুন যেখানে আপনি সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারবেন।

৩. পড়ার সময় টিভি, রেডিও, কম্পিউটার, মিউজিক প্লেয়ার অফ রাখুন অথবা এগুলো থেকে দূরে নীরব স্থানে পড়তে বসুন।

আপনার প্রস্তুতি এবং আমাদের পরামর্শ

১. আপনাকে আপনার পরীক্ষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধরণা রাখতে হবে।

২. বছর বা কোর্সের শুরুতেই আপনাকে বিষয়ের সিলেবাস, প্রশ্ন কাঠামো এবং নম্বর বণ্টন সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। ভাল লেখাপড়ার জন্য এ বিষয়টি একটি পূর্বশর্ত।

৩. পড়াশোনার জন্য সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ সময়টুকু আলাদা করে বাকি সময়ে অন্য কাজ কর্ম খাওয়া-দাওয়া, ঘুম সহ প্রাত্যহিক কাজ সেরে ফেলবেন।

৪. অতিরিক্ত পড়া উচিত নয়। এতে মস্তিষ্কের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

৫. পড়ার সময় একটি টপিক/পাঠ শেষ না করে হুট করে অন্যটায় চলে যাবেন না।

৬. পড়ার সময় ভারি খাবার গ্রহণ করবেন না।

৭. একটানা এক ঘণ্টা পড়ার ভেতর ৫-১০ মিনিট বিরতি নিয়ে আবার পড়া শুরু করুন। এতে মস্তিষ্কের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় না।

৮. পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমন: পেন্সিল, কলম, ক্যালকুলেটর, অ্যাডমিট কার্ড, টাকা ইত্যাদি) আগে থেকে প্রস্তুত করে রেখে দিন।

৯. পড়ার সময়টাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পরিকল্পনা মতো পড়ুন।

১০. যেকোন প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ভার্সিটিতে পড়ুয়া বড় ভাই বা আপুর সাহায্য ও পরামর্শ নিন।

www.pathagar.org

১১. ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঐ দিনের পড়াগুলোর উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

১২. পরীক্ষার আগের দিন রাত জেগে পড়বেন না।

১৩. আপনার চারপাশের সামান্য বিষয় বা ঘটনা আপনার মনকে এলোমেলো করে দিতে পারে। তাই পড়ার সময় মোবাইল ফোন, গল্পগুজব, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

১৪. পড়ার টাইমটেবিল এমন ভাবে প্রস্তুত করুন, যেন পরীক্ষার আগে রিভিশনের যথেষ্ট সময় থাকে।

১৫. পড়ার সময় লিখে পড়ার চেষ্টা করুন যে প্রশ্নটি পড়বেন সেটার উত্তরগুলো খাতা কলমের সাহায্যে লিখে লিখে পড়ার চেষ্টা করুন। তাহলে পড়াও মনে থাকবে, চোখের সাহায্যে অন্তরেও গেঁথে যাবে।

১৬. আড্ডা দেয়ার সময় কমিয়ে দিন।

১৭. ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মিশুন। কথায় আছে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আপনি যদি এভারেজ কিংবা খারাপ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মেশেন তাহলে আপনার উপরে কিন্তু খারাপ প্রভাবই পড়বে।

১৮. ধর্মকর্মে মন দিন। শুধু পরীক্ষার আগে স্রষ্টার নাম জপে কোন ফায়দা হয় না। প্রতিদিন অল্প অল্প করে ধর্ম কর্মে মন দিন। আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ফেলুন। তাহলে স্রষ্টাও আপনার উপরে খুশি হবেন।

১৯. নির্দিষ্ট সময়ে পড়ার অভ্যাস করুন। নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষুধা লাগলে আপনার কেমন লাগে? ঠিক তেমনি প্রতিদিন অল্প পড়ুন বা বেশি পড়ুন একটা নির্দিষ্ট সময়ে পড়ার অভ্যাস তৈরি করুন।

২০. টিভি দেখা কমিয়ে দিন।

২১. শিক্ষকদের সাথে দেখা করুন। আপনার শিক্ষক কখনোই আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন না। তাদের কয়েকজন ভীতিকর হতে পারেন। কিন্তু সবকিছুর শেষে তিনিই আপনার শিক্ষক। শেখা বা পরামর্শ নিতে তার কাছে গেলে তিনি তার শিক্ষার্থীকে বহু যত্নে শিখিয়ে দেবেন।

আপনার খাবার

১. আপনাকে পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে। কেননা জীবাণুযুক্ত খাবার আপনার অসুখের কারণ হতে পারে এবং পরীক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

২. পুষ্টিযুক্ত খাবার গ্রহণ করুন। সতেজ ফলমূল খান এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করুন।

৩. খাবার গ্রহণ করার সময় পড়বেন না।

৪. ফুটপাথের ধুলাবালি ও জীবাণুযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

৫. পরীক্ষার আগে কখনই বেশি করে চা বা চা-কফি বা ফিজি জাতীয় খাবার (যেমন: কোকাকোলা বা টাইগার) খাবেন না।

www.pathagar.org

৬. বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন : পরীক্ষা দেয়ার আগে ডিম খাওয়া উচিত নয়, এগুলো কুসংস্কার থেকে দূরে থাকুন। ডিম খেলে আপনি যেমন শারীরিক দিক থেকে শক্তি পাবেন তেমনি মানসিক দিক থেকেও শক্তি পাবেন। অতএব ডিম খাবেন। এতে কোন সমস্যা নেই।

৭. দুধ পান করুন। এতে মানসিক ও শারীরিক বল পাওয়া যায়।

আপনার ব্যায়াম ও ঘুম

১. নিয়ম করে প্রতিদিন ৬ ঘন্টা ঘুমাবেন। মনে রাখবেন পর্যাপ্ত ঘুম আপনার ভাল লেখাপড়ার পূর্বশর্ত।

২. উদ্বেগের কারণে ঘুম না হলে কখনোই ঔষধ (ঘুমের ঔষধ) খাবেন না।

৩. ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিজেকে টেনশন মুক্ত করে প্রশান্ত মনে ঘুমাতে যাবেন।

৪. দু-এক দিন ঘুম কম হলেও এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

অভিভাবকের যেসব দায়িত্ব

১. পরীক্ষার সময় আপনার সন্তানকে যত্নের ভেতর রাখুন।

২. আপনার সন্তানকে বেশি রাত জাগতে দেবেন না।

৩. তাকে পড়াশোনা ব্যতীত অন্যকাজ করতে দেবেন না। বিশেষ করে পরীক্ষা চলাকালীন।

৪. পরীক্ষার দিন তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমন: পেন্সিল, কলম, ক্যালকুলেটর, অ্যাডমিট কার্ড, টাকা ইত্যাদি) গুছিয়ে রাখুন।

৫. পরীক্ষা খারাপ হলে তাকে বকাঝকা করবেন না। বরং তাকে আশ্বাস দিন এবং পরবর্তী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য তাকে উৎসাহ দিন।

৬. আপনার সন্তান যেন পরীক্ষা নিয়ে অতিরিক্ত মানসিক চাপ না নেয় সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন।

৭. আপনার সন্তান যেন সুন্দর পরিবেশে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে এ বিষয়ে আপনি সচেতন থাকুন।

পরীক্ষার দু'এক দিন আগে ও পরীক্ষার দিনে যা করবেন

১. পরীক্ষার দিন নিজেকে রিল্যাক্স মুডে রাখতে চেষ্টা করুন। অস্থির হবেন না। নিজেকে শান্ত রাখুন।

২. বাসা থেকে বের হওয়ার আগে দেখে নিন আপনার অ্যাডমিট কার্ডসহ আপনার প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েছেন কী না।

৩. পরীক্ষার প্রথম দিনে পরীক্ষার হলে একটু আগে ভাগে রওনা দিন। কারণ পরীক্ষার জন্য রোল নম্বর খুঁজতে সময় পাওয়া যাবে।

৪. পরীক্ষা শুরুর আগে কিভাবে কত সময়ের ভেতর পরীক্ষা দেবেন তার একটা পরিকল্পনা করে নিন।

www.pathagar.org

পরীক্ষার সময় বা হলে যা করবেন

১. একটি প্রশ্নের উত্তর করার সময় কোন ক্রমেই অন্য প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

২. যেহেতু পরীক্ষার হলে সময় খুব অল্প, তাই প্রথম দিকে জানা প্রশ্নের উত্তর দিন।

৩. লুজশিট নেয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল করবেন লুজশিটে ক্লাস শিক্ষকের স্বাক্ষর দেয়া আছে কি না।

৪. লেখার সময় বানান শুদ্ধ করে লেখার চেষ্টা করবেন।

৫. লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লিখবেন, এতে করে নম্বর বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. ভদ্রতা বজায় রাখুন।

৭. নকল করা বা অন্যের দেখা, কারো সাথে কথা বলা ইত্যাদি বদ অভ্যাস থেকে বিরত থাকুন। কারণ এর ফলে পরীক্ষা থেকে বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৮. এক্সাম পেপার জমা দেয়ার আগে দু'তিনবার দেখে নিন কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি আছে কি-না।

৯. খাতায় অবশ্যই মারজিন ব্যবহার করবেন এবং মারজিনের বাহিরে কোন কিছু লিখবেন না।

১০. প্রশ্ন লেখার পূর্বে নম্বর লিখুন যেমন : ১ নং প্রশ্নের ক নং উত্তর। এটি অধিকাংশ শিক্ষকরাই পছন্দ করেন।

আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে পড়ালেখা করলে বা কী ধরনের নিয়ম অনুসরণ করে পড়ালেখা করলে পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হবে।

www.pathagar.org

মা-বাবাদের প্রতি

স্রষ্টা ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রতিটি সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন। ভালবেসেই সৃষ্টিকে তিনি লালন করছেন। তার সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি মানুষকে রেখেছেন, স্রষ্টার প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের আসল কাজ হলো সৃষ্টিকে লালন, সৃষ্টির অভিভাবকত্ব গ্রহণ।

আর সেবার এ কাজটি আগে শুরু করতে হবে নিজ পরিবারে। এখনকার বস্তুতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক সেই বন্ধন আর আগের মতো নেই। 'পরিবার' আছে কিন্তু 'বন্ধন' হারিয়ে যাচ্ছে। সন্তানের ওপর বাবা-মার প্রভাব নেই। বরং সন্তান প্রভাবিত হচ্ছে তার বখে যাওয়া বন্ধু-বান্ধব, মাস্তান আর মিডিয়া প্রচারিত ধ্যান-ধারণা দিয়ে। অভিজাত এলাকার ক্লাব, হোটেলগুলোতে গেলে দেখা যাবে ছেলে-মেয়েরা বল রুমে গিয়ে জন্মদিন পালন করছে। বাবা-মা-ই হয়তো সেখানে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে পয়সা দিচ্ছেন। এখনকার ছেলে-মেয়েদের হয়তো টাকা-পয়সা, গাড়ি, দামি খেলনার কোনো অভাব নেই, অভাব শুধু একটু ভালবাসার, একটু স্নেহের।

পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক মমতা ও ভালবাসাই পারিবারিক শান্তির মূল ভিত্তি। আর এক্ষেত্রে পরিবারের মা-বাবার প্রতি মমতা ও আনুগত্য হলো এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু আজকে পরিবার থেকে অভিভাবকত্ব হারিয়ে গেছে। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই কিন্তু ফেনসিডিল খেতে শুরু করে না, বখাটেপনা করে বেড়ায় না। সে-তো তখন অসহায় ছিলো। বরং তার বেড়ে ওঠার ওপরই নির্ভর করে সে সুসন্তান হবে না কুসন্তান হয়ে ত্রাস সৃষ্টি করবে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা, সহিংসতার মাত্রা অনেক কম। দুধ খাওয়ার ফলে মায়ের সাথে তাদের যে শারীরিক, মানসিক, আত্মিক বন্ধন তৈরি হয় তা তাদের সুস্থ বিকাশে সহায়ক। সন্দেহ নেই বাবা-মা সন্তানের আরাম-আয়েশের জন্যে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ির পেছনে ছুটছেন। ছুটতে গিয়ে পরিবারকে উপেক্ষা করায় এক সময় তারা বুঝতে পারেন পরিবারের সবার সাথে তার সম্পর্কের সমীকরণ ঠিক হচ্ছে না। অন্যরাও তাকে বুঝছে না, তিনিও অন্যদেরকে বুঝতে পারছেন না। তখন আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয়।

তাই অনেক ব্যস্ততার পরও অন্তত একবেলা সবাই একসাথে বসে খাওয়া যেতে পারে। আসলে বাবা-মাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে। তাদের উচিত সন্তানের ব্যাপারে সবসময় খোঁজ-খবর নেয়া। সন্তান যদি সুসন্তান হয়, তাহলে এর চেয়ে ভালো বিনিয়োগ আর নেই। এ সন্তানই তখন বাবা-মার জন্যে এনে দিতে পারে অর্থ, সম্মান, শান্তি সবকিছু।

স্রষ্টা যে ভালবাসার মধ্য দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; পৃথিবীতে মানুষও তাঁর সৃষ্টির প্রতি

www.pathagar.org

ভালবাসা প্রদর্শন করতে পারে। আসলে অন্যের প্রতি মমতা, ভালবাসা, অন্যকে লালন করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। প্রতিটি প্রাণীই বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর তফাৎ এখানেই যে- অন্য প্রাণীরা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর একজন মানুষ শুধু নিজের কথাই ভাবে না, ভাবে চারপাশের সবার কথা। (পশু-পাখিদের মধ্যে অন্যকে অগ্রাধিকার দেবার প্রবণতা নেই বললেই চলে) মানুষ কিন্তু এর ব্যতিক্রম। নিজে খাওয়ার আগে সে পাশের জনকে জিজ্ঞেস করে সে খেয়েছে কিনা। আসলে নেয়ার মধ্যে নয়, দেয়ার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের প্রশান্তি।

দিন শেষে একজন মানুষের উচিত নিজেকে পর্যালোচনা করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করা সৃষ্টির অভিভাবক হিসেবে তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা কতটুকু পালন করতে পেরেছে। এ পদ্ধতি জীবন থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে নয়- জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্যে। জীবন ধারণের জন্যে নিঃসন্দেহে বস্তুর প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুই একজন মানুষের জীবনের সব নয়। এক্ষেত্রে হযরত জালালউদ্দীন রুমীর চমৎকার একটি উপমা রয়েছে। তিনি বলেছেন- নৌকা চলার জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু এই পানি যখন নৌকার ভেতরে প্রবেশ করে তখন নৌকাডুবি হয়। অর্থ, খ্যাতি, বস্তুর পেছনে যখন কেউ মোহগ্রস্তের মতো ছোটে তখনই তার আত্মিক মৃত্যু হয়।

দায়িত্ব না পেলে মানুষ দায়িত্বশীল হতে পারে না। দায়িত্বশীলতা মানুষকে সেবার দীক্ষা দেয়। শিশুকে ছোটবেলা থেকে একটু একটু করে দায়িত্ব দিতে হবে। ঘরে সেবা দেয়ার অভ্যাস থেকে বড় দান করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

আসলে যে মানুষ শুধু নিজের জন্যে বাঁচে সে বেঁচে থেকেও যেমন শান্তি পায় না, মৃত্যুর পরেও হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। আর যে মানুষ অন্যের জন্যে বাঁচে, সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, সবসময় সে অমর হয়ে থাকে। গ্রহীতা নয়, দাতার নামই কালের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্রষ্টার সশ্রদ্ধ স্মরণ এবং বিশ্বজনীন মমতা ও ভালবাসায় তাঁর সৃষ্টিকে লালন- এটিই হওয়া উচিত একজন মানুষের সঠিক জীবনদৃষ্টি।

www.pathagar.org

প্রয়োজন মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ

কেন এ পৃথিবীতে এলাম, জীবনটা কিসের জন্যে- এ জাতীয় প্রশ্নগুলো একজন সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। চিন্তা চেতনায়, শিক্ষায়, মননচর্চায় অগ্রসর বিশেষ কিছু মানুষ এ চিন্তাটা করে থাকে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ভাবলে দেখবো তাদের এসব চিন্তা করার অবকাশ নেই। তারা জীবনের বোঝা বহন করে চলেছে ভারবাহী পশুর মতো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যারা চিন্তা-চেতনায় উঁচুস্তরের তাদের জীবন-জিজ্ঞাসা কী। কোন ধরনের মূল্যবোধ দ্বারা তারা পরিচালিত হচ্ছে।

আমাদের চারপাশের দুর্গতি, অবনতি, দুর্নীতির চিত্রটা দেখেই বলে দিই মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। কথাটি নিয়ে আমার দ্বিমত নেই। কারণ তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে আজ আমরা এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। দেশের দিকে তাকালে এ মূল্যায়নের যথার্থতা স্পষ্ট। '৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের দেশে অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু তার অনেকগুলোই এখন আর চলছে না। ভারতের রেলওয়ে ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রাচীন এবং প্রথম সারির রেলওয়ে ব্যবস্থার একটি। একই সিস্টেমের একটা অংশ আমরা পেলাম কিন্তু আমাদের রেলওয়ে সিস্টেমের অত্যন্ত দুরবস্থা। এটা এখন শুধু অলাভজনকই নয় সেবার গুণগত দিক থেকেও নিম্নগামী।

আমাদের পোস্টাল সিস্টেমেও একই অবস্থা। আগে কলকাতা থেকে পাঠানো চিঠি একদিন পরেই আমরা গ্রামের বাড়িতে বসে পেয়েছি। আবার গ্রামের বাড়িতে চিঠি পরের দিন কলকাতায় পৌঁছে যেতো। সেই পোস্টাল সিস্টেম এখনও আছে কিন্তু একদিনের জায়গায় চিঠি যেতে সাতদিন লাগে যদি আদৌ চিঠি যায়। শিক্ষারও অবনতি ঘটেছে। কথায় কথায় আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের কথা বলি। একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝানো হতো। এখন এ কথাটি আমার কাছে খুবই লজ্জাজনক মনে হয়। আমরা জানি শিক্ষার মান এখন কোথায় দাঁড়িয়েছে। এই যে বাস্তব চিত্রের কথা এতক্ষণ বললাম, এর পেছনে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি আছে নৈতিক ব্যাখ্যাও। আজকের অচলাবস্থার কারণ আমাদের ইচ্ছাশক্তি, সততা ও সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে অনীহা এবং যোগ্যতম শূন্যতা।

অথচ বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছিলো একটা প্রচণ্ড মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে। আমরা দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতায় আবদ্ধ ছিলাম। আমাদের নাগরিক মর্যাদা দেয়া হয়নি। আমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একসময় উপলব্ধি করলাম আমরা পরাধীনতার জীবন যাপন করবো না। নিজেদের ভাবনা দিয়ে যেন নিজেদের ভাগ্য গড়তে পারি সে জন্যে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা একটা রাষ্ট্র গঠন করলাম। স্বাধীনতা আমাদের সামনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পথ খুলে দিলো। কিন্তু আমরা সে সুযোগের অপব্যবহার করলাম। প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাওয়ার জন্যে সবাই ব্যগ্র ও লোলুপ হয়ে পড়লাম। সেবার মানসিকতা অপসৃত হয়ে গেল এবং শুধুমাত্র নেয়ার মনোভাব সেখানে এসে গেল। জাতির এ ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে মূল্যবোধের ব্যর্থতা।

www.pathagar.org

এখন কিভাবে আমরা এ থেকে বেরিয়ে আসবো? কিভাবে আমরা ব্যক্তি জীবনে এবং সামষ্টিক জীবনে মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো? এর জন্যে দরকার মানুষের চেতনার পরিবর্তন, যা ধর্ম এবং শিক্ষা থেকে সে লাভ করবে। আশার কথা হচ্ছে এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের চিন্তা-ভাবনা চলছে।

শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা যেতে পারে। পরিবারকেন্দ্রিক নৈতিক ও জীবনমুখী ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ছোটবেলা থেকে একটি শিশুকে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে এই নতুন প্রজন্ম পরবর্তী দায়িত্ব পালনে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দেবে।
দৃষ্টান্ত স্বরূপ দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার কথা বলা যেতে পারে। ৩০ থেকে ৩৫ বছর পূর্বে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো অনুন্নত। জাতিগত সংঘাতও ছিলো প্রকটভাবে। সেই মালয়েশিয়া আজ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশের কাতারে। এটা সম্ভব হয়েছে মালয়েশিয়ার দক্ষ নেতৃত্বের কারণে।

আমি একটা কথা বলতে চাই যে, আমাদের পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আমাদেরও যদি এমন যোগ্য নেতৃত্ব আসে যিনি প্রকৃত মূল্যবোধে উজ্জীবিত- দেশে সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুশাসন নিশ্চিত করবেন এবং সেবক হিসেবে জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন তাহলে আমাদের দেশেও ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। কারণ আমি মনে করি, জনগণের চিন্তাধারা একটি যোগ্য নেতৃত্বের নির্দেশনা।

তবে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের অনেক ব্যর্থতা থাকতে পারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একজন যদি তার নিজের আদর্শে, নিজের মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কিছু একটা গড়তে চান তিনি তা পারেন। আমি দেখেছি একজন ব্যক্তি কর্মজীবন শেষে অবসর জীবন ঠিক করলেন গ্রামের স্কুলটাকে তিনি গড়ে তুলবেন এবং এ কাজে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে অজপাড়াগাঁয়ের একটি স্কুলকে তিনি অনেক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। সেই স্কুলে এখন ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে।

চট্টগ্রামে দেখেছি একজন ডাক্তার নিজ উদ্যোগে একটি চক্ষু হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন এবং সেখানে বিশ্বমানের সেবা তারা দিচ্ছেন। বাংলাদেশের হাজার হাজার সন্তান বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জনের একটা অংশ দেশে পাঠাচ্ছে। তারা দেশের জন্যে কাজ করতে চাইছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। কোনো কিছু গড়ার জন্যে যখন একজন ব্যক্তির একটা ভিশন যা মনছবি থাকে; যখন তিনি ঐকান্তিকভাবে কাজটি করতে চান তখনই তিনি সফল হন।
সুতরাং এই যে চাওয়া, একান্তভাবে চাওয়া, আমাদের চিন্তা-চেতনার সমস্ত শক্তি দিয়ে চাওয়া-এর ফল পাওয়া যাবেই। সেদিক থেকে আমি নৈরাশ্যবাদী নই। নয়তো স্বচক্ষে দেখে যেতে পারবো না, কিন্তু মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি-অবক্ষয়, বৈষম্য এবং অবিচার দূরের সংকল্পের মাধ্যমে সবাই মিলে আমরা সুখী-সমৃদ্ধ একটি দেশ গড়ছি। (মরহুম জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর একটি বক্তব্যের অনুলিখন)

www.pathagar.org

সবার উপরে ভাল মানুষ

শিক্ষার ফল কী? এ প্রশ্নের উত্তর হলো- জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন। জীবনের এই ইতিবাচক পরিবর্তন প্রকাশ পায় তিন মাধ্যমে- প্রথমত: কথায়, দ্বিতীয়ত: কথা অনুযায়ী কাজে এবং সবশেষ-কথা ও কাজ অনুযায়ী আচরণে। যা কিছু নৈতিক ও মানবিক নিয়মে স্বীকৃত, সামাজিক মূল্যবোধে পরীক্ষিত, তাই ভাল। এই 'ভালত্ব' অর্জনই যথাযথ শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতার পাশাপাশি ভালত্ব অর্জনকারী একজন মানুষ অর্থাৎ 'ভাল-মানুষ' প্রত্যাশা করে সমাজ। একজন শিক্ষিত মানুষ 'ভাল-মানুষ' কিনা সেটা প্রমাণিত হয় তার পেশাগত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। সমাজ কেমন মানুষ প্রত্যাশা করে তার দু'একটি নজির দেখি-

নজির-১

মি. আকন গণিত বিষয়ের শিক্ষক। সঠিক সময়ে ক্লাসে প্রবেশ করা তার অভ্যাস। পাঠ্য বিষয়ে তাঁর উপস্থাপনা সহজ এবং সাবলীল। তার বিষয় জ্ঞান ছেলে-মেয়েদের মুগ্ধ করে। তিনি জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণ দিয়ে কঠিন বিষয়কে সহজ করে তোলেন। পাঠ্য বিষয়টি শ্রেণিতে উপস্থিত সবাই বুঝলো কিনা, সে বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করেন। তারপরও দু'একজন ছেলে-মেয়ে তার কাছে প্রাইভেট পড়তে চায়, তিনি টাকার বিনিময়ে না পড়িয়ে স্কুলেই তাদের সমস্যার সমাধান করে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে টাকা দেয় সেটাই জীবন চলার জন্য যথেষ্ট। জীবনে সফলতার জন্য গণিতের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও তিনি ছেলে-মেয়েদের সচেতন করেন। ছেলে-মেয়েদের নাম ধরে ডাকেন এবং পারিবারিক খোঁজ-খবরও নেন। শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়, তাদের অভিভাবকরাও বিভিন্ন পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য মি. আকনের কাছে আসেন। এলাকাবাসী মি. আকনকে তাদের সব ভাল উদ্যোগের সাথী হিসেবে পায়। সমাজ মি. আকনকে একজন ভাল মানুষ মনে করে।

নজির-২

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানের জবানীতে শুনুন-

'নিরাময় করতে পারেন কেবল প্রভু। ডাক্তার বা ওষুধ এক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি মাত্র। তারপরও একজন ডাক্তার হিসেবে রোগীর জন্যে যতটুকু করণীয় তাতে কারো অবহেলা করা উচিত নয়। তা করলে একদিকে যেমন বিবেকের কাছে, অন্যদিকে সমাজ ও স্রষ্টার কাছে দায়বদ্ধতা থেকে যাবে।

১৯৮৭ সালের ঘটনা। বগুড়া থেকে কিডনি ফেইলিওর নিয়ে একটি শিশু ভর্তি হলো পিজি হাসপাতালে। একদিন ক্লাস শেষে রুমে আসতেই শিশুটির বাবা এবং চাচা একরকম জোর

www.pathagar.org

করে ভেতরে ঢুকলেন। টেবিলে তিন লক্ষ টাকার বান্ডিল রেখে বললেন, ডাক্তার সাহেব, যত টাকা লাগে লাগুক, আমাদের বংশের একমাত্র ছেলেকে বাঁচান। সাধারণভাবে কিডনি ফেইলিওর রোগীদের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ২০%। আমি বললাম, টাকা লাগবে না। কারণ যে শর্তের বিনিময়ে টাকা দিতে চাচ্ছেন তাতে আমার কোনো হাত নেই। আপনার সন্তানের সেবা করাই আমার দায়িত্ব। টাকাটা নিজের কাছে রেখে দিন। কোনো ওষুধপত্র লাগলে কিনে দেবেন আর নয়তো মিরপুরের শিশু ফাউন্ডেশনে দানও করে দিতে পারেন। ছয় দিনের মাথায় রোগীর অবস্থা স্বাভাবিক হলো। শিশুটিকে নিয়ে তারা ফিরে গেলেন বগুড়ায়।

আমার ছাত্র-সহকর্মীদের আমি একটি কথাই বলি যে, এমনভাবে কাজ করবে যেন রোগী মারা গেলেও আত্মীয়-স্বজনরা বলতে বলতে যায়, হায়াত নেই তাই মারা গেছে। ডাক্তার সাহেব চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। -এ রকম ডাক্তার সাহেবই আমাদের প্রত্যাশিত ভাল-মানুষ।

নজির-৩

'উচ্চশিক্ষিত মি. রহমান একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং বুয়েট পাস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মানসম্পন্ন বিল্ডিং তৈরির বৈজ্ঞানিক নিয়ম কানুন এবং উপকরণসমূহের সঠিক পরিমাণ ও অনুপাত তিনি জানেন এবং বিক্রির জন্য যেসব বিল্ডিং বানান সেগুলোতে যথাযথভাবে তা মানেন। তাঁর কোম্পানি থেকে যারা ফ্ল্যাট কিনতে আসেন তাদেরকে তিনি বিল্ডিং তৈরিতে যা যা করেছেন হুবহু সেসব বিষয়ের ধারণা দেন এবং ধারণকৃত ভিডিও দেখান। অতঃপর সপরিবারে বসবাসের জন্য বিল্ডিং বানানোর পালা। নিজ বিল্ডিং বানাতে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক নিয়ম কানুন এবং উপকরণসমূহ অনুসরণ করলেন যা গ্রাহকদের জন্য বানানো বিল্ডিং-এ করেছিলেন।' মি. রহমান একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন পেশাজীবী। তিনি জ্ঞানী, দক্ষ এবং নৈতিকভাবে সৎ। সুতরাং মি. রহমান সমাজের কাঙ্ক্ষিত 'ভাল-মানুষ'।

নজির-৪

'টাইটানিক জাহাজ ডুবে যাওয়ার সময় এর আশপাশে তিনটি জাহাজ ছিল।
একটি জাহাজের নাম সিম্পসন। এটি টাইটানিক জাহাজ থেকে সাত মাইল দূরে ছিল। ঐ জাহাজের যাত্রীরা টাইটানিক থেকে নিক্ষিপ্ত বিপদসংকেত সাদা স্ফুলিঙ্গ দেখেছিল। টাইটানিকের বিপ্রদসংকেত পেয়েও সিম্পসন জাহাজ সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। কারণ ঐ জাহাজটি অবৈধভাবে সিল শিকার করে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বিপদে এগিয়ে এসে ধরা পড়ার ভয়ে উল্টা পথে সরে পড়ে।

আরেকটি জাহাজের নাম ক্যালিফোর্নিয়া। এটি টাইটানিক থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ছিল। তারাও বিপদসংকেত সাদা স্ফুলিঙ্গ দেখেছিল। কিন্তু জাহাজটি eidL- দিয়ে ঘেরা ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন বাইরের প্রতিকূল এবং অন্ধকার পরিবেশ দেখে নিজেকে বুঝ দিলেন

www.pathagar.org

কিছুই হয়নি। তিনি কোন কিছু না করেই বিছানায় চলে গেলেন।

সর্বশেষ জাহাজটির নাম কারপাথিয়া। এটি টাইটানিক জাহাজের দক্ষিণ দিকে ৫৮ মাইল দূরে ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন যখন রেডিওতে অসহায় মানুষদের কান্না শুনতে পেলেন তখন তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং প্রার্থনা শেষে দ্রুত গতিতে বরফের আস্তরণ ভেঙে এগিয়ে গেলেন। অবশেষে এই জাহাজই ৭০৫ জনকে উদ্ধার করতে পেরেছিল।'

উপরের ঘটনা থেকে আমরা আমাদের সমাজের তিন শ্রেণির মানুষ দেখতে পাই। এক, কেউ বিপদে পড়লে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা নিজেদের কুকর্ম নিয়ে চিন্তা করে। ধরা পড়ার ভয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসে না বরং কৌশলে সেখান থেকে কেটে পড়ে।
দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হচ্ছে দর্শক। তারা শুধু দেখবে কিন্তু এগিয়ে আসবে না।

সর্বশেষ মানুষ হচ্ছে সাহসী মানুষ যারা সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে। সমাজ এই শ্রেণির মানুষকেই চায়, কারণ সমাজের দৃষ্টিতে এরা 'ভাল-মানুষ'।

উপসংহার
জেনে রাখা উচিত, ক্যারিয়ারের শীর্ষে তারাই আরোহণ করে, যারা সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত ভাল-মানুষ।

www.pathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠন : প্রয়োজনীয় বিবেচনা

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার : প্রয়োজনীয় প্রেষণা

সাফল্যই হবে তোমার প্রাপ্তি, ব্যর্থতা নয়

পূর্বের আলোচনা থেকে পেশা নির্বাচন সম্পর্কে যতটুকু ধারণা তৈরি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে এই নির্বাচন মূলত ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি (inherent quality) এবং আগ্রহের উপরে নির্ভর করেই করতে হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে অনেক উঁচু একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সাহসের অভাব। আত্মবিশ্বাস আর নিরবচ্ছিন্ন সাধনার অভাবেই অনেকে পিছিয়ে পড়েন। পৃথিবীর ইতিহাসে সার্থক লোকদের জীবনী পর্যালোচনা করলে কিন্তু ভিন্নতর চিত্র পাওয়া যায়, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে অনেক বাধাই অতিক্রম করা সম্ভব।

আমরা মানুষের সংগ্রামী জীবন দেখি, সাধনার মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে সবাইকে চমকে দিয়ে কিভাবে অন্ধমানুষ মিল্টন বিশ্ব বিখ্যাত কবি হলেন। একজন বধির মানুষ বিটোফেন কিভাবে সঙ্গীতরচয়িতা হলেন। একজন অন্ধ, বোবা আর বধির মেয়ে হেলেন কিলার কিভাবে সাধনা করে চব্বিশ বছর বয়সে তার কলেজে সর্বোচ্চ মার্ক নিয়ে বিএ পাস করলেন এবং পরবর্তীতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করলেন। কিভাবে একজন কাঠুরিয়ার ছেলে আর মুদি দোকানদার বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন হলেন। আর যদি অজুহাতের প্রশ্ন তুলি তবে কতই পাওয়া যাবে জীবন থেকে পিছিয়ে পড়ার। কিন্তু সার্থক লোকেরা কি তা করেন? তাহলে তো সভেল্ট তার অচল পা দুটির অজুহাত দিতে পারতেন; ট্রুম্যান 'কলেজ শিক্ষার অভাব'কে ব্যর্থতার কারণ বলে অভিহিত করতে পারতেন; কেনেডি বলতে পারতেন, "এত অল্প বয়সে কী করে প্রেসিডেন্ট হবো" জনসন ও আইস্যানহাওয়ার তাদের হৃদরোগের অজুহাত দেখাতে পারতেন।

জীবন সংগ্রামে এমন বাধা হাজারটা তো আসবেই। কারা এই বাধা অতিক্রম করতে পারেন? নিশ্চয়ই তারা সাধারণ শ্রেণির মানুষ অর্থাৎ "মিঃ এভারেজম্যানদের" দলে পড়বেন না। এ প্রসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার হিশা আল তালিবের একটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর "ট্রেনিং গাইড ফর ইসলামিক ওয়ারকারস" বইতে মি. এভারেজম্যান নামক এক ব্যক্তিকে দাঁড় করেছেন যার বর্ণনা হলো-

মি. এভারেজম্যান ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সি বা ডি গ্রেডের মান পেয়ে পরীক্ষা পাস করেছেন, ১৯২৪ সালে মিস মিডিওকার (মাঝারি ধরনের মেয়ে) কে বিয়ে করেছেন, "এভারেজম্যান জুনিয়র" (Mr. Averageman Jr) এবং বেটা মেডিওকার নামে এক

www.pathagar.org

ছেলে ও এক মেয়ে লাভ করেছেন। চল্লিশ বছরের নামদামহীন চাকরি জীবনে বিভিন্ন অগুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন। তিনি কোন সময় কোন ঝুঁকি বা সুযোগ নেননি, তিনি প্রতিভার স্ফুরণ এড়িয়ে চলেছেন, কোন সময় কারো সাথে কোন কিছুতে জড়িত হননি। তার প্রিয় পুস্তক ছিল 'Non-Involvement; the Story of Playing it safe' অর্থাৎ 'সম্পৃক্তহীন নিরাপদ জীবন চালনার গল্প'। তিনি কোন উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, পরিকল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প বা আস্থা ব্যতীত ৬০ বছরের জীবন সমাপ্ত করেছেন, তার কবর গাহে খুদিত হয়েছে—

এখানে শায়িত আছেন
মি. এভারেজম্যান
জন্ম ১৯০১; মৃত্যু ১৯৬১, কবরস্থকরণ ১৯৬৪
তিনি কখনো কিছু করতে চেষ্টা করেন নাই
তিনি জীবন থেকে অল্পই প্রত্যাশা করেছেন
জীবন তাকে তার প্রাপ্য দিয়েছে।

মি. এভারেজম্যান হয়ে কিন্তু বড় কিছু করা সম্ভব না, যদিও সমাজের বেশিরভাগ লোক তারাই। এ প্রসঙ্গে একজন বিজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, সকল সমাজেই গড়ে ৮৫% লোক এই শ্রেণিভুক্ত। এরা কিছুটা ভেড়ার পালের মত - কোথায় যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে তা তারা জানে না, জানার প্রয়োজনও মনে করে না।

কোন জাতির নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বাকি ১৫% লোককে নিয়ন্ত্রণে আনার। এই ৮৫% লোক ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং এরাই হচ্ছে মি. এভারেজম্যান। তুমি বড় হতে চাও -এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তুমি অবশ্যই মি. এভারেজম্যান হবে না। কী আছে তাদের যা তোমাকে আকর্ষণ করবে? হতাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীনতা, পরিকল্পনা, সংকল্প ও আস্থাহীনতা ছাড়া? এসব নিয়ে কখনও বড় কিছু করা যায় কি? বন্যার তোড়ে প্রবহমান স্রোতস্বিনীতে ক্ষুদ্র খড়-কুটা ভেসে যেতে দেখেছো কখনও - এরা তাই। পার্থক্য শুধু একটা - বন্যার স্রোতে নয় বরং সময়ের স্রোতে ভেসে হারিয়ে যায় এরা।

প্রতিভা

জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রথমে যে প্রশ্ন তোলে তা হলো তার মেধা সম্পর্কিত। তাদের ধারণা মেধার তারতম্যের কারণেই মানুষের জীবনের অবস্থানের তারতম্য হয়ে থাকে। ব্যাপারটি আংশিক সত্য হতে পারে, অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়। এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রতিভা বলতে আমরা সর্বদাই ভিন্ন কিছু বুঝি। আসলে তা নয়। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক এডিসন বলেছেন, 'প্রতিভা হচ্ছে একভাগ প্রেরণা আর নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রম ও সাধনা।'

ব্যর্থ মানুষেরা বহু ক্ষেত্রেই প্রতিভার ঘাটতির অজুহাত দাঁড় করেন যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়।

www.pathagar.org

এ পর্যায়ে মানুষের ব্রেনের সম্পর্কে কিছু কথা বলি। মানুষের ব্রেনের তথ্য ধারণক্ষমতা অসীম। কম্পিউটার ও ব্রেনের তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যায়, মানুষ কী বিশাল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বিশ্বের একটি সুপার কম্পিউটার হচ্ছে ক্রে-১ কম্পিউটার। এর ওজন সাত টন। আর মস্তিষ্কের ওজন দেড় কেজি। ক্রে-১ প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ মিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে। মস্তিষ্ক পারে ২০ হাজার বিলিয়ন। ক্রে-১ কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ মিলিয়ন ক্যালকুলেশন হিসেবে একশত বছর কাজ করলে মস্তিষ্কের মাত্র ১ মিনিটের কার্যক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। ব্রেনের নিউরোনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে তুলনা করলে মস্তিষ্কের সামনে এটির তুলনামূলক অবস্থান হবে একটি চীনা বাদামের সমান। দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা মাত্র বুঝতে শুরু করেছেন যে, মস্তিষ্ক হচ্ছে এক বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার, যার অসীম সম্ভাবনা এখনও প্রায় পুরোটাই অব্যবহৃত রয়ে গেছে। তাহলে মানুষ তার এই সম্ভাবনা ১০ গুণ বড়িয়ে দিচ্ছে না কেন? যদি দিত তাহলে কি একজন পরীক্ষিত **Duffer** একজন প্রখর মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিকে উতরিয়ে যেতে পারতো না? অবশ্যই পারতো, কারণ একজন মেধাবী ব্যক্তি আর একজন **Duffer** এর পার্থক্য কিন্তু কোনভাবে এতটা বেশি না।

সঠিক মনোভাব

সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে দৃঢ় মনোবল। ক্যালগরি টাওয়ার নামে অট্টালিকাটির উচ্চতা ১৯০.৮ মিটার, ওজন ১০,৮৮৪ টন। এর মধ্যে ৬,৩৪৯ টন মাটির নিচে আছে, যা হল তার সমস্ত ওজনের শতকরা ৬০ ভাগ। উচ্চতম বাড়িগুলোর ভিত্তিকে এইভাবে সুদৃঢ় করতে হয়েছে। একইভাবে সাফল্যকেও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় যা দিয়ে তা হচ্ছে সঠিক মনোভাব।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের সবক্ষেত্রেই এই মনোভাবের (attitude) বিশেষ গুরুত্ব আছে। কোনও ডাক্তার কি ভালো ডাক্তার হতে পারেন যদি তার উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে? ছাত্রসুলভ মনোভাব না থাকলে একজন ছাত্র কি ভালো ছাত্র হতে পারে? একজন ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, পিতা-মাতা, মালিক কর্মচারী প্রত্যেকের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের উপযোগী মনোভাব না থাকলে যথাযথভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারেন না। তাই যে পেশাই তুমি পছন্দ কর না কেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সাফল্যের ভিত্তি হচ্ছে তোমার মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি। প্রধানত তিনটি উপাদান আমাদের মনোভাব গঠন করতে সাহায্য করে। সে তিনটি উপাদান হল:

ক) পরিবেশ,
খ) অভিজ্ঞতা এবং
গ) শিক্ষা

পরিবেশ বহুলাংশে আমাদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। ঈগলের মতো উড়তে উঠতে হলে ঈগলের ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে। সফল ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে সফল হওয়ার সম্ভাবনা, চিন্তাশীলদের সান্নিধ্যে ভাবুক হওয়ার সম্ভাবনা, আবার ছিদ্রান্বেষীদের সান্নিধ্যে ছিদ্রান্বেষী

www.pathagar.org

হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে। তুমি কোনটি হতে চাও সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে, আর সে অনুযায়ী কাজ শুরু করতে হবে। সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি এই সম্পর্কে সার কথা বলেছেন, "যা প্রয়োজনীয় তা করা শুরু কর, তারপর যা সম্ভবপর তা করা শুরু কর; অবশেষে দেখা যাবে যে অসম্ভব কাজও সম্ভব হচ্ছে।"

ব্যর্থতা হচ্ছে সাফল্যের ভিত্তি

কাজ শুরু করে দু'একবার উদ্যোগ নিয়েছো এবং ব্যর্থ হয়েছো। এর পর কী করবে? এই প্রসঙ্গে একজনের জীবন কাহিনী উল্লেখ করি। তিনি ২১ বছর বয়সে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হন, ২৬ বছর বয়সে তার প্রিয়তমাকে হারান। কংগ্রেসের নির্বাচনে পরাস্ত হলেন ৩৪ বছর বয়সে। ৪৫ বছর বয়সে হারলেন সাধারণ নির্বাচনে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলেন ৪৭ বছর বয়সে। সিনেটের নির্বাচনে পুনর্বার হারলেন ৪৯ বছর বয়সে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হলেন ৫২ বছর বয়সে। এই ব্যক্তির নাম আব্রাহাম লিঙ্কন। এর নাম কি ব্যর্থতা? আব্রাহাম লিঙ্কন কিন্তু তা মনে করেননি। তার মতে পরাজয় মানে সমাপ্তি নয়, যাত্রা একটু দীর্ঘ হওয়া মাত্র।

১৯০৩ সালে ১০ই ডিসেম্বর নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয়তে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, কারণ তারা বাতাসের থেকে ভারী একটি যন্ত্র তৈরি করে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেছিলেন। এক সপ্তাহ পরে কিটি হক থেকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাদের অবিস্মরণীয় আকাশ যাত্রা শুরু করেন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় যে কারণটি ছিল তাহলো তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রবল আত্মবিশ্বাস। এসবের প্রয়োজন হয় সাফল্য লাভের জন্য।

সব মিলিয়ে একটা কথা বলা দরকার, তা হলো- "সফল মানুষেরা খুব বিরাট কিছু কাজ করেন না। তারা সামান্য কাজকেই তাদের নিষ্ঠা ও সততা দিয়ে বৃহৎ করে তোলেন।"
জীবনের পথে চলতে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এরূপ বাধা আমাদের এগিয়ে চলার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। দুঃখের মধ্য দিয়েই বাধা-বিপত্তিকে জয় করার সাহস এবং আত্মবিশ্বাস পাওয়া যাবে। আমাদের বিজয়ী হওয়ার শিক্ষাই নেয়া উচিত - বিজিত হওয়ার নয়। ভয় এবং সন্দেহ মনকে হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয় বলে এগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে হবে মন থেকে। আর প্রত্যেক বিপত্তির পর নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি কী শিখলাম? এ ধরনের আত্মবিশ্লেষণের ফলে বাধার অবরোধকে উন্নতির সোপানে পরিণত করা যাবে।

কোনও কাজ নিষ্পত্তি করার দৃঢ় অঙ্গীকার নির্মাণ করতে হয় দুটি স্তম্ভের উপর। সে দুটি হল সততা এবং বিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, "যদি তোমার আর্থিক ক্ষতিও হয় তবু তোমার অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকার নামই সততা এবং বিজ্ঞতা হচ্ছে, যেখানে ক্ষতি হবে সেই রকম বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ না হওয়া।"

www.pathagar.org

শৃঙ্খলা

সাফল্যের আর এক ফ্যাক্টর হচ্ছে সমস্ত কর্মকান্ডে শৃঙ্খলা আনয়ন। শৃঙ্খলার অর্থ আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মত্যাগ, মনঃসংযোগ এবং প্রলোভনকে এড়িয়ে চলা। শৃঙ্খলার অর্থ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। সংগতির অভাব শৃঙ্খলাহীনতার লক্ষণ। নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে কোন জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে না, যদি না তার স্রোতের শক্তিকে শৃঙ্খলিত করা যায়। বাষ্পকে যদি সংহত করে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা না যায় তবে তা ইঞ্জিনকে চালাতে পারবে না। তোমার জীবনের সাফল্যের ক্ষেত্রেও এই উদাহরণ শতভাগ সত্য।

মনে রাখবে সাফল্যের জন্য জরুরি শিক্ষাক্রম হলো-

- জেতার জন্য খেলবে, হারার জন্য নয়।
- উন্নত নৈতিক চরিত্রের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে, চরিত্রহীনদের সাথে নয়।
- সততার বিষয়ে কোনভাবে আপোষ করবে না কখনো।
- যা অপরের নিকট থেকে পাবে তার থেকে বেশি দেবে তাকে। এ ব্যাপারে ঋণী থেকে নিজেকে ছোট বানাবে না কখনো।
- অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।
- উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন জিনিসের সন্ধান করবে না। উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েই ঈপ্সিত লক্ষ্যের সন্ধানে নামবে।
- দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করবে, স্বল্পমেয়াদি নয়। তবে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিতেও হতে পারে প্রয়োজনবোধে।
- নিজের শক্তি যাচাই করে তার উপর আস্থা রাখবে।
- সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বড় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

আর সাফল্যের পথে বাধার কারণগুলো হচ্ছে–

- বিফলতার আশঙ্কা,
- আত্ম-মর্যাদার অভাব,
- পরিকল্পনার অভাব,
- লক্ষ্য নির্দিষ্ট না করে কাজ শুরু করতে যেয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলা,
- একাই অনেক কাজের ভার নেয়া অর্থাৎ সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায় গ্রহণ,
- প্রশিক্ষণের অভাব,
- অধ্যবসায়ের অভাব এবং
- অগ্রাধিকারের অভাব।

মিলিয়ে দেখ তোমার নিজের ক্ষেত্রে এর কতটা তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে। তারপর সেসব বিপত্তি ঝেড়ে ফেল। দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ ফেলো সামনে এগোনোর-সাফল্যই হবে তোমার প্রাপ্তি, ব্যর্থতা নয়।

www.pathagar.org

সফলতার পূর্বশর্ত জীবনে ভারসাম্য

ভারসাম্যতা হচ্ছে জগতের একটা সাধারণ নিয়ম। মহাবিশ্বের সকল গ্রহ-নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করে চলেছে, ফলশ্রুতিতে তাদের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ ভারসাম্য বজায় থাকছে তাদের মধ্যে। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ সূর্য তার গ্রহগুলোকে একত্রে নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে, সেখানেও একই নিয়ম। সূর্যের গ্রহ পৃথিবী - সে তার পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা বৃক্ষে ধারণ করে ছুটে চলেছে সূর্যের সাথে। সেখানেও এক ধরনের সু-সমন্বয় সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। এবারে যদি আমরা দৃষ্টি আরও কিছুটা সংকীর্ণ করে আনি এবং শুধু এ দেশের কথা ধরি তবে দেখা যাবে এখানে কোথাও যেমন রয়েছে সুশৃঙ্খল বিস্তীর্ণ পাহাড় যেখানে সবুজের সমারোহ বসে বছরের একটি সময়ে, আর তার পাদতলে প্রবাহিত হয়ে চলেছে স্রোতাস্বিনী এসব মিলে এক অপরূপ সৌন্দর্যের অবতারণা হয়, অথচ এর মূলে আছে অদৃশ্য অথচ সুষম ব্যবস্থাপনা। প্রকৃতির এই অমোঘ আয়োজনের উপর হস্তক্ষেপ করা হলে প্রকৃতি কখনও কখনও তার প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে। এই কারণেও ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটে থাকে।

জীব জগতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রতিটি জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে সুষম সমন্বয় প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে তার এক ধরনের সৌন্দর্য। আর তার ফলেই এর কার্যকারিতা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ সর্বত্রই এ নিয়মের প্রচলন। এ মহানিয়ামকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই মানব জীবনের কোন ক্ষেত্রেই।

মানব জীবনের ব্যাপ্তি বেশি নয়, তবে বিস্তৃতি অনেক এবং নানাবিধ। এই বিস্তৃতি সৃষ্টি হচ্ছে ব্যক্তির নিজের নানাবিধ প্রয়োজনে, পারিবারিক সম্পর্কের কারণে পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যার সাথে, সামাজিকভাবে সমাজের অনেকের সাথে, আর যদি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যক্তি উঠে আসতে পারেন আরও উপরে, তবে তার সম্পর্কের বিস্তৃতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এ সবের মধ্যেও একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল সাম্য বিদ্যমান, সুন্দরভাবে এ জগতে বসবাস করার জন্যে যার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি কিভাবে অগ্রাহ্য করবে এই প্রয়োজন?

একই ব্যক্তি পুত্র হিসাবে কারো সাথে সম্পর্কিত, ভাই হিসাবে জড়িত কারো কারো সাথে, পিতা হিসেবেও পরবর্তীতে সম্পর্কিত হন তিনি। এ ছাড়াও রয়েছে প্রতিবেশী হিসাবে সম্পর্ক এবং কর্মক্ষেত্রে সব মিলিয়ে হাজারটা সম্পর্ক। একজন বুদ্ধিমান লোক কী করেন এ সকল সম্পর্কের ব্যাপারে? তার জন্য মৌলিক নিয়ম হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সবকিছুতে ব্যালান্স অর্থাৎ সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখা। বন্ধুত্ব এবং শত্রুতায়ও ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। কেননা আজ যে আমার বন্ধু ভবিষ্যতে সে আমার শত্রু হবে না তার নিশ্চয়তা কে প্রদান করতে পারে? বন্ধু হিসেবে আমার সম্পর্কে গোপন করার মত কোন

www.pathagar.org

তথ্য যদি সে জেনে যায় তবে তো সেটা বিপদের কারণ হবে তার এই সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্যে। অন্যদিকে আবার আজ যে শত্রু, কাল তো সে বন্ধুও হতে পারে - আমি কি তার সাথে চরম শত্রুতা সৃষ্টি করে তাকে বন্ধু হতে বাধাগ্রস্ত করবো? শুধু এই সম্পর্কের ব্যাপারেই নয়, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে, চিন্তা-বিশ্বাসে, খাদ্যাভ্যাসে, এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক সকল পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে ভারসাম্যতা আনা উচিত।

কোন ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনে কয়টি কাজ করবেন? সেটা অনেক কিছুর উপরেই নির্ভর করে। তবে মূল ব্যাপার হচ্ছে তার জন্য কয়টি প্রয়োজন আর কয়টি কাজ তিনি করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে তিনি যা করবেন তা হলো তার সমস্ত কাজের একটি priority List বা অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা তৈরি করবেন প্রথমে, যেখানে তিনি ভারসাম্য বজায় রাখবেন। এরপর তার বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সেগুলো সম্পন্ন করবেন।

এই priority লিস্ট কেমন হবে একজন ছাত্রের জন্যে? মানব জীবনে বিভিন্ন বয়সে কাজের ধরন পাল্টিয়ে থাকে। এভাবে দেখলে ছাত্রজীবনে তার প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে জীবন গঠন-একাডেমিক পড়াশোনার মাধ্যমে। এটা হচ্ছে ছাত্রজীবনের কাছে প্রধান চাহিদা (Demand)। এর পরেই হচ্ছে আত্মগঠনমূলক কার্যক্রম, এবং তারপর পরই আসে সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য প্রয়াস। বাকি দায়িত্ব আরো পরে। তবে হ্যাঁ অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সাময়িকভাবে এই priority-এর পরিবর্তন হতে পারে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে ভুল করলে চলবে না। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে, এই জাতির জন্যে এই সম্প্রদায় বিষয়ক চিন্তাই প্রধান হওয়া উচিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে। মানবজীবনের একটি বড় অংশ, ছাত্র জীবন-এর ক্ষতি অপূরণীয় ক্ষতিই বটে। একজন ছাত্রকে অবশ্যই তার সকল কর্মকান্ডে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই নিয়মটির ব্যত্যয় ঘটছে আজকাল ব্যাপকভাবে। ফলশ্রুতিতে প্রথমত ব্যক্তি পর্যায়ে পরে সামাজিকভাবে সর্বত্র এর কুফল ছড়িয়ে পড়েছে।

ছাত্রজীবনে ভারসাম্যতা হারানোর কারণে কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে সে ব্যাপারে কিছু আলোচনা করছি এবার। এদেশে ছাত্রদের মধ্যে কিছু কিছু অংশ নানাবিধ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে ছাত্রজীবনে? যার ফলশ্রুতিতে তার আন্দোলন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে সে কারণে অনেক বেশি সময় দিচ্ছে, এমন কী নিজের একাডেমিক পড়াশোনাকে বাদ দিয়েও। ছাত্রদের এই আন্দোলনের কতটুকু জাতিগঠনের কাজে আসবে সেটা নিরূপণ করে বলতে হবে। তবে যদি ধরে নিই দেশ বা জাতি গঠনমূলক কাজের জন্যই তাদের সময় ব্যয়িত হচ্ছে সে ক্ষেত্রেও আন্দোলনের জন্য তাদের ব্যয়িত সময়ে ভারসাম্যতা বজায় রাখা উচিত। ছাত্রজীবন শেষ করার পর যখন সে তার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করতে পারে, তখন তার আর সেই হারানো সময় ও সুযোগ ফিরে পাওয়ার উপায় থাকে না। পরবর্তী জীবনের জন্যে যে প্রস্তুতি তার ছাত্রজীবনে নেয়ার কথা ছিল সেটা না হওয়ার কারণে সে কর্মজীবনে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারছে না, সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। ফলে সে তার পরিবার এবং সমাজের জন্য বোঝা হয়ে পড়ছে। এমনকি যে আন্দোলনের

www.pathagar.org

জন্যে সে তার ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে এসেছে সেখানেও সে এখন একটি বোঝা। এই কারণেই পরবর্তীতে সে আর তার প্রিয় আন্দোলনকে সহযোগিতা (Support) করতে পারে না। সব মিলে সৃষ্টি হয় ব্যক্তির মধ্যে হতাশা। যে সিদ্ধান্তের কারণে এই অবস্থা, তার ব্যাপারে সকল পর্যায়ে বিশ্লেষণ হওয়া উচিত এবং নীতিগত ভাবে এর একটা সুরাহা হওয়া উচিত।

মানবজীবনের তিনটি মূল্যবান সম্পদ সময়, শক্তি ও অর্থব্যয়ের ব্যাপারেও এই মূল নীতি অর্থাৎ ভারসাম্যতার প্রয়োগ করতে হবে অবশ্যই।

ছাত্রজীবনের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট আরো দুটো বিষয় রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

(ক) সময়ের ব্যবহারের ভারসাম্য : আমার হাতে সারাদিনের ২৪ ঘণ্টা সময় রয়েছে, ছাত্র হিসেবে এর ব্যবহারের জন্য আমাকে অবশ্যই একটি সুন্দর হিসাব করতে হবে। সে অনুযায়ী সময়কে ভাগ করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ হিসেবে ৬ ঘণ্টা ঘুম, ২ ঘণ্টা ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক কাজ, ২/৩ ঘণ্টা সামাজিক নানা কল্যাণমূলক কাজের জন্য এবং বাকি ১৩/১৪ ঘণ্টা একাডেমিক পড়াশোনা (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ব্যয়িত সময় ধরে)। এ পর্যায়ে সাধারণভাবে অনেক অব্যবহারযোগ্য সময়কে 'সময় ব্যবস্থাপনা'-এর কৌশল অবলম্বন করে ব্যবহারযোগ্য করে নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি বছর যা আমরা অনেকে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে (যেমন Career Sacrifice) নষ্ট করে থাকি তার উপরেই কিন্তু নির্ভর করে ব্যক্তির বাকি জীবনের কার্যকারিতা।

(খ) পড়াশুনায় ভারসাম্য : পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা হচ্ছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার কী কী বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে আজ, সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত, কোন বিষয়ে কতটুকু সময় দিতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত, দিবসের কোন অংশে কোন বিষয় অধ্যয়ন করতে হবে সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি আমার আজকের পড়াশোনার ব্যাপারে একটি সম্যক পরিকল্পনা গ্রহণ করবো। তারপরেই তো প্রশ্ন উঠবে এটার বাস্তবায়নের। তা না হলে বাস্তবায়ন কোন শ্রেণির হতে পারে? এ জগতে পরিকল্পনা না করে বড় ধরনের কোন কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে কি?

সব মিলে একটি মাত্র কথা- আর তা হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থাই হোক আমাদের সকলের জীবনের জন্য গ্রহণযোগ্য একমাত্র সিদ্ধান্ত।

www.pathagar.org

স্মরণশক্তি : না জানা সব তথ্য

কেউ কেউ বলে থাকেন বয়স হয়েছে তো আজকাল আগেকার মত মনে রাখতে পারি না। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি ছোট কালে কয়টি বিষয়ে চিন্তা করতেন, আর আজকাল কোন কোন বিষয়ে? ছোট কালের বিষয় যেমন- এখন শীতকাল, কাল সকালে খেজুরের রস খেতে হবে, দাদুকে বলতে হবে আমার জন্যে একটি র‍্যাকেট কিনতে আর বন্ধুর কাছে আমার গল্পের বইটি রয়েছে। এসব পাল্টে গেছে বর্তমানের ৭০ বছর বয়সে। এখানকার আইটেম ৩টি, যেমন বড় ছেলেটি অ্যামেরিকায় পড়াশোনা করছে তাকে একটি **E-mail** করতে হবে, ব্যাংক থেকে পেনশনের টাকা তোলা প্রয়োজন, আমার জন্যে তিনটি ওষুধ আর স্ত্রীর জন্যে দুইটি, ছোট মেয়ের শ্বশুরকে দাওয়াত দিতে হবে এবং সবশেষে নাতির জন্য খেজুরের রস, একটি র‍্যাকেট এবং একটি গল্পের বই। মোট কতটি আইটেম? এবং এ সবের মধ্যে শেষের তিনটির **Priority** কোথায় গিয়ে পড়ে হিসেব করতো। যদি ভুলতেই হয় তবে কি আপনি আপনার প্রেসারের ওষুধ কেনার কথা ভুলবেন নাকি নাতির জন্যে গল্পের বই কেনার কথা, যে শীতকালে তার বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ করে অতিথি হয়ে আপনার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। বাস্তব কারণে এভাবেই বৃদ্ধ বয়সে মানুষ **Complain** করে যে, সে অনেক কিছু ভুলে যায়। প্রকৃতপক্ষে ৭০ বছর বা তারও বেশি বয়সী একজন মানুষও হতে পারেন চমৎকার স্মৃতিশক্তিধর মানুষ। সেজন্য প্রয়োজন একটা ইচ্ছাশক্তি কার্যকর করা। মনে রাখবেন কারো স্মরণশক্তি তখনই ক্ষয় হতে থাকে যদি তাকে ব্যবহার করা না হয়। অপরদিকে যদি এর ব্যবহার করা হয়, তবে আমৃত্যু মানুষের স্মরণশক্তি শুধু বেড়েই চলে।

আপনি যে কারণে ভুলে যান তার প্রথমটি হলো আপনি ধরেই নিচ্ছেন যে আপনার বয়স হয়েছে তাই ভুলে যাবেন। অর্থাৎ ভুলে যাবেন এটিই আপনার সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনে রাখার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, 'মনে রাখার সিদ্ধান্ত'। অর্থাৎ প্রয়োজনের বিপক্ষ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আপনি - তাই ভুলে যাচ্ছেন।

'ভুলে যাওয়া' ব্যাধি একটি অতি সাধারণ অসুখ, তবে এর চিকিৎসা করা না হলে বেড়েই চলে। এই চিকিৎসা কিন্তু আবার প্রচলিত নিয়মের ওষুধ দিয়ে সারানোর পদ্ধতি নয়; বরং ব্যক্তির মনে কিছুটা বিশ্বাস স্থাপন করা যে প্রকৃতপক্ষে এটা কোন অসুখ-ই নয়। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিস্ময় আইনস্টাইন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে পালিয়ে আমেরিকায় চলে যান। সরকারি উদ্যোগে তাঁকে একটি বাসস্থান বরাদ্দ দেয়া হয় সেখানে। একবার জরুরি কাজে এক ভদ্রলোক তাকে টেলিফোন করে তার বাসার নম্বর জানতে চেয়েছিলেন তাঁর সাথে দেখা করবেন বলে। আইনস্টাইন তাকে বাসার নম্বর বলতে পারেননি। কারণ তিনি সেটা ভুলে গিয়েছিলেন। অবশ্য ভুলে যাবেনই বা না কেন। আইনস্টাইন অপ্রয়োজনীয় (তার মতে) তথ্য দিয়ে তার স্মৃতির ভান্ডার ভরে রাখতে চাইতেন না। তার বাসার ঠিকানা এই অপ্রয়োজনীয় তথ্যের পর্যায়েই পড়ে। এ ব্যাপারে তার অভিমত সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি। তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয় এক মাইলে কত ফুট থাকে। তিনি

www.pathagar.org

উত্তর দিয়েছিলেন, "বলতে পারব না। যেসব তথ্য যে কোন রেফারেন্স বইয়ে দু'মিনিটে খুঁজে পাওয়া যায় সে গুলি মাথায় রাখার দরকার কি?" আইনস্টাইন মনে করতেন মস্তিষ্কে তথ্য ভান্ডার না করে চিন্তা ভাবনায় প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

যাক ফিরে আসি আগের কথায়। ধরি স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি সম্পর্কিত এসব তথ্য আপনার জানা ছিল না আগে। এখন জেনেছেন এবং আপনার নিজের ব্যাপারে তা প্রয়োগ করতে চান। প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে করবেন?

এক্ষেত্রে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলছি- তিনি হলেন টনি বুজন। তিনিই ওয়ার্ল্ড মেমরি চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা চালু করেন ১৯৯১ সাল থেকে। সুদীর্ঘ সময় এই ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সঞ্চিত অভজ্ঞতা থেকে তাঁর অভিমত হচ্ছে-

(ক) স্মরণশক্তি তখনই ক্ষয় হতে থাকে যদি তার ব্যবহার না করা হয়।
(খ) ব্যবহার বাড়িয়ে ক্ষয়ে যাওয়া স্মরণশক্তির বৃদ্ধি করা যায়। সে জন্যে প্রয়োজন হয় সিদ্ধান্ত নেয়ার আর ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকর করার।

সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে এবং পরবর্তীতে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেয়ে কেউ কেউ অবাক করার মত স্মরণ রাখার ক্ষমতা অর্জন করে থাকেন। তাদেরকে 'মেন্টাল সুপার এথলেট হওয়ার দরকার নেই। তবে একটা নির্ভরযোগ্য স্মৃতিশক্তি সবার জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ। সে ব্যাপারেই আমার পরবর্তী আলোচনা।

স্মৃতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ বব গ্রে। তিনি গত ২০ বছর ধরে মানুষকে একটি 'মেমোরাইজেশন মেথড' শিক্ষা দিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে কী অমিত স্মরণশক্তি সুপ্ত আছে, সে সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা ভুলোমনা মানুষগুলো এমন কী বিষয়টা জানি না, যা মেন্টাল সুপার এথলেটরা জানেন? সে বিষয়টি হচ্ছে **mnemonic** (নেমোনিক)। এই নেমোনিক হচ্ছে সবকিছু মনে রাখার সুপ্রমাণিত কৌশল। এজন্য কিংবা এর ফলাফল দেখার জন্য বছরের পর বছর ধরে পড়াশোনা করার দরকারও পড়বে না। একবার মৌলিক বিষয়গুলো বুঝে ফেলতে পারলে এবং তা নিয়মিত প্রয়োগ করলে আপনার কাজ হয়ে যাবে - তখন আপনি হবেন উন্নত স্মৃতিশক্তির এক মানুষ। এ কাজটি করতে পারবেন এত দ্রুত, যা এর আগে আপনি ভাবতেই পারেননি। টটি বুজন বলেছেন, এর মাধ্যমে একদিনেই অগ্রগতিটা বোঝা যাবে।

বেশ কয়েক ডজন নেমোনিক টেকনিক রয়েছে। কিন্তু সবকিছু এসে মিশেছে দুটি বিষয়ে- ইমাজিনেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন। বুজন এই দুটিকে আখ্যায়িত করেছেন 'পিলার্স অব ব্রেইন ফাংশন'। যেহেতু মস্তিষ্কের মূল হচ্ছে, এগুলোকে দৃশ্যমান চিত্রের মতো মূর্ত করে তুলে স্মরণযোগ্য করে তোলা।

www.pathagar.org

Roman Room পদ্ধতি হচ্ছে মনে রাখার সবচেয়ে জনপ্রিয় কৌশল। এটি হচ্ছে একটি পদ্ধতি যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি কিছু মনে রাখার জন্যে তার অতি পরিচিত বাসস্থানের কক্ষ এবং তার আশপাশের দৃশ্যের সহায়তা নিয়ে থাকে। একটি উদাহরণ দেই এ প্রসঙ্গে।

মনে করুন আপনি ব্যক্তিগতভাবে খুবই গোছালো প্রকৃতির। আপনার বাসস্থানের সবকিছু টিপ টপ থাকে সবসময়। ঘরে ঢুকেই দরজার পাশে জুতা বা স্যান্ডেল রাখেন নির্দিষ্ট একটি র‌্যাকে। আপনার বাসার কাজের মেয়ে সর্বদা বাসার পরিচ্ছন্নতা এবং সবকিছু গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে যত্নশীল। এমতাবস্থায় আপনি ঘরে ঢুকতেই দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া স্যান্ডেল উল্টিয়ে রাখা দোরগোড়ায়। ব্যাপারটি কি আপনার চোখ এড়িয়ে যাবে? অবশ্যই নয়। এখানে বক্তব্য হচ্ছে আপনি সেখানে এক জোড়া স্যান্ডেল উল্টিয়ে রাখবেন আপনার কল্পনায়, নাকি একটি তাজা শিং মাছ সেখানে হেলে দুলে সামনে চলার চেষ্টা করছে এমন কিছু অথবা এক বোঝা লাউ শাক কেউ এনে ফেলে রেখেছে ঢুকতেই পথের উপর সেটা নির্ভর করবে আপনার প্রয়োজনের উপর। অর্থাৎ আপনি বাজার থেকে শিং মাছ কিনবেন, নাকি লাউ শাক বা এক জোড়া স্যান্ডেল। প্রয়োজন মাফিক কল্পনায় সাজিয়ে নিন দৃশ্যগুলো। এমনতো হতে পারে ঢুকতেই প্রথমে উল্টানো স্যান্ডেল, রান্নাঘর পার হওয়ার সময় একটি শিং মাছ এবং শেষ পর্যায়ে আপনার বেড রুমে ঢোকার দরজার সামনেই লাউয়ের আঁটি অর্থাৎ আপনাকে সবগুলোই কিনতে হবে বাজার থেকে।

আর একটা দৃশ্যের কথা বলি যা কখনও মেনে নেয়া যায় না। তাহলো আপনার পরিপাটি বিছানার উপর কাদামাটি সহ খুবই অপরিষ্কার এক জোড়া জুতা অথবা এক বোঝা লাকড়ি বা জগ ভর্তি একজগ পানি এবং পাশে একটি গ্লাস। বলুন এর কোনটি মেনে নেয়া যায় অর্থাৎ আপনি এর মধ্যে কোন আইটেমকে ক্ষমা করবেন?

এবারে কোন এক সময়ে ইউ এস মেমোরি চ্যাম্পিয়নশিপ-এ শিরোপা জিতেছিলেন এমন একজনের সম্পর্কে কিছু বলি। স্কট হ্যাগউড নামের এই ভদ্রলোকের থাইরয়েড ক্যান্সার চিকিৎসার সময়ে স্মৃতিশক্তি কমে যায়। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৯ সালে সিদ্ধান্ত নেন তার স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর। করণীয় কার্যক্রম হিসাবে তিনি মাত্র একটি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির কোর্স করেছিলেন এবং তার অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি ইউএস মেমোরি চ্যাম্পিয়ন হতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে পেশা হিসাবে তিনি মেমোরি উন্নয়ন বিষয়ক ট্রেইনার এর কাজ বেছে নিয়েছিলেন।

বাড়তি কিছু তথ্য দিচ্ছি এবার যা আমাদের জানা থাকা দরকার। তা হলো আমাদের মস্তিষ্কের দুই পাশ কাজ করে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। ডান পাশের কাজ হচ্ছে আকার চেনা, স্থান ও সঙ্গীত ধারণ, আবেগতাড়িত হওয়া ও সৃজনশীলতা। আর বাম পাশটা যুক্তি, ভাষা, ধারাক্রম, মিল খোঁজার কাজ ও গণিত অনুশীলন করার জন্য সহায়ক। মানুষ যত বেশি মস্তিষ্কের উভয় পাশ ব্যবহার করবে, ততই একপাশ অপর পাশের জন্য বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। যারা মস্তিষ্কের উভয় পাশ বেশি ব্যবহার করেন, তাদের স্মরণশক্তিই

www.pathagar.org

সবচেয়ে বেশি।

এর সাথে একটা কৌশলের বর্ণনা দিচ্ছি যা হলো নাম মনে রাখার কৌশল।
কৌশলটি হচ্ছে-

১. কারো নাম মনে রাখবেন কিনা সে ব্যাপারে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন।
২. নামটা সঠিকভাবে জেনে, শুনে এবং বুঝে নিন।
৩. লোকটির চেহারা পর্যবেক্ষণ করে চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদাভাবে মনে রাখুন। এভাবে একটি মানচিত্র তৈরি করুন আপনার মানসপটে।
৪. নামটা মনে রাখার জন্য অন্য কিছুর সাথে সাদৃশ্য খুঁজে নিন। প্রয়োজনবোধে আরও দু'একটি পরিচিত নামের সাথে নামটিকে মিলিয়ে নিন, যেমনঃ মান্নান-হান্নান। মা'ই বেশি কাজের তাই মান্নান, হান্নান নয়।

এভাবে কিছুদিন প্র্যাকটিস চালিয়ে দেখুন কাজ হয় কিনা।

www.pathagar.org

জীবন সাজাতে বিল গেটসের পরামর্শ

উইলিয়াম হেনরি গেটস বা বিল গেটস মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান, সাবেক প্রধান সফটওয়্যার নির্মাতা এবং সাবেক সিইও। একাধারে ১৩ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বিল গেটস জীবন সাজাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। তারই কিছু তুলে ধরা হলো-

- **যতদ্রুত সম্ভব শুরু করুন**
  কোনো চিন্তা-ভাবনা কিংবা কোনো কাজ কারও জন্য ফেলে রাখবেন না। যেটা চিন্তা করেছেন সেটা শুরু করুন, আর যেটা শুরু করেছেন সেটা চালিয়ে যান। মনে রাখবেন, নিজের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে শুরু করা কোনো কাজ ভুল হলেও ভবিষ্যতে হয়তো সেটা আপনার কাজে লাগতে পারে অথবা সেটাও আপনাকে কোনো ভালো ফল দিতে পারে।

- **প্রতিদিন নিজেকে সেরা উপহার দিতে হবে**
  আপনি যা করবেন সেটাই আপনার বড় উপহার। সুতরাং এমন কিছু করবেন যেন ব্যর্থ হতে না হয় এবং আপনার করা কাজটি আপনার কাছে সব থেকে বড় উপহার হয়ে দাঁড়ায়।

- **নিজেই নিজের বস হোন**
  নিজেকে কখনও ছোট মনে করবেন না। কেননা একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যে, পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছে তারাও আপনার মত জায়গায় ছিল। আপনি যদি চেষ্টা করেন তাহলে আপনিও একদিন সেখানে পৌঁছতে পারবেন। আপনি যেখানেই কাজ করেন না কেন সবসময় মাথায় রাখবেন, আপনি আপনার বস। তাহলে সবসময় ভালো পারফরম্যান্স দিতে পারবেন।

- **প্রতিজ্ঞ এবং প্রত্যয়ী হোন**
  প্রতিজ্ঞা একটি মানুষকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। প্রতিজ্ঞার সাথে আর একটি বিষয় দরকার সেটা হল প্রত্যয়ী হওয়া। যদি আপনি প্রতিজ্ঞ হোন এবং প্রত্যয়ীও হোন তাহলে আপনার কোনো কিছুই ব্যর্থ হবে না। জীবনে উন্নতির জন্য এই দু'টা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.org

- **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, জীবনই সেরা স্কুল**

এই কথাটা বলার কারণ হল, স্কুল থেকে আপনি যেটা শিখেছেন; সেটা অপরের জ্ঞান আপনি গ্রহণ করছেন। কিন্তু বাইরের বৃহৎ পরিসর থেকে আপনি যে জ্ঞান গ্রহণ করছেন এর থেকে বড় স্কুল হতে পারে না। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জীবনকেই বড় স্কুল বলা হয়েছে।

- **আশা হারাবেন না**

কোনো কিছুতে হার মানলেও কখনও আশা হারাবেন না। মনে রাখবেন, যেটা হয় সেটা সবসময় ভালোর জন্য হয়। যে বিষয়ে আপনি হার মেনেছেন, আশা না হারিয়ে পুনরায় চেষ্টা করুন। হয়ত এর চেয়েও ভালো কিছু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আশা হারিয়ে ফেললে জীবনে অনেক পিছিয়ে পড়বেন।

- **সমালোচনাকে স্বাগত জানান**

যেখানে দেখবেন সমালোচনা হচ্ছে সেখানে নিজেকে একটু অপেক্ষা করান। একটি সমালোচনায় অনেক শ্রেণির অনেক ধরনের মানুষ থাকে। একজন থেকে অন্যজন অবশ্যই আলাদা। সুতরাং আপনি যদি একটি সমালোচনায় নিজেকে উপস্থিত করান তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। মানুষের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। একটি সমালোচনা আপনার জন্য অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করে।

- **সাফল্যের হিসাব করুন**

সাফল্য সবার জন্য নয়। সাফল্য অর্জন করতে হলে চাই অদম্য সাহস আর প্রতিভা। নিজেকে করতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও প্রত্যয়ী। আপনি যখন কিছু শুরু করবেন, সবসময় সেটার সাফল্য নিয়ে ভাববেন। পরবর্তীতে সেটা যদি বিফলেও যায় হতাশ না হয়ে তার পেছনে লেগে থাকুন এবং সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করুন।

- **জীবনটা সহজ নয়**

জীবনে উন্নতি করবো- এটা শুধু মুখে বললেই উন্নতি চলে আসবে না। জীবনটা এত সহজ নয়। জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ অনেক কঠিন। আপনাকে জীবনে উন্নতি করতে হলে অনেক কঠিন কিছুর সম্মুখীন হতে হবে। তবেই না উন্নতি আসবে। জীবনটা অনেক কঠিন-এটা মেনে নিতে হবে।

www.pathagar.org

প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যাত হয়েছি

(জ্যাক মা অনলাইনভিত্তিক পৃথিবীর অন্যতম বড় কোম্পানি আলিবাবা ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। তাঁর আসল নাম মা ইয়ুন, জন্ম চীনের জিজিয়াং প্রদেশে ১৯৬৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। ফোর্বস ম্যাগাজিনের হিসেবে জ্যাক মা পৃথিবীর ৩৩তম শীর্ষ ধনী, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ২১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে তিনি এই বক্তব্য দেন।)

প্রতিদিন আমাদের সাইটে কয়েক কোটি ক্রেতা প্রবেশ করেন। আমরা চীনে প্রায় ১৪ মিলিয়ন নতুন চাকরি তৈরি করেছি। আমাদের শুরুটা ছিল মাত্র ১৮ জন মানুষ দিয়ে। এখন আমরা ৩০ হাজার মানুষ কাজ করি। ছোট একটি রুম থেকে শুরু করে আমাদের এখন অনেক বড় অফিস হয়েছে। ১৫ বছর আগে আমরা কিছুই ছিলাম না। ১৫ বছর আগের কথা ভাবলে আমরা এখন বেশ বড় কোম্পানি, কিন্তু আগামী ১৫ বছর পরের কথা চিন্তা করলে আমরা এখনো শিশু, ছোট বাচ্চা। আমার বিশ্বাস, ১৫ বছর পর মানুষ ই-কমার্সের কথা ভুলে যাবে। তাদের কাছে ই-কমার্সের অস্তিত্ব বিদ্যুতের মতো স্বাভাবিক মনে হবে।

আমাদের কোম্পানি আলিবাবার আইপিওর মূল্যের পরিমাণ বেশ ছোটই, মাত্র ২৫ বিলিয়ন। আমরা সারা পৃথিবীর অন্যতম বড় মার্কেট ক্যাপিটাল কোম্পানি এখন। আমার দল আর আমাকে আমি মাঝেমধ্যেই বলি, এটা কি সত্য কিছু? আমরা ততটা বড় নই, যতটা দেখায়। বছর খানেক আগেও মানুষ বলত, আলিবাবার ব্যবসার মডেল ভয়ংকর। আমাদের চেয়ে অ্যামাজন ভালো, গুগল অসাধারণ বলে সবাই ভাবত। আসলে তখন আলিবাবার মতো ব্যবসার মডেল যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না বলেই আমাদের নিয়ে সবাই এমনটা বলত। আমি নিজেকেও অন্যদের বলতাম, লোকজন যা ভাবে, আমরা তার চেয়ে ভালো। কিন্তু এখন সবাই বদলে গেছে, আমাদের অনেক বড় বলে ভাবে সবাই। আমি সবাইকে বলতে চাই, আমরা বড় কেউ নই। আমরা ১৫ বছরে পা রাখা একটি কোম্পানি মাত্র। এই কোম্পানির জন্য ২৭ বা ২৮ বছরের কিছু তরুণ এমন কিছু কাজ করছেন, যা কিনা মানুষ এর আগে কখনো চেষ্টা করেনি।

১৯৬৪ সালে আমার জন্ম। চীনে তখন সবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শেষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যে পরীক্ষা দিতে হয়, আমি সেখানে তিনবার ফেল করেছিলাম। আমি আরও অনেকবারই ফেল করেছি। প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষার সময় দুবার ফেল করেছিলাম। মাধ্যমিক স্কুলেও তিনবার ফেল করেছি। আমার শহর হাংজুতে মাত্র একটি

www.pathagar.org

মাধ্যমিক স্কুল ছিল। বেশ খারাপ ছাত্র ছিলাম দেখে আমাদের প্রাথমিক স্কুল থেকে পড়া কাউকে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করতে চাইত না কেউ। বারবার ভর্তিতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেশ উপকারই হয়েছিল আমার!

এখনো আমাকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে আমি চাকরির জন্য চেষ্টা করেছিলাম। সেখানেও আমাকে ৩০ বারের মতো প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। যখন চীনে কেএফসি আসে, তখন ২৪ জন লোক চাকরির জন্য আবেদন করেন। সেখানে ২৩ জন মানুষ চাকরির সুযোগ পান। শুধু একজনই বাদ পড়েন, সেই মানুষটি আমি। এমনও দেখা গেছে, পাঁচজন মানুষের মধ্যে চারজনের চাকরি হয়েছে, আর বাকি একজন আমি নেই। প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যানই দেখেছি আমি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যও আবেদন করেছিলাম, সেখানে আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১০ বার লিখেছিলাম, 'আমি ভর্তি হতে চাই।' ১০ বার আবেদন করেছি, আর প্রতিবারেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছি।

আমি ১২-১৩ বয়স থেকে ইংরেজি শেখা শুরু করি। চীনে তখন ইংরেজি শেখার সুযোগ ছিল না। কোনো ইংরেজি বইও পাওয়া যেত না। আমি যে হোটেলে বিদেশি পর্যটক আসত, সেখানে গিয়ে বিনে পয়সায় পর্যটকদের গাইডের কাজ করতাম। এরপর নয় বছর এই কাজ করে গেছি। তাতেই আমি পশ্চিমা ঢঙে ইংরেজি বলা শিখেছি। বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে ঘোরাফেরা আমার মনকে অনেক বড় করে দিয়েছে। স্কুল আর মা-বাবার কাছ থেকে যা শিখতাম, আর পর্যটকদের কাছ থেকে যা জানতাম, তা ছিল ভিন্ন। সে জন্যই আমি নিজের জন্য ভিন্ন এক অভ্যাস গড়ে তুলি নিজের মধ্যে। আমি যা দেখি, যা পড়ি, তা মন দিয়ে পড়ি-চিন্তা করি।

১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরে সিয়াটলে আমি প্রথম ইন্টারনেট (১৯৬৯) ব্যবহারের সুযোগ পাই। ইন্টারনেটের গতি ছিল তখন ভীষণ ধীর। আমার বন্ধু আমাকে কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দেয়। ভয়ে কম্পিউটার স্পর্শ করিনি সেদিন। চীনে কম্পিউটারের দাম ছিল অনেক, নষ্ট হয়ে গেলে তখন দাম দিতে পারতাম না। বন্ধুর উৎসাহে ইন্টারনেটে সার্চ করি। সেবারই প্রথম ই-মেইল (১৯৭২) শব্দটি শুনি।
আমি ইন্টারনেটভিত্তিক কিছু করার চেষ্টা শুরু করি। সেই সময়টায় বেশ জনপ্রিয় একটি নাম ছিল ইয়াহু। আমাদের কোম্পানির নাম আলিবাবা দিতে চেয়েছিলাম। ১০ থেকে ২০ জনের বেশি মানুষকে জিজ্ঞেস করি, আলিবাবাকে তারা চিনে নাকি? সবাই বলেছিল 'হ্যাঁ'। 'আলিবাবা ও ৪০ চোর' গল্পের কারণে সবাই আলিবাবাকে চিনে। তাই আমি এই নামই গ্রহণ করি।

শুরু থেকেই আমরা অনলাইনে বিশ্বাসের একটি জায়গা তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছি। মানুষ একে অন্যকে কম বিশ্বাস করে। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা প্রতিদিন ৬০ মিলিয়ন বার লেনদেন করি। অনলাইনে মানুষ একজন আরেকজনকে চেনে না। আমি আপনাকে চিনি না, কিন্তু আমি আপনাকে পণ্য পাঠাই। আপনি আমাকে চিনেন না, কিন্তু আপনি আমাকে টাকা

www.pathagar.org

ঠিকই পাঠান। বিশ্বাসের জায়গাটা বড় করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আলিবাবার সাফল্যের অন্যতম লুকানো সূত্র হচ্ছে আমাদের এখানে অনেক নারী কাজ করেন। শুধু আলিবাবায় ৪৭ শতাংশ কর্মী হচ্ছেন নারী। আমাদের সব অফিস মিলিয়ে ৫৩ শতাংশ কর্মী নারী। আমাদের ম্যানেজমেন্টে ৩৩ শতাংশ হচ্ছেন নারী, আরও উচ্চপর্যায়ে আছেন ২৪ শতাংশ। একুশ শতকে আপনাকে জিততে হলে অন্যকে স্বাবলম্বী করতে হবে। নারী-পুরুষ সবাইকে নিয়ে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। আপনি অন্যের অবস্থা উন্নতি করতে পারলেই আপনি সফল। চীনের ৮০ শতাংশ তরুণ সফল হয়েছেন শুধু কাজের গুণে। তাঁদের বড়লোক বাবা নেই বা ব্যাংকের লোন নেই; শুধু কাজ করেই তাঁরা সফল। জীবনে সফল হতে গেলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যেতে হয়।

শুরুর দিকে আমাকে সবাই পাগল বলত। টাইম ম্যাগাজিনে আমাকে পাগল জ্যাক বলা হয়েছিল। আমার মনে হয় পাগল হওয়া ভালো। আমরা পাগল, কিন্তু আমরা নির্বোধ নই। কোনো একদিন আমি স্কুলের শিশুদের আমার কথা বলতে যাব। আমি তাদের বলতে চাই, নিজের মনকে বড় করো, নিজের সংস্কৃতিকে বড় করো। নিজের মূল্যবোধকে শক্ত করো, নিজের বুদ্ধির বিকাশ ঘটাও। তুমি যদি কিছু করতে চাও, তাহলে প্রত্যাশা করা শিখতে হবে।

www.pathagar.org

'আকাশে উড়ার স্বপ্ন'

(ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের জন্ম তামিলনাড়ুতে, ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর। তিনি ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'ভারতরত্ন' ছাড়াও 'পদ্মভূষণ' ও 'পদ্মবিভূষণ' খেতাবে ভূষিত। সম্প্রতি ঢাকা সফরে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৭ অক্টোবর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি এই বক্তব্য দেন।)

বন্ধুরা, প্রথমত ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাকে এখানে নিয়ে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দিল। বাংলাদেশকে আমার দুটি কারণে অনেক ভালো লাগে। এক, এ দেশের বিস্তৃত জলরাশি। আজও যখন দিল্লি থেকে উড়ে এলাম তখন দেখছিলাম দেশজুড়ে কত নদী! আসলে তোমাদের নাম হওয়া উচিত 'ওয়াটার পিপল'। তোমরা খুব সৌভাগ্যবান। আর দুই, এ দেশের তৈরি পোশাকশিল্প। তোমরা নিজেরাও হয়তো জানো না তৈরি পোশাকশিল্পে তোমরা কতটা উন্নত। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমার ভালো লাগার একটা বড় অংশজুড়ে আছ তোমরা, এ দেশের তরুণ যুবসমাজ। এ দেশের জনসংখ্যা অনেক হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবে এর অর্ধেকই তোমরা। তোমাদের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের ওপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করছে। বাংলাদেশেরও উচিত তোমাদের শক্তিমত্তার কথা মাথায় রেখে তোমাদের যথাযথ ব্যবহার করা। আর তাই আমার একটি পরামর্শ রইল তোমাদের প্রতি। এখন থেকে সবকিছুতে দেশের কথা মাথায় রাখবে। কোনো স্বপ্ন দেখলে নিজের সঙ্গে বাংলাদেশকে নিয়েও দেখবে, কোনো চিন্তা করলে বাংলাদেশকে নিয়ে করবে আর কোনো কাজে মগ্ন হলে বাংলাদেশের জন্য করবে।

ভারতের তরুণদের সঙ্গে তোমাদের অনেক মিল আছে। যেমন মিল আছে দুই দেশের ইতিহাস থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতি আর সম্পদে। অর্ধশত নদী আমাদের দুই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবহমান। বিশ্বের সব থেকে সুন্দর এবং সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনও এই দুই দেশজুড়ে রয়েছে। তাই এই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনেক অটুট। আমার ৮৩ বছরের জীবদ্দশায় গত দুই দশক ধরে দেশে এবং দেশের বাইরে প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ তরুণের সংস্পর্শে এসেছি শুধু তাঁদের স্বপ্ন কী সেটা জানতে। তাই যখন তোমাদের কাছে আসার সুযোগ পেলাম সে সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইনি।

তোমাদের যখন পেলামই তখন আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি আজ আলোকপাত করব। সেগুলি হল: জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, জ্ঞান আহরণ, অনেক বড় সমস্যায় পড়লেও লক্ষ্য থেকে সরে না আসা এবং কোনো কাজে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোকেই নেতৃত্বগুণে সামাল দিতে পারা।

প্রথমেই তোমাদের আমার একটা ছোট্ট গল্প শোনাতে চাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার এক স্কুল শিক্ষক ছিলেন শিব সুব্রমনিয়াম আয়ার, যাঁকে দেখলে 'জ্ঞানের বিশুদ্ধতা'

www.pathagar.org

কথাটার মানে বোঝা যায়। সেই শিক্ষক একদিন একটি পাখির ছবি এঁকেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে শিখিয়েছিলেন পাখি কিভাবে আকাশে ওড়ে। বলেছিলেন, কালাম কখনো কি উড়তে পারবে এই পাখির মতো? সেই থেকে আমার আকাশে ওড়ার স্বপ্নের শুরু।

ঠিক উড়তে গেলে কী করতে হবে সেটা আমি বলব না। সেটা তোমরা নিজেরাই ঠিক করে নেবে। তবে আমি তোমাদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারি। কথাগুলো তোমরা আমার সাথে বল, 'সব সময় জীবনের অনেক বড় লক্ষ্য রাখব। মনে রাখব ছোট লক্ষ্য অপরাধের সমান। আমি অব্যাহতভাবে জ্ঞান আহরণ করে যাব। সমস্যা সমাধানের অধিনায়ক হব। সমস্যার সমাধান করব। সমস্যাকে কখনো আমার ওপর চেপে বসতে দেব না। যত কঠিন সময়ই আসুক না কেন কখনোই হাল ছেড়ে দিব না। এভাবেই আমি একদিন উড়ব।'

সবাইকে অনেক বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। সর্বদা চিন্তা করবে, আমাকে যেন মানুষ মনে রাখে। কিন্তু মানুষ কেন মনে রাখবে, সেটি ঠিক করতে হবে। এই যে চারপাশে এত আলো দেখছ, বাতি দেখছ, বলো তো এই বাতি দেখলেই প্রথমে কার কথা মনে পড়ে? ঠিক, টমাস আলভা এডিসন। এই যে যোগাযোগের জন্য টেলিফোন, এটা দেখলে কার কথা মনে পড়ে? আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। একইভাবে এই বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই কার কথা মাথায় আসে বলো তো? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সবাই তাঁকে মনে রেখেছে। এভাবে সবাইকে স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে। এমন কিছু করে যাবে, যাতে তোমার অনুপস্থিতিতেও পৃথিবী তোমাকে মনে রাখে।

ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের কথা যখন এল তখন বলি, সফল হলেও প্রথমে কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। আর ওই ব্যর্থতাই আমাকে সফল হতে উজ্জীবিত করেছিল। চ্যালেঞ্জ হলো এই ব্যর্থতাকে দূর করে সফল হওয়ার পথ খুঁজে নিতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন নেতৃত্বের গুণের। সবার মধ্যে যে গুণটি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। মনে রাখবে, একজন যোগ্য নেতার একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্য, পরিকল্পনা ও যেকোনো অবস্থা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাঁকে হতে হবে সৎ ও উদার মনের। সফলতাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু ব্যর্থতাকে নিজের করে নেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় হতে হবে।

সমস্যাকে কখনো এড়িয়ে যেতে চাইবে না। বরং সমস্যা এলে তার মুখোমুখি দাঁড়াবে। মনে রাখবে, সমস্যাবিহীন সাফল্যে কোনো আনন্দ নেই। সব সমস্যার সমাধান আছেই। জ্ঞান আহরণ থেকে কখনো বিরত থেকো না। কারণ এই জ্ঞানই তোমাকে মহানুভব করে তুলবে। অন্য গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করবে। নিজেকে অনন্য সাধারণ করে তোলার চেষ্টা করো। মনে রাখবে, তোমার চারপাশের পৃথিবী সর্বদা তোমাকে সাধারণের কাতারে নিয়ে আসার চেষ্টায় লিপ্ত। হতাশ না হয়ে নিজেকে স্বপ্নপূরণের কতটা কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারছ সেদিকে নজর রাখবে। কখনোই সাহস হারাবে না। নিজের একটি দিনও যাতে বৃথা মনে না হয় সে চেষ্টা করো। তোমরা সবাই ভালো থাকবে। সবাই কোনো না কোনো দিন উড়বে। তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা।

www.pathagar.org

ঝুঁকি নাও, সফল হও

(বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাভেদ করিম ১৯৭৯ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সাদ হারলি ও স্টিভ চেনের সঙ্গে মিলে জাওয়াদ করিম জনপ্রিয় ভিডিও বিনিময় ওয়েবসাইট ইউটিউব তৈরি করেন। এই বক্তৃতা তিনি ২০০৭ সালের ১৩ মে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেন।)

সবারই সম্ভবত ইউটিউব নিয়ে পছন্দ-অপছন্দের মিশ্র অনুভূতি আছে। কারণটা মনে হয় ইউটিউব নিজেই। একদিকে ইউটিউব যেমন প্রত্যেককে রাত জেগে নতুন সব ভিডিও দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। ঠিক উল্টোভাবে বলা যায়, রাতের পর রাত এসব ভিডিও দেখার কারণে ইউটিউব তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।
আমি এ সুযোগে, ইউটিউবের কারণে যাদের সিজিপিএ গ্রেড কমে গেছে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। অনেকে হয়তো জেনে খুশিই হবে যে ইউটিউব তোমাদের থেকে আমার বেশি সময় নষ্ট করেছে! যে কারও থেকে বেশি সময় ভিডিও দেখার জন্য বেশি সময় নষ্ট হয়েছে।
অনেকে খেয়াল করেছ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে যেসব বক্তা আসেন তাদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। খারাপ দিক হলো, বয়সের কারণে আমি তোমাদের জীবন সম্পর্কে গভীর কোনো দর্শনের ধারণা দিতে পারব না। না পারার কারণ হিসেবে বলা যায় আমি নিজেই সেই ধারণা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ভালো দিক হলো তোমরা এবং আমি বয়সে একই প্রজন্মের। তার মানে দাঁড়ায়, আমি যে সুযোগ পেয়েছি, যা শিখতে পেরেছি, তা এখনো প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। তিন বছর আগে আমি যে সুযোগ পেয়েছি, যেসব ধারণা প্রয়োগ করেছি তা তোমরা এখনো একইভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ ও সময় পাবে।

মিনেসোটার হাইস্কুলে পড়ার সময় আমি পৃথিবীর প্রথম জনপ্রিয় ইন্টারনেট ওয়েব ব্রাউজার মোজাইকের কথা শুনি এবং ব্যবহারের সুযোগ পাই। আমি ম্যাপ নিয়ে ইলিনয় খুঁজে বের করি এবং খেয়াল করি জায়গাটা মিনেসোটা থেকে বেশি দূরে নয়। তখনই আমার মাথায় নতুন চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল। জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার যদি আমারই বাড়ির আঙিনার লোকজন উদ্ভাবন করে, তাহলে আমি অন্য কোথাও কেন যাব?

সেই সময় আমি কোনো চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আমাকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেই হবে। আমি হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অপেক্ষায় ছিলাম কর্তৃপক্ষের চিঠির জন্য। খুব দ্রুতই আমি উত্তর পাই,

www.pathagar.org

কিন্তু সে উত্তর ছিল আমার জন্য হতাশাজনক। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলা হয়, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে আমি ভর্তি হতে পারব না। ওই বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পূর্ণ হওয়াতে আমার ভর্তির সুযোগ নেই। কিন্তু আমি সিরামিকস প্রকৌশল বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাব। আমি বলতে চাই না, সিরামিকস বা মৃৎশিল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই কিন্তু আমি তো এর জন্য আবেদন করিনি, স্বপ্ন দেখিনি।

পুরোপুরি হতাশ হয়েছিলাম আমি। তো আমি তখন কী করতে পারি? আমি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখি এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করা যায় কি না তা জানতে চাই। আমি সেই চিঠিতে লিখেছিলাম, 'কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ থাকবে আমার আবেদনপত্রের কোনো বিষয়ই যেন উপেক্ষা না করা হয়। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি আমি কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্য আগ্রহী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

আমার আবেদন পুনরায় বিবেচনা করা হয় এবং আমি কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ পাই। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আমার প্রথম শিক্ষা ছিল কোনো কিছুর প্রতি নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকলে তা চূড়ান্ত ফল আনবেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরেই আমি এক প্রতিষ্ঠিত ইন্টারনেট ভিত্তিক অর্থ লেনদেনের কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাই। মনে হচ্ছিল, চাকরিটা আমার জন্য বড় একটা সুযোগ। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না পড়াশোনা বাদ দিয়ে কোম্পানিতে যোগ দেয়ার সুযোগটা গ্রহণ করা ঠিক হবে কি না? আমি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে দুসপ্তাহ সময় নিই। পরে পড়াশোনায় বিরতি দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে পেপ্যাল সদর দপ্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার মতে, যখন ঝুঁকি গ্রহণের সুযোগ পাবে তা অবহেলা করো না।

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরে সুনামি আঘাত হানে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ধারণ করা সুনামির ভিডিওগুলো খুব দ্রুত গতিতে ইন্টারনেট ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় ইন্টারনেটে কোনো সক্রিয় সাইট ছিল না, যেখান থেকে ভিডিওগুলো সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, দেখা যায়। এলোমেলোভাবে বিভিন্ন সাইটে অপরিকল্পিতভাবে ভিডিওগুলো সংরক্ষণ করা হয়, ভিডিও শেয়ার করার কোনো ভালো সাইট ছিল না। ই-মেইলেও সংযুক্ত করে ভিডিওগুলো পাঠানো যেত না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমাকে প্রথমেই একটি ভিডিও প্লেয়ার ইন্সটল করতে হতো। ইন্সটলের পর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল বাড়ির লোকজনকে তা চালানো শেখানো। ইন্টারনেটে ভিডিও দেখার এই সমস্যাগুলো সমাধানের উপযুক্ত সময় ছিল তখন। সুনামির দুই মাসের মধ্যেই ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি ও পেপ্যালের দুজন সহকর্মী ভিডিও শেয়ার ও সংরক্ষণের একটি ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা করি।

আমরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনের দিনে কাজ শুরু করি। ভ্যালেন্টাইনের দিন বলে কি কাজ বন্ধ থাকবে নাকি? এটাও তো অন্য একটা সাধারণ দিনের মতোই, তাহলে সেদিনই

www.pathagar.org

নয় কেন? ২৩ এপ্রিল ইউটিউব ডট কম নামের ওয়েবসাইট আমরা উন্মুক্ত করি। শুরুর দিকে আমাদের ওয়েবসাইট খুব কম জনই ব্যবহার করছে। অন্যদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আমরা সাইটটিকে নতুন ধরনের ডেটিং সাইট বলে প্রচার করি। আমরা একটি শ্লোগানও ঠিক করি: 'টিউন ইন, হুক আপ'। আমরা কিছু আসল ডেটিং ভিডিও দেখে হতাশ হয়ে উঠেছিলাম। তাই আমরা এখানে সব ধরনের ভিডিও আপলোডের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস ও লাস ভেগাসের মেয়েদের উৎসাহিত করলাম আমাদের সাইটে ভিডিও আপলোডের জন্য। আমরা প্রতি ভিডিওর জন্য তাদের ২০ ডলার পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করলাম। আমাদের এই ঘোষণায় কেউ সাড়া না দিলে পুরস্কার ঘোষণা মাঠে মারা যায়!

আমরা ওয়েবসাইট নিয়ে নতুন চিন্তা শুরু করলাম। পরে জুন মাসেই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক পরিবর্তন আনলাম। সাধারণ একটা রূপ দেয়ার চেষ্টা করলাম, যেন সব ব্যবহারকারী খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারে।

প্রতিষ্ঠার ১৮ মাসের মধ্যেই আমাদের ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা আলোচিত হই। সাধারণ মানুষের কাছে আমরা খবরের শিরোনাম হই। তাদের অনেকের জিজ্ঞাসা ছিল, কিভাবে এ ধরনের আইডিয়া আমরা কোথা থেকে পেলাম। আমি তাদের সব সময় একটাই কথা বলি। চারদিকে সব সময়ই মেধাবী মানুষ থাকে, খুঁজে বের করতে হয় তাদের।

তোমরা যখন এই হল থেকে বের হয়ে যাবে, তখন একটা কথাই মনে রাখবে। পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে নতুন কোনো বড় উদ্যোগ সুযোগ সৃষ্টির জন্য। সবাইকে অভিনন্দন।

www.pathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠন : পঠন ও অনুশীলন

www.pathagar.org

সময় ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

এদেশে অনেকেই বর্তমান সময়ের একটা বড় ধরনের সমস্যা হলো সময় সংক্রান্ত অব্যবস্থাপনা। এদেশে অনেককে পাওয়া যাবে যারা রাত-দিন কাজ করেছেন অথচ কাজ শেষ করতে পারছেন না। তারা ভাবেন যদি দিনটির পরিধি ৪৮ ঘন্টা হতো অথবা ঘন্টাটা ৬০ মিনিটের স্থলে ১২০ মিনিট করে হতো। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই তারা কাজের চাপে ন্যুজ হয়ে পড়েন। আর অনেকে আছেন যারা আবার সময়কে কাজে লাগাতে পারেন না। তারা সময় নষ্ট করে থাকেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

এদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময় নষ্ট হয় ঘুমিয়ে। ঘুমের ব্যাপারে বর্তমানে কোথাও কোথাও একটা নিয়ম প্রচলিত হয়ে পড়েছে প্রায়। তা হলো সকালে ফজরের নামাজের পরে দ্বিতীয় বার ঘুম এবং দুপুরে খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার নাম দিয়ে তৃতীয়বার ঘুম। তাদের অনেকেই ভেবে থাকেন সময়টি তাদের নিজস্ব সম্পদ (Personal Property)।

প্রকৃতপক্ষে সময় আমাদের নিজেদের নয়। সময় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে। এই ব্যাপারটাকে সামনে রেখে সময় সম্পর্কে আমাদের সমস্যা নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়-

(ক) সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু লোক বাস্তবিকই সময়ের স্বল্পতা অনুভব করছেন সর্বক্ষণ, তাদের জন্য গুছিয়ে কাজ করার পদ্ধতি খুবই প্রয়োজন। তারা সময়ের ব্যবস্থাপনার কৌশল আয়ত্ত করে বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে পারলে অনেক বেশি পরিমাণে কাজ করতে পারবেন। সময় ব্যবস্থাপনা তাদের জন্যই প্রয়োজনীয়।

(খ) পাশাপাশি সময় সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার জন্যে অনেকে আবার অযথা সময়ের অপচয় করেছেন। সময় সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির অভাব রয়েছে। তাদের মধ্যে সময়ের মূল্য ও চেতনা সৃষ্টি করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সময় কী?

হয়ত আপনারা এ কথাটি জানেন, "কোনটি ঐ জিনিস যা সবচেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী যদিও তা সবচেয়ে বেশি ক্ষণস্থায়ী, সবচেয়ে বেশি দ্রুতগামী যদিও তা সবচেয়ে বেশি শ্লথ? আমরা সকলেই তাকে অবজ্ঞা করি যদিও পরে সকলেই আবার অনুশোচনা করি। একে ছাড়া কিছুই করা যায় না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবকিছুকে এটা গ্রাস করে নেয়, অথচ যা কিছু মহৎ এবং বড় তা সে তৈরি করে।" কে সে? সে হচ্ছে সময়।
এটি সবচেয়ে বড়, কারণ সময়ের যাত্রা এবং লয় সম্পর্কে কোন কিছুই আমাদের জানা নেই।

www.pathagar.org

পক্ষান্তরে এই বাস্তব জীবনের সমস্ত বস্তু বা পরিমাপযোগ্য সবকিছুর একটা সীমা দৃশ্যমান বা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি সবচেয়ে বেশি ক্ষণস্থায়ী, কেননা আমাদের জীবনের সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্যে প্রয়োজনের তুলনায় প্রদত্ত সময় নিতান্তই অল্প। সময় দ্রুতগামী তাদের কাছে, যারা সুখের সাগরে ভাসছে। আর পক্ষান্তরে মৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে যে সময় গুনছে তার দৃষ্টিতে তো ২/৩ মিনিট সময়ও অবশ্যই শ্লথ-ই হবে। অযথা পার হতে দিতাম না। কিন্তু আবার এই অন্যায় আচরণই আমাদেরকে পীড়া দিয়ে থাকে কখনও কখনও। সে কারণেই তো মূল্যবান কোন পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রতিবারই ছাত্র-ছাত্রীরা অনুশোচনা করে থাকে তাদের অপচয়ের জন্য। পরে অনুশোচনার কথা ভুলে গিয়ে আবার সেই অপচয়ই করতে থাকে। পৃথিবীতে এমন কি কোন কাজ আছে যা করা যায় সময়ের ব্যবহার ছাড়া? আর এই সময়ই তো গিলে খেয়েছে অতীতের কত বিশাল সংখ্যক মানব-গোষ্ঠীকে, বিগত হয়েছে তারা সকলে খালি হাতে, ইতিহাস তাদেরকে গ্রহণ করেনি সঙ্গত কারণেই। করেছে মাত্র অল্প কিছু মহামানবকে।

সময়ের মূল্য

ব্যর্থ লোকেরা যা করতে অনিচ্ছুক তা করে সফল লোকেরা তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করে। সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার সাথে খাপ খাইয়ে সময় ব্যয় করার চেয়ে ব্যর্থতার গ্লানির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াকে সাধারণ ব্যক্তিরা সহজতর মনে করে। এখানেই হচ্ছে সার্থকতা আর ব্যর্থতার বিভেদ, সফলতা আর বিফলতার বৈপরীত্য।

মানব জীবনের বরাদ্দকৃত সময়টুকুকে সাধারণভাবে কাটিয়ে দেয়ার প্রবণতা সর্বদাই পরিলক্ষিত। আমাকে আজ একটি কাজ দিলে কাল করব বলে রেখে দেব, আর এই কাজটিই যদি আগামীকল্য দেয়া হয় তবে তা পরবর্তী দিনের জন্য রক্ষিত হবে। এভাবেই আমরা সময়ক্ষেপণ করে থাকি, আর সেই সাথে সুযোগকে হাতছাড়া করি। আর এভাবেই শেষ পর্যন্ত ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হই। অপরদিকে যাদের মধ্যে এই প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা নেই অর্থাৎ যারা আগামী কালের জন্য বসে থাকবেন না কখনও, আজকের দিনটুকুকেও তারা কাজে লাগাতে উদগ্রীব, তারাই তো সময়কে কাজে লাগাতে পারছেন পরিপূর্ণভাবে। জগতে বিস্ময়কর কিছু করার এখতিয়ার শুধুমাত্র তাদের জন্য, 'আগামী কল্যের' গ্রুপের কারো জন্যে নয় অবশ্যই।

প্রতিদিন সকালে যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি, তখন আমরা পাই ১৪ ঘণ্টার একটা আস্ত দিন। রাসূলে করীম (সা) আমাদেরকে বলেছেন-

"দুজন ফেরেশতার নিম্নরূপ আহবান ব্যতীত একটি প্রভাতও আসে না- "হে আদম সন্তান! আমি একটি নতুন দিন এবং আমি তোমার কাজের সাক্ষী! সুতরাং আমার সর্বোত্তম ব্যবহার কর। শেষ বিচার দিনের আগে আমি আর কখনও ফিরে আসব না।"

একটি উদাত্ত আহবান রয়েছে এখানে, 'আমার সর্বোত্তম ব্যবহার কর' আর পাশাপাশি রয়েছে

www.pathagar.org

এক ধরনের সতর্কীকরণ। আজকের দিন সাক্ষ্য প্রদান করবে আমাদের ঘণ্টার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শেষ বিচারের দিনে। অর্থাৎ সময়ের ব্যবহারের ব্যাপারে সংযত হতে হবে আমাদেরকে এটা একটা কঠিন সতর্কীকরণই বটে।

(খ) সময়ের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সুযোগ

মানবকুলের হাতে সময়ের প্রধানত দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। এগুলো হলো-

১) সময় হচ্ছে শুধুমাত্র সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা এবং বছরের মাপকাঠি। সময়ের কথা ভাবতে তারা ঘড়ি বা ক্যালেন্ডারের দিকে সবচেয়ে বেশি অগভীর বা হালকাভাবে তাকানো ধারণা। এরূপ ধারণা পোষণকারীদের কারো দ্বারাই শ্রেষ্ঠ কিছু সৃষ্টি হয়নি। এ ধারণা যেকোন উদ্যোগ গ্রহণকে ধ্বংস করে দেয়, সৃজনশীল অনুভূতিকে নিৎসাহিত করে এবং প্রাপ্ত সময় ব্যয়ের জন্য কোন তাগিদে দেয় না। কোন কাজ করার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেয়া হলে এতে এক সপ্তাহ লাগবে, দশদিন সময় দিলে দশদিনই ব্যয় হবে।

২) সময় সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণা : সময় হচ্ছে 'সুযোগ'। এই সুযোগ সকল সময়ের জন্য স্থায়ী থাকে না। যখন সে তার সর্বোচ্চ মানে অবস্থান করে তখনই সে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বহন করে থাকে। যারা সময়ের এই গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন তারা জীবনের সমস্যাবলীকে অনেকাংশে সহজীকরণ করে নেন, ফলশ্রুতিতে আগ্রহ ও আত্মত্যাগের এক মহান স্পৃহা দ্বারা তাদের কার্যসম্পাদন নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এর ফলশ্রুতিতে সমূহ সম্ভাবনার দ্বার তাদের জন্যই উন্মোচিত হয়ে থাকে।

অবসর সময় না সৃজনশীল সময়?

তথাকথিত হারিয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপারে আপনি কি ভাবেন? হিসাব করে দেখেছেন কি দিনে ১৫ মিনিট মানে বছরের পূর্ণ ১১ দিন আর প্রতিদিনের ৩০ মিনিট মানে বছরের পূর্ণ ২২ দিন। এভাবে প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে ব্যয়িত সময় এক বছরে এক মাসের মূল কর্মঘণ্টার চেয়েও বেশি। এবারে চলুন এই হারিয়ে যাওয়া সময়কে কিভাবে সৃজনশীল সময়ে পরিবর্তন করবেন সে ব্যাপারে চিন্তা করি। আপনি কারো সাথে গল্প করছেন, সে ক্ষেত্রে আপনার আলোচনা ফলদায়ক আলোচনায় পরিবর্তন করলেই তো হয়। ট্রেনে বা স্টিমারে ভ্রমণের ব্যয়িত সময়ে যদি চিন্তাশীল বা গঠনমূলক কল্পনার কাজে ব্যয়িত হয় তাহলেই তো তা সৃজনশীল সময়ে পরিবর্তিত হবে। আর ঘুম- কতটা দরকার আপনার? এটি বর্তমানে পরীক্ষিত সত্য যে একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য দৈনিক মাত্র ৬ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। এর অধিক ঘুম বা অন্য দিকে ঘুমের ঘাটতি উভয়ই অসুস্থতার কারণ হতে পারে। অথচ আমাদের অনেকে সেধে যেয়ে প্রথম প্রকারেই অসুস্থতার শিকার হচ্ছি।

পক্ষান্তরে প্রতিটি কর্মদিবস হতে এক ঘণ্টা করে সময় বের করে নিলে বছরে আপনি ২৬০ ঘণ্টা বা পূর্ণ ৩২টি কর্মদিবস পাবেন এবং এরূপ সময়কালে অনেক বড় কাজ সম্পাদন করে

www.pathagar.org

নিতে পারবেন। এ সময়ে আপনি যা করতে পারবেন তার একটি তালিকা দিচ্ছি।

- কুরআন শরীফের বহু অংশ মুখস্থ করতে পারবেন;
- কতগুলি নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন;
- আপনার বাসস্থানের আশপাশে সর্বোত্তম সুন্দর বাগান বা এমন কিছু গড়তে পারবেন যা মনের খোরাক হয়ে আপনাকে আনন্দ দিতে পারবেন;
- একটি বিদেশি ভাষা শিখতে পারবেন;
- একটি বই লিখতে পারবেন, অথবা
- একটি বিষয়ে ডিপ্লোমা করতে পারবেন।

আর জীবনের সহস্র ছোট ছোট ঘটনার বেড়াজালে যে সময় উড়ে যায় প্রতিনিয়ত, কিছুটা হলেও তাকে বেঁধে ফেলতে হবে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা দিয়ে। এই সঞ্চয় কোন ক্রমেই ক্ষুদ্র নয়, বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের একত্রীকরণের মাধ্যমে সঞ্চিত এক বিশাল সময় ভান্ডার।

সময়ের বহমান স্রোত

কোন কোন বিশেষ কাজের জন্য আপনি সাধারণত আপনার সময়সূচি রক্ষা করে চলেন। আপনি যে কাজ সম্পাদন করতে চান সে জন্যে যে সময় বের করা দরকার তা করেন। সে জন্য প্রত্যেক দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় বের করে নিন এবং তারপর যথাসাধ্য তা রক্ষার চেষ্টা করুন। সুতরাং মূল কথা দাঁড়ালো-যদি করণীয় কয়েকটি কাজের জন্যে সময় বের করতে চান তাহলে আপনার ব্যস্ততার তালিকায় এদের জন্য অবশ্যই পরিকল্পনা করে প্রোগ্রাম করে নিতে হবে। যদি আপনি সঠিক সময়টি আসার জন্য অপেক্ষা করতে চান তাহলে চিরদিনই সে জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

মাঝারি বয়স কালের একটি জীবনে আপনি আপনার সময় কিভাবে ব্যয় করতে পারেন তা চার্টে দেখানো হয়েছে-

কাজ	সময়
জুতার ফিতা বেঁধে	৮ দিন
ট্রাফিক লাইটের বাতির দিকে তাকিয়ে	১ মাস
নাপিতের দোকানে ব্যয়িত সময়	১ মাস
টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে	১ মাস
বড় শহরে লিফটে চড়ে	৩ মাস
নিজের দাঁত মেজে	৩ মাস
শহরে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে	৫ মাস
গোসল খানায় ব্যয়িত সময়	৬ মাস
বই পড়ে	২ বছর
খাওয়া-দাওয়ার সময়	৪ বছর
জীবিকা উপার্জনে ব্যয়িত সময়	৯ বছর
টেলিভিশন দেখে	১০ বছর
ঘুমিয়ে	২০ বছর

www.pathagar.org

সময়কে কাজে লাগানোর পদ্ধতি

সময়কে কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সে সম্পর্কে দু'একটা কথা বলছি।

১. প্রত্যহ সকালে লিখিতভাবে আপনার দিনের কাজগুলির পরিকল্পনা করুন।

২. টেলিফোনে বা অন্য কোন ভাবে না জানিয়ে কারো সাথে দেখা করতে যাবেন না। এখানে সমস্যা হলো ঈপ্সিত ব্যক্তি না জানার কারণে *available* নাও হতে পারেন। আর সে ক্ষেত্রে যাওয়া ও ফিরে আসার সম্পূর্ণ সময়টাই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. কাগজ-কলম বা ছোট্ট নোট বই সব সময় পকেটে রাখবেন যাতে অবসর সময়ে আপনার চিন্তা-পরিকল্পনা লিখে নিতে পারেন।

৪. বিশ্রামের সময়কে নামাজের সময়ের সাথে মিলিয়ে পরিকল্পনা করুন। নামাজের পূর্বে ওজু করার ফলে শরীরের অনেক অংশই শীতল হয়ে থাকে যা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের উপর সুপ্রভাব ফেলে। আর নামাজের সময় কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে নিজেকে হাজির করার যে মানসিক শান্তি - এটাকে তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শান্তির কাজ বলে মনে করা হয় সঙ্গত কারণে।

৫. লেখাপড়া করে, কোন কিছু মুখস্থ করে বা গঠনমূলক কিছু করে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করুন।

৬. সাক্ষাৎসূচি করাকালে উভয়েই যেন সঠিক সময় ভালভাবে বুঝে নেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। ধরুন আপনি আপনার বন্ধুর সাথে প্রোগ্রাম করেছেন কাল বিকালে চারটায় একত্রিত হবেন একটা নির্দিষ্ট স্থানে। আপনি হয়তো সময়মত যাবেন, কিন্তু সে বাঙ্গালির সময় চারটা মানে সাড়ে চারটা ভেবে পরে এসে হাজির হবে। এর ফলে আপনার মূল্যবান আধাঘণ্টা সময় নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে যেটা করা দরকার তাহলো বন্ধুকে বলতে হবে "কাল চারটায় দেখা হবে। চারটা মানে চারটা, সাড়ে চারটা নয়। আর যদি তুমি বাঙালির সময় বোঝ তাহলে সাড়ে তিনটায় এসো।"

৭. দূরে যাওয়ার সময়ে সম্ভাব্য সময়ের চেয়ে বেশি সময় হাতে রাখবেন যাতে অভাবিত কিছু ঘটলেও যেন সময়মতো সেখানে যেয়ে পৌঁছাতে পারেন। আর বাড়তি সময়ে সম্পন্ন করার জন্য হাতে কিছু কাজও নিয়ে নিবেন।

৮. প্রবন্ধ লেখা, বা বক্তৃতা প্রস্তুত করা বা এ ধরনের যে কোন কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সকল উপাদান হাতের কাছে নিয়ে কাজ শুরু করবেন।

৯. আপনার সময়ক্ষেপণ করতে পারে এমন চিন্তাশূন্য লোক এড়িয়ে চলবেন। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবেন যেন লোকটি আবার আপনার আচরণে কষ্ট না পায়।

১০. চিঠি বা টেলিফোনে সেরে নেয়া যায় এমন কোন কাজের জন্য নিজে ব্যক্তিগতভাবে যাবেন না। এভাবে আপনার যাওয়া আসার সময়কে আপনি বাঁচাতে পারবেন।

১১. যদি কোন সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা কোনো কাজ থাকে, তাহলে সবকিছু লিখে পরিকল্পনা করুন যাতে স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ভ্রমণ দীর্ঘায়িত না করে সব কাজ করে আসতে পারেন।

www.pathagar.org

সময় সম্পর্কে কিছু কথা

(ক) সময় নেবেন-

সময় নেবেন চিন্তা করতে, এটি ক্ষমতার উৎস;
সময় নেবেন খেলতে, এটি অনন্ত যৌবনের আঁধার;
সময় নেবেন পড়তে, এটি জ্ঞানের ভিত্তি;
সময় নেবেন নামাজ আদায় করতে, এটি দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় শান্তি;
সময় নেবেন ভালবাসতে এবং ভালবাসা প্রদান করতে;
সময় নেবেন বন্ধু বনে যেতে, এটি সুখের সোপান;
সময় নেবেন হাসতে, এটি সর্বোত্তম লুব্রিক্যান্ট;
সময় নেবেন দিতে বা দান করতে; স্বার্থপর হয়ে জীবনটাকে ছোট করার কোন অর্থ নেই।
সময় নেবেন কাজ করতে, এটি সফলতার মূল্য **(price)**,
কিন্তু সময়ক্ষেপণের জন্য কখনও সময় নেবেন না।
স্মরণ রাখবেন রাসূলে করীম স. বলেছেন-
"যার দুটি দিন একই রকম যায় নিঃসন্দেহে সে ক্ষতিগ্রস্ত।"

(খ) সুব্যবহৃত সময়

জীবনের একটা ভাল অংশ বন্ধুদের সাথে ব্যয় হয়। এ সময়ে আমরা কী ধরনের আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হই? নিম্নোক্ত মহাবাণীগুলি স্মরণ রাখবেন সে ক্ষেত্রে-

- মহৎ মন - ধারণা বা চিন্তামূলক আলোচনা করে;
- সাধারণ মন - ঘটনাবলী আলোচনা করে;
- ছোট মন - পরচর্চা করে:
- অতি ছোট মন - নিজেদেরকে নিয়ে আলোচনা করে।

আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না

যদি আপনি কাজ শুরু করতে বিলম্ব করেন, তবে কাজ স্তূপীকৃত হতে থাকবে। কাল কি হবে তা আপনি জানেন না। গতকালের অসমাপ্ত কোন কাজ নেই, এমন অবস্থায় যদি আপনি দিন শুরু করতে পারেন, তবে তা হবে এক বড় স্বস্তি। পাঁচ মিনিট বা কম সময়ের কাজ হলে তৎক্ষণাৎ করে ফেলা ভাল। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগলে অগ্রাধিকার অনুযায়ী কার্যতালিকা তৈরি করে নেবেন।

আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রাখবেন না। এভাবে ফেলে রেখে কিন্তু আপনি কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে রিস্ক নিচ্ছেন। আজকের কাজ আজই সম্পন্ন করতে পারলেন না, তাহলে আগামীকাল কিভাবে ফেলে রাখা কাজসহ দিনের নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করবেন?

www.pathagar.org

কাজ ফেলে রাখার বিপক্ষে বলছি এভাবে-

"If you have hard work to do
Do it now.
Today the sky is clear and blue
Tomorrow clouds may come in view
Yesterday is not for you
So do in now"

আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। বরং আজকের কাজ শেষ করে আগামী কালের ব্যাপারে চিন্তা করুন-

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।" (সূরা হাশর : ১৮)

সময়ের সদ্ব্যবহার : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

আমাদের দেশের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বিষয় রয়েছে যা অন্যদেশের সাথে মেলে না কোনক্রমেই। এদেশে অনেক সময়েই বড় বড় শহরগুলোতে ট্রাফিক জ্যাম পড়ে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টার জন্যে। এছাড়াও অনেকে বাস ধরার জন্যে স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে থাকেন অনেক সময় ধরে। এ সময় অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু করার সুযোগ থাকে না বলে অনেকে মনে করেন। শহরে বসবাস করতে দিনের একটা বৃহৎ অংশ আমরা নষ্ট করছি এভাবে। অথচ এই সময়টাকেও কাজে লাগানো যায়; যদি এ ব্যাপারে সঠিক পরিকল্পনা থাকে আমাদের।

আমার জানা মতে একজন ভদ্রলোক তাঁর ছাত্রজীবনে এ ধরনের বিশাল একটা সময়কে কাজে লাগাতেন। তিনি প্রতিদিন অনেকগুলো টিউশনি করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি তার নিজের খরচের টাকা নিজেই উপার্জন করতেন। তাছাড়া তার ছোট ভাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ চালিয়ে মাঝে মধ্যে পিতাকেও আর্থিক সাহায্য দিতেন। তার পিতা সরকারি অফিসের একজন দরিদ্র কেরানি ছিলেন মাত্র। টিউশনি করতে যাওয়া আসার সময়টাকে তিনি কাজে লাগাতেন তার পাঠ্য পুস্তকের কিছু অংশ মুখস্থ করার কাজে। এছাড়াও তিনি প্রতিদিন ২০টি করে ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করতেন কেননা ইংরেজিতে তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন। এই ভদ্রলোক বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পেরেছিলেন।

বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্যে উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর ফলে অনেক অব্যবহৃত সময় মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে আমাদের জন্য।
আর কয়েকটি বিষয় বলছি এবার।

www.pathagar.org

১. আপনার সময় কিভাবে নষ্ট হচ্ছে প্রতিদিন তার একটা তালিকা তৈরি করুন।

২. সাধারণভাবে অব্যবহার্য এই সময়গুলোকে কাজে লাগানোর জন্যে একটা সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

৩. আপনার ধারে কাছে সব সময়েই কিছু না কিছু পাঠ্য সামগ্রী রাখুন যাতে করে সুযোগ পেলেই সেগুলোকে বের করতে পারেন এ ধরনের সময়কে কাজে লাগানোর জন্যে।

ভেবে দেখেছেন কি এই ব্যবস্থাপনা আপনাকে কি পরিমাণ সাহায্য করতে পারে। সে সময়গুলো মূল্যবান হয়ে উঠবে যখন আপনি কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন কোন এক স্থানে, অথবা কোন মিটিং এ যোগদানের জন্যে আপনি সময় মত পৌছে গিয়েছেন অথচ মিটিং শুরু হচ্ছে না অন্যরা আসেনি বলে। সে সময় আপনার ব্যাগ থেকে বই বের করে পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। আপনি কখনও কি ভেবে দেখেছেন আপনার এই কাজ আপনার অধস্তনদের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলবে।

কল্পনা করুন তো দেখি এমন একটা সময়ের যখন আপনি একটা ট্রেনে বা লঞ্চে অন্য যাত্রীদের সাথে দূরের কোন গন্তব্য স্থানে যাচ্ছেন। আপনারা কয়েকজন মিলে গল্প করেছেন, কেউ ঝিমাচ্ছেন, আর একজন ব্যক্তি বই পড়ছেন। তাহলে কার প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ বেশি হবে? এই শ্রদ্ধাবোধের খুবই প্রয়োজন বর্তমানে এ সমাজের জন্য। আর একটি ঘটনা বলছি। যখন আপনি আপনার অফিসে যাওয়ার পথে অফিসের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছেন কোথাও, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন অথচ আপনার হাতে একটি পাঠ্যসামগ্রী। খুবই ভাল হয় এটি যদি ছোট আকারে কোন কোরআন শরিফ হয়। আপনি হয়তো ভাবছেন একা একা দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে; অথচ প্রকৃতপক্ষে আপনার পাশে কয়েকজন ফেরেশতাও রয়েছেন যাদের রিপোর্ট অনুযায়ী আপনি ইতোমধ্যে বেশ কিছু সওয়াবের ভাগী হয়ে যেতে পেরেছেন। আমাদের জীবনটাতো এমনই। এভাবে প্রচুর সুযোগ রয়েছে সওয়াব অর্জনের; পক্ষান্তরে এখানে সম্ভাবনাও রয়েছে বিপুলভাবে এই সুযোগসমূহের সদ্ব্যবহার না করার কারণে গুনাহ এর ভাগীদার হওয়ায়। মহান রাব্বুল আ'লামিন এই সমস্ত সুযোগের এবং তার ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদের হিসাব নিবেন হাশরের দিন।

শেষ কথা

সময় হচ্ছে সুযোগ। আর তা শেষ হওয়ার পরে মানুষের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত হয়েছে-

"প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।" (সূরা মুনাফিক : ১১)

"সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব বের করুন আমাদেরকে। আমরা সৎ কাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা করব না, তা করব না। (আল্লাহ বলেন) আমি কি তোমাদেরকে এতোটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।" (সূরা ফাতির : ৩)

www.pathagar.org

চাকরি : প্রস্তুতি

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে ডিগ্রি অনুযায়ী একটি চাকরি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনাটাই আমাদের দেশে এখন নানা বিবেচনায় অস্বাভাবিকতায় রূপ নিয়েছে। ডিগ্রি এখন চাকরিতে আবেদনের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত কিন্তু চাকরিতে চান্স পাবার বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিগ্রির ভূমিকা গৌণ। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান একজন প্রার্থীকে অধিকাংশ চাকরির পরীক্ষায় খুব বেশি সাহায্য করে না। যা সাহায্য করে তা হলো সাধারণ জ্ঞান। যেমন-

ক) সাধারণ জ্ঞান হিসেবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
খ) সাধারণ জ্ঞান হিসেবে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী।
গ) মানসিক দক্ষতা বা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান।

কিন্তু সাধারণ জ্ঞান কথাটি যত সাধারণ পরীক্ষার হলে 'সাধারণ জ্ঞান' তার চেয়ে বহুগুণ অসাধারণ। চাকরির বাজারের অসহনীয় এবং অভাবনীয় প্রতিযোগিতার কারণে চাকরিদাতাগণ সীমিত সংখ্যক প্রার্থীকে গ্রহণের চেয়ে বহুসংখ্যক প্রার্থীকে বর্জনের বিষয়টিই আগে ভাবেন। ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো- সাধারণ জ্ঞান তার সীমা পেরিয়ে অসাধারণতায় রূপ নেয়, আর চাকরির পরীক্ষা গ্রহণের পরীক্ষা না হয়ে, হয়ে যায় বর্জনের প্রক্রিয়া। এই বর্জনের প্রক্রিয়া মোকাবেলা করে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ক্রমাগত/নিয়মিত সময়, শ্রম, ধৈর্য এবং অর্থের বিনিয়োগ। পরিমাণগত দিক থেকে অর্থ যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ এককালীন বড়জোর এক হাজার এবং প্রতিমাসে ন্যূনতম পঞ্চাশ টাকা। (বিসিএস-এর প্রস্তুতি অংশের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও বইসমূহ দেখুন)।

সময়ের বিষয়টি অন্যতম বিবেচ্য একারণে যে, যদি প্রার্থী উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরির প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তাহলে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘণ্টা এখাতে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ব্যয় করতে হবে। কিন্তু যারা উচ্চশিক্ষার শুরুতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তারা একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি চাকরি পরীক্ষার একটি মানসিক প্রস্তুতি স্মরণে রাখবেন এবং প্রতিদিন অবসরে কিন্তু সচেতনে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় এখাতে বিনিয়োগ করবেন। প্রতিদিনের ২০ মিনিট শিক্ষা শেষে আপনাকে এমন এক অর্জনের মুখোমুখি দাঁড় করাবে যে প্রত্যাশিত চাকরি অনায়াসে আপনার হাতে ধরা দিবে। অনেক ক্ষেত্রেই সময় আমাদের সমস্যা নয়, কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সময়ের ব্যবস্থাপনা। সময় ব্যবস্থাপনায় আপনি যেন হেরে না যান- এ কারণে আপনার থাকা দরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত অপরিসীম ধৈর্য। এ কারণে আমরা সময়, শ্রম এবং অর্থের সাথে ধৈর্যকে সফলতায় সোপান হিসেবে বিবেচনায় নিতে চাই।

এবার আসুন, সাধারণজ্ঞান হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে কী কী পড়া ও কী কী করা উচিত তা সংক্ষিপ্তাকারে জেনে নি-

www.pathagar.org

বাংলা

সামান্য দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলা বাধ্যতামূলক বিষয়। মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা বিষয়ের প্রস্তুতির পরিধি ব্যাপক। ফলে চাকরি প্রার্থীরা বাংলা বিষয়ের প্রস্তুতিতে 'খেই হারানো' অবস্থায় পড়ে যায়। তারা বুঝতে পারেন না কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন, কিভাবে শুরু করবেন এবং অসংখ্য অধ্যায়/বিষয়ের কোনগুলোই বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রাথমিক উপায় হলো বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বাংলা সিলেবাসটির দিকে নজর দেয়া। কারণ বিসিএস বাংলাতে ভাল প্রস্তুতি থাকলে অন্য যেকোন নিয়োগ পরীক্ষার বাংলাতে ভাল করা সম্ভব। বিসিএস প্রিলিমিনারিতে বাংলায় দু ধরনের প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, ভাষা (যেটাকে আমরা ব্যাকরণ বলি)। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য।

ভাষা

ভাষা বা ব্যাকরণ থেকে বর্তমানে প্রশ্ন হয় ১৫টি। এই ১৫টি প্রশ্নের জন্য সূত্রভিত্তিক প্রথাগত ব্যাকরণ (যেমন- সমাস, সন্ধি, কারক, প্রকৃতি-প্রত্যয় ইত্যাদির) উপর গুরুত্ব কম দিতে হবে। বরং গুরুত্ব দিতে হবে সূত্র বহির্ভূত ব্যাকরণ (যেমন- বর্ণ ও বর্ণমালা সম্পর্কিত তথ্য, বানান, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, শব্দার্থ বা প্রতিশব্দ বা বিকল্প শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, পারিভাষিক শব্দ, বাগধারা, এককথায় প্রকাশ, বিপরীত শব্দ, শব্দের উৎস ইত্যাদি) উপর। মনে রাখতে হবে দিন দিন সূত্রভিত্তিক প্রথাগত ব্যাকরণের উপর গুরুত্ব কমছে এবং ভাষার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কিত সূত্র বহির্ভূত প্রশ্নের সংখ্যা বাড়ছে। বিসিএসসহ সব ধরনের নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ বিবেচনা প্রযোজ্য।

সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের মধ্যে বিসিএস প্রিলিতে বেশির ভাগ প্রশ্ন (১৫টি) আসে আধুনিক যুগ থেকে। বাকি ৫টি প্রশ্ন বরাদ্দ প্রাচীন ও মধ্যযুগের জন্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিসর অল্প এবং প্রস্তুতিতে সময়ও লাগে কম। আধুনিক যুগের উপর প্রশ্নের ধারাগুলো মোটামুটি এরকম-

(এক) **Most common** ধারা অর্থাৎ এ ধারাকে বাদ দিয়ে সচরাচর বাংলা প্রশ্ন হয় না। এখানে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম।

(দুই) আধুনিক সাহিত্য শাখাগুলোর পথিকৃৎ অর্থাৎ গদ্যের জনক, উপন্যাস, নাটক ও আধুনিক কবিতার জনক যারা। এখানে আছেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, উইলিয়াম কেরি, রাজা রামমোহন রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডি. এল রায় প্রমুখ। এছাড়া এ ধারায় আছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্য চর্চায় পথিকৃৎ মুসলমান সাহিত্যিকগণ। এঁরা হলেন- মীর মোশাররফ হোসেন, নজিবুর রহমান, কাজী

www.pathagar.org

ইমদাদুল হক, কায়কোবাদ, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

(তিন) মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক ধারা। এ ধারায় প্রথম আসেন স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন শহীদ সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, আনোয়ার পাশা ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর নাম। এছাড়া ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পরে বহু সাহিত্যিক এ বিষয় দুটি অবলম্বনে যে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, সংগীত ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তার উপরও অনিবার্যভাবে প্রশ্ন হয়।

(চার) জীবিত বিভিন্ন সাহিত্যিকদের উপর কমপক্ষে ১/২টি প্রশ্ন হয়।

(পাঁচ) পরীক্ষার দিন থেকে পিছনের অন্তত ২ বছরের মধ্যে যেসব নামকরা সাহিত্যিক মারা যান তাঁদের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বেশি গুরুত্বসহকারে পড়তে হয়। এ ছাড়াও আধুনিক যুগের যাঁরা গুরুত্ব পাবেন- ঔপন্যাসিকঃ মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, ওয়ালিউল্লাহ, শরৎচন্দ্র, আব্দুল ওদুদ, গাফ্ফার চৌধুরী, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ূন আহমেদ, আহমদ ছফা, রশীদ করীম প্রমুখ। কবিঃ বিহারীলাল, জীবনানন্দ, জসীমউদ্‌দীন, ফররুখ, হাসান হাফিজুর রহমান, সুকান্ত, আরো অনেকে। নাট্যকারঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সিকান্দার আবু জাফর, নূরুল মোমেন, সাঈদ আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। প্রাবন্ধিকঃ প্রমথ চৌধুরী, এস ওয়াজেদ আলী, কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ মুজতবা আলী, আহমদ শরীফ প্রমুখ।

ইংরেজি

আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বছর ধরে ইংরেজি পড়ে কিন্তু এত বছর পড়ার পরেও এ ভাষায় তাদের দখল করুণভাবে অপর্যাপ্ত। এমনকি অনেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে পাস করেও ইংরেজিতে ভাল নাম্বার না থাকার কারণে চাকরি নামক সোনার হরিণটি তাদের প্রায় অধরায় থাকে। যেহেতু, ইংরেজি একটি বিদেশী ভাষা তাই এ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে কৌশলী হতে হবে। বলা হয়ে থাকে যিনি ইংরেজি ভাষা যত বেশি ভালো বলতে ও লিখতে পারেন ক্যারিয়ার জগতে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। নিম্নে চাকরি প্রত্যাশীদের মৌলিক ও প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনের কিছু উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

প্রথমত : ইংরেজি ভাষায় **Comprehensive Skill** উন্নত করার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ১ ঘন্টা ইংরেজি দৈনিক পড়তে পড়রার সময় **Vocabulary** বা শব্দ ভান্ডার **Phrase** এবং **Idioms** ও **Grammar Structure** এবং বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে যেন ইংরেজি ভাষায় মৌলিক উপাদান সমূহ সম্পর্কে ব্যবহার জানা যায়।

www.pathagar.org

দ্বিতীয়ত : BCS, PSC অন্যান্য পরীক্ষা, ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নগুলো ব্যাখ্যাসহ সমাধান মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে।

তৃতীয়ত : প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট BBC, VOA, A ETC ইত্যাদি শুনা।

চতুর্থ : সহপাঠী ও সহকর্মী এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে ইংরেজিতে কথোপকথন এর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

পঞ্চম : প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর ইংরেজি লেখার অভ্যাস তৈরি করা।

ষষ্ঠ : অনলাইনে বিভিন্ন চাকরির Job সাইটগুলোতে প্রদত্ত ইংরেজি Test সমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করা।

৭ম : বাজারের প্রচলিত বিভিন্ন বই থেকে বাছাই করে ভালো লেখকদের ইংরেজি বিষয়ে রচিত মৌলিক বইসমূহ সংগ্রহে রাখা নিম্নে সুবিধার্থে কিছু তালিকা দেয়া হল-

1. **GRE VOCABULARY/ Saifurs Vocabulary/ World Theasure**
2. **High School English, Grammar, Wren and Marking**
3. **Intermediate Englsih Grammar- By Wrenmon Merphy.**
4. **Practical English Usage- Michal Swan.**
5. **Applied English Grammar- P.C. Dash.**
6. **Common () in English - Fificates Mistake**
7. **Learning English The Easy Way- Sadruddien Ahmed**
8. **English for Competitive Exam-Professor's Publications**
9. **P.K.D Shorkers English Grammar**
10. **Clif TOEFL**
    Barrons TOEFL
    Oxford English Grammar
11. **Saifurs Analogy**

সর্বোপরি ইংরেজি ভাষায় ভালো দখল অর্জন করতে হলে ইংরেজি ভাষাভীতি দূর করতে হবে। উপরে প্রদত্ত নির্দেশনা এবং পরামর্শ অনুসরণ করে ইংরেজি অধ্যয়ন করলে ক্যারিয়ার জগতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাবে।

www.pathagar.org

গণিত

প্রত্যেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে গণিত ও মানসিক দক্ষতা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রার্থীর উক্ত বিষয় সমূহে প্রাথমিক দক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ ধরণের প্রশ্ন হয়ে থাকে। গণিত ও মানসিক দক্ষতা বিষয়ে ভীতি দূর করে মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ও নিয়মিত অনুশীলন এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া সম্ভব। নিম্নে গণিত ও মানসিক দক্ষতা বিষয়ে সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হল-

গণিত প্রিলিমিনারি (MCQ) :

দশমিক অনুপাত)

2. Average (গড়)

3. Problem on ages (বয়সের উপর সমস্যা)

4. Square Root and Cube Root (বর্গমূল এবং ঘনমূল)

5. Numbers (নাম্বার)

6. Percentage (শতকরা)

7. Profit and Loss (লাভ-লোকসান)

8. Simple Interest (সরল সুদ)

9. Compound Interest (চক্রবৃদ্ধি সুদ)

10. Unitary Method (ঐকিক নিয়ম)

11. Time and Work (সময় এবং কাজ)

12. Pipes and Cistern (পাইপ এবং জলাধার)

13. Time and Distance (সময় ও দূরত্ব)

14. Problems on trains (ট্রেন সমস্যা)

15. Boats and Streams (নৌকা ও স্রোত)

16. Height and Distance (উচ্চতা এবং দূরত্ব)

17. Races and Games (ঘোড়দৌড় এবং গেম)

18. Ratio and Proportion (অনুপাত এবং সমানুপাত)

19. Partnership (পার্টনারশিপ)

20. Stocks and Shares (স্টক এবং শেয়ার)

21. Allegation or Mixture (অভিযোগ বা মিশ্রণ)

22. H.C.F and L.C.M (ল.সা.গু এবং ল.সা.গু)

23. Calendar (ক্যালেন্ডার)

24. Clock (ক্লক)

25. Surds and Indices (সূচক)

26. Logarithm (লগারিদম)

www.pathagar.org

27. Simplification (সরলীকরণ)
28. Probability (সম্ভাব্যতা)
29. Permutation and Combination (বিন্যাস ও সমাবেশ)
30. Chain Rule (চেইন রুল)
31. Volume and Surface area (ভলিউম এবং পৃষ্ঠ এলাকা)
32. Solid Body (ঘনবস্তু)
33. Geometric figure problem (জ্যামিতিক চিত্র সমস্যা)
34. Algebra (বীজগণিত)

A. MCQ: ANALYTICAL ABILITY & APTITUDE

35. Analytical Puzzle
36. Critical Reasoning
37. Data Sufficiency
38. Logical Reasoning
39. IQ. Problem Solving
40. IQ. Abstract Reasoning
41. IQ. Space relation
42. IQ. Numerical Ability
43. Pie Chart
44. Bar Chart
45. Table Chart
46. Line Chart
47. Dot Chart
48. Double Diagram

B. MCQ: LANGUAGE & COMMUNICATION

49. Antonyms
50. Synonyms
51. Analogy
52. Fill in the gaps
53. Sentence Correction
54. Sentence Completion
55. Error Detection
56. identify
57. Grammar and Others
58. Reading Comprehension
59. Miscellaneous bank Related Questions

58. Reading Comprehension
59. Miscellaneous bank Related Questions

www.pathagar.org

একটি পর্যালোচনা : বিসিএস লিখিত গণিত

১. সরলীকরণ (পাটিগণিত) ও বীজগাণিতিক রাশি।

২. ঐকিক নিয়ম, গড়, শতকরা, সরল ও যৌগিক মুনাফা, লসাগু ও গসাগু, অনুপাত ও সমানুপাত, লাভ ও ক্ষতি।

৩. বীজগাণিতিক সূত্রাবলী, বহুপদীর উৎপাদক, সরল ও দ্বিপদী সমীকরণ, সরল ও দ্বিপদী অসমতা।

৪. দুই বা তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধানের নিয়ম।

৫. সূচক ও লগারিদম। সূচক ও লগারিদম এর ফাংশন বা রাশিসমূহ।

৬. সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা।

৭. রেখা, কোণ ও ত্রিভুজসংক্রান্ত উপপাদ্য। পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বৃত্তের উপপাদ্য এবং অনুসিদ্ধান্ত সমূহ।

৮. ক্ষেত্রফল সংশ্লিষ্ট উপপাদ্য অংকনের বিবরণ, পরিমাপ-সমতলীয় ক্ষেত্রে ও ত্রিমাত্রিকবস্তু।

৯. কার্তেসীয় জ্যামিতি-দূরত্ব নির্ণয় সরলরেখা সমীকরণ।

১০. ত্রিকোনোমিতি অনুপাত ও ফাংশন বা রাশিসমূহ। উচ্চতা ও দূরত্বর সমস্যাবলী।

১১. সেট তত্ত্ব, ভেনচিত্র।

১২. গণনানীতি বিন্যাস ও সমাবেশ, সম্ভবতার প্রাথমিক ধারণা।

[বি.দ্র. বিজেএস পরীক্ষা প্রিলি (ষষ্ঠ থেকে-অষ্টম শ্রেণির সাধারণ গণিত),
লিখিত (ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির সাধারণ গণিত)]

www.pathagar.org

সাধারণ বিজ্ঞান

বিসিএস সহ যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার অন্যতম সহায়ক বিষয় হচ্ছে দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন। যে ব্যাকগ্রাউন্ড এর হোক না কেন ক্যারিয়ার গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। এই গুরুত্ব অনুধাবন করে পাঠক, বিশেষ করে চাকরি প্রত্যাশীদের সহায়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ নিম্নে প্রদত্ত হল-

১। সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিজ্ঞানের সাধারণ উপলব্ধি থেকে করা হয়। এই ক্ষেত্রে প্রার্থী বিজ্ঞানের উপর পড়াশোনা না করলেও পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। বিজ্ঞানের পরিচিত আবিষ্কার যা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে সেগুলোর সাধারণ **Function** সম্পর্কে ধারণা রাখা জরুরি।

২। দেশে বিদেশে আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে।

৩। বিগত বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষা, ব্যাংক নিয়োগ এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিজ্ঞান অংশের প্রশ্নের উপর সম্যক ধারণা রাখতে হবে।

পাঠকদের সুবিধার্থে নিম্নে বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন সামগ্রীর তালিকা দেয়া হল

১. ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বিজ্ঞান বিষয়ের উপর প্রণীত বোর্ড বই।

২. সাধারণ বিজ্ঞানের উপর ৯ম ও ১০ম শ্রেণির প্রণীত বোর্ড বই।

৪. দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিজ্ঞান পাতাটা পড়া ও সংগ্রহে রাখা।

৫. অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন চাকরির **Job** সাইটগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ের উপর **Test** পরীক্ষা দিয়ে নিজের মেধা যাচাই করা যেতে পারে।

www.pathagar.org

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

সাধারণ জ্ঞানের উপর বিশেষ দক্ষতা ছাড়া জীবন যুদ্ধের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলা চলে। জ্ঞান রাজ্যে সাধারণ জ্ঞান একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ বিষয়াবলির উপর জ্ঞান রাখা সকল প্রকার চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাকরির বাজারে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশ বিষয়াবলীর সাধারণ জ্ঞানের উপর ব্যাপকহারে জ্ঞান জানা থাকা প্রয়োজন। বিসিএস পরীক্ষায় সফল হওয়া অনেকটাই নির্ভর করে সাধারণ জ্ঞানের উপর। প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভা সব স্তরেই সাধারণ জ্ঞানের উপর ব্যাপক দক্ষতার প্রতিফলন ঘটাতে না পারলে বিসিএস শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে। তাই বলা যায়, বিসিএস ক্যাডার হওয়ার স্বপ্ন যারা লালন করে, তাদের উচিত সাধারণ জ্ঞানের বাংলাদেশ বিষয়াবলী অংশের উপরে অতীব গুরুত্ব দেয়া। এখন জানা যাক সাধারণ জ্ঞান, বাংলাদেশ বিষয়াবলীর পরিধি তথা সিলেবাস।

বাংলাদেশের কোন বিষয় সম্পর্কে বেশি জানা থাকা প্রয়োজন, কোন বিষয়গুলো পরীক্ষায় নিয়মিত আসে সেগুলো সম্পর্কে এখানে একটি নির্দেশনা দেয়া হল।

বিসিএস সহ যে কোন নন ক্যাডার সরকারি চাকরি ও ব্যাংকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাকরির পরীক্ষায় বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি থেকে অবশ্যই প্রশ্ন থাকে। জাতীয় বিষয়াবলি বলতে যেসব বিষয়গুলো নির্দেশ করা হয়, তা হল- প্রাচীন কাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, বাংলাদেশের অভ্যূদয়, ১৯৫২-১৯৭১ পর্যন্ত। এছাড়া আরো যে সেব বিষয় থেকে প্রশ্ন আসতে পারে-

- বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকবে। যেমন : শস্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি।
- বাংলাদেশের অর্থনীতি।
- বাংলাদেশের শিল্পও বাণিজ্য।
- বাংলাদেশের সংবিধান।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা।
- বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা।

www.pathagar.org

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

সাধারণ জ্ঞানের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী অংশ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখা একজন চাকরির যুদ্ধের সৈনিকের জন্য অত্যাবশ্যক। বিসিএস সহ, সকল প্রকার সরকারি ও ব্যাংকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাকরির পরীক্ষায় আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশ্ন অবশ্যই থাকে। বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার তিনটি ধাপ প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হতে চাইলে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর উপর যথাযথ জ্ঞান রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিসিএসে প্রতিটি ধাপে প্রায় ১০% নম্বর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির উপর নির্ভর করে। এছাড়া যারা ফরেইন ক্যাডার তালিকার শীর্ষে রাখে তাদেরকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হয়। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বলতে যে সব বিষয় নির্দেশ করা হয় সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হল।

আইসিটি : বাধ্যতামূলক দক্ষতা

একজন মানুষ শিক্ষিত-এ কথাটি ঐ ব্যক্তির কিছু সাধারণ যোগ্যতার নিশ্চয়তা দেয়। যেমন, তিনি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ন্যূনতম প্রাথমিক ধারণা রাখেন। বাধ্যতামূলক এইসব দক্ষতাসমূহের সাথে নতুন যে দক্ষতাটি যুক্ত হয়েছে, তা হলো কম্পিউটার লিটারেসি। কম্পিউটার লিটারেসি এখন শিক্ষিত মানুষের বাধ্যতামূলক অন্যতম প্রাথমিক দক্ষতা। এই দক্ষতাবিহীন ব্যক্তি যত চৌকসই হোক না কেন, বর্তমান চাকরি বাজারে কোন পদের জন্যই তিনি যোগ্য বিবেচিত হবেন বলে মনে হয় না।

বাস্তবতা হলো, ক্যারিয়ার সুসংহত করতে উচ্চপদে আসীন বহু মানুষকে এখন নতুন করে কম্পিউটার লিটারেসি গ্রহণ করতে হচ্ছে। সুতরাং কম্পিউটার লিটারেসি এখন যেকোন চাকরি প্রার্থীর একটি সাধারণ পারদর্শিতা। এই পারদর্শিতার জন্য যে বিষয়সমূহ জানা দরকার, তা হলো :

ব্যাসিক কম্পিউটার নিয়ে ধারণা

- কম্পিউটার কী, কম্পিউটার দিয়ে কী কী কাজ করা যায়।
- কম্পিউটার সিস্টেম : হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার নিয়ে ব্যাসিক ধারণা।
- কম্পিউটার মেমরি নিয়ে ধারণা।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্কিং ডিভাইস নিয়ে ব্যাসিক ধারণা।
- কম্পিউটার সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সেটআপ নিয়ে জানা। যেমন : সফটওয়্যার সেটআপ দেয়া, উইন্ডোজ সেটআপ দেয়া, প্রিন্টার, স্ক্যানার, প্রোজেক্টর সেটআপ দেয়া।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নিয়ে ব্যাসিক ধারণা রাখা যেমন : ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর।
- বিভিন্ন এন্টিভাইরাস সম্পর্কে জানা।

www.pathagar.org

মাইক্রোসফট অফিস নিয়ে ধারণা

- ওয়ার্ড দিয়ে অফিসিয়াল কাজকর্ম করা যায়।
- এক্সেল দিয়ে বিভিন্ন শিট মেইন্টেনেন্স সহ অফিসিয়াল অনেক বড় বড় হিসাব সংরক্ষণ সম্ভব পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে সকল প্রেজেন্টেশন সম্পর্কিত কাজ করা যায়।
- মাইক্রোসফট অফিসের বাকি সফটওয়্যারগুলো নিয়ে ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত।

ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা

- **World Wide Web** নিয়ে জানা, ২জি, ৩জি, ৪জি সম্পর্কে জানা।
- **E-Commerce, E-learning, E-governance, E-medication , E-agriculture** ইত্যাদি নিয়ে বিশদভাবে জানা দরকার।
- স্মার্টফোন সম্পর্কে জানা।
- রোবটিক্স নিয়ে ব্যাসিক ধারণা

ইন্টারনেট সিকিউরিটি নিয়ে ব্যাসিক ধারণা

- ভিপিএন সেটআপ নিয়ে জানা
- একাউন্ট (ফেইসবুক, ইমেইল, টুইটার) সিকিউরিটি ব্যাসিক ধারণা।
- ডিভাইস সিকিউরিটি, ব্রাউজার সিকিউরিটি নিয়ে জানা।

কমিউনিকেশন সংক্রান্ত বিষয়ে জানা

- ইমেইল করতে, রিপ্লাই দিতে, ফরোয়ার্ড করতে জানা।
- ভিডিও, অডিও কনফারেন্স সম্পর্কে জানা
- অনলাইন ব্লগিং, অনলাইন জার্নালিজম নিয়ে জানা যেমন : **blogger.com, wordpress.com** ইত্যাদি ব্লগিং সাইট সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা।
- বিভিন্ন কমিউনিকেশন এপ্স যেমন : হোয়াটসএপ, ভাইবার, টেলিগ্রাম, কাকাওটক নিয়ে জানা
- আইপি ফোন, আইপি টিভি, অনলাইন রেডিও, টিভি নিয়ে জানা।
- উইকিপিডিয়া নিয়ে ধারণা রাখা।

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে ধারণা

- ফেইসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, লিঙ্কডইন, ইনিস্টাগ্রাম নিয়ে জানা থাকা এবং ব্যবহার করতে পারা। সোশ্যাল মিডিয়াতে গ্রুপ, পেইজ ক্রিয়েটসহ ব্যাসিক কাজগুলো করতে পারা।
- ফেইসবুক লাইভ করতে পারা।
- ইউটিউবে নিজস্ব চ্যানেল ক্রিয়েট করতে পারা, ইউটিউব লাইভ করতে পারা।
- সর্বোপরি আইটি ল', আইটি বিজনেস, আইটি সার্ভিস সম্পর্কিত তথ্য জেনে রেগুলার নিজেকে আপডেট রাখা।

www.pathagar.org

মৌখিক পরীক্ষায় কিভাবে সফল হবেন

পূর্ব প্রসঙ্গ

মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য শিক্ষাজীবনে প্রথম সারির মেধাতালিকাভুক্ত প্রার্থী হওয়াটা জরুরি নয়। এখানে যেটা দরকার, তাহলো, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা, যা মেধাতালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদেরই বরং থাকার সম্ভাবনা কম। যারা প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করেন, তারা পাঠ্যসূচির বাইরে যাওয়ার অল্পই সুযোগ পান। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সঙ্গত কারণেই তাদের জানা হয়ে ওঠে না। পক্ষান্তরে যাদের অশৈশব নেশা রাজনীতি ও খেলাধুলার প্রতি, যারা পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীর পাতায় বুঁদ হয়ে থাকতে ভালবাসেন, কানে ইয়ার ফোন লাগিয়ে খেলার ধারাবিবরণী শোনেন, তারা সমগ্র শিক্ষাজীবনে মধ্য মানের হয়েও চাকরি বাজারের মৌখিক পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যান। এখানেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মানদন্ড তাহলে কোনটি?

মৌখিক পরীক্ষার মানদন্ড

সাধারণভাবে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ৭টি আবশ্যিক মানদন্ড রয়েছে। ভাইভাবোর্ডের সদস্যগণ আশা করেন সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ ন্যূনতম এ সকল মানদন্ড বজায় রেখেই ইন্টারভিউবোর্ডে হাজির হবেন। এই মানদন্ডগুলি হলো-

(ক) প্রার্থীর সপ্রতিভ চেহারা, সাবলীল বাচনভঙ্গি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব;
(খ) নিজের অধ্যয়নকৃত বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা (উক্ত বিষয়ে সর্বশেষ নোবেল বিজয়ীর নামসহ);
(গ) নিজের জন্মস্থান সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান (উক্ত স্থানে জন্মগ্রহণকারী খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের জীবন-বৃত্তান্তসহ);
(ঘ) প্রার্থী যে ক্যাডার বা পদে যেতে ইচ্ছুক, ঐ ক্যাডার বা পদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা;
(ঙ) প্রার্থী তার পছন্দের ক্যাডার/পদ-এ কেন যেতে ইচ্ছুক, তার গ্রহণযোগ্য কারণ;
(চ) প্রার্থীর কোন অতিরিক্তি যোগ্যতা থাকলে (যা তিনি মূল আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময়ে উল্লেখ করেছেন) সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিক বলতে পারার মতো জ্ঞান;
(ছ) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, খেলাধুলা ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

উপরে যে ৭টি মানদন্ডের কথা বলা হলো, এর মধ্যেই পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। যদি কোন পরীক্ষার্থী এ সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, তবে তিনি হাজার অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবেন।

www.pathagar.org

যোগ্যতা অর্জনের উপায়সমূহ

(ক) সপ্রতিভ চেহারা, সাবলীল বাচনভঙ্গি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব: মনোবৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জন্মের সময় পৃথিবীর সবাই এই তিনটি গুণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কেউ কারো চেয়ে দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পরবর্তীকালে জীবনযুদ্ধের নানা টানাপোড়েন, বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে কারো কারো এ সকল গুণাবলী লোপ পায়। যাদের লোপ পায় বা কমে যায়, তারা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন। সেই হীনমন্যতা চাকরির ভাইভাবোর্ডেও তাদের ছাড়ে না। ফলে বিস্তর পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও সঠিক উপস্থাপনার অভাবে তাদের সকল প্রস্তুতি বিফলে যায়। আমাদের জানতে হবে এই বিফলে যাওয়ার কারণগুলো কী। কেন একজন পরীক্ষার্থী ভাইভাবোর্ডে সহজ হতে পারেন না? কেন পারেন না সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. অতিরিক্ত কার্য সচেতনতা : এটি আসে অতিরিক্ত সিরিয়াসনেস থেকে। পরীক্ষার্থী তার পোশাক-আশাক, চেহারা ও আচরণ সম্পর্কে এতখানি সিরিয়াস হয়ে ওঠেন যে, তিনি আর অন্য কোনদিকে মনোযোগ দিতে পারেন না। ভাইভাবোর্ডের সভাপতি বা সদস্যগণ কি বলছেন, তা তার কানে ঢোকে না। তিনি নিজেও কি বলবেন, তা গুলিয়ে ফেলেন।
তাঁরা আশা করেন, একেক জন প্রার্থীর চাল-চলন, বাচনভঙ্গি অবশ্যই একেক রকম হবে। তবে তাতে সপ্রতিভ ও চটপটে ভাব প্রকাশ পাবে। কাজেই অতি দায়িত্ব সচেতনতা, যাকে ইংরেজিতে 'পারফরমেন্স কনশাসনেস' বলা হয়, তাতে অহেতুক কাতর হওয়া ঠিক নয়।

২. মুদ্রাদোষ : ভাইভাবোর্ডে সহজ হতে না পারার আরেকটি কারণ হলো মুদ্রাদোষ। কোন কোন পরীক্ষার্থীর নানা রকম মুদ্রাদোষ দেখা যায়। কেউ কথা বলতে গিয়ে তোতলান, কেউ জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটেন, কেউ ঘনঘন ভ্রূ কুঁচকান, কেউ কথা বলতে গিয়ে অহেতুক হাত নাড়েন। মুদ্রাদোষের কারণে এ সকল পরীক্ষার্থী হীনমন্যতায় ভোগেন, ভাইভাবোর্ডে আড়ষ্ট হয়ে থাকেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না।

এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো, মৌখিক পরীক্ষার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করা; কাল্পনিক ও মডেল বোর্ডের রিহার্সাল দেয়া। এতে করে মুদ্রাদোষের পরিমাণ যেমন কমে আসবে, তেমনি আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।

৩. উচ্চারণের আঞ্চলিকতা : উচ্চারণে আঞ্চলিকতাদুষ্ট হওয়া প্রার্থীর জন্য মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এমন কোন আঞ্চলিক শব্দ যেন ভাইভাবোর্ডে বলা না হয়, যা সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থই পাল্টে ফেলে। পরীক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, উচ্চারণের অল্পস্বল্প আঞ্চলিকতা দূষণীয় নয়, তবে গুরুতর আঞ্চলিকতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এ ক্ষেত্রে আগের মতোই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ চর্চা করা যায়। সবচেয়ে ভালো হয় যে কোনো আবৃত্তি সংগঠন আয়োজিত উচ্চারণ কর্মশালায় ভর্তি হয়ে গেলে।

www.pathagar.org

(খ) নিজের অধ্যয়নকৃত বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা : পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন, সে বিষয়ে মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে ভাইভাবোর্ডের প্রথম প্রশ্ন হতে পারে তার অধ্যয়নকৃত বিষয় সম্পর্কে।

(গ) নিজের জন্মস্থান সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান : পরীক্ষার্থীকে তার জন্মস্থান সম্পর্কে বিশদ জানতে হবে। জন্মস্থানের নামকরণ, আদি ইতিহাস, আয়তন, জনসংখ্যা, প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজসম্পদ, উক্তস্থানে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ ও মুখস্থ করতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে, কেবলমাত্র জন্মস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে পরীক্ষার্থীকে ভাইভাবোর্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

(ঘ) প্রার্থী যে ক্যাডার বা পদে যেতে ইচ্ছুক, ঐ ক্যাডার বা পদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা : অনেক সময় দেখা যায়, প্রার্থী যে ক্যাডার/পদ-এ যেতে ইচ্ছুক ঐ ক্যাডার/পদ সম্পর্কে প্রার্থীর কোন ধারণাই নেই। ভাইভাবোর্ডে এটি একটি গুরুতর গলদ হিসেবে দেখা যায়।

(ঙ) প্রার্থী তার পছন্দের ক্যাডার/পদ-এ কেন যেতে ইচ্ছুক তার গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যাখ্যা : যেকোন ভাইভাবোর্ডে প্রার্থীকে প্রায়শই একটি কমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। প্রশ্নটা হলো এই, 'আপনি কেন অমুক ক্যাডার/পদ-এ যেতে চাচ্ছেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ প্রার্থীই মানানসই বক্তব্য রাখতে পারেন না; সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। কখনো কখনো প্রার্থীর অর্বাচীনসুলভ উত্তরে বোর্ড বিরক্ত হয়। বোর্ডের হাতে সুযোগ এসে যায় প্রার্থীকে ঘায়েল করার। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হলো গুছিয়ে কথা বলা, সঠিক ও বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেয়া, পারতপক্ষে কম কথা বলা। কিছু কিছু ক্যাডার/ পদ আছে, যেখানে দুর্নীতির সংযোগ অত্যধিক। যেমন- পুলিশ, কাস্টম অ্যান্ড এক্সাইজ ইত্যাদি। প্রার্থী পছন্দের তালিকায় এ সকল ক্যাডার রয়েছে কিনা বা এসব পদ-এ যেতে চাইছেন কি-না সেটাও যাচাই করা হয়। এ ধরণের প্রশ্নে প্রার্থীকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। উত্তেজিত হলে চলবে না।

(চ) প্রার্থীর কোনো অতিরিক্ত যোগ্যতা থাকলে সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিক জ্ঞান: প্রার্থীর মূল আবেদনপত্রে যদি অতিরিক্ত যোগ্যতার বর্ণনা থাকে, তাহলে ভাইভাবোর্ডে সে সম্পর্কে প্রার্থীকে প্রশ্ন করা হয়। যেমন- খেলাধুলা, অভিনয়, সঙ্গীত, সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি। প্রার্থীকে এ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা নিয়ে ভাইভাকক্ষে যেতে হবে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঐ বিষয়ের সর্বশেষ খবরা খবরও তাকে রাখতে হবে।

(ছ) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, খেলাধুলা ও শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান : মৌখিক পরীক্ষার জন্য এ অংশটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের একজন প্রথম শ্রেণির নাগরিক হিসেবে প্রার্থী তার দেশ ও পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে কতখানি ওয়াকিবহাল, তা যাচাই করার জন্য প্রার্থীকে প্রচুর প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.org

দৈনন্দিন সংবাদপত্র/সাময়িকী পাঠ, রেডিও-টিভিতে দেশ ও বহির্বিশ্বের সর্বশেষ ঘটনাপ্রবাহ অবহিত হওয়া-এ সকল উপায়েই কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষার এ অংশের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হতে পারে।

ভাইভাবোর্ডে যা যা বর্জনীয়

ভাইবাবোর্ডে করণীয় যেমন আছে, তেমনি বর্জনীয়ও আছে অনেককিছু। এ সম্পর্কে প্রার্থীর জ্ঞানের অভাব অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনও হতে পারে, প্রার্থীর অঢেল জ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বর্জনীয় স্বভাবের কারণে তাকে ভাইভাবোর্ড থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত ফল নিয়ে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে। দাঁড়াতে হচ্ছে অযোগ্যদের কাতারে। এমন পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেজন্য পরীক্ষার্থীকে বর্জনীয় বিষয়গুলো জানতে হবে। তাকে সতর্ক হতে হবে যাতে ভাইভা বোর্ডে এগুলো পরিহার করা যায়। অন্যথায় দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ভেস্তে যেতে পারে। নিচে ভাইভাবোর্ডে বর্জনীয় বিষয়ের একটি তালিকা দেয়া হলো-

১. চুইংগাম বা এ জাতীয় কিছু মুখে নিয়ে ভাইভাবোর্ডে প্রবেশ করা;

২. চোখে লাগে, এমন উৎকট রঙের (যেমন, টকটকে লাল বা টকটকে হলুদ) পোশাক পরা;

৩. গাঢ় রঙের সানগ্লাস পরে আসা;

৪. হাই তোলা;

৫. গা চুলকানো;

৬. দাঁত পরিষ্কার করা;

৭. কান খোঁচানো;

৮. চেয়ারে বসে পা নাচানো;

৯. কথার মাঝখানে কথা বলা;

১০. বোর্ডের প্রশ্নে মনোযোগ না দেয়া/

১১. অমনোযোগীর মতো অঙ্গভঙ্গি করা;

১২. আলোচনার মধ্যে উত্তর বা পরবর্তী প্রশ্নের কথা চিন্তা করা;

১৩. উত্তেজিত বা রাগান্বিত হওয়া;

১৪. বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়া।

www.pathagar.org

উপস্থাপন দক্ষতা

যেকোন সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরির পূর্বশর্ত অনেক। এই অনেক শর্তের মধ্যে দুটি শর্ত আমাদের দেশে কমন। একটি হলো- নানাভাবে অর্জিত জ্ঞানকে লিখিত আকারে উপস্থাপনের দক্ষতা এবং অন্যটি এই জ্ঞানের মৌখিক প্রকাশের দক্ষতা, যেটাকে আমরা ভাইভা বলে থাকি। কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার প্রাপ্তি উল্লিখিত লিখিত **(written)** অথবা মৌখিক **(verbal)** অথবা উভয় দক্ষতা প্রদর্শনের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে সরকারি চাকরির সর্বোচ্চ পরীক্ষা বিসিএস-এর কথা বলা যায়। এখানে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হয় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার সম্মিলিত নম্বরের ভিত্তিতে। এভাবে অধিকাংশ জাতিক, বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এ দুই দক্ষতার যেকোন একটি অথবা উভয়টির বিবেচনায় তাদের জনশক্তি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। সুতরাং ক্যারিয়ার ভাবনার প্রথম এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যথাক্রমে- লিখিত এবং মৌখিক উপস্থাপন।

এক. লিখিত উপস্থাপনা

কিসের ভিত্তিতে একটি লিখিত উপস্থাপন মূল্যায়ন করা হয়? চাকরি প্রার্থী কিংবা ক্যারিয়ার প্রত্যাশী সবারই এ জিজ্ঞাসার উত্তর জানা অপরিহার্য। কারণ একই প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পরীক্ষক কখনো কখনো বিশজনকে হয়ত বিশ রকমের নম্বর প্রদান করে থাকেন। যে প্রশ্নের উত্তরে একজন দশ পাচ্ছেন, সেই একই প্রশ্নোত্তরে অন্যজন পাচ্ছেন পাঁচ। বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার খাতায় নম্বরের এই ভিন্নতা খুই সাধারণ একটি বিষয়। একজন পরীক্ষক যে দুটি বিষয়ের ভিত্তিতে লেখা মূল্যায়ন করে থাকেন, তাহলো-

১. ভাষা (শব্দচয়ন, বানান, বাক্যগঠন, বাক্যের গুণ ইত্যাদি)
২. ধারণা (অভিজ্ঞতা, উদাহরণ, যুক্তি, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি)

ভাষা **(Language)** এবং ধারণা **(Ideas)** পরীক্ষককে কিভাবে প্রভাবিত করে একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখা যেতে পারে। ধরুন, তৃতীয় শ্রেণির চারজন ছাত্রের লিখিত 'গরুর রচনা' আপনাকে মূল্যায়ন করতে দেয়া হলো। আপনি প্রথম লেখাটি পড়তে শুরু করলেন- 'গরু গৃহপালিত জন্তু। গরুর চারটি পা আছে........'। এভাবে পরীক্ষার্থী তার চোখে দেখা গরু সম্পর্কিত সব বিবরণই দিয়েছে। আপনি পরীক্ষক হিসেবে এই ছাত্রকে দশের মধ্যে ছয় দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় খাতাটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন এবং দেখলেন এ ছাত্রের লেখাটি একটু অন্যরকম। সে লিখেছে- 'গরু গৃহপালিত জন্তু। গরিব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গরুর অনেক অবদান আছে। অপুষ্টির এ দেশে যতটুকু পুষ্টি সাধিত হয় সেখানেও গরু বড় ভূমিকা রাখে।' পড়া শেষে আপনার মনে হলো - এ ছাত্রের নম্বর প্রথম ছাত্রের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। আপনি দশের মধ্যে নয় দিলেন।

www.pathagar.org

একজন ছয় এবং অন্যজন নয়: কী কারণে? উত্তর, ধারণার ভিন্নতা। প্রথম জন চোখে দেখা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যজন চোখে দেখার সাথে সাথে না দেখা জগতের সত্য ধারণার সংমিশ্রণ করেছেন - যা চিন্তা ও গবেষণা প্রসূত। সুতরাং ধারণার ভিন্নতার কারণে লিখিত পরীক্ষায় নম্বরের ভিন্নতা হয়। এবার ৩য় ছাত্রের লেখা হাতে নিয়েই দেখলেন এ লেখা প্রথম ছাত্রের লেখার অনুরূপ- চোখে দেখা গরুর লিখিত বর্ণনায় কোন ভাষাগত ভুল নেই। আপনি আবারও দশের মধ্যে ছয় দিলেন। অতঃপর চতুর্থ ছাত্রের খাতা নিলেন এবং দেখলেন তা ২য় ছাত্রের ধারণার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে মিলছে না সেটা হলো- ২য় ছাত্রের লেখায় ভাষাগত কোন ভুল ছিল না। কিন্তু ৪র্থ ছাত্রের লেখায় কয়েকটি বানান ভুল, বাক্য গুরুচন্ডালী ও বাহুল্য দোষে দুষ্ট। আপনি চোখ বন্ধ করে ৪র্থ ছাত্রকে দশের মধ্যে মাত্র ৪ দিলেন। চতুর্থ লেখায় কম নম্বরের জন্য দায়ী অবশ্যই- ভাষাগত দুর্বলতা। সুতরাং

সবল ধারণা + দুর্বল ভাষা = দুর্বল লেখা
দুর্বল ধারণা + সবল ভাষা = দুর্বল লেখা
সবল ধারণা + সবল ভাষা = সবল লেখা

সবল লেখা'র উপায়

গ্রহণযোগ্য লিখিত উপস্থাপনার মূল উপাদান যদি হয় 'নির্ভুল ভাষা ও শক্তিশালী ধারণা' তবে তা অর্জনের অতি শর্ট-কাট কোন উপায় নেই। অব্যাহত অনুশীলন ও পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ভাষা ও ধারণার উৎকর্ষ সাধিত হয়। ভাল ক্যারিয়ার প্রত্যাশীর এ বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, লেখার মুন্সিয়ানা বা দক্ষতা- লেখার চর্চার মাধ্যমেই আনতে হয়। এ ক্ষেত্রে বক্তৃতা, পড়া, চিন্তা, বিশ্লেষণ যাই করি না কেন তার লিখিত রূপ দিতে হবে, তবেই লেখার হাতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আসবে। প্রমাণ পেতে- সপ্তাহের ছয় দিন ৬ পৃষ্ঠা লিখুন।
১ম দিন ১ পৃষ্ঠা বাংলা, দ্বিতীয় দিন ১ পৃষ্ঠা ইংরেজি
৩য় দিন ১ পৃষ্ঠা বাংলা, ৪র্থ দিন ১ পৃষ্ঠা ইংরেজি
এভাবে ৬ দিনে ৩টি বাংলা ও ৩টি ইংরেজি লেখা লিখতে প্রথম দিকে আপনার সপ্তাহে ৯/১০ ঘন্টা লাগবে। পরে সময় কমবে কিন্তু লেখার গুণগত মান বাড়বে। তিন মাসের ননস্টপ প্র্যাকটিসে আপনার লেখার যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে- প্র্যাকটিস না করলে তা কখনোই বুঝা সম্ভব নয়। ক্যারিয়ার প্রত্যাশীরা স্বনিয়ন্ত্রিত এই প্র্যাকটিস থেকে সরে দাঁড়ালে ক্যারিয়ারই তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। বাস্তবে এর উদাহরণ ভূরি ভূরি।

দুই. মৌখিক উপস্থাপনা

'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'-বাংলা এ প্রবাদের মানেটা চমৎকার। 'সুন্দর মুখ' এখানে সৌন্দর্য মণ্ডিত মুখঅ্যান্ডল নয় বরং সুন্দর কথা বলার দক্ষতা। সুতরাং যিনি কথায় মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেন তিনিই সুন্দর মুখের অধিকারী। আপনার মুখ সুন্দর কিনা, সেটা যাচাই ব্যতিরেকে অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত চাকরি প্রাপ্তি এখন প্রায় অসম্ভব।
কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যক্তির শুধু ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা নয়, তার অন্তর্গত অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাসহ ভিতরকার নানা প্রবণতা বেরিয়ে আসে কথাতে। মানুষের কথায় তার দৃষ্টিভঙ্গি ধরা দেয়। বুঝা যায় তিনি ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক

www.pathagar.org

মানসিকতার। কথাতেই প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিত্ব। শরীরী ভাষা তখনই ভাল বুঝা যায় যখন মানুষ কথা বলে। কথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্ট্যাটাসের পরিচয়বাহী। সম্ভবত এতসব কারণে ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ৭০% নম্বর পাবার পরও মাত্র ২০০ নম্বরের ভাইভাতে ৪০% নম্বর না পেয়ে বিসিএস থেকে বিদায় নিতে হয়। সুতরাং চাকরির বাজারে শেষ বিচারটি মৌখিক উপস্থাপন এর মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হয়।

এত মহামূল্যবান যে মৌখিক উপস্থাপন তার পরিচর্যায় উদাসীনতা বিপদের কারণ হয়। পাঁচ বছরে যে প্রতিবেশীকে একবারও ডাকা হয়নি, নিজের বিপদে আজ গভীর রাতে যদি হঠাৎ তার দরজায় নক করি, সাহায্য চাই, সে দ্বিধান্বিত হবে, স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে এগিয়ে নাও আসতে পারে। আমাদের ভিতরকার তত্ত্ব, তথ্য, শব্দ, ভাষা, ভাব, যুক্তিও অনুরূপ। ভাইভা বোর্ডে বিপদের সময় তাদের ডাকবেন? সাড়া পাবেন না। সুতরাং বিপদের আগেই তাদেরকে আপন করুন অর্থাৎ সচেতনে ব্যবহার করুন। দেখবেন বিপদের সময় দু'হাত উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে আপনাকে উদ্ধার করতে। মোদ্দাকথা, আপনি যা শিখেছেন, তা পরিশীলিতভাবে বলতে শিখুন। গায়ে শক্তি থাকলে, দ্রুত দৌড়াতে পারলে, যথাশক্তি নিয়ে ফুটবলে লাথি দিতে পারলেই ভাল ফুটবলার হওয়া যায় না। ভাল ফুটবলার হতে প্রয়োজন ক্লাব ও কোচের সাহায্য। যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উচ্চারণ, বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাদের সাহায্য নিতে হবে। নিজের ভুল নিজে ধরা কঠিন। এ কারণে শিক্ষক, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাধ্যমে নিজের মৌখিক উপস্থাপনের ভুল ও মুদ্রাদোষগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে হবে। জড়তা কাটাতে এবং নিজেকে মূল্যায়ন করতে মাঝে মাঝে মডেল ভাইভার মুখোমুখি হবার বিকল্প নেই। ভাল ক্যারিয়ারের স্বপ্ন যদি প্রখর হয়, তাহলে প্রতিদিনকার ভাষিক কর্মকান্ডে এসবের অনুশীলন এমনিতেই আসবে।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের ভাইভাগুলোতে দুটি ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রথমত বাংলা, দ্বিতীয়ত ইংরেজি। কিছুদিন আগেও ভাইভা বোর্ডে ইংরেজিতে করা প্রশ্নের উত্তর অনুমতি সাপেক্ষে বাংলায় দেয়া যেত। কিন্তু এখন এ অবস্থা হলে তা প্রার্থীর জন্য মাইনাস পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং বাংলায় প্রশ্ন হলে সাবলীল বাংলায় এবং ইংরেজিতে প্রশ্ন হলে সাবলীল ইংরেজিতে উত্তর করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন সাবলীল ইংরেজির জন্য অনেক দিনের সচেতন এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক অনুশীলন প্রয়োজন। এইচএসসি-এর শুরু থেকে, না হলে বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম বর্ষ থেকে এ বিষয়টি মাথায় রাখা যে, শিক্ষা শেষে চাকরির চূড়ান্ত পরীক্ষা অর্থাৎ ভাইভা আমাকে ইংরেজিতেই দিতে হবে।

www.pathagar.org

সফল ক্যারিয়ারের জন্য নেটওয়ার্কিং

কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার অর্জনে নেটওয়ার্কিং বা যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান চাকরির বাজারে যে যত বেশি কানেকটেড সে ততবেশি পেশা জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সফল ক্যারিয়ার গঠনে শুধু সুযোগ সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়। পারিপার্শ্বিক চাকরির চাহিদা সম্পর্কে আপ টু ডেট থেকে বিদ্যমান ও সৃষ্ট সুযোগ লুফে নেয়া।

ব্যক্তিগত ইমেইল অ্যাড্রেস

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে প্রত্যেক সফল ক্যারিয়ার প্রত্যাশী ব্যক্তিরই একটি ব্যক্তিগত ইমেইল অ্যাড্রেস থাকা অত্যাবশ্যক। নেটওয়ার্কিং সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইমেইল অ্যাড্রেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইমেইল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ভিজিটিং কার্ড

এটি বিজনেস কার্ড নামে পরিচিত। আধুনিক এই কার্ডটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ। কারো সাথে নতুন পরিচয়ের ক্ষেত্রে কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে কাউকে দেয়ার মত কোনো জিনিস আপনার থাকা চাই। আর সেটি হতে পারে আপনার বিজনেস কার্ড। কারণ, আপনি অনুষ্ঠান থেকে চলে গেলেও আপনার কার্ড টি থেকে যাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে। আর তাকে আপনার কথা স্মরণ করে দেবে এই কার্ড।

সামাজিক মিডিয়ার উপস্থিতি

প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেটওয়ার্কসমূহে প্রোফাইল তৈরি করা।

যোগাযোগ

ক্যারিয়ার জগতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। নিজ টার্গেটকৃত ক্যারিয়ারে যে সকল ব্যক্তিবর্গ সফল হয়েছেন, তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। নিজের যোগ্যতা, ইচ্ছা এবং লক্ষ্য সু-কৌশলে বিভিন্ন সময় তাদের সামনে উপস্থাপন করা। পরবর্তীতে এই যোগাযোগ এবং উপস্থাপন এনে দিতে পারে সফল ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ।

জব সাইট

বর্তমান ডিজিটাল যুগে ক্যারিয়ার গঠনে জব সাইটগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং চাকরি প্রত্যাশীর উচিত বিভিন্ন জব সাইট সমূহে নিজের অ্যাকাউন্ট খোলা। নিয়মিত লগ-ইনের মাধ্যমে নিজের তৈরি করা সিভি আপডেট করা। জব সাইটগুলোতে প্রকাশিত চাকরির বিজ্ঞাপনসমূহ থেকে পছন্দসই সেক্টর সমূহে আবেদন করা এবং সিভি ড্রপ করা। কিছু দিন পরপর অ্যাকাউন্ট লগ-ইন করে নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করা।

www.pathagar.org

আঞ্চলিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ

বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে সুযোগ থাকলে অংশগ্রহণ করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাথে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। ক্যারিয়ার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে এই ধরনের অনুষ্ঠান খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এক কথায় বলতে গেলে, সফল ক্যারিয়ার গঠনে কার্যকর নেটওয়ার্কিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে যত বেশি কানেকটেড এবং যার নেটওয়ার্ক যত বেশি শক্তিশালী তার ক্যারিয়ার ততবেশি উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়ী।

ইংরেজি : উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি

প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে ইংরেজি ভাষা তার অবস্থান পোক্ত করেছিল এ দেশবাসীর মনোজগতে। ঔপনিবেশিক মানসিকতার অংশ হিসেবে ইংরেজি ভাষার প্রতি সেই সমীহ ও প্রেম এদেশবাসীর জীবনে এখনও কম বেশি প্রখর। কিন্তু কলোনিয়াল মানসিকতার ইংরেজি প্রেম এবং বর্তমান বিশ্বায়নের প্রভাবে নতুন প্রজন্মের ইংরেজি প্রেম-এ দুটি বিষয় কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। এদেশে এক সময়কার বিবেচনায় ইংরেজি ছিল প্রভু আর প্রভাবের ভাষা, শাসন আর শোষকের ভাষা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ইংরেজি এদেশে এখন ইতিবাচক অর্থেই প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি।

বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির প্রভাবেই এখন গ্লোবাল ভিলেজ। বর্তমানে এ ভিলেজের *lingua franca* (লিংগোআ ফ্রাংকা- বহু ভাষাভাষী অঞ্চলে যে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়) অনিবার্যভাবে ইংরেজি। সুতরাং ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যে কোন ধরনের উন্নয়নের রোডম্যাপ বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। একারণে বিশ্বব্যাপী আর্থসামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং জ্ঞানগত উন্নয়নের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হলে ইংরেজি আমাদের শিখতেই হবে।

'বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি'- বিষয়টি আলোচিত, সমালোচিত কিন্তু উপেক্ষিত নয়। আমরা এ বিতর্কে না গিয়েই বলতে চাই, উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে স্বাগত জানানো ক্যারিয়ার সচেতন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য এখন অপরিহার্য। কারণ শিক্ষার এই স্তরে যে বিষয়ই পড়ুক না কেন একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত ইংরেজিতে লেখা বইয়ের সাহায্য নিতে হয়, ইংরেজিতে লিখতে হয় এবং ইংরেজিতে ইন্টারনেটের মত তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। তাছাড়া ইচ্ছা থাকলেও বহু বিষয়ের, যেমন- প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এর শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবে মাতৃভাষায় লেখাপড়া করতে পারে না। ইংরেজিতে দুর্বল থাকার কারণে বহু শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে না, যা অনিবার্যভাবে তাদের ক্যারিয়ারের উপর প্রভাব ফেলে। কারণ উচ্চ

www.pathagar.org

শিক্ষাই ক্যারিয়ারের শক্তিশালী সোপান।

বাংলাদেশের চাকরির বাজার পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে বহুগুণে প্রতিযোগিতামূলক এবং চ্যালেঞ্জিং। সরকারি বেসরকারি, বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সংস্থাগুলোতে ক্যারিয়ার শুরু করতে চাইলে ইংরেজি ভাষা লেখা, বলা, শোনা এবং পড়ার উপর প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে অন্যতম গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্যাশিত সব দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় অদক্ষতার কারণে বহু চাকরিপ্রার্থী মূল্যবান এইসব চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং যথাযথ ক্যারিয়ার নির্মাণে ইংরেজির উপর গুরুত্ব আরোপ আজ সময়ের দাবি।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এখন বাংলাদেশের সামনে এক বড় সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলার একটাই পথ, আর তা হচ্ছে বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনশক্তি বা মানবসম্পদে রূপান্তর। আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারে। আামদের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষিত করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে আরো বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। বাংলাদেশের শ্রমিকরা ইংরেজি না জানার কারণে নানা বৈষম্যের শিকার হয়।

সবশেষে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বাস্তব ঘটনা দিয়ে ক্যারিয়ার নির্মাণের ইংরেজির গুরুত্ব শেষ করতে চাই। বছর কয়েক আগে বাংলাদেশের কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল জাতিসংঘ শান্তি মিশনে। দায়িত্ব পালনের পূর্বে UN সদর দপ্তরে বিভিন্ন পরীক্ষা, যেমন- শারীরিক ফিটনেস, ড্রাইভিং, আর্মস পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক দক্ষতার পরিচয় দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এ ঘটনা আমাদের স্মরণ করে দেয় ইংরেজি এখন শুধু ব্যক্তির ক্যারিয়ারের জন্য নয়; বরং দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল এবং সুনাম রক্ষার্থেও ইংরেজির বিকল্প নেই।

www.pathagar.org

আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারি

অন্যের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার আকাঙ্ক্ষা মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা। অন্যদিকে প্রথম দেখাতেই যদি কেউ আপনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করে, বুঝবেন তার প্রিয় পাত্র হবার প্রথম ধাপ অতিক্রম করলেন। অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য কিংবা প্রিয় হবার জন্য প্রয়োজন স্মার্টনেস। এই স্মার্টনেসের দুইদিক- প্রথমত: বাহ্যিক, দ্বিতীয়: অন্তর্গত।

স্মার্টনেস-এর বাহ্যিক দিক

১. পরিচ্ছন্নতা : পরিচ্ছন্নতা স্মার্টনেসের অন্যতম মানদন্ড। পরিচ্ছন্ন দাঁত ও নখ মানুষকে আকর্ষণীয় করে। এছাড়া পোশাক পরিচ্ছদ ও জুতার পরিচ্ছন্নতাও স্মার্টনেসের জন্য অপরিহার্য।

২. হেয়ার স্টাইল : হেয়ার স্টাইল মানুষের চেহারায় নতুন মাত্রা আনে। ভাবুন তো, একটি সুন্দরী মেয়ে, যার পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকার সবই মেয়েদের কিন্তু হেয়ার স্টাইল ছেলেদের। কেমন লাগবে? সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হেয়ার স্টাইল ধারণ করুন এবং নিয়মিতভাবে তা পরিচর্যা (কাটা, শ্যাম্পু করা) করুন। আপনার যদি দাড়ি থাকে- নিয়মিত তা পরিচর্যায় রাখুন আর যদি না থাকে তাহলে নিয়মিত শেভ করুন।

৩. শরীর গঠন : দৈহিক গঠন ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত ডায়েট ও ব্যায়াম করতে হবে। পর্যাপ্ত পানি পান করুন। শাকসবজি, ফলমূল বেশি খান এবং মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. পোশাক-পরিচ্ছদ : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকার চেষ্টা করুন। পোশাক যেমনি হোক, তা যেন পরিপাটি আর পরিচ্ছন্ন হয় সেটাই খেয়াল রাখবেন। একটি ড্রেস সবাইকে মানায় না। মনে করুন আপনার বন্ধু খুব সুন্দর একটা ড্রেস পরছে যেটাতে তাকে অনেক সুন্দর দেখায়। তার মানে এই না যে এটাই সবচাইতে সেরা ড্রেস। এটাতে আপনাকে ভাল নাও দেখাতে পারে। তাই যখনই কাপড় কিনবেন বা ড্রেসআপ করবেন খুব সতর্কতার সাথে করবেন যাতে সেই ড্রেসে আপনাকে ভাল মানায়। আবার এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ড্রেসটি আপনি পরছেন সেটা আরামদায়ক কিনা? আরামদায়ক না তাহলে সেটা আপনার পুরো লুকটাকে প্রভাবিত করবে, চেহারা মলিন করে দিবে।

৫. মুদ্রাদোষ না থাকা : একটি দৃষ্টিকটু কাজ বার বার করাই মূলত মুদ্রাদোষ। মুদ্রাদোষ অনেক ক্ষেত্রে নিজের কাছে ধরা পড়ে না। এ কারণে অন্যের সহযোগিতায় নিজের মুদ্রাদোষ চিহ্নিত করতে হয়। কথা বলতে গিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা, ঘনঘন ভ্রু কুঁচকানো, অহেতুক হাত বা পা দোলানো, নখ কামড়ানো, কথা বলার সময় অকারণে একই শব্দ বার বার বলা ইত্যাদি মুদ্রাদোষ সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে মুক্ত থাকা স্মার্টনেসের জন্য অপরিহার্য।

www.pathagar.org

বাকপটুতা (গুছিয়ে কথা বলার দক্ষতা) : সুন্দর করে কথা বলার অভ্যাস করুন। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বললে সবাই আপনার কথার মূল্য দিবে। আঞ্চলিক ভাষা এড়িয়ে চলুন। কথা বলার সময় সরল সহজভাবেই কথা বলুন, বাঁকা বা অতিরিক্ত জটিল কথা বলে নিজেকে স্মার্ট প্রমাণ করতে চাইলে বোকা বনে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। আর অবশ্যই সকলকে সম্মান দিয়ে কথা বলুন। কথা বলার সময় চোখে চোখ রেখে এবং হাসি মুখে কথা বলার চেষ্টা করবেন। এতে আপনার কথার প্রতি আপনার আস্থা প্রকাশ পাবে এবং সামনের মানুষটিও আপনার ওপরে আস্থা খুঁজে পাবে। এক কথায় আপনাকে সর্বদা সদালাপী, সুভাষী ও প্রাণবন্ত থাকতে হবে এর জন্য প্রয়োজন সুন্দর বাচনভঙ্গি, উপস্থাপন কৌশল আর পর্যাপ্ত জ্ঞান।

ফ্যাশন : পোশাক, অলংকার, হাতঘড়ি, মোবাইল সেট, চশমা, বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদি পছন্দ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফ্যাশনাবল হওয়া সময়ের দাবি। মনে রাখা দরকার এইসব ব্যবহার্য জিনিস আপনাকে স্মার্ট করতে গিয়ে যেন ওভারস্মার্ট না করে দেয়। পরিমিতি ও সিমপ্লিসিটি বজায় রাখাটা জরুরি।

স্মাইলিং ফেস : যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন সময়, যে কোন পরিবেশে সকলের সাথে খুশি হওয়ার চেষ্টা করুন। যদিও আপনি কিছু হারিয়ে ফেলেন বা আপনার জীবন থেকে কোন মূল্যবান ব্যক্তি চলে যায়। আমাদের আশপাশের মানুষজন চান আমরা যেন সব সময় তাদের সাথে হাসি-খুশি থাকি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করি। পরিবারের লোকদের সাথে সময় কাটান এবং তাদেরকে বলুন তাদের সঙ্গ আপনাকে আনন্দ দিচ্ছে।

বডি ল্যাঙ্গুয়েজ : কার্যকর যোগাযোগের জন্য মৌখিক ভাষার সাথে সাথে শরীরী ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কথা বলার সময় আই কন্টাক্ট করার চেষ্টা করবেন এবং হাসি মুখে কথা বলার চেষ্টা করবেন। এতে আপনার কথার প্রতি আপনার আস্থা প্রকাশ পাবে। এবং সামনের মানুষটিও আপনার ওপরে আস্থা খুঁজে পাবে।

স্মার্টনেস-এর অন্তর্গত দিক

- আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা
- উপস্থিত বুদ্ধি
- এটিকেট/ম্যানার
- হাল নাগাদ থাকা
- দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা
- আত্মবিশ্বাস
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- স্পষ্ট ধারণা
- সাহসী
- স্পষ্ট হ্যাঁ/না বলার দক্ষতা

www.pathagar.org

- সহমর্মিতা
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা
- সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা
- চাপ মোকাবেলার দক্ষতা

-এসব অন্তর্গত গুণাবলীর সাথে উল্লিখিত বাহ্যিক গুণাবলীর সুসমন্বই কেবল একজন মানুষকে বর্তমান সময়ের স্মার্ট মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে।

সুন্দর একটি জীবনবৃত্তান্ত (CV) তৈরির কৌশল

জীবনবৃত্তান্ত (CV) হচ্ছে একজন সম্ভাব্য চাকরিদাতার কাছে নিজেকে একজন চাকরিপ্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করার একটি মাধ্যম। কিন্তু অনেক চাকরিপ্রার্থীকে দেখা যায় তাদের জীবনবৃত্তান্ত সুন্দর এবং সঠিকভাবে তৈরি করতে পারে না। তাই অনেক যোগ্য প্রার্থী চাকরির ইন্টারভিউ **(Job Interview)** তে ডাক পায় না এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই একজন চাকরিপ্রার্থীকে সুন্দর এবং সঠিকভাবে একটি জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করতে হবে।

জীবনবৃত্তান্ত (CV) তৈরির আগে যে দিকে নজর রাখতে হবে

একজন চাকরিদাতা একটি জীবনবৃত্তান্তের উপর গড়ে ২৫ থেকে ৩০ মিনিটের বেশি সময় দেয় না। তাই জীবনবৃত্তান্তে অপ্রয়োজনীয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্জন করতে হবে। সুতরাং জীবনবৃত্তান্ত হতে হবে সংক্ষিপ্ত এবং তথ্যগুলোর উপস্থাপন হতে হবে সুস্পষ্ট।

মনে রাখবেন, আপনার জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে যদি কোন ভুল বানান বা ভাষাগত **(Grammatical)** ভুল থাকে, তাহলে সম্ভাব্য চাকরিদাতার কাছে আপনার সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণা জন্মাবে। এই ভুলের কারণে প্রকাশ পাবে যে আপনি কোন কাজই সঠিক ভাবে করতে অক্ষম। সুতরাং একটি **CV** তৈরি করার পর নিজে ভালো ভাবে দেখে নিবেন এবং যিনি শুদ্ধ ইংরেজি জানেন এমন ব্যক্তিকে দেখিয়ে নিন।

আপনি আপনার জীবনবৃত্তান্ত **(CV)** তে সঠিক তথ্য দিবেন। এমন কোন তথ্য দিবেন না যাতে আপনার **Job Interview** তে তা ভুল প্রমাণিত হয়।

জীবনবৃত্তান্তের (CV) বিভিন্ন অংশ

একটি জীবনবৃত্তান্তে **(CV)** যে তথ্য আপনি উপস্থাপন করবেন :

- শিরোনাম **(Title)**
- সার সংক্ষেপ **(Career Summary)**
- উদ্দেশ্য **(Career Objective)**

www.pathagar.org

- শিক্ষাগত যোগ্যতা **(Educational Qualification)**
- চাকরির অভিজ্ঞতা **(Work Experience)**
- কম্পিউটার দক্ষতা **(Computer Skill)**
- বিশেষ প্রশিক্ষণ **(Specialized Training)**
- ব্যক্তিগত তথ্য **(Personal Information)**
- রেফারেন্স **(Reference)**

শিরোনাম (Title)

জীবনবৃত্তান্তের শুরুতেই থাকবে আপনার পুরো নাম। আপনার নাম বোল্ড হবে এবং এবং বড় ফন্টে লিখতে হবে। নামের নিচে আপনার মোবাইল নং এবং ই-মেইল অ্যাড্রেস বর্তমান ঠিকানা লিখবেন যে ঠিকানায় চিঠি পাঠালে আপনি চিঠি পাবেন। তারপর আপনি আপনার স্থায়ী ঠিকানা লিখুন। এই অংশটুকু পৃষ্ঠার উপরের অংশে লিখুন।

সারসংক্ষেপ (Career Summary)

যে সকল চাকরিপ্রার্থীদের ৫-৬ বছরের বেশি চাকরির অভিজ্ঞতা আছে তাদের জন্য এটি বেশি প্রযোজ্য। এই অংশে সর্বোচ্চ ৩-৪ লাইনে আপনি আপনার পূর্বের চাকরির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। এখানে আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাফল্যগুলো বর্ণনা করুন (যদি থাকে)।

উদ্দেশ্য (Career Objective)

সদ্য পাস করা চাকরিপ্রার্থীর জন্য এটি বেশি প্রয়োজন। এখানে আপনি আপনার প্রত্যাশিত চাকরিক্ষেত্রের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য উল্লেখ করুন এবং আপনার যোগ্যতা দিয়ে কিভাবে লক্ষ্য অর্জন করে চাকরিদাতার বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেটাতে পারবেন সে সম্পর্কে উপস্থাপন করুন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational Qualification)

এই অংশে আপনি আপনার ডিগ্রিগুলোর নাম উল্লেখ করবেন এবং নিম্নেবর্ণিত তথ্য প্রদান করবেন :

- ডিগ্রির নাম (যেমন : **BBA, HSC, SSC** ইত্যাদি)
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বোর্ডের নাম।
- পরীক্ষার বছর।
- ফলাফল **(Result) CGPA** উল্লেখ করুন।
- গ্রুপ **(Group)** উল্লেখ করুন।

চাকরির অভিজ্ঞতা (Working Experience)

এই অংশের আপনি আপনার পূর্ব চাকরির তথ্য বর্ণনা করুন। যে সকল তথ্য আপনার পূর্ব চাকরির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উল্লেখ করবেন সেগুলো হচ্ছে :

- প্রতিষ্ঠানের নাম **(Organization Name)**
- পদবি **(Designation)**

www.pathagar.org

- সময়কাল (Duration)
- দায়িত্ব (Job Responsibility)
- উল্লেখযোগ্য সাফল্য (Special achievement)

কম্পিউটার দক্ষতা (Computer Skill)
আপনার যদি কম্পিউটারে কোন দক্ষতা থেকে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

বিশেষ প্রশিক্ষণ (Specialized Training)
আপনি যদি কোথায়ও কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন তাহলে সে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information)
এই অংশে আপনি আপনার ব্যক্তিগত তথ্য লিপিবদ্ধ করুন। এখানে যে তথ্যগুলো লিখবেন

- পিতার নাম
- মাতার নাম
- জন্ম তারিখ
- জাতীয়তা

রেফারেন্স (Reference)
মনে রাখবেন **Reference** অংশে আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের নাম উল্লেখ করবেন না। যিনি আপনাকে ছাত্রজীবনে বা কর্মজীবনে কাছ থেকে দেখেছেন এমন ব্যক্তিকেই **Reference** হিসেবে উল্লেখ করবেন। আপনি যাকে **Reference** হিসেবে উল্লেখ করবেন তার ফোন নম্বর, ঠিকানা, ই-মেইল (যদি থাকে) লিখবেন। **Reference** হিসেবে দুজনের নাম উল্লেখ করবেন। আপনি যাদেরকে **Reference** হিসেবে উল্লেখ করবেন সে সকল ব্যক্তিকে আগে থেকে জানিয়ে রাখবেন।

সুতরাং আপনি যদি এই কৌশলে একটি **CV** জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করেন, তাহলে আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে।

www.pathagar.org

কিভাবে লিখবেন কভার লেটার

আবেদনপত্রের সঙ্গে এখন অধিকাংশ কোম্পানিই কভার লেটার দিতে বলে। যারা বলে না তারা সিভি পাঠানোর সময় আপনি যে মেইলটি লিখেন সেটিকেই কভার লেটার বলে ধরে নেয়। অনেক কোম্পানি আছে কভার লেটার ছাড়া আবেদনপত্র গ্রহণ করে না। কভার লেটারকে অনেকে সিভির সারাংশও বলে থাকেন। তাহলে আসুন জেনে নেই কভার লেটার লেখার নিয়ম।

কভার লেটার কী?

সহজে 'কভার লেটার কী' বোঝার জন্যে আসুন 'কভার লেটার' শব্দটিকে আমরা ভেঙে ফেলি। ভাঙলে আমরা কী পাই? কভার+লেটার। তার মানে হল, যে লেটার আপনার চাকরির আবেদনের যাবতীয় দিক কভার করে তাকে কভার লেটার বলে।

কভার লেটারের ৬টি দিক

১. কোথা থেকে চাকরিটির খোঁজ পেয়েছেন? তা এক বাক্যে লিখুন।
২. আপনার পরিচয় দিন। এখানে আপনি দু'টি বাক্য লিখবেন। এর মাঝে নিজেকে তুলে ধরুন। আপনি কী কী কাজ করছেন লিখুন।
৩. আপনার আবেদিত পদের জন্য যে কাজগুলোর কথা বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, তার সঙ্গে আপনার বর্তমান বা অতীতের কাজের যোগসূত্র তৈরি করুন।
৪. আপনার শিক্ষাগত দিক ও ট্রেনিং উল্লেখ করুন।
৫. আপনাকে কেন ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা উচিত? কেন আপনি নিজেকে ওই পদের জন্য সেরা বলে মনে করেন? উদ্দেশ্য কেবলই কাজ করার মানসিকতা হতে হবে।
৬. আপনাকে ডাকলে আপনি যে আসবেন সে রকম ইতিবাচক একটি বাক্য লিখে শেষ করুন।

সুতরাং, আপনার তথ্যসূত্র + আপনার পরিচয় + আপনার পারফরম্যান্স + লেখাপড়া + আপনার পটেনশিয়ালিটি **(Potentiality)** + আপনার অ্যাভেইলাবিলিটি **(Availability)** = আপনার কভার লেটার।

মনে রাখবেন, নতুনরা অভিজ্ঞতা শূন্য নন। তারা তাদের ইন্টার্নশিপ, ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট, থিসিস, প্রজেক্ট, কো-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে ২ ও ৩ নম্বর পয়েন্ট দু'টি পূরণ করতে পারেন।

www.pathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

উচ্চশিক্ষা : ক্যারিয়ারের সোপান

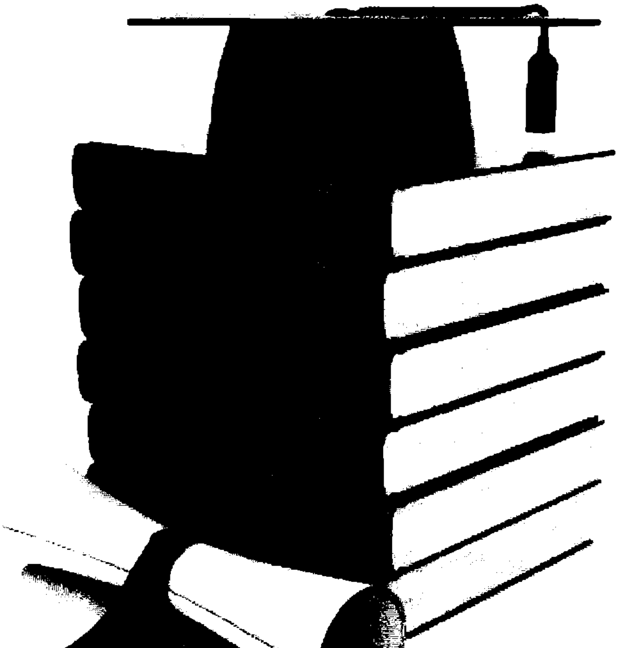

www.pathagar.org

অধ্যায় সূচনা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীকে সবচেয়ে কঠিন বাধাটি অতিক্রম করতে হয় এইচএসসি পাস করার পর উচ্চ শিক্ষার প্রবেশমুখে। দীর্ঘ দশ/বার বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাবে কি পাবে না, তা নির্ধারিত হয় এ পর্বে। তাছাড়া ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ক্যারিয়ার এ সময়ের নির্ভুল সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করে। এসব কারণে বহু শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকগণ নানা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান এইচএসসি-উত্তর সময়টাতে। এ অধ্যায় সে দুশ্চিন্তা লাঘবে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ভর্তি পরীক্ষার কঠিন বৈতরণী পার হবার পরেও অনেকে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন উচ্চশিক্ষার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে। কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উচ্চশিক্ষার এক একটি বিষয়ের এক এক রকম মূল্য। সময়ের নিরন্তর ধেয়ে চলার ধারায়- এ মূল্যের উত্থান পতন হয়। এক সময় যে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের পছন্দ তালিকার শীর্ষে থাকে সময়ের ব্যবধানে যুগের চাহিদায় সেটিই হয়তোবা নেমে যায় পছন্দ তালিকার একেবারে নিচে। বর্তমান সময়ে কোন বিষয়ের চাহিদা কেমন, কর্মসংস্থান ও দেশ-সেবার বিস্তৃতি কতদূর, ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি একটি প্রারম্ভিক ধারণা পাওয়া যাবে এ পর্বে।

ক্যারিয়ার বিষয়ক সিদ্ধান্তের সিংহভাগ গৃহীত হয় ব্যক্তির উচ্চশিক্ষার উপর ভিত্তি করে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনেক পূর্বেই উচ্চশিক্ষা বিষয়ক ভাবনা শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকের মনে জন্ম নেয়া দরকার। এইচএসসি পাসের পূর্বেই অর্থাৎ স্কুল পর্বেই যদি 'ক্যারিয়ার : বিকশিত জীবনের দ্বার' একজন অভিভাবক কিংবা শিক্ষার্থীর হাতে যায় তাহলে এইচএসসি উত্তর উচ্চশিক্ষা বিষয়ক যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেটাতে অনেক সুবিধা হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এমবিবিএস (MBBS)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে-

১. এমবিবিএস
২. বিডিএস
৩. বিএসসি ইন হেল্‌থ টেকনোলজি
৪. বিএসসি ইন নার্সিং এন্ড ডিপ্লোমা ইন নার্সিং
৫. ব্যাচেলর অব ইউনানি এন্ড সার্জারি, ব্যাচেলর অব মেডিসিন এন্ড সার্জারি, ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি ।

www.pathagar.org

বিষয়

এমবিবিএস

সময়

MBBS কোর্সটি ৫ বছরব্যাপী একটি কোর্স। এরপর এক (১) বছর ইন্টার্নশিপ রয়েছে। তবে ইন্টার্নি করার সময় ডাক্তারগণ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাতা পেয়ে থাকেন।

যা পড়ানো হয়

৫ বছরব্যাপী এ কোর্সটিতে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কম্যুনিটি মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, মেডিসিন, সার্জারি ও গাইনকোলজি ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়।

চাহিদা

সমাজে ডাক্তারদের চাহিদা সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। সেই অনাদিকাল থেকে ডাক্তারগণ সমাজের অবকাঠামোর অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে টিকে আছেন। সমাজের সর্বত্রই ডাক্তারদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সম্ভবত পেশাগত মর্যাদার দিক থেকে ডাক্তাররাই সবার চেয়ে এগিয়ে। এজন্যই ডাক্তারদের বলা হয় "**The second God**" এই পেশায় একদিকে যেমন সম্মান রয়েছে অন্যদিকে হালাল উপায়ে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। একজন ডাক্তার শুধু **MBBS** ডিগ্রি নিয়েও এই সমাজে সম্মানের সাথে টিকে থাকতে পারেন।

এই ডিগ্রি নেয়ার পর একজন ডাক্তার যেমন সরাসরি চিকিৎসা সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং ক্লিনিক্যাল সেক্টরে উচ্চতর ডিগ্রি যেমন এম ডি/ এম এস (চিকিৎসা শাস্ত্রে মাস্টার্স কোর্স) অথবা এফসিপিএস (বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান এন্ড সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত এমআরসিপি (রয়েল কলেজ অব ইংল্যান্ড কর্তৃক প্রদত্ত) ইত্যাদি করার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে পারেন আবার এমবিবিএস করার পর বিভিন্ন নন ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট যেমন হেলথ ইকোনমিক্স, পাবলিক হেলথ, মাইক্রোবায়োলজি, এম্ব্রায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইম্যুউনোলজি, বায়োক্যামেস্ট্রি ইত্যাদির মত অসংখ্য কোর্সে মাস্টার্স বা পিএইচডি করা যায়।

বিষয় রেটিং

চাহিদার দিক থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বিষয়সমূহের পাশাপাশি ডাক্তারিও শীর্ষে অবস্থান করছে। প্রতিবছর মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শীর্ষ মেধাবীরা পেশা হিসাবে ডাক্তারি বেছে নেবার জন্য ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

www.pathagar.org

:দর দেশে বর্তমানে ৩০টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৫৯টি বেসর ক্যাল কলেজ রয়েছে। এর সবগুলোতেই MBBS কোর্স চালু রয়েছে। সরকারি প ' সংখ্যা ৩২১২টি। ছাত্রদের পছন্দ ও মেধাস্থান অনুযায়ী কে কোন মেডিক্যালে তা নির্ধারিত হয়। **সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর নাম এবং আসন সংখ্যা :**

ক্রমিক	মেডিক্যাল কলেজের নাম	আসন
১	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।	১৯৭
২	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।	১৯৭
৩	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।	১৯৭
৪	ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ।	১৯৭
৫	চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম।	১৯৭
৬	রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী।	১৯৭
৭	সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট	১৯৭
৮	শের-এ-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ, বরিশাল।	১৯৭
৯	রংপুর মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর।	১৯৭
১০	কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা।	১১৩
১১	খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, খুলনা।	১৪১
১২	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়া।	১৪১
১৩	ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ, ফরিদপুর।	১১৩
১৪	দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুর।	১০০
১৫	পাবনা মেডিক্যাল কলেজ, পাবনা।	৫৭
১৬	আব্দুল মালেক উকিল মেডিক্যাল কলেজ, নোয়াখালী ।	৫৭
১৭	কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ, কক্সবাজার।	৫৭
১৮	যশোর মেডিক্যাল কলেজ, যশোর।	৫৭
১৯	সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ, সাতক্ষীরা।	৫২
২০	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ, কিশোরগঞ্জ ।	৫২
২১	কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ, কুষ্টিয়া।	৫২
২২	শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ, গোপালগঞ্জ।	৫২

www.pathagar.org

২৫	জামালপুর মেডিক্যাল কলেজ, জামালপুর।	৫১
২৬	মানিকগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ, মানিকগঞ্জ ।	৫১
২৭	শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ, সিরাজগঞ্জ।	৫১
২৮	পটুয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ, পটুয়াখালী।	৫১
২৯	রাঙ্গামাটি মেডিক্যাল কলেজ, রাঙ্গামাটি।	৫১
৩০	মুগদা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।	৫১
	সর্বমোট আসন সংখ্যা =	৩২২৬

৫৯টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও দেশে সামরিক বাহিনী পরিচালিত ১টি আর্মডফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ ও ৫টি আর্মি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ।

ক্রমিক	মেডিক্যাল কলেজের নাম	আসন
১	আর্মডফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ,ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।	১২৫
২	আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়া।	৫০
৩	আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম।	৫০
৪	আর্মি মেডিক্যোল কলেজ, কুমিল্লা।	৫০
৫	আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, যশোর।	৫০
৬	আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর।	৫০
	সর্বমোট আসন সংখ্যা	৩৭৫

সাধারণত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিকার্যক্রম সমাপ্তির পর এদেশের প্রাই মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে খরচ অত্যন্ত বেশি।

এমবিবিএস পাসের পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) এর মাধ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেয়া হয় ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নলিখিত ডিগ্রিসমূহ প্রদান করে থাকে :

ডিগ্রির নাম	বিষয়
এমফিল	অ্যানাটমি
	ফিজিওলজি
	বায়োকেমিস্ট্রি
	প্যাথোলজি
	মাইক্রোবায়োলজি
	ফরেন্সিক মেডিসিন
	কমিউনিটি মেডিসিন
	ফার্মাকোলজি

www.pathagar.org

ডিগ্রির নাম	বিষয়
এমডি (মেডিসিন)	কার্ডিওলজি
	রেসপিরেটরি মেডিসিন
	নেফ্রলজি
	হেমাটলজি
	গ্যাস্ট্রোএন্টারলজি
	নিউরোলজি
	হেপাটলজি
এমএস (সার্জারি)	জেনারেল সার্জারি
	হেপাটবিলিয়ারি সার্জারি
	ই.এন.টি.
	নিউরো সার্জারি
	স্প্যাইনাল সার্জারি
	কার্ডিওথেরাসিক সার্জারি

বিদেশে ভর্তি

মেডিক্যাল এডুকেশন খুব ব্যয়বহুল হবার কারণে নিজ খরচে বিদেশে পড়ালেখা চালানো কষ্টসাধ্য। এইচএসসি পরীক্ষার পরপরই যেকোন ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছা করলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে প্রতি বছর কোর্স ফি হিসাবে বাংলাদেশী টাকার ৪০-৫০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এজন্য সাধারণত ছাত্ররা দেশেই **MBBS** পাস করে বিভিন্ন ডিগ্রির জন্য বিদেশে গমন করে। সেক্ষেত্রে খরচ কিছুটা কম হয়।

বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি

USMLE (United States Medical Liunsing Examination)

এই ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে ইউএসএ তে ডক্টর হিসেবে প্র্যাক্টিস করার সুযোগ পাওয়া যায়। এই ডিগ্রি পরীক্ষায় ৩টি ধাপে অংশগ্রহণ করা যায়। তবে সম্পূর্ণ পরীক্ষা একবারে সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ১০-১৫ লক্ষ টাকা লাগে।

MRCP-Member of Royal College of Physician

Royal University of London এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করে থাকে। ৩টি ভাগে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয়। প্রথম ২ টি পরীক্ষা দেশে বসে এবং পরবর্তী পরীক্ষাটি ইংল্যান্ডে

www.pathagar.org

গিয়ে অংশগ্রহণ করতে হয় । প্রত্যেক পার্ট পরীক্ষার জন্য ৭০-৮০ হাজার টাকা লাগে ।

MRCS-Member of Royal College of Surgeon

সার্জারিতে এই ডিগ্রি দেয়া হয় । ২টি পার্টে পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয় । ডিগ্রিটি সম্পন্ন করতে **MRCP** এর মতই অর্থ খরচ হয়।

MRCOG-Member of Royal College of Obstetrician Gyneacology

গাইনি এন্ড অব্স বিষয়ে ডিগ্রিটি প্রদান করা হয়। ২টি পার্টে পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয়। খরচের পরিমাণ MRCP এর মতই ।

PLAB (Professional and Linguistic Assessment board Test)

যদি কেউ ইংল্যান্ডে ডাক্তার হিসেবে প্র্যাক্টিস করতে চায় তাহলে ডিগ্রিটি নিতে হয়। ২টি পার্টে পরীক্ষা সম্পন্ন হয় । সবগুলো পরীক্ষায় ইংল্যান্ডে গিয়ে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

AMC (Australian Medical Council)

অস্ট্রেলিয়ায় ডাক্তার হিসেবে প্র্যাক্টিস করতে ডিগ্রিটি নিতে হয়। ২টি পার্টে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পার্ট-১ এর পরীক্ষা ইন্ডিয়াতেও দেয়া যায়। কিন্তু পার্ট-২ এর পরীক্ষা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অংশগ্রহণ করতে হয়।

চাকরি

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারগণের জন্য চাকরির সুবিধা আছে। এছাড়া ডাক্তারগণ ইচ্ছা করলে বিসিএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে সরকারি ক্যাডারভুক্ত হয়ে চাকরি করতে পারেন। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও তারা পর্যাপ্ত চাকরির সুবিধা পাবেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান- জাতিসংঘ, WHO, CARE, অন্যান্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ডাক্তারগণের জন্য চাকরির ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশ থেকে পাস করা বহু ডাক্তার এখন বিদেশে চাকরিতে আছে।

স্কলারশিপ

মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এ সংক্রান্ত বৃত্তির সংখ্যা নগণ্য ।

বিদেশে : (ক) মনোবুশো বৃত্তি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এর জন্য),

(খ) কমনওয়েলথ বৃত্তি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এর জন্য),

(গ) ব্রিটিশ কাউন্সিল বৃত্তি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এর জন্য)।

www.pathagar.org

ব্যাচেলর ইন ডেন্টাল সার্জারি (BDS)

যা পড়ানো হয়

গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে ডেন্টাল বিষয়ের পাঁচ বছর মেয়াদি বিডিএস কোর্স চালু আছে এবং এক বছর ইন্টার্নশিপ চালু আছে। সর্বমোট পাঁচ বছরের চারটি পেশাগত (প্রফেশনাল এক্সাম) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা: Anatomy, physiology, Biochemistry, Science of Dental materials এই বিষয়গুলো পড়ানো হয়।

দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা: Microbiology, Pathology, Dental-Pharmacology, General Pharmacology, Oral Anatomy, Dental Public Health.

তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষা: General surgery, General Medicine, Periodontology,

চতুর্থ/ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষা: Oral Surgery, Prosthodontics, Conservative Dentistry, and Preventive Dentistry.

আসন সংখ্যা

সরকারি ডেন্টাল কলেজ এন্ড ইউনিট: আসন সংখ্যা: ৫৩৬
বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ এন্ড ইউনিট : ২১২৪

সরকারি ডেন্টাল কলেজ এন্ড ইউনিট

১. ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা
২. স্যার সলিমুল্লাহ ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা
৩. শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা
৪. ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ময়মনসিংহ
৫. চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, চট্টগ্রাম
৬. রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, রাজশাহী
৭. সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, সিলেট
৮. শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, বরিশাল
৯. রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, রংপুর

www.pathagar.org

বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ এন্ড ইউনিট

১. পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
২. ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
৩. সিটি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
৪. বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা।
৫. ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা।
৬. হলি ফ্যামিলি মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা।
৭. মার্ক ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
৮. মাফোরা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
৯. চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ, চট্টগ্রাম।
১০. সাফেনা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
১১. উদয়ন ডেন্টাল কলেজ, রাজশাহী।
১২. মান্দি ডেন্টাল কলেজ, রাজশাহী।
১৩. এম এইচ শমরিতা মেডিক্যাল ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা।
১৪. কুমুদিনি উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, টাঙ্গাইল।
১৫. টি. এম. এস. এস মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, চট্টগ্রাম।
১৬. মান্দি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
১৭. রংপুর ডেন্টাল কলেজ, রংপুর।
১৮. ইস্ট ওয়েস্ট মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, গাজীপুর।
১৯. আপডেট ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।

ভর্তি যোগ্যতা

সর্বনিম্ন জিপিএ (এসএসসি + এইচএসসি = ৯) [উপজাতিদের জন্য ৮]
এসএসসি কিংবা এইচএসসিতে জিপিএ ৩.৫০ এর নিচে আবেদন গ্রহণ যোগ্য হবে না (উপজাতির জন্য ৩.০০ পয়েন্ট) জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা

সর্বমোট নাম্বার=৩০০

১. এসএসসি এবং এইচএসসি জিপিএ=২০০
{এসএসসি জিপিএ ৫ x ২৫=১২৫
এইচ এস সি জিপিএ ৫ x ১৫=৭৫}
২. ভর্তি পরীক্ষা = ১০০

- জীববিজ্ঞান-৩০
- পদার্থবিজ্ঞান-২০
- রসায়ন বিজ্ঞান-২৫
- ইংরেজি-১৫
- সাধারণ জ্ঞান-১০

www.pathagar.org

উচ্চশিক্ষা
পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে বিএসএমএমইউ (আইপিজিএমআর) থেকে এফসিপিএস, এম এস, ডিডিএস, এম ফিল ইত্যাদি ডিগ্রি নেয়া যায়।

বাংলাদেশে যে যে বিষয়ে ডিগ্রি নেয়া যায়

1. **Oral and Maxillofacial Surgery**
2. **Orthodontics**
3. **Prosthodontics**
4. **Endontics**
5. **Conservative Dentistry**
6. **Pediatric Dentistry**
7. **Cosmetic Surgery**

স্কলারশিপ
ডেন্টাল বিষয়ে স্কলারশিপ খুবই সীমাবদ্ধ
দেশে স্কলারশিপ

ক) ডাচ্-বাংলা ব্যাংক বৃত্তি
খ) ইমদাদ মিতারা বৃত্তি
গ) সাউথইস্ট ব্যাংক বৃত্তি
ঘ) মার্কেন্টাইল ব্যাংক বৃত্তি

বিদেশে স্কলারশিপ

ক) মনোবুশো বৃত্তি জাপান
খ) কমনওয়েলথ বৃত্তি

চাহিদা ও চাকরি : মেডিক্যালের পাশাপাশি দেশে ডেন্টালের চাহিদাও ব্যাপক। বিসিএস এর সাথে সাথে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরির সুবিধা থাকায় অনেক পিতা-মাতাই তাদের সন্তানদের এই বিষয়ে পড়াতে আগ্রহী হন। তাছাড়াও বেসরকারি হসপিটাল এবং ক্লিনিকে প্রাইভেট প্র্যাক্টিসের ব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি সততার সাথে অর্থ উপার্জনের সুযোগ এই পেশার জন্য বাড়তি আকর্ষণ।

IHT (Institute of Health Technology)

যা পড়ানো হয়
IHT তে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে এবং এক বছর ইন্টার্নশিপ চালু আছে।

www.pathagar.org

যে যে বিষয় পড়ানো হয়

1. **Laboratory**
2. **Radiography**
3. **Physiotherapy**
4. **Dentistry**
5. **Pharmacy**
6. **Radiotherapy**
7. **Operation theater Assistance**
8. **Intensive Care Assistance**

আসন সংখ্যা এবং যেখানে পড়ানো হয়

মোট আসন সংখ্যা সরকারি IHT ২২৭৬

- ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি
- রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি
- বগুড়া ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি
- চট্রগ্রাম ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি
- রংপুর ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি
- ঝিনাইদহ ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি
- সিলেট ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি
- বরিশাল ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ টেকনোলজি

ভর্তি যোগ্যতা

- আবেদনকরীকে অবশ্যই বাংলাদেশী হতে হবে
- এসএসসি কিংবা সমমানের পরীক্ষা ৩-৪ বছরের মধ্যে পাস করা থাকতে হবে । যেমন : ২০১৭ সালের আইএইচটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীকে এসএসসি পরীক্ষার সন (২০১৩-২০১৭) এর মধ্যে হতে হবে ।
- এসএসসি তে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে।
- Biology বাধ্যতামূলক থাকতে হবে ।
- আবেদন অনলাইন / এস.এম.এসের মাধ্যমে হবে ।

দেশের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও ইনস্টিটিউট অব হেল্থ টেকনোলজি এর উপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে যেমন:

1. **National Institute of Medical and Dental technology**
2. **Bangladesh Institute of Health technology**
3. **Dhaka Institute of Health technology**
4. **Newlab Institute of Health technology**
5. **Green view Institute of Health technology**
6. **Ahsania Mission Institute of Health technology**

www.pathagar.org

7. Sumona Institute of Health technology
8. Troma Institute of Health technology
9. International Institute of Health technology
10. Marks Institute of Health technology
11. Fortune Institute of Health technology
12. Arm forces Institute of Health technology

ভর্তি পরীক্ষা

সর্বনিম্ন জিপিএ (এসএসসি+এইচএসসি=৯) [উপজাতিদের জন্য ৮]

- এসএসসি কিংবা সমমানের পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী হবে
- এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে ।

সর্বমোট নাম্বার = ১০০

- জীববিজ্ঞান-১৫
- পদার্থবিজ্ঞান-১৫
- রসায়ন বিজ্ঞান-১৫
- ইংরেজি-১৫
- বাংলা ১৫
- গণিত ১৫
- সাধারণ জ্ঞান-১০

উচ্চশিক্ষা

ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করার পর **Laboratory, Radiography, Physiotherapy** এর উপর ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি কোর্স চালু আছে দেশে। এ ছাড়া **Physiotherapy** এর উপর এম.এস.সি কোর্স রয়েছে।

চাহিদা এবং চাকরি :

ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজির বাংলাদেশের চাহিদা ব্যাপক। বিভন্ন হসপিটাল এবং ক্লিনিকে হেল্‌থ টেকনোলজির উপর ডিগ্রিধারীদের চাকরির সু-ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের বাহিরে বিদেশে মধ্যপ্রাচ্যে এর অনেক চাহিদা এবং মাসিক পারিশ্রমিক সর্বনিম্ন ৫০,০০০ টাকা রয়েছে।

www.pathagar.org

ন্যাচারাল মেডিসিনে ক্যারিয়ার গঠন

কোথায় থেকে BUMS (Bachelor of Unani Medicine and Surgery I BAMS (Bachelor of Ayurvedie Medicine and Surgery) BUMS/BAMS ডিগ্রি অর্জন করা যায়?

"সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ" দেশের অন্যান্য সরকারি মেডিক্যাল কলেজের মতোই একটি মেডিক্যাল কলেজ যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের অধিভুক্ত। কলেজটি ঢাকার মিরপুর (মিরপুর-১৩নং) মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। এখানে পাঁচ বৎসর মেয়াদি একাডেমিক কোর্স সমাপ্ত করে অত্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক বছর ইন্টার্নশিপ করতে হয়। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সনদপত্র প্রদান করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য (WHO) সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে ন্যাচারাল চিকিৎসা তথা হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ১৯৯০ সালে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই ব্যতিক্রমধর্মী মেডিক্যাল কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সিলেট তিব্বিয়া কলেজ, "ইউনানী ও আর্য়ুবেদিক মেডিক্যাল কলেজ সিলেট" কে ব্যাচেলর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।

ন্যাচারাল মেডিসিনে ডিগ্রি নেয়ার কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি ডিপ্লোমা কলেজ
এটা ৩ বছর একাডেমিক সহ, ১ বছর ইন্টার্নি মোট ৪ বছর।

ডিপ্লোমা কলেজসমূহ

১. তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ (বকশীবাজার, ঢাকা)।
২. চট্টগ্রাম ইউনানী তিব্বিয়া কলেজ (চাঁদপুর, চট্টগ্রাম)।
৩. চাঁদপুর ইউনানী তিব্বিয়া কলেজ (চাঁদপুর, পুরান বাজার)।
৪. ভোলা ইসলামী ইউনানী কলেজ (সদর রোড, ভোলা)।
৫. খুলনা ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ (খুলনা)।
৬. আকবর আলী খান কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ (ইউনানী শাখা) গৌরীপুর, কুমিল্লা।
৭. ইউনানী তিব্বিয়া কলেজ (উকিল পাড়া, ফেনী)।
৮. হামদর্দ ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ (বগুড়া)।
৯. হালীম সাঈদ ইস্টার্ন মেডিক্যাল কলেজ (নিমতলী, ঢাকা)।
১০. রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিক্যাল কলেজ (ইউনানী) লক্ষ্মীপুর।
১১. মোমেনশাহী ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ (ময়মনসিংহ)।

অত্র কলেজগুলো থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেয়ার পর "হামর্দদ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে কনডেন্স এর মাধ্যমে BUMS/BAMS ব্যাচেলর ডিগ্রি নেয়া যায়।

www.pathagar.org

অত্র কলেজগুলোতে ভর্তির যোগ্যতা

ন্যাচারাল মেডিসিনের ব্যাচেলর পর্যায়ের যে কোন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হলে বিজ্ঞান বিভাগ হতে অবশ্যই **SSC** ও **HSC** তে **GPA** মোট ৯ (নয়) পয়েন্ট লাগবে। আর ডিপ্লোমা কোন কলেজে ভর্তি হতে হলে **SSC** তে (বিজ্ঞান বিভাগ) ৪ চার পয়েন্ট লাগবে। উভয়টিতেই জীববিজ্ঞান (**Biology**) অবশ্যই থাকতে হবে।

যা পড়ানো হয়

পাঁচ বছরব্যাপী অনার্স কোর্সে যা পড়ানো হয় তা হলো

- **Anatomy**
- **Physiology**
- **Biochemistry**
- **Microbiology**
- **Forensic Medicine**
- **Community Medicine**
- **Pharmacology**
- **Surgery**
- **Gynecology**
- **Pediatrics**

এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক সিস্টেমের নিজস্ব সাবজেক্টগুলো পড়ানো হয়।

ন্যাচারাল মেডিসিনে উচ্চতর ডিগ্রি

একজন শিক্ষার্থী ন্যাচারাল মেডিসিনের উপর ব্যাচেলর করার পর দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল ও নন ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে পারবেন।

বাংলাদেশে উচ্চতর ডিগ্রি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন : **Gerontology, Microbiology, Pharmacy, Public Health** ইত্যাদি বিষয়গুলো (**Masters, M-Fill, Phd** করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমন নিপসন, নিটোল) জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, **icddrb**, শিশু হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল, ক্যান্সার ইনস্টিটিউট থেকে ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলোতে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া যায়।

দেশের বাইরে উচ্চতর ডিগ্রি

ন্যাচারাল মেডিসিন (ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক) এর উপর যে সকল দেশে উচ্চতর ডিগ্রি তথা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করা যায় তাহলো ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, কানাডা, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিকের বিষয়গুলো ছাড়াও এলোপ্যাথিক মেডিসিনের সকল বিষয়গুলোর উপর উচ্চতর শিক্ষা ও প্র্যাকটিসের সুযোগ রয়েছে।

www.pathagar.org

ন্যাচারাল মেডিসিনে পড়া লেখার উপর বৃত্তি

চিকিৎসাবিজ্ঞান একটি ব্যয়বহুল পড়ালেখা। তাই এ বিষয়ে পড়ালেখার উপর বিভিন্ন বৃত্তি রয়েছে

১. আয়ুস (**Ayus**) বৃত্তি।
২. হাকীম হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন বৃত্তি
৩. ইবনে সিনা কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে পড়ালেখার করার জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

চাকরির ক্ষেত্র সমূহ (Job Opportunity)

১. বাংলাদেশের সকল জেলা সদর হাসপাতাল।
২. সরকারি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।
৩. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।
৪. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (**Dghs**)।
৫. হেল্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি এনজিও সংস্থা।
৬. **WHO** এর বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ও এনজিও সংস্থা।
৭. দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল যেমন ইবনে সিনা, স্কয়ার, একমি, ড্রাগ ইন্টারন্যশনাল, ইনসেপ্টা, অরিওন ফার্মা সহ অনেক প্রতিষ্ঠানে এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে।
৮. বিভিন্ন এনজিও ও ফার্মাসিউটিক্যালের নিজস্ব মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে। (হামদর্দ, নেপচুন, সাধনা)

এছাড়াও ও **BCS** এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

হোমিওপ্যাথি

"বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (**WHO**) হোমিওপ্যাথিকে বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ায় বাংলাদেশ সরকার হোমিওপ্যাথির উন্নয়নে বেশকিছু প্রকল্প গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ এর দশকের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের অধীনে পাঁচ বছরের গ্র্যাজুয়েশন কোর্স বি.এইচ.এম.এস প্রবর্তন করা হয়, যা এম.বি.বি.এস কোর্সের সমমান। ১৯৮৩ সালে হোমিওপ্যাথিক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিক বোর্ড গঠন এবং স্বাস্থ্য সেবার মহাপরিচালকের অধিদপ্তরে একটি হোমিওপ্যাথিক ও ভেশজ চিকিৎসা পরিচালকের দপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

বর্তমানে দেশে একটি সরকারিসহ তিনটি মেডিক্যাল কলেজ ও ৩৮টি ডিপ্লোমা কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। সারাদেশে প্রায় দুই সহস্রাধিক বি.এইচ.এম.এস. (ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি) ডিগ্রিধারী এবং বহু সহস্রাধিক ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রয়েছেন। এদের মধ্যে জেলা সদর হাসপাতালে ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিক্যাল অফিসার পদে বি.এইচ.এম.এস ডিগ্রিধারী ডাক্তারগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন।

www.pathagar.org

এক নজরে "সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল" পরিচিতি

- প্রতিষ্ঠাকাল : ৩রা মার্চ, ১৯৮৯।
- অবস্থান : সেকশন ১৪, মিরপুর, ঢাকা।

(কলেজটির উত্তরে সি আর পি, দক্ষিণে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ অবস্থিত)

কোর্স সম্পর্কিত তথ্য

- কোর্সের নাম : **B.H.M.S (Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery).**
- কোর্সের মেয়াদ : ০৬ বছর (০৫ বছরের একাডেমিক শিক্ষা ও কলেজ হাসপাতালে ০১ বছরের ইন্টার্নিশিপ)। কোর্স শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

আসন সংখ্যা : ৫০টি (সংরক্ষিত আসন : ৪৮টি, মুক্তিযোদ্ধা
কোটা : ০১ টি, বিদেশী কোটা : ০১টি)

ভর্তি যোগ্যতা

- এস.এস.সি/সমমান ও এইচ.এস.সি/সমমান (পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানসহ) পরীক্ষায় পাস করেছে তারা আবেদন যোগ্য।
- সকল দেশী-বিদেশী শিক্ষা কার্যক্রমে এস.এস.সি/সমমান ও এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষায় মোট জি.পি.এ ন্যূনতম ৮.০০ হতে হবে। তবে এককভাবে কোন পরীক্ষায় জি.পি.এ-৩.০০ এর কম হলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জি.পি.এ-৩ .৫০ থাকতে হবে।
- এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষায় পাস করার পর সর্বোচ্চ ০২ বার আবেদন করা যায়।

অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণের জন্য : **http://dghs.teletalk.com.bd**

উচ্চতর শিক্ষা

B.H.M.S ডিগ্রি অর্জনের পর দেশে ও বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করা যায়।
যেমন- **MD, MPH, PDHE, PGD, MBA, PHD, FF & DF, MHE, MPS, DMU.**

চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়

আরো বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেগুলি কোন না কোনভাবে চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত এবং যে কেউ ক্যারিয়ার হিসেবে এ পেশাগুলো গ্রহণ করতে পারেন। নিচে এদের কয়েকটি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হল- হেলথ ইকোমিক্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে হেলথ ইকনোমিক্স পড়া যায়। বড় বড় এনজিও ও

www.pathagar.org

WHO, UNICEF ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো খুব লোভনীয় বেতনের চাকরির সুযোগ রয়েছে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে এ বিষয়ে স্কলারশিপ দেয়া হয়। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই অংকের ভাল মেধা থাকতে হবে।

পুষ্টিবিজ্ঞান: হাসপাতালের ডায়েটিশিয়ান হিসেবে চাকরির সুযোগ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পড়া যায়।

হেলথ ম্যানেজমেন্ট: বড় বড় হসপিটাল পরিচালনা করার কৌশল নিয়ে এ বিষয় গড়ে উঠেছে। এমবিবিএস করার পর এ বিষয়ে মাস্টার্স করা যায় অথবা সরাসরি বিবিএ করে হেলথ ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করা যায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিষয়সমূহ

সিভিল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (Civil & Environmental Engineering/Civil Engineering)

বিষয়বস্তু

বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট, বাঁধ, উঁচু টাওয়ার, এয়ারপোর্ট, সুয়ারেজ লাইন, পানির পাইপ লাইন, বর্জ্য নিষ্কাশন ও রিসাইক্লিং সিস্টেম, ভূমিকম্পের কারণ ও প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

চাহিদা

উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল যে কোন দেশের জন্যই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশে ভাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা অত্যন্ত বেশি এবং এর প্রকট অভাব অনুভূব হচ্ছে। এদেশে এখন প্রচুর **Real estate** বা **construction/consultation** ফার্ম আছে, যেগুলোতে প্রচুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দরকার। এছাড়াও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের সরকারি চাকরির সুযোগ অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের তুলনায় অনেক বেশি। এই পেশায় পেশাগত জীবনে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হলে বৈধ পথে প্রচুর অর্থ ও সম্মান অর্জন করা যায়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

সাবজেক্ট রেটিং

বর্তমানেই **BUET**-এ এই সাবজেক্টের অবস্থান অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুসারে ৩য় (যে কোন সময় পরিবর্তনযোগ্য, এটি কোন অফিসিয়াল রেটিং নয়, শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনের ভিত্তিতে এটি নির্মিত)।

www.pathagar.org

কোথায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন

ক) দেশে: **BUET, KUET, RUET, CUET** এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেমন- **North South, Stamford, Ahsanullah** ইত্যাদি। শাবিপ্রবি-তে সিভিল এন্ড ইনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে।

খ) বিদেশে: প্রায় সব খ্যাতনামা **Technical Institute Ges University**-তে সিভিল আছে। তবে **Stamford University** কর্তৃক প্রদত্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির মান খুব উন্নতমানের। এছাড়া **MIT** সহ অন্যান্য **Institute/University**-তেও সর্বোচ্চ মানের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

বৃত্তি

দেশে ও বিদেশে উভয় জায়গাতেই **Term Final** পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আকর্ষণীয় বৃত্তি প্রদান করা হয় (ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে)।

উচ্চশিক্ষা

ক) দেশে: **BUET**-এ সিভিলের বিভিন্ন বিষয়ের উপর **M.S, M.Sc Ges Ph.D** করা যায়। শাবিপ্রবি-তেও **CEE**-এর উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

খ) বিদেশে: বিদেশের প্রায় সব খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে **Civil Engineering** এর উপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

চাকরির ক্ষেত্র

- **B.C.S General**
- **B.C.S Tenhnical (Civil** যেমন **C & B, LGED, R & H)**
- **PWD**
- **Real estate**
- **Construction Farm**
- **Consulting Farm**
- **Mobile/ Land phone company**
- **UNDP**
- **WHO**
- বিভিন্ন **NGO** (যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করে)
- **BUET, KUET, RUET, CUET, DUET,** শাবিপ্রবি, প্রভৃতি সরকারি এবং **Stamford, Ahsanullah, Prisidency** প্রভৃতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা
- অন্যান্য সকল জায়গা যেখানে **Graduate**-রা চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারে।
- অন্যান্য সকল কোম্পানি/ফ্যাক্টরি

www.pathagar.org

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

(Electrical & Communication Engineering/Electrical & Electronics Engineering/Telecommunication Engineering)

বিষয়বস্তু

ইলেকট্রিসিটির পাওয়ার হাউস ডিজাইন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, **Circuit design and application**, টেলিকমিউনিকেশন, ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ

যেকোন দেশেই ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। এ চাহিদা অতীতে সবসময় ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

বিষয় রেটিং

বর্তমানে **BUET** এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে **EEE** এর অবস্থান ১ম।

কোথায় পড়বেন

ক) দেশে

- **BUET, RUET, CUET, KUET.**
- প্রায় সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেমন **AIUB, East-West, Stafnford** ইত্যাদি।
- **KUET**-আছে **Elictrical & Communication Engineering (ECE)** যা
- **EEE** -এর কাছাকাছি, **RUET** - এ আছে **ETE**
- কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং **(TE)** নামে যে বিভাগ আছে তা **EEE**-এর কাছাকাছি।
- **NSU, IUB** সহ প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টি আছে।

খ) বিদেশে

প্রায় সব খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়- **EEE/ECE/TE** আছে। এর মধ্যে **MIT, Harvard University** উল্লেখযোগ্য।

স্কলারশিপ

- **Term final- Gi Result-** এর উপর ভিত্তি করে দেশে ও বিদেশে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- বিভিন্ন **Tenhnical magazine**-এ থিসিস/রিসার্চ পেপার জমা দিয়েও বৃত্তি পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন **Technical Foundation**- ও বৃত্তি প্রদান করে।

www.pathagar.org

উচ্চশিক্ষা

ক) দেশে : **BUET, RUET, CUET, KUET,** প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেমন **NSU, AIUB, Ahsanullah** ইত্যাদি।

খ) বিদেশে : প্রায় সব খ্যাতনামা ও মাঝারি মানের বিশ্বাবিদ্যালয়।

চাকরির ক্ষেত্রে

- **B.C.S. General**
- **B.C.S. Technical (Electrial** যেমন বিদ্যুৎ বিভাগ, **T&T** ইত্যাদি)
- **PDB**
- **Mobile/ Land Phone Company**
- **BUET, KUET, RUET, CUET, DUET** এবং অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন **AIUB, Ahsan-ulla, Stamford, East-West** প্রভৃতি জায়গায় শিক্ষকতা।
- সেসব ক্ষেত্র যেখানে সাধারণ ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারে।
- বিভিন্ন কোম্পানি/ফ্যাক্টরি

ম্যাটেরিয়াল এন্ড মেটারলজিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং
(Material & Meteorological Engineering)

বিষয়বস্তু

- বিভিন্ন মৌল ও পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ
- মেটালের বিভিন্ন রকম বিক্রিয়া, পলিমারইজেশন, ইত্যাদি
- মেটাল দ্বারা তৈরি বিভিন্ন জিনিসের ধর্ম এবং সেগুলো তৈরির কৌশল
- খনি থেকে মেটাল উত্তোলন, পরিশোধন এবং ব্যবহারের কৌশল।

ডিমান্ড

দেশে এ বিষয়ের চাহিদা মোটামুটি। তবে বিদেশে এ বিষয়ের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বিশেষত যেসব দেশ খনি সমৃদ্ধ, সেসব দেশে 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং' নামে এ বিষয়েরই একটি প্যারালাল (সমান্তরাল) বিষয়ের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক।

ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে দেশে এ বিষয়ের চাহিদা কিছুট বৃদ্ধি পাবে।

এডমিশন

ক) দেশে : **BUET**

খ) বিদেশে : অধিকাংশ খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

www.pathagar.org

স্কলারশিপ

ক) দেশে : ভার্সিটি কর্তৃক প্রদত্ত

খ) বিদেশে : **Ph D** গবেষণা পরিচালনা করার জন্য উন্নত বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ এবং টিচিং এ্যাসিসটেন্টশিপ দিয়ে থাকে।

চাকরি

- সরকারি : গাজীপুর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি
- পেট্রোবাংলা, তিতাস গ্যাস
- ইস্পাত রিফাইনিং কারখানাগুলোতে
- ধাতব জিনিস তৈরির কারখানায়/ কোম্পানিতে

উচ্চশিক্ষা

ক) দেশে : **BUET**

খ) বিদেশে : প্রায় সব খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিদেশে চাকরি

বিভিন্ন মাইনিং, মেটালসংক্রান্ত এবং ধাতব বস্তু তৈরির কোম্পানিতে।

আর্কিটেকচার (Architecture)

বিষয়বস্তু

বর্তমানে আর্কিটেকচারে যেসব বিষয় পড়ানো হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **Structure, Philosophy, Mathematics, Mechanical equipment, Enviruonmental design, Basic planning, Economics, Sociology, Physics, Urban design, Construction method and detail, Sculpture, Ges Working drawing.** এছাড়া রয়েছে **Photography Ges Design studio I Design studio** তে **building** এর **Desing** শেখানো হয়।

চাহিদা

বর্তমানে দেশে এ বিষয়ের প্রচন্ড চাহিদা রয়েছে। কারণ মানুষ বাড়ার সাথে সাথে বসতবাড়ি, অফিস আদালতের পরিমাণও বাড়ছে। মানুষ এখন চায় সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশে সে যেন থাকতে পারে, কাজ করতে পারে। সে কারণে আর্কিটেকচারের বিকল্প কিছুই নেই। এছাড়াও বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে মোটা অংকের বিনিময়ে চাকরি করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা জরুরি। আর্কিটেকচার ফার্মগুলোর চাহিদাও অনেক।

www.pathagar.org

ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে আরো অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। খুব ভালো **design** করে এখন অনেক আর্কিটেক্ট খুব ভালো আয় করছেন। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। সামনের দিনগুলোতে আরো নতুন নতুন স্থাপনা গড়ে উঠবে। দেশের এই প্রেক্ষাপটে আর্কিটেকচারের বিকল্প নেই। দেশের বাইরেও এ বিষয়ে কর্মসংস্থান অবারিত।

এডমিশন

দেশে বর্তমানে সরকারি তিনটি প্রতিষ্ঠানে **Architecture** পড়ানো হয়-

ক) বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **(BUET)**

খ) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গ) শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এছাড়া বেসরকারিগুলোর মধ্যে অন্যতম-

ক) এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি

খ) ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

গ) নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি

ঘ) স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

ভর্তির যোগ্যতা

প্রথমত বিজ্ঞান শাখায় সকল বিষয়ে ভালো করতে হবে। বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে **A+** থাকলে খুব ভালো হয়। এইচএসসি'তে জি. পি. এ এর উপর থাকলে ভাল হয়। এসএসসি'তে জি.পি.এ ৪.৭ এবং অবশ্যই কম্পিউটার ব্যবহার করে এবং মুক্তহস্তে অঙ্কনে পারদর্শী হতে হবে। যেকোন ছবি আঁকতে পারদর্শিতা ছাড়া আর্কিটেকচার-এ ভালো করা অনেকটাই অসম্ভব।

স্কলারশিপ

দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর স্কলারশিপ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যদি সিজিপিএ ৩.২৫ এর উপর থাকে তাহলে জাপানে, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডায় পড়াশোনা করার জন্য স্কলারশিপ পাওয়া সম্ভব। দেশেও অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি দিয়ে থাকে। **Credit transfer** এর মাধ্যমেও অনেকে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে থাকেন। দেশের চেয়ে বাইরে আর্কিটেকচারের কদর বেশি।

চাকরি

এ বিভাগ হতে পাস করার পর যে কেউ যে কোন **Architectural Consultant** বা **Developer** ফার্মে চাকরির সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি অনেক সুযোগ থাকার কারণে অনেকে চাইলে **3D-animation, 3d-modeling, Autocad drawning, Rendering, Photography ev Graphics-** এর যে কোন কাজ করতে পারেন।

www.pathagar.org

আর্কিটেকচারের প্রয়োজন শুধুমাত্র **building design** এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। চাইলে উল্লিখিত যেকোন একটা কিছু করে ব্যক্তি তার নিজের **Career** গড়ে নিতে পারেন।

গবেষণা

বহির্বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে এবং আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার অনেক সুযোগ রয়েছে। যেমন: মাস্টার্স, পিএইচডি প্রভৃতি এর আওতায় পড়ে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও জাপানে মাস্টার আর্কিটেক্টদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পারবেন। পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম চাকরি করার সুযোগ পেতে পারে এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা।

Visit: www.Architecture-Jobsource.org.

নেভাল আর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং/ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং
(Naval Architecture & Marine Engineering/ Marine Engineering)

বিষয়বস্তু

- বিভিন্ন রকম নৌযান ডিজাইন ও তৈরির কৌশল
- পরিচালনার কৌশল
- পরিত্যক্ত নৌযান থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরির কৌশল

চাহিদা

বাংলাদেশে যেহেতু ছোট ছোট জাহাজ নির্মাণের পথে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অগ্রসর হবে, তাই ভবিষ্যতে এ বিষয়ের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

চাকরি

- **Bangladesh Shipping Corporation,** শিপইয়ার্ডে, ডকে
- দেশি ও বিদেশি, সরকারি এবং বেসরকারি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জাহাজে
- **Bangladesh Navy, BRWTA, BIWTC**

উচ্চশিক্ষা

ক) দেশে : **BUET-G M.S/M.Sc/Ph.D** করতে পারবেন।

খ) বিদেশে : বিদেশে : বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন।

www.pathagar.org

কম্পিউটার এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার সায়েন্স
(Computer & Information Technology/Computer Science & Engineering/Computer Science)

বিষয়বস্তু

- সফটওয়ার তৈরির বিভিন্ন কৌশল
- কম্পিউটার ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির কৌশল
- অটোমেশন এর বিভিন্ন কৌশল
- কমিউনিকেশন এর বিভিন্ন ধাপ ও কৌশল

কোথায় পড়ানো হয়

বাংলাদেশের প্রায় সবকয়টি **Public** বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, **BUET**, সবকয়টি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় **(RUET, DUET, DUET, CUET)**, সিলেট প্রযুক্তি ও প্রকৌশল, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সবকয়টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে **Computer Science** অথবা **Computer Science and Engineering** অথবা **Computer & Information Technology** বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়।

দেশের বাইরে বিশ্বের প্রায় সবদেশেই এটি পড়ানো হয়।

মেয়াদ

Puplic University গুলোতে ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স এবং **MS** এক বছর।

খরচ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খরচ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খরচ অত্যন্ত বেশি।

ভর্তি

S.S.C (A_বা O-level), H.SC (A_বা A-level) পরীক্ষা গুলোতে **English, Math, Physics, Higher Math, Chemistry** বিষয়সমূহে অবশ্যই ন্যূনতম **A grade** পেতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম **grade** এ ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায়।

স্কলারশিপ

দেশেঃ ভার্সিটি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক। জিয়াউর রহমান **ICT** স্কলারশিপ

www.pathagar.org

বিদেশে: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/কোম্পানি কর্তৃক গবেষণা বৃত্তি।

চাকরি

দেশে: সরকারি **Sector** গুলোতে বিশেষ করে পরমাণু শক্তি কমিশন, **Traffic Controlling, E-Governence, Satellity Transmission,** রেল যোগাযোগ-এ কম্পিউটার এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এই সমস্ত **field**-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া সম্ভব আবার বেসরকারি সেক্টরসমূহে **CSE** বা **CS** এর গ্র্যাজুয়েটদের চাকরি সুযোগ আরও বেশি। এসব ক্ষেত্রে এদের পদের নাম হয়ে থাকে–

(i) Software Enginer & Programmer.
(ii) IT Professional
(iii) Network Administration, System Analyst.
(iv) Web Mastering & Developing
(v) Graphics Designer
(vi) Simulation & Animation এর কাজের জন্য চলচ্চিত্রে **Special effect** তৈরিতে, **cartoon** ছবিগুলোতে এর ব্যবহার চলছে বর্তমান সময়ে।
(vii) Virtual reality এর মাধ্যম হিসেবে
(viii) Desktop publishing বিভিন্ন বই পুস্তক লেখা লেখি, ছাপানো
(ix) Multimedia : একই সাথে **test, soured, static & dynamic image** নিয়ে কাজের মাধ্যমে অনেক বাস্তব সম্মত কাজ করা যায়।

বেতন

দেশে চাকরির ক্ষেত্র ব্যাপক। আবার বিদেশে বিশেষ করে **Microsoft** এর মতো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়া সম্ভব যদি **Programming** - এ খুব ভাল করা যায়। এজন্য বিভিন্ন **Programing Contest**-এ অংশ নিতে হবে এবং প্রচুর **Practice** করতে হবে। **World aiming Competiting**-এ অংশ নিয়ে ও প্রচুর সুনাম বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন **Software Exhigition, Hardware** প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক **Electronic** যন্ত্রপাতি তৈরি ও **Exhibition** করে নিজেকে দেশে ও বিদেশে পরিচিত এবং পূর্ণাঙ্গ পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
(Mechanical Engineering)

বিষয়বস্তু

সাধারণত যন্ত্রকৌশল বিভাগে **energy** এর উপর জোর দেয়া হয়। বিশেষ করে এক **Form** থেকে আরেক **form**-এ **Energy** এর রূপান্তর, এর **transmission** এবং ব্যবহার

www.pathagar.org

পড়ানো হয়। এছাড়া **Mechanics related** বিষয়গুলো বেশি পড়ানো হয়। **Fluid mechanics, Heat transfer, Environmental pollution control** এবং অন্যান্য **multidesciplinary** বিষয়গুলো পড়ানো হয়।

চাকরি

সমগ্র পৃথিবীতে এই **Subject** এর বেশ ভালো চাহিদা আছে। **Energy related** ক্ষেত্রগুলোতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা অনেক। বিশ্বের বড় বড় **Automobile** কোম্পানিগুলোতে **Mechanical Designer** দের প্রচুর চাহিদা। এছাড়াও **Fluid mechanics-** এ একটি শাখা **CFT**-তে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। ভবিষ্যতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা আরো বাড়বে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বেশি না থাকলেও কম নেই। অনেক **Multinational** কোম্পানি বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য চেষ্টা করছে। এছাড়া প্রতিটি **Factory** বিশেষ করে **Textile Factory** তে **Mechanical Engineer** দের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

কোথায় পড়ানো হয়

দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে **BUET, KUET, RUET, CUET**-এ **Subject** পড়ানো হয়। তাছাড়া কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হয়।

উচ্চশিক্ষা

দেশে : **BUET, RUET, KUET, CUET** এ **Masters** এবং **PhD** এর সুযোগ রয়েছে।

বিদেশে : প্রায় প্রতিটি দেশের **Engineering Faculty**, **MS** এবং **PhD**-এর সুযোগ রয়েছে।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
(Chemical Engineering)

বিষয়বস্তু

Chemistry কে **base** ধরে যে **Application** সেসব বিষয়। পাম্প, বয়লার, **distillation** ইত্যাদির সঙ্গে **Related** জিনিস পড়ানো হয়।

চাহিদা

বাংলাদেশে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ড কম। তারপরেও মোটামুটি চাকরি হয়ে যায়। বিভিন্ন **private sector** এ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ দেয়, তবে খুব কম পরিমাণে

www.pathagar.org

নেয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মোটামুটি একই রকম। তবে বিদেশে ভালো সুযোগ রয়েছে।

কোথায় পড়ানো হয়

দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বুয়েট এবং সিলেট শাহজালালে পড়ানো হয়। এছাড়া **Stamford University** তেও পড়ানো হয়।

স্কলারশিপ

বুয়েট কেমিক্যালের বেশকিছু স্কলারশিপ রয়েছে। এছাড়া বাইরের স্কলারশিপই বেশি। মূলত **Subject** টি পড়ে বাইরে যাওয়াটাই ভালো।

চাকরি

দেশে **Square, Unilever, Beximco etc** এবং সরকারি মেট্রোবাংলা, তিতাস, সারকারখানা গুলো, **Cement factory** তে চাকরি হয়।

উচ্চশিক্ষা

বুয়েট **MS. PhD** পর্যন্ত করানো হয়।

আরবান এন্ড রেজিওন্যাল প্ল্যানিং
(Urban & Regional Planning)

বিষয়বস্তু

- একটি নতুন শহর বা হাউজিং এস্টেট গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞান।
- গ্রাম থেকে নগরায়ণের পদ্ধতি, প্রভাব, সুফল ও কুফল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।

চাহিদা

বর্তমানে দেশ এবং বিদেশে এই বিষয়ের চাহিদা মোটামুটি ভাল। তবে, একজন ভাল প্ল্যানারের যথেষ্ট চাহিদা আছে। যেহেতু রিয়্যাল এস্টেট বিজনেস বাংলাদেশে খুব দ্রুত এগোচ্ছে তাই এ বিষয়ের চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। উপরন্তু, স্থাপত্যকলার সাথেও এই বিষয়ের অনেক মিল থাকায় এই বিষয়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

কোথায় পড়বেন

দেশে: বুয়েট, শাবিপ্রবি, জাবি, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিদেশে: প্রায় সব খ্যাতনামা ও মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে স্থাপত্য-কলা আছে।

স্কলারশিপ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপার্টমেন্টাল স্কলারশিপ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে এই বিষয়ের উপর স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

উচ্চশিক্ষা

দেশে: বুয়েট, শাবিপ্রবি, জাবি

বিদেশে : প্রায় সব খ্যাতনামা ও মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.org

চাকরি সুবিধা

১। রাজউক,
২। বিভিন্ন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এ,
৩। রিয়েল এস্টেট কোম্পানি,
৪। ডিজাইনিং ফার্ম,
৫। বিভিন্ন প্রজেক্টে প্ল্যানার হিসেবে,
৬। এছাড়াও স্নাতক পাসের পর অন্যান্য সব বিষয়ের মত সাধারণ ক্ষেত্রগুলোতে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং
(Industrial & Production Engineering)

বিষয় বস্তু

- প্রডাকশন ম্যানেজমেন্ট
- ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট
- মেকানিক্যাল ম্যানেজমেন্ট
- প্রফিটেবল মেকানিক্যাল ডিজাইন

চাহিদা

বর্তমানে দেশে ও বিদেশে এ বিষয়ের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। একই সাথে একজন বিজনেস ম্যানেজার এবং প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ একজন আই.পি.ই. ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে করানো হয় বলে ভবিষ্যতেও এর ব্যাপক চাহিদা থাকবে বলে আশা করা যায়।

কোথায় পড়বেন

দেশে: বুয়েট, শাবিপ্রবি, রুয়েট, কুয়েট।
বিদেশে: কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেমন- আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত; ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউ: মালয়েশিয়া ইত্যাদি জায়গায় এবং অধিকাংশ খ্যাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট" নামে **IPE**-এর প্যারালাল সাবজেক্ট আছে।

স্কলারশিপ

- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপার্টমেন্টাল স্কলারশিপ।
- বিদেশে বিভিন্ন প্রডাকশন কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত স্কলারশিপ।

উচ্চশিক্ষা

দেশে: বুয়েট, শাবিপ্রবি
বিদেশে: প্রায় সব খ্যাতনামা ও মাঝারি মানের **Varsity** তবে **USA** তে উচ্চশিক্ষায় যথেষ্ট সুযোগ ও চাহিদা আছে।

www.pathagar.org

চাকরি সুবিধা

১। **British American Tobaco (BAT)**

২। প্রডাকশন কোম্পানি, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, গার্মেন্টস,

৩। ম্যানেজমেন্টের কাজের জন্য যেকোন কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস এক্সিকিউটিভ হিসেবে।

গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং
(Glass & Ceramic Engineering)

ডিপার্টমেন্ট এর নাম গ্লাস এন্ড সিরাামিক ইঞ্জিনিয়ারিং (জিসই)। বিদেশে সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং নামে ডিপার্টমেন্ট থাকলেও বর্তমানে গ্লাসের ব্যাপক চাহিদা ও ব্যবহার এর জন্য বাংলাদেশে সিরামিক এর সাথে গ্লাস যোগ করা হয়েছে। গ্লাস ও সিরামিক মূলত একই, সিরামিক ম্যাটেরিয়াল থেকেই গ্লাস তৈরি হয়। সকল গ্লাস ই সিরামিক কিন্তু সকল সিরামিক গ্লাস নয়। নাম শুনে অধিকাংশ লোকের মনে হবে থালা-বাসন, টাইলসের ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আমরা অনেকেই জানিনা পৃথিবীতে ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে মেটাল ও প্লাস্টিক বাদে প্রায় সবই সিরামিক। সিরামিক এর ব্যবহার ও বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। আধুনিক বিজ্ঞান এ এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক।

যেমন: **Electronic Device, Computer Hard disk, Processor, Micro-chip, Automotive, Bio-medical, Hardware, White ware, Cement, concrete, Aeroplane, Insulator, Satellite, Tiles, Nuclear plant, optical fiber, Sensor, Sollar cell, Fuel cell, Capacitor, Semi-Conductor, Refractorines, Turbine Blades, Cathodes, Heat Excharnger, Gas turbine, Aerospace, Nozzles, Sim card, Memory card, laboratory instrument, abrasives, Heat Engine, Laser** ইত্যাদি আরো অসংখ্য ব্যবহার আছে (সব বলে শেষ করা যাবে না)

কর্মক্ষেত্র

বাংলাদেশে প্রায় ২০০টির বেশি গ্লাস-সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি ও অনেকগুলো সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আছে। রয়েছে বিভিন্ন **Multi National Company** বাংলাদেশে এর রপ্তানি কৃত আয়ের মধ্যে পোশাক শিল্পের পরেই সিরামিক খাত এর অবস্থান। খুশির খবর হলো প্রতি বছর এই খাতে ১৫-১৭% আরও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র যোগ হচ্ছে। রয়েছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট, উসমানিয়া গ্লাস শিট সহ অন্যান্য সরকারি চাকরির সুযোগ। তাই চাকরি নিয়ে আলাদা টেনশন এর প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া দেশের বাইরে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ তো থাকছেই, দেশের বাইরে গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ার এর প্রচুর চাহিদা যেমন : **India, Germany, United**

www.pathagar.org

Kingdom, Eastern Europe, Italy, Brazil, Japan, Korea, China, England etc. বিদেশে একজন সিরামিক ইঞ্জিনিয়ার এর বার্ষিক আয় প্রায় ৮৫৬৬০ ইউ.এস ডলার। গ্লাস-সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারদের আরও চাকরির ক্ষেত্র হলো-

- ▲ **Decorative ware Industry,**
- ▲ **Research Firm,**
- ▲ **Laboratories,**
- ▲ **Engine Component Manufacturing Firm;**
- ▲ **Enamel Factories,**
- ▲ **Steal Industry,**
- ▲ **Plastic or Polymer industry,**
- ▲ **Hardware industry,**
- ▲ **Nuclear Plant,**
- ▲ **Solar Panel,**
- ▲ **Bio-Medical Industry, etc.**

কোথায় পড়বেন

গ্লাস সিরামিক এর ব্যাপক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে "রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)" এ একমাত্র ২০১১-১২ সেশন থেকে গ্লাস-সিরামিক এর উপর বি.এস.সি কোর্স চালু করে। যদিও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এ আগে এম.এস.সি ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিটিউট এ (চার বছর মেয়াদি) ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে।

কোর্স সমূহ

যদিও ডিপার্টমেন্ট গ্লাস এন্ড সিরামিক এর তবুও মূলত ম্যাটেরিয়াল, মেটাল এবং ট্র্যাডিশনাল ও এডভান্স গ্লাস সিরামিক এর আলোচনার মুল বিষয়বস্তু।

এছাড়া **Mechanical Engineering, Industrial and Production Engineering, Nanotechnology, Physics, Chemistry, Math, Accounting, Dcono-mics, Programming, CAD-CAM, English** সহ আরো অনেক **Department, Non Departmental Course** পড়ানো হয়। সর্বোপরি বলা যায়, এই ডিপার্টমেন্ট এ রয়েছে নিজের মেধা ব্যবহার করার সর্বোচ্চ সুযোগ, যেখানে সিজিপিএ-র চেয়ে দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।

উচ্চশিক্ষা

বিশ্বের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় **Glass and Ceramic** এ উচ্চশিক্ষা ছাড়াও **Materials Science** এর বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ আছে এবং প্রচুর স্কলারশিপ পাওয়া যায়। **Nuclear Engineering** কেও এ বিভাগ থেকে পাস করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া যায়।

www.pathagar.org

বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
(Biomedical Engineering)

প্রকৌশলবিদ্যার নতুন সংযোজন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং। এটা বিগত কয়েক দশক ধরে ব্যাপকতা পেয়েছে। তুলনামূলক নতুন ও আকর্ষণীয় এই ক্ষেত্র মেডিসিনবিদ্যায় ব্যাপক বিপ্লব এনেছে। একে চিকিৎসাক্ষেত্রে উন্নত করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার অনুপ্রবেশ বললে ভুল হবে না। এই বিদ্যার উদ্দেশ্য হল মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর সমন্বয় যা চিকিৎসাক্ষেত্রের বাধাগুলো দূর করবে। অবাক হওয়ার মত তথ্য হলো বিশ্বের ১০টা বড় শহরে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পারদর্শী নার্সদের পর্যন্ত বেশ চাহিদা। নার্সদের এ অবস্থা হলে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা সহজেই অনুমেয়। আসলেই তাই।

কি কাজ করে এরা?

একজন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তার কর্মক্ষেত্রে বায়োলজিকাল টিস্যু অথবা মেডিসিন সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যা বিশ্লেষণ করেন এবং এটাকে কিভাবে সমাধান করা যায় তা বের করেন। তারা কৃত্রিম অঙ্গ ডিজাইন করেন এবং সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল তৈরি করেন, সেই কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি করতে। আচ্ছা ধরি, একজন ছেলে জন্ম থেকে কানে শোনে না। তার কি আর কখনো শোনা হবে না। না, তা নয়। আজকের এই ইঞ্জিনিয়ারিং তাকে দিতে পারে শোনার মত সেই ক্ষমতা। ঐ ছেলেটার কানের ককলিয়া দিয়ে শব্দ যায় না। এক্ষেত্রে একজন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এই ককলিয়া এর কৃত্রিম অংগ প্রতিস্থাপন করবেন। একজন কানা মানুষ তার চোখের আলো ফেরানো যায় কিভাবে তা নিয়ে গবেষণা করবেন।

কি আশ্চর্য লাগছে! না অবাক হওয়ার কিছু নেই। অদূর ভবিষ্যতে এরা এমন **Surgery** করবে যা একজন ডাক্তার করতে পারবেনা। বরং ডাক্তার শুধু বলবে তার পেটের অমুক স্থানে **Surgery** করা লাগবে। এই ইঞ্জিনিয়াররা **Automated Surgery Medical Equipment** তৈরি করবে, যা **Surgery** করবে। কি সব নিত্য অথচ মানবসেবী প্রকৌশল চিন্তা-ভাবনা। এখনকার সময়ে কোন লোক accident এ হাত অথবা পা হারিয়ে ফেললে আর বসে নেই। সুতরাং আজকে কৃত্রিম হাত-পা লাগানো যাচ্ছে, এমনকি আমাদের বাংলাদেশে এ কাজ করা হচ্ছে। এ কাজগুলো সম্ভব হয়েছে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কল্যাণে। আবার এরা **Chemistry, physics, mathematics** ব্যবহার করে **Computer simulation** করে নতুন ড্রাগ-থেরাপি, **Drug infusion pump** আবিষ্কার করছে। বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কৃত্রিম হাঁটু, হার্ট ও দাঁতের বিভিন্ন অংশ প্রতিস্থাপন করেন। কোনো ক্ষেত্রে এরা ডিজাইন, উৎপাদন, মেকানিক্যাল যন্ত্র যেমন- **Prosthetics, orthotics, electrical circuits** এর ডিজাইন ও মেডিক্যাল যন্ত্রাংশের **Computer software** উন্নত করে।

www.pathagar.org

আজকে যে আধুনিক **X-ray, computerized tomography** দেখছেন তা কারা করছে বলুন তো? এইসব ইঞ্জিনিয়ার তারবিহীন ডিভাইস দ্বারা অনেক দূর থেকে রোগী ও ডাক্তার এর মধ্যে যোগাযোগ করে। এছাড়া **Exercise, equipment, robots, and therapeutic** তৈরি করা এদের কাজ। বিশ্বে একজন যে **cellular, molecular level, nanotechnology** নিয়ে রমরমা গবেষণা চলছে তা আর কারো না- বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ।

Biomedical Engineering হিসাবে ক্যারিয়ার

একজন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ক্যারিয়ার হিসাবে চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ম্যানেজার, **Physical Therapists**, অধ্যাপক, লেখক ইত্যাদি পেশায় কাজ করার অপার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবসা ও **Field** এ কাজ করতে পারে। জানলে ভালো লাগবে যে ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা এসব জায়গায় কাজ করতে পারে। তবে এরা সাধারণত ইন্ডাস্ট্রি, **academic** শিক্ষাক্ষেত্রে, হাসপাতালে ও সরকারি এজেন্সিগুলোতে কাজ করে থাকে। আর বাইরের দেশে তা প্রসেস ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ হিসাবে কদর আর কদর। বর্তমান বাংলাদেশে বায়োট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, টেকনোওর্থ অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড, হিউম্যান টেকনোওর্থ লিমিটেডের মতো আরও অসংখ্য কোম্পানি রয়েছে যারা ডায়াগনস্টিকের এই মেশিনগুলো বিক্রয় করে থাকে। এই কোম্পানিগুলো যে শুধু মেশিন বিক্রয় করে তা নয়, বিক্রয়-পরবর্তী সেবাও নিশ্চিত করতে হয়। ফলে কোম্পানিগুলোর কাছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কদর অনেক। তাই এই ইঞ্জিনিয়াররা সহজেই এসব কোম্পানিগুলোতে চাকরি পেয়ে থাকেন। সম্মানীও বেশ ভালো। একজন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ২০১১ সালে গড় বার্ষিক আয় ছিল ৮৪,৬৭০ ইউএস ডলার।

কি লাগবে এই ক্যারিয়ার গড়তে

অনেকের ভুল ধারণা যে নতুন কেবল বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এসেছে, কেমন হবে না জানি। আসলে ওই ধরনের কিছু নয়। শুরুতে আমরা বলে দিয়েছি এই সেক্টরের কি গুরুত্ব। নতুন হলে কি হবে, এর রেশ ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। আর মজার বিষয় হল এইটা অনেকটা মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল আর মেডিক্যাল ধরনের। সুতরাং ক্যারিয়ার হিসাবে নিলে ক্ষতি নেই। এছাড়া আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই পেশা খুব চাহিদাজনক হবে। তাই দেরি না করে নেমে পড়ি মাঠে। কি লাগবে যোগ্যতা। সচরাচর **HSC, Alim** পরীক্ষায় **GPA-5** থাকা লাগবে। তবে গোল্ডেন **GPA-5** হলে নিশ্চিত ভাবা যায় যে, পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা হয়ে গেছে। বিশেষ করে পদার্থ, রসায়ন, গণিত এই তিন বিষয়ে **GPA-5** থাকতে হবে। একজন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে গেলে তার আরও যে যে যোগ্যতা লাগবে তা হল সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা, ভালো শ্রোতা হওয়া, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, গণিতে দক্ষ হওয়া এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যেটা হল অন্যজনের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স- ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর সমন্বয়ে গঠিত হবে।

www.pathagar.org

কোথায় পড়া যাবে Biomedical Engineering

আমাদের দেশে **BUET, MIST** তে **Biomedical Engineering** এর উপর **Undergraduate degree** নেয়ার সুযোগ আছে। তবে **Dhaka University** তে **Master's Degree** নতুনভাবে খুলেছে। মজার বিষয় হল, কেউ যদি **BUET** এ **Undergraduate** করতে পারে তবে সে সহজেই অন্যান্য দেশে এর উপর **Higher Study** করতে পারে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সরকারিভাবে ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। যেমন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় হল-

1) The Harvard School Of Engineering And Applied Sciences,
2) Rochester Institute,
3) The University Of Sheffield
4) The Swiss Federal Institute Of Techonology In Lausanne Of Technology
5) The University Of Cambridge.

আর সবচেয়ে ভালো বিষয় হল এইসব বিশ্ববিদ্যালয় **Higher Study**, এই বিষয়ে করতে পারলে আর কথাই নেই। অবলীলাক্রমে হওয়া যাবে নামকরা বিশেষজ্ঞ। আর এই সব জায়গায় একবার কোনো ডিগ্রি নিতে পারলে পিছে সময় ডাকবে।

বিকশিত জীবনের নতুন সাফল্য আনতে হলে অবশ্যই বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিকল্প হতে পারে না। একজন ইঞ্জিনিয়ার মানবসেবার সকল উপাদানকে সন্নিবেশ করে নতুন দিগন্তে তার ডাক শুনাতে পারবে।

www.pathagar.org

পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং
(Petroleum & Mining Engineering)

পেট্রোলিয়াম আর মাইনিং আলাদা সাবজেক্ট হলেও দুইটার থিম অনেকটা একই। তেল, গ্যাস খুঁজে বের করা, আর নিচ থেকে উঠানোর যাবতীয় কার্যক্রম পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাঝে পড়ে। অপর দিকে কয়লা, পাথর থেকে শুরু করে সব ধরনের মিনারেল যেটা মাটির নিচে পাওয়া যায় এগুলো সনাক্ত করা, উঠানোর পদ্ধতি নির্ধারণ করা, ফাইনালি বের করে আনা, এসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনাই হলো মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং।
এনার্জি সেক্টরে তেল, গ্যাস এর অবদান কল্পনাতীত। অধিকাংশ দেশেরই প্রায় ৪০% এনার্জি কয়লা থেকে আসলে ৪০% আসে গ্যাস থেকে।

কর্মক্ষেত্র
ওয়ার্ল্ড এর সবচেয়ে হাইয়েস্ট পেইং জব পেট্রোলিয়াম আর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অনেক বছর ধরেই নির্ধারিত। এই ফিল্ডে জব এর সবচেয়ে মজার বিষয়টা হলো মাসের অর্ধেক সময় ছুটি। অর্থাৎ ১৫ দিন ওয়ার্কিং ডে হলে ১৫ দিন ছুটি।
সমস্যা হচ্ছে জব লোকেশনগুলো একটু রিমোট এলাকায় হয় সাধারণত।
যেহেতু ওয়ার্ল্ডের বড় বড় নামকরা কোম্পানিগুলো পেট্রোলিয়াম আর মাইনিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত, তাই ক্যারিয়ার হিসেবে অনেক উজ্জ্বল কিছু করা সম্ভব। সিনোপেক, মেল, এক্সন মবিল, সাউডি আরামকো, বিপি, টোটাল, সেভরন এর মত জায়গায় ক্যারিয়ার তৈরির বিশাল সুযোগ আছে।

গেলেস্কোর এক্সস্ট্রেটা, বিএইসপি বিলিটন, রিও টিনটো, চাইনা সেনহুয়া এনার্জি এগুলো ওয়ার্ল্ড মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, যেখানেও আছে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ।
বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, কয়লা, পাথরের অধিকাংশ রিজার্ভ পেট্রোবাংলা, বাপেক্স ও এদের অধীনে কিছু কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদের সাথে চুক্তিবদ্ধ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি সেভরন, গেজপর্ম, কনকোফিলিক্স, এদের কার্যক্রম আছে। স্লামবারজার এর মত কোম্পানি বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এসব ইন্ডাস্ট্রিতে পেট্রোলিয়াম অথবা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ক্যারিয়ারের ভালো স্কোপ আছে।

তাছাড়া আমাদের সমুদ্রে রয়েছে বিশাল সম্ভাবনায় গ্যাস ব্লক। এগুলো উঠানোর জন্য প্রচুর প্রকৌশলী প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে আশার খবর হলো পাঁচটা আনটাচ্ড কয়লা খনিকে প্রডাকশনে আনার জন্য কোলবাংলা চালুর কার্যক্রম চালু হবে খুব রিসেন্টলি। এখানে বিশাল অংকের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন পড়বে। সব মিলে বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম আর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারদের বড় সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার আছে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.org

কী পড়ানো হয়

প্রচুর পরিমাণে ম্যাথমেটিক্স আর ডিরাইভেশন সমন্বিত কোর্স নিয়ে গঠিত পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অনেকটা সফটওয়ার নির্ভর। এজন্য প্রোগ্রামিং এ বড় একটা স্কিল ডেভেলপ করতে হয় এই ফিল্ডের এক্সপার্টদের। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অনেকটা নিত্য দিনের সঙ্গী এই সেক্টরটির।

অপরদিকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এ ম্যাথমেটিক্যাল ক্যাল্‌কুলেশন আর থিউরিটিক্যাল নলেজের উপর ভিত্তি করেই ডেভেলপ করতে হয় এটা ফুল মাই অপারেশন কে। এই ফিল্ডে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো এনভায়রনমেন্টাল সেইফটি ও পটিমাইজেশন।

কোথায় পড়বেন

পেট্রোলিয়াম এবং মাইনিং দুইটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এক সংগে চালু আছে। বাংলাদেশে ১৯৫৫ সাল থেকে গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কার শুরু হলেও এর উপর উচ্চতর পড়াশোনা শুরু হয় ১৯৯৫ সালে বুয়েটে মাস্টার্স কোর্স দিয়ে। ১৯৬২ সালে জামালগঞ্জে কয়লা খনি আবিষ্কার শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত এর সংখ্যা ছয়টি। এই দুই বিষয়ে এক্সপার্ট তৈরির উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে প্রথম আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে পেট্রলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট চালু করে প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটি **SUST**। এরপর ২০০৯ সালে **JUST** এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে একমাত্র **CUET** এই সাবজেক্ট চালু করে ২০১০ সালে। সর্বশেষ ২০১৬ সাল থেকে **MIST** ও শুরু করে পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো।

উচ্চশিক্ষা

USA এর নামকরা **Texas A&M University, University of Texas at Austin, Stanford University, University of Tulsa, University of Oklahoma, Texas Tech University, Missouri University of Science and Technology** ইত্যাদিতে পেট্রলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা হয়। এছাড়া **Canada, Australia, Turkey, Saudi Arabia** এসব দেশের টপ র‍্যাংকিং সহ অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিগুলো পেট্রোলিয়াম এর উপর ব্যাচেলর, মাস্টার্স, পিএইচডি ডিগ্রি দিয়ে থাকে।

মাইনিং এর জন্য বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিগুলোও সব **USA, Russia, China, Australia** তে। এছাড়া উন্নত প্রায় সকল দেশেই মাইনিং নিয়ে উচ্চতর গবেষণা হয়ে থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই হলো বইয়ের নলেজের চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল নলেজকে প্রাধান্য দেয়া। তাই এই ফিল্ডেও রয়েছে নিজেকে মেলে ধরার, ক্যারিয়ার করার বিশাল সুযোগ।

www.pathagar.org

অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
(Aeronautical Engineering)

১৯০৬ সালে বিমান তৈরির পর এবং ১৯১৪ সাল থেকে পশ্চিমা বিশ্বের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু হয়েছে। সেই পথের যাত্রী বাংলাদেশও। অ্যারোপ্লেন ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার একজন সনদপ্রাপ্ত প্রকৌশলী, যিনি অ্যারোপ্লেনের সার্বিক প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও উড্ডয়ন সম্পর্কিত জ্ঞানসমৃদ্ধ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ। পাশাপাশি এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীরা এভিয়েশন-সংশ্লিষ্ট সার্বিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। বর্তমানে দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট পেশায় নিয়োজিত কর্মচারীরা সঙ্গত কারণেই অতি উচ্চতর, আকর্ষণীয় এবং সম্মানজনক পদ-পদবি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। চাকরির চাহিদা : **AME** লাইসেন্স এবং এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শুধু এদেশেই নয়, বিশ্বজুড়ে রয়েছে অফুরন্ত চাহিদা। এ পেশায় নিজ দেশের বিভিন্ন এয়ারলাইন্স যেমন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ, ইয়ং ওয়ান, রিজেন্ট এয়ারওয়েজ, নভো এয়ারওয়েজ ইত্যাদি। এ ছাড়া এশিয়া মহাদেশের মালয়েশিয়া, থাই এয়ার ও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এবং মিডল ইস্টের সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ইতিহাদ, এমিরেটস ও গালফ এয়ার এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে এত বেশি চাহিদা যে, কোর্স শেষ হওয়ার আগেই এবং **OJT** করার সময়েই ভালো চাকরির অফার পাওয়া যায়। ইউনাইটেড কলেজ অব এভিয়েশন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। যুক্তরাজ্যের শিক্ষা বোর্ড **BTEC Edexcel**-এর অধীনে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও এভিয়েশন ম্যানেজমেন্টসহ এয়ারলাইন্স-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কোর্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছে। কোর্স পরিচালনার জন্য এই কলেজটিকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। কোর্সের মেয়াদ : এসএসসি বা ও লেভেল পাসের পর ন্যাশনাল ডিপ্লোমা ১৮ মাস, এইচএসসি বা এ লেভেল পাসের পর হায়ার ন্যাশনাল ডিপ্লোমা ১৮ মাস এবং এক বছরে টপ আপ করে বিএসসি ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিবিএ ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করা যায়। প্রয়োজনে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগও রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে **AME** লাইসেন্স করানোর জন্য **EASA** কোর্স ও পাইলট কোর্স এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রয়েছে শর্ট কোর্স এয়ার হোস্টেস/কেবিনক্রু, এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট ও ই-টিকিটিং।

যোগাযোগ:
সেক্টর-৩, রোড-৪, বাড়ি-১৬, উত্তরা, ঢাকা।
ফোন : ০১৯৭০ ৬০৮০৭১, ৭৯১১৮৩১।
ww w.uca.edu.bd

www.pathagar.org

এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট
(Aviation Management)

১. বিবিএ (অনার্স) ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট ও বিএসসি (অনার্স) ইন অ্যারোনটক্যিাল ও এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে এ ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ অব এভিয়েশন টেকনোলজিতে গিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ।

২. বিবিএ (অনার্স) ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট
এটি হল এয়ারলাইন্সের ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনার্স কোর্স যেখানে এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক যেমন- প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, ফুড এন্ড বেভারেজ, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, এয়ারক্রাফট সিক্যুরিটি এন্ড সেফটি, কাস্টমার রিলেশন, গ্রুমিং, এয়ারলাইন্স কার্গো ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ও সেলস, এয়ারপোর্ট অপারেশন, বোর্ডিং কনট্রোল, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, কাস্টমার রিলেশন, এয়ারক্রাফট লিজিং, এয়ারলাইন্স ফাইন্যান্স, এয়ারলাইন্স পলিসি ও আইন কানুন, টিকেট সেলস, কাস্টমার রিলেশন, ট্যুর অপারেশন, ট্যুর গাইড, ট্র্যাভেল এজেন্সি অপারেশন, রিজারভেশন সিস্টেম যেটি আরেকটি দ্রুত ক্রমবর্ধমান গ্লোবাল ক্যারিয়ার। এটি খুবই জনপ্রিয় একটি পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. বিএসসি (অনার্স) ইন অ্যারোনটিক্যাল ও এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং
এটি হল অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর একটি ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স যেখানে মোট ১৪২ ক্রেডিট। ৪ বছরে ৮ সেমিস্টার। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনেকেই প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিষয়ে পড়ার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া শিক্ষার্থীদের জন্য অপেক্ষা করছে নতুন স্বপ্ন, নতুন সম্ভাবনা ।

সময়টা এখন প্রযুক্তির। প্রযুক্তি এখন জীবনরে প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে। বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে। প্রযুক্তি থেকে দূরে থাকা মানেই পিছিয়ে পড়া । প্রযুক্তির বিশ্ব বাস্তবতায় তাই অনেকেই কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উৎসাহিত হচ্ছে। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে নিত্য নতুন বিষয়ও যোগ হচ্ছে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায়। শিক্ষার্থীদের সামনে পেশা জীবনে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনা। তরুণেরা খুঁজে পাচ্ছে নতুন দিকনির্দেশনা। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও প্রকৌশলে বিদ্যমান বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু বিষয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রকৌশল বিদ্যায় এ বিষয়ে এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। বেসরকারি পর্যায়ে এখন বাংলাদেশেও অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে নানা প্রতিষ্ঠানে। বাংলাদেশে বিএসসি ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করা যাচ্ছে কলেজ অব এভিয়শেন টেকনোলজি (ক্যাটেক), উত্তরায় ।

www.pathagar.org

৪. যেমন যোগ্যতা দরকার

বিবিএ (অনার্স) ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট হল অনার্স কোর্স যা মূলত যেকোন বিভাগ হতে এইচ.এস.সি./ এ" লেভেল পাসকৃত শিক্ষার্থীরা করতে পারবে। যেকোন বিভাগ হতে পাসকৃত শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে পারবে। ৪ বছরে ৮ সেমিস্টার ।

৫. জেনে নিন খরচ কেমন

বিবিএ (অনার্স) ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট ৪ বছরে ৮ সেমিস্টার মেয়াদি কোর্স আর প্রতি সেমিস্টারে খরচ পড়বে মাত্র ৪০,০০০ টাকা। বিএসসি ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৪ বছরে ৮ সেমিস্টার মেয়াদি কোর্স আর প্রতি সেমিস্টারে খরচ পড়বে মাত্র ৮৫,০০০ টাকা।

৬. শিক্ষার্থীদের ভাবনা

এখানে সুদূর নরসিংদী হতে পড়তে আসা সুরভী আক্তার বলেন, "ছোটবেলা থেকেই মনে স্বপ্ন ছিল এয়ারলাইন্স-এ কাজ করার। তাই এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করছি। "মিরপুরের শাহানা আক্তার পলি বলেন, "আজকাল অনেক জায়গায় এ ধরণের প্রশিক্ষণের সুযোগ চোখে পড়ে কিন্তু আমি কারিগরি বোর্ড হতে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে জেনে এখানে ভর্তি হই। প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে শেষ করে আমি এখন ঢাকা এয়ারপোর্টে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস অফিসার হিসেবে কাজ করছি।"

অস্ট্রেলিয়ার ক্যানটাস এয়ারে কর্মরত মনসুর আহমেদ বলেন, "আমি কলেজ অব এভিয়েশন টেকনোলজিতে ভর্তি হবার পর নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। নিজের দক্ষতাকে নতুন রূপে গুছিয়ে আমি এখন বিশ্বের অন্যতম একটি প্রথম সারির এয়ারলাইন্স-এ কাজ করছি।"

৭. কর্মক্ষেত্রে চাহিদা কেমন

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই সেক্টরে দিন দিন চাকরির বাজার প্রসারিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে এভিয়েশন সেক্টরে বিপুল দক্ষ লোকের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে জনবল সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এখানে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার এটাই আদর্শ সময়। আজকাল অভিভাবকরা এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ভর্তিযুদ্ধ সন্তানদেরকে নিয়ে হিমশিম খেয়ে যান। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানে ৪ বছরে ৮-১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে পড়াশোনা করেও ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। আর বিদেশে পড়তে যাওয়া খরচ সাপেক্ষ বিষয়। তাই আজকাল কারিগরি ও ভিন্নধর্মী শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। আর এইসব ভিন্ন মাত্রার পেশায় সফলতার হার অনেক বেশি।

এভিয়েশন সেক্টরে বাংলাদেশে রয়েছে চাকরির বিশাল সম্ভাবনা। সরকারি ও বেসরকারি দুই জায়গাতেই চাকরির ক্ষেত্র বিদ্যমান। দেশের প্রতিষ্ঠিত এয়ারলাইন্স শিল্পে রয়েছে দক্ষ ব্যক্তিদের অবারিত কাজের সুযোগ। এছাড়া বিভিন্ন বিদেশী এয়ারলাইন্স-এ যোগ্যতা অনুযায়ী ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ তো রয়েছেই।

www.pathagar.org

কৃষি/মৃত্তিকা বিজ্ঞান ও অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত বিষয়
(Agriculture/Soil Science and Other Related Subjects)

Agriculture is the root of all cultuer অর্থাৎ 'কৃষিই কৃষ্টির মূল'-শো। শো আরো বলেন, যদি শহরকে ধ্বংস করে গ্রাম তৈরি করা হয় তবে এক সময় শহর গড়ে উঠবে। কিন্তু গ্রাম ধ্বংস করে যদি শহর গড়ে উঠে তবে ঐ শহর এক সময় ধ্বংস হবে। এই চিরন্তন বক্তব্যটিই গ্রামীণ অর্থনীতি তথা কৃষির মূল বক্তব্য।

কৃষি ক্ষেত্রের এই দিকটির প্রতি যাদের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, এইচএসসিতে যাদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো তারা বাংলাদেশের কৃষিবিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন অনুষদে ভর্তি হতে পারেন। কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে এ দেশের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হলো শেরবাংলা কৃষি বিদ্যালয় এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মোট ৬টি অনুষদ **(Faculty)** আছে। এগুলো হলো-

(ক) কৃষি অনুষদ
(খ) মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ
(গ) পশুপালন অনুষদ
(ঘ) পশু চিকিৎসা অনুষদ
(ঙ) কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ এবং
(চ) কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ।

কৃষি অনুষদ

কৃষি শিক্ষার সবচেয়ে প্রাচীনতম অনুষদ হল কৃষি অনুষদ। কৃষি নামটা শুনলে খুব সাধারণ মনে হয় কিন্তু বিষয়টি খুব বেশি সাধারণ নয় কারণ এটি এমন একটি বিষয় যেটির বিশেষায়িত বিষয় রয়েছে প্রকারভেদে ১৬ থেকে ২০টি যেমন কৃষিতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব, কৃষি রসায়ন, কৃষি বনায়ন, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, কীটতত্ত্ব, ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি উদ্ভিদবিদ্যা, জৈব-রসায়ন ও অণুজীব বিদ্যা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি তথ্য পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, বীজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি প্রকৌশল। এ সকল বিষয় ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স করা যায়। বাংলাদেশে বিশেষায়িত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে চারটি যথা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; এছাড়াও কৃষি বিষয় রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উচ্চশিক্ষা

কৃষি অনুষদ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়াসহ প্রায় সকল উন্নত দেশের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহজেই স্কলারশিপ নিয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি করা যায়।

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার

প্রথমত; বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC) পরীক্ষায় কৃষিবিদরা টেকনিক্যাল ও সাধারণ উভয় ক্যাডারে আবেদনের সুযোগ পাওয়ায় তারা সরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে সহজেই যোগদান করতে পারেন। কৃষি থেকে পাস করা শিক্ষার্থী বিসিএস এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে পারেন. এছাড়াও বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আম গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ তুলা গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট, উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউটে কৃষিবিদরা কাজ করতে পারেন। এছাড়াও কৃষিবিদরা সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক হিসেবে কাজ করতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি), কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক ফসল গবেষণা ইনস্টিটিউট, মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রে উচ্চ বেতনে কাজ করার সুযাগ রয়েছে। এছাড়াও সার কারখানা, চিনিকল, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি, কীটনাশক তৈরির কারখানা ব্র্যাক, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতেও কাজ করছেন কৃষিবিদরা। প্রায় সকল বেসরকারি কোম্পানিতে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা রয়েছে। বিশেষভাবে কোল পাওয়ার জেনারেশন বাংলাদেশ লিঃ, জিল বাংলা সুগার মিলস লিঃ, পাবনা সুগার মিলস লিঃ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও যেমন এশিয়া ফাউন্ডেশন অ্যাকশন- এইড বাংলাদেশ প্র্যাক্টিক্যাল আকশন, ইউএস এআইডি, আই এফ এ ডি, ইউএসডিএ, ড্যানিডা, এফএও এর মত বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুযোগ রয়েছে।

মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রায় ২১৩টা নদী বয়ে গেছে এছাড়া ও অসংখ্য খাল-বিল পুকুর বাংলাদেশে রয়েছে। তাই মৎস্য চাষের অনেক সম্ভাবনা বাংলাদেশে রয়েছে।

কোথায় কোথায় ফিশারিজ পড়া যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ফিশারিজ পড়ানো হয়।

www.pathagar.org

বিদেশে উচ্চশিক্ষা

অন্যান্য বিষয়ের মতো ফিশারিজ বিষয়েও রয়েছে বিশ্ব উন্নয়নশীল দেশে পড়াশোনা করার অফুরন্ত সুযোগ। যেমন- থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান, কানাডা, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাস্ট্রসহ আরও অনেক দেশে নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যাতে রয়েছে পর্যাপ্ত গবেষণার উচ্চশিক্ষার সুযোগ।

ক্যারিয়ার

ফিশারিজ পড়ে আপনি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বিসিএস (মৎস্য অফিসার), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণাকেন্দ্র, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ। মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, চিংড়ি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান, মৎস্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠান, মৎস্য হিমাগার। এছাড়া বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে এনজিও রয়েছে, যাদের আলাদা সাব-প্রজেক্ট হিসেবে একাধিক মৎস্য খামার রয়েছে। যার মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, ড্যানিডা অন্যতম। লক্ষ বেকারের স্বপ্নপূরণের একমাত্র উপায় স্বাবলম্বী হওয়া, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়া। আপনি বাংলা, ইংরেজি, গণিতে লেখাপড়া করে চাকরি ব্যতীত স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ খুব কম পাচ্ছেন। কিন্তু ফিশারিজ এমন একটি পেশা আপনি পেশাগত জীবনে চাকরি না করেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন। আপনি বাড়ির ছাদে ট্যাংক বসিয়ে অথবা বাড়ির পাশে পুকুর খনন করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করে মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করতে পারবেন। আর মৎস্য প্রকল্প করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। এজন্য সরকারি বেসরকারি একাধিক ব্যাংক কৃষি লোন দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ খুলনা বিভাগের লক্ষাধিক তরুণ যুবক বিশেষ করে চিংড়ি, সরপুঁটি চাষ ও রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

পশুপালন ও প্রাণিচিকিৎসাবিদ্যা অনুষদ

বর্তমানে কারিগরি বা প্রায়োগিক বিষয়গুলোর চাহিদা ব্যাপক। ঠিক তেমনি একটি চাহিদাবহুল বিষয় হলো প্রাণিচিকিৎসাবিদ্যা। যারা মানুষের ডাক্তার হতে চান তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রাখা উচিত। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে এই বিষয়ে পড়াশোনা করে বের হওয়ার পর দ্রুতই চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়। দেশে-বিদেশে বিষয়টির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। চাহিদার তুলনায় অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই প্রতি বছর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। কাজেই বিষয়টিকে অবমূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই।

পাঁচ বছর মেয়াদি এই ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) বা অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন (এএসভিএম) কোর্স (৪ থেকে সাড়ে ৪ বছর অ্যাকাডেমিক এবং ৬ মাস থেকে এক বছর ইন্টার্নশিপ) পড়ানো হচ্ছে দেশের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। পড়ানো হয় অ্যানাটমি, হিস্টোলজি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথলজি, প্যারাসাইটোলজি, বায়োটেকনোলজি, ইপিডেমিওলজি, মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি, পোল্ট্রি সায়েন্স, ডেইরি সায়েন্স, নিউট্রিশন অ্যান্ড জেনেটিক্স ইত্যাদি।

www.pathagar.org

এছাড়াও প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে স্ট্যাটিস্টিক, ইকোনোমিক্স, মার্কেটিং, অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, সোশিওলজি ইত্যাদি বিষয়ে। প্রতিটিতেই রয়েছে আলাদাভাবে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ। এছাড়া ইন্টার্নশিপের সময় ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের জন্য দেশ (বিভিন্ন উপজেলাধীন প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল, বিভিন্ন ফার্ম, সিভিএইচ, সাভার ডেইরি ফার্ম, আরডিএ ইত্যাদি) বিদেশ (ভারত, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ) যাওয়ার আকর্ষণীয় সুযোগ। ইন্টার্নশিপের সময় ভাতাও প্রদান করা হয় এবং শিক্ষাজীবনে ৬ মাস অন্তর অন্তর দেয়া হয় ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড আর ভাগ্য ভালো থাকলে কপালে মিলে যেতে পারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৃত্তির সুবিধা।

বাংলাদেশে আমিষের চাহিদা পূরণে ভেটেরিয়ানদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রতিদিন আমরা আরাম করে মুরগির রোস্ট চিবিয়ে যে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি তা ভেটেরিয়ানদের অবদানের কারণেই। প্রতিবছর মাত্র ৫০০-৬০০ জন ভেটেরিয়ান বের হন যা ১৬ কোটি মানুষের দেশে নিতান্তই অপ্রতুল। তাই চাকরির বাজারে বিশেষ করে বেসরকারি খাতে ভেটেরিনারিয়ানদের কদর বেশ ভালোই। তাছাড়া সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা কিন্তু সেই অনুপাতে বের হচ্ছে না ভেটেরিনারিয়ানরা। অন্যান্য বেসরকারি খাতে যখন সমমানের গ্র্যাজুয়েট বেতন পাচ্ছেন ১৮০০০-২০০০০ হাজার টাকা সেখানে একজন ভেটেরিনারিয়ানের বেতন শুরু হয় ৩০০০০-৩৫০০০ টাকা। আর সরকারি চাকরিতে বিসিএসে তো কোটা আছেই। প্রতিবছর সাধারণত ৪০-৫০ জন ভেটেরিনারিয়ান ভেটেরিনারি সার্জন হিসাবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে হলে পড়তে হবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া কয়েকটি অনুমোদিত কলেজ ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পড়ার সুযোগ আছে।
অধ্যয়ন শেষে সুযোগ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন ফার্মের প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক, ভেটেরিনারি কলেজের প্রভাষক, বিসিএস ক্যাডার, এনএসআই কর্মকর্তা, এনবিআর কর্মকর্তা, এটিইও, সরকারি ব্যাংকার, আরভিএফসি (আর্মি) কর্মকর্তা ইত্যাদি হওয়ার। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএনডিপি, এফএও, ডব্লিওএফপি, জাইকাসহ বিভিন্ন সংস্থায় বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরির সুযোগ আছে।

বিভিন্ন এনজিও যেমন- ব্র্যাক, প্রাণ, কাজী ফার্ম, আফতাব গ্রুপসহ অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও লোভনীয় চাকরির সুযোগ আছে
একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, মানুষ কথা বলতে পারে কিন্তু অন্য প্রাণীরা কথা বলতে পারে না তাই তাদের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে ও তাদের অনুভূতি বুঝতে হবে। প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে।

www.pathagar.org

কৃষি অর্থনীতি অনুষদ
(Agriculture Economy Faculty)

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। কৃষি অর্থনীতিবিদরা কার্যকরী গবেষণা ও যুগোপযোগী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি খাতে এনে দিয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। যার ফলে বাংলাদেশ আজ নিজস্ব খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করতে ও দূর্যোগ কবলিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে খাদ্য সহায়তা পাঠাতে সক্ষম হয়ছে। কৃষি অর্থনীতির অগ্রগতি সাধন করে যারা বাংলাদেশের উন্নয়নে আত্মনিয়াগ করতে চান তাদেরকে কৃষি অর্থনীতিবিদ হিসেবে গড়ে তুলতে বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক শ্রেণিতে কৃষি অর্থনীতি পড়ানো হয়।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদের অধীনে চার বছর মেয়াদি কোর্সে বি.এস.সি ইন অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এই অনুষদে প্রতি বছর ৭৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আবেদনের জন্য প্রার্থীর এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদা আলাদাভাবে চতুর্থ বিষয় বাদে জিপিএ ৩.০০সহ মোট জিপিএ ৭.০০ থাকতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে চার বছর মেয়াদি কোর্সে বি.এস.সি ইন অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স (সম্মান) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এই অনুষদে সাধারণ শিক্ষার্থী ১২৬ জন, মুক্তিযোদ্ধা কোঠায় ৬ জন, উপজাতি কোঠায় ১ জনসহ প্রতি বছর মোট ১৩৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আবেদনের যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসিতে চতুর্থ বিষয় বাদে মোট জিপিএ ৯.০০ পেতে হবে। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মোট ১২০০০ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এই বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদে চার বছর মেয়াদি কোর্সে বি.এস.সি ইন অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এই অনুষদে প্রতি বছর ৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আবেদনকারীর যোগ্যতা হিসেবে এসএসসি ও এইচএসসিতে চতুর্থ বিষয় বাদে আলাদাভাবে জিপিএ ৩.৫০ ও সম্মিলিতভাবে জিপিএ ৭.৫০ থাকতে হবে।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এই অনুষদে কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে চার বছর মেয়াদি কোর্সে বি.এস.সি ইন এগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স (সম্মান) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। প্রতি বছর ৫৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আবেদনকারীকে এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদা ভাবে চতুর্থ বিষয় বাদে জিপিএ ৩.০০ ও সম্মিলিতভাবে ৭.৫০ পেতে হব।

www.pathagar.org

হাজী মুহম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় অনুষদে চার বছর মেয়াদি কোর্সে বি.এস.সি ইন অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স (সম্মান) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। প্রতি বছর ১২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এছাড়াও দেশের একমাত্র বেসরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় "এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ" এ কৃষি অর্থনীতি বিষয় স্নাতক কোর্স চালু রয়েছে।

বাংলাদেশে কৃষি অর্থনীতিবিদের কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত। রয়েছে সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনের সম্মানজনক চাকরির সুযোগ।

সরকারি

বাংলাদেশ কর্মকমিশনের মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতিবিদদেরকে জেলা পর্যায় প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে নিয়াগ দেয়া হয়। যা উপজেলা পর্যায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে কৃষি বাজারজাতকরণ বিভাগে চাকরির বিশেষ সুযোগ।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক শস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ রয়ছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি ব্যাংকসহ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, টিএমএসএস, প্রশিকাসহ বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকে রয়েছে বিশেষ সুযোগ

কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যখন মানুষের পদচারণা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে তখন একটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ গড়তে কৃষি ব্যবস্থায় যোগ হয়েছে যন্ত্রায়ণ ও প্রকৌশল ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করছে। ফলে কৃষি কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। এই সকল প্রযুক্তির জন্য বাংলাদেশ আজ বিশ্বে সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, মাছ উৎপাদনে পঞ্চম, আম উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম এবং আলু উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে। কৃষি প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তুলতে বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

www.pathagar.org

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) থেকে পড়াশোনা করে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী তাদের কর্মক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলছে। বর্তমানে প্রতিবছর বি.এস.সি কোর্সে ১০০ জন করে শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) এ ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি'র আওতায় ২০০৯ সাল থেকে বি.এস.সি ইন অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ শিক্ষাথীরা পড়াশোনা করে আসছে। বতর্মানে প্রতিবছর ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বিষয়ে অধ্যয়ন করছে। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) তে ২০১২ সাল থেকে অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি.এস.সি কোর্সে প্রতিবছর ৬০ জন করে ভর্তি হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এ এম.এস.সি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়া শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এর আওতায় গবেষণা কর্ম চলছে এবং ভবিষ্যতে এখানে আরও প্রোগ্রাম চালু হবে।

কর্মক্ষেত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটসমূহ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে **BARI, BRRI, WRI, RRI, FAO** সহ গম, পাট, ইক্ষু, মসলা, চিনি, ডাল, মৃত্তিকা, রেশম, তুলা, চা, বন, আমসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরির সুযোগ।

সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে **BADC, BMDA, DAE, RDA,WDB, WASA,** পানি বিদ্যুৎ এ চাকরির সুযোগ।

সহকারী ম্যানেজার হিসেবে **Rural Electrification board (REB)** তে চাকরির সুযোগ।

ম্যানেজার হিসেবে **Farm Machines and tractor cooperatives, Farm Operation and Mabagement, CNG conversion center** সহ বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ।

সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, বীমা ও প্রতিষ্ঠাসমূহে চাকরির সুযোগ।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা

USA, Australia, Canada, UK, UAE, Swden, Switzerland, Japan, Belgium, Italy, France, Germany, Spain, Chaina, Russia, Netherland, Hong Kong, New Zealand, Philippines mn wewfbœ দেশে **Scholarship**.

বর্তমানে ১টি মাত্র ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে পছন্দক্রম অনুযায়ী যেকোন অনুষদে ভর্তি হওয়া যায়।

www.pathagar.org

এখন **Grading** পদ্ধতিদে **GPA** ৩ হলে আবেদন করতে পারেন। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষিবিদ্যালয় ছাড়াও হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার জন্য উচ্চতর প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সিলেট ও চট্টগ্রামে ভেটিরিনারি কলেজ আছে, যেখানে শুধুমাত্র পশু চিকিৎসা অনুষদে মোট আসনের ১০ গুণ প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়। আবেদনের জন্য এইচএসসি-তে গণিত এবং জীববিজ্ঞান থাকা জরুরি। কৃষি শিক্ষা সাধারণত ৪ বছরের কোর্স। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরে মোট ৮টি সেমিস্টারে কোর্স শেষ করা হয়। প্রতি কোর্সের ফলাফল চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত। জিপিএ ৪ এর মধ্যেই **grading** করা হয়। ৪ বছরের অনার্স শেষ করে কোন শিক্ষার্থী দুই বছরের জন্য **MS** কোর্স করতে পারেন **MS** কোর্সের পর দেশে বা বিদেশে **PhD** করা সহজ এবং ফলাফল গ্রহণযোগ্য।

কৃষি সম্পর্কিত যে কোন অনুষদে অধ্যয়নে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো অধ্যয়ন শেষে যেকোন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা যায়। বিশেষ করে **BCS** সহ যে কোন চাকরির সাক্ষাৎকার খুব ভালো হয়। কারণ ছাত্রজীবনে বারবার মৌখিক পরীক্ষা দেবার কারণে ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের প্রত্যয় **(Confidence)** জন্মে যার সুফল প্রার্থী বরাবরই পেয়ে থাকে।

এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির অবদানের কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি অনুষদ চালু হয়েছে। কৃষি ও কৃষির বিভিন্ন অনুষদের পাশাপাশি মৃত্তিকা বিজ্ঞান **(Soil Science)** এবং জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান) বিষয়ে ছাত্ররা কৃষি সম্পর্কিত **(Agriculture related)** কর্মে চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছে। বিসিএস (পশুপালন/পশুসম্পদ), বিসিএস (মৎস্য), বিসিএস (কৃষি) সম্পর্কিত পদগুলো শুধুমাত্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ে অধ্যয়ন অনেকটা লাভজনক এবং আধুনিকও বটে। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও-তে চাকরির ক্ষেত্রে কৃষিবিদদের চাহিদা অনেক বেশি। এদেশের প্রতিটি উপজেলায় কৃষিবিদদের জন্য অনেকগুলো প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদ রয়েছে। এছাড়া অনেক কৃষিবিদ আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেরা উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 'প্রাণ পণ্য' তন্মধ্যে অন্যতম।

www.pathagar.org

পদার্থ বিজ্ঞান (Physics)

যা পড়ানো হয়

পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণত পদার্থের মৌলিক গুণাবলী, পদার্থের গঠন, শক্তি এবং পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে কাজ করা হয়ে থাকে। পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ব্যাপক। যেমন একাধারে বিশ্ব সৃষ্টির বিষয় নিয়ে এর আলোচনা, আবার পদার্থের অতি ক্ষুদ্র কণিকাসমূহ যেমন অণু, পরমাণু এবং তাদের গঠন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পদার্থ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। পদার্থ বিজ্ঞানকে **King of the subjects** বলে থাকেন কেউ কেউ। এই **basic subject** পরিবর্তনকালে অনেকগুলো শাখা প্রশাখার উৎপত্তি হয়েছে। **Applied Physics, Electronics, Molecular Physics, Solid State Physics, Reactor Physics, Atmospheric Physics, Material Scincw, Health Physics. Plasma Physics, Geo Physics, Atomic Pyhsics** ইত্যাদি এই বিষয়ের শাখা প্রশাখা। বর্তমান সময়ে এর প্রায়োগিক দিকটি প্রাধান্য পাচ্ছে বলে **Basic Physics-** এর চর্চা বহির্বিশ্বে এবং এদেশেও বহুলাংশে কমে গিয়েছে। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় সমসাময়িক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান বা **Theoretical Physics** নামে একটি বিষয় পড়ানো শুরু হয়েছে, যার মূল বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করা যায় এভাবে: **"Theoretical physics is a branch of physics which employs mathematical models and abstractions of physical objects and systems to rationalize, explain and predict natural phenomena. This is in contrast to experimental physics, which uses experimental tools to probe these phenomena"**

চাহিদা

গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে পদার্থ বিজ্ঞানের চাহিদা সমস্ত বিষয়ের মধ্যে তুঙ্গে। এই অবস্থা দেশ এবং বিদেশ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে এই অবস্থান অনেক নিচে নেমে এসেছে। তবে basic subject হিসেবে স্কুল, কলেজ, সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও পদার্থবিদ্যা পড়ানো হয়। **Major subcject** হিসেবে, তাই এর চাহিদা এখনও রয়েছে, বেশ কিছুটা। যারা গণিতে ভাল, তারা এই বিষয়ে ভাল করতে পারে।

ভর্তির নিয়মাবলী

এইচএসসি-তে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর থাকতে হবে। এ বিভাগে ভর্তির জন্য। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য নিয়ম একই রকম নয়।

কোথায় পড়ানো হয়

এ দেশের সমস্ত সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং অনেক কলেজেই এই বিষয় অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয়ে থাকে। **BUET**-এ শুধুমাত্র এমফিল এবং পিএইচডি দেয়া হয় এই বিষয়ে।

www.pathagar.org

উচ্চশিক্ষা

দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি করার ব্যাপক সুবিধা রয়েছে।

চাকরির সুবিধা

বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবলিক ও প্রাইভেট) শিক্ষকতা, আণবিক শক্তি কমিশন, অন্যান্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল, কলেজে শিক্ষকতা করার সুযোগ রয়েছে এই বিষয়ের মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের জন্য। বিসিএস করে চাকরিতে যোগদান করা ছাড়াও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে এই বিভাগের গ্র্যাজুয়েটরা ভাল করে থাকে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কলেজে এর চাহিদা বেশ ভাল।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়সমূহের মধ্যে বর্তমানে এর অবস্থান মাঝারি থেকে কিছুটা উপরের দিকে।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

স্কলারশিপ

দেশে : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বৃত্তি।
বিদেশে : সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বৃত্তি।

রসায়ন (Chemistry)

পঠিতব্য বিষয়

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের একটি শাখা বিধায় রসায়নের পাঠদান একেবারে গোড়া থেকেই শুরু হয়। উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাসগুলোর বিষয়সমূহকে বিস্তারিত পড়ানো হয়। আর তখনই শুরু হয় রসায়নের মূল উচ্চতর শিক্ষা।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রামসহ সাধারণ সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে এই বিষয়টি পড়ানো হয়। সেদিক থেকে এটি বেশ **Common subject**।

www.pathagar.org

চাহিদা ও ভবিষ্যৎ

প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ রসায়নের চেয়ে বর্তমানে ফলিত রসায়ন, রাসায়নিক প্রযুক্তি বিষয়গুলোর চাহিদা অনেক বেশি। এর কারণ **Pharmaceutical Industry, Chemical industry** এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ। তবে এই বিষয়ের মূল চাহিদা শিক্ষকতা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এছাড়া **BCS** তো যেকোন বিষয় থেকেই দেয়া যায়। **Rating** বলতে গেলে এর স্থান মাঝামাঝি।

স্কলারশিপ

বৃত্তি মূলত উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রযোজ্য যা গবেষণার জন্যই প্রদান করা হয়। মূলত বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি দেয়া হয়। **Australlia, Canada, UK, USA, Japan** ও **Korea-** তে **Scholarship** পাওয়া যেতে পারে যার সবই Postgraduate শিক্ষার জন্য। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য **Scholarship** রয়েছে।

চাকরি

নিম্নোক্ত **Option** গুলো থাকতে পারে-

* শিক্ষকতায় ভালো ফলাফল করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে, নয়তো স্কুল ও কলেজে, **BCS** সাপেক্ষে সরকারি কলেজে।

* শিল্প প্রতিষ্ঠানে মান নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য চাকরি, মূলত ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বা ফার্মেসির প্রাধান্য।

* সাধারণ **BCS-** শিক্ষকতা ছাড়াও **BCS-** এর যেকোন অঙ্গনে চাকরি রয়েছে যার সাথে রসায়নের কোন সম্পর্ক নেই।

* সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ- **BCSIR, BSTI** ও অন্যান্য সরকারি চাকরি।

ফলিত রসায়ন (Applied Chemistry)

বিষয়বস্তু

এ বিষয়ের শিক্ষার্থীকে কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে কেমিস্ট্রির প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে **Chemical synthesis, Processing, Separation, purification** ইত্যাদি পড়ানো হয়ে থাকে।

চাহিদা

এই বিষয়ের চাহিদা বর্তমানে খুব বেশি ভাল না হলেও খারাপ নয়। তবে দেশে ইন্ডাস্ট্রি বৃদ্ধির সাথে সাথে এই বিষয়ের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বাইরে উন্নত

www.pathagar.org

দেশসমূহের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই এই বিষয়ে পড়াশোনার ব্যাপক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

স্কলারশিপ

দেশে: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি।

বিদেশে: এই বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য জাপানেই সবচেয়ে বেশি বৃত্তি পাওয়া যায়। সেখানে সরকারি (মনবুশো) এবং বেসরকারি উভয় ধরনের বৃত্তি প্রদানের সিস্টেম রয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকা তথা উন্নত দেশসমূহের প্রায় সকল দেশেই এই সুবিধা পাওয়া যায়।

চাকরি

দেশে: কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন ডিটারজেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, রাবার ইন্ডাস্ট্রি, সিনথেটিক ইন্ডাস্ট্রি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, লেদার ইন্ডাস্ট্রি, ফুড ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাগ্রো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, **BCIC** ইত্যাদি।

তাছাড়া **BCS** এ অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ রয়েছে।

গণিত (Mathematics)

পঠিতব্য বিষয়

মৌলিক বিষয় হিসেবে ক্যালকুলাস, জ্যামিতি, ম্যাট্রিক্স, ম্যাকানিক্স, ভেক্টর ইত্যাদি পড়ানো হয়। সাথে পদার্থ, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিষয়েও ধারণা দেয়া হয়।

চাহিদা

বিষয় হিসাবে গণিত একটি মাঝারি মানের পছন্দের বিষয়।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর- এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ও এমএসসি কোর্স করানো হয়। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে গণিত বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেবার সুযোগ রযেছে।

উচ্চশিক্ষা

ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডক্টরাল রিসার্চের সীমিত সুযোগ রয়েছে।

বিদেশে ভর্তি

এইচএসসি পরীক্ষার পর পরই যেকোন ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছে করলে বিদেশে এই বিষয়ে ডিগ্রি

www.pathagar.org

নিতে পারে। ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাসহ অনেকগুলো দেশে এই বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্সসহ ডক্টরেট করার সুযোগ রয়েছে।

ভবিষ্যৎ

গণিতবিদরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, কলেজ ও স্কুলসমূহে শিক্ষকতার চাকরি নিতে পারেন। এছাড়া পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ব্যাংকে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। তাছাড়া বিসিএস পরীক্ষায় গণিতবিদদের সাফল্যের হার মোটামুটি ভাল।

স্কলারশিপ

গণিত বিষয়ে পড়ুয়াদের জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশে : (ক) ডাচ বাংলা ব্যাংক বৃত্তি, (খ) ইমদাদ সিতারা ফাউন্ডেশন বৃত্তি বিদেশে : (ক) কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, (খ) মনোবুশো স্কলারশিপ।

পরিসংখ্যান (Statistics)

বিষয়বস্তু

Basic Statistics, Probability, Sampling, Demography, Stochastic Process, Research Methodology etc. Non-major বিষয় হিসেবে **Maths, Economics, Computer Science** প্রভৃতি বিষয়ের সাথে **Statistics** পড়ানো হয়।

কোথায় পড়ানো হয়

দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে এই বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেয়া হয়। দেশের বাইরের প্রথম স্তরের বিষয়গুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পরিসংখ্যান বা Applied Statistics নামের একই ধরনের আরো একটি বিষয় পড়ানো হয়।

যোগ্যতা

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান/ বাণিজ্য/ কলা যে বিভাগেরই ছাত্র-ছাত্রী হোন না কেন গণিতে বি-গ্রেড থাকলে এ বিষয়ে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন।

ভর্তিপ্রক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা 'ক' এবং বাণিজ্য ও কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা 'ঘ' ইউনিটের মাধ্যমে ভর্তি হতে পারেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপর আলাদা ভর্তি পরীক্ষা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রক্রিয়া।

www.pathagar.org

চাকরি

চাকরি **BCS Professional Cadre**-এ কলেজে শিক্ষকতা ছাড়াও প্রতিটি থানায় একজন পরিসংখ্যানবিদের পদ আছে। এছাড়া সরকারি পর্যায়ে পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিসংখ্যান এর গ্র্যাজুয়েটদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বেসরকারি পর্যায়েও ব্যাংক ইন্সুরেন্স, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান পরিসংখ্যানবিদ ছাড়া অচল। এছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজের বেশ সুযোগ রয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন **IMF, WB, ADB, IDB** ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে চাকরি পাবার জন্য উচ্চশিক্ষা যেমন **MS, Ph. D.** প্রভৃতি থাকলে ভাল হয়। **USA, UK** ও **Canada** 'র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা বিশ্ব স্বীকৃত।

স্কলারশিপ

USA, UK ও **Canada** বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ্ব উচ্চশিক্ষার জন্য রেজাল্টের ভিত্তিতে **Scholarship** পাওয়া যায়।

সম্ভাবনা

পরিসংখ্যান বিষয়টি আসলে এমন এক বিষয় যে বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটদের ছাড়া প্রায় সব ধরনের ব্যবসা, শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান অচল। মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে এটি এমন এক বিষয় যার চাহিদা সব সময়ই অন্যগুলো থেকে বেশি। বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগেও এ বিষয়টি নন-মেজর হিসেবে পড়তে হয়। তাই এ বিষয়ে ক্যারিয়ার গঠনে রয়েছে ভাল সম্ভাবনা।

ভূ-তত্ত্ব/ ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা
(Geology/ Geology & Mining)

যা পড়ানো হয়

ক. পৃথিবীর ভৌতিক গঠন

খ. গঠনগত উপাদান। এর আকার ও প্রকৃতি

গ. ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ (কেন্দ্র ভূস্তর পর্যন্ত) বিভিন্ন শিলার প্রকৃতি, উপাদান, বয়স, গুরুত্ব ইত্যাদি।

ঘ. সাগর, মহাসাগর, নদ-নদী ভৌতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ **(Geomorpic Characterstics)**

ঙ. প্রাকৃতিক সম্পদ আরোহণ (তেল, গ্যাস, ভারী মনিক, কয়লা, আয়রন, অভ্র, জিপসাম) এবং এদের রিজার্ভ আহরণের উপায় অর্থাৎ বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন- **Seismic Survey, Gravity Survey, Magnetic Survey, Electrical Survey etc.**

চ. **Solar System**

www.pathagar.org

ছ. ভূ-রসায়ন, ভূ-পদার্থ বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান এবং
জ. ভূমিকম্প ও সুনামি বিষয়ক, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি।

কোথায় পড়ানো হয়

DU. JU. RU- তে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
এছাড়া বিদেশের যেমন, **USA, UK, Canada, Germany, England, Australia** সহ উন্নত বিশ্বের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে **M.Phil, PhD** সহ উচ্চতর ডিগ্রি।

স্কলারশিপ

দেশেঃ উল্লেখযোগ্য সুযোগ তেমন নেই। তবে বিভিন্ন **Project, Gravity survey Seismic survey and Arsenic contamination** এর উপর ব্যাপক **Project base work** আছে যেগুলো সরাসরি ক্যালিফোর্নিয়া, কলম্বিয়া, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় করা হয়।

বিদেশেঃ **Commonwealth Scholarship** প্রতি বছর একজন পেয়ে থাকে। এছাড়া উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাল ফলাফলকারীদেরকে Scholarship দেয়া হয়।

পড়ার যোগ্যতা

SSC ও **HSC** তে অবশ্যই ভাল রেজাল্টসহ বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরাই কেবল বিষয়ের পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। এইচএসসি-তে পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত এবং রসায়ন থাকতে হবে।

চাকরি

দেশেঃ সরকারের **Specialized dield** সমূহে যেমন- বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র, কয়লাখনি, কঠিন শিলা প্রকল্প গুলোতে কাজ করার সুযোগ আছে। এছাড়াও সরকারি যেমন- **BCS**-এ জেনারেল ক্যাডার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাকরি পাওয়ার সুযোগ থাকে। বেসরকারি ক্ষেত্রে যেমন **BRAC** এবং ফার্মে সুযোগ থাকে তবে সীমিত।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

দিন দিন প্রাকৃতিক শক্তির চাহিদা বাড়ছে। সুতরাং এ প্রাকৃতিক শক্তিকে পাশ কাটিয়ে বর্তমান আধুনিক সভ্যতার কথা চিন্তা-কল্পনা করা মুশকিল। তাই পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিনই এ **Subjcet** এর সম্ভাবনা বাড়বে বৈ কমবে না।

উচ্চশিক্ষা

বিদেশে **Geophysics, Chemistry, Hydrology** প্রভৃতি বিষয়ে **MS** ও **PhD** করা যায়।

www.pathagar.org

প্রাণিবিদ্যা (Zoology)

যা পড়ানো হয়

প্রাণিভূগোল, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান, প্রাণিবৈচিত্র্য ও শ্রেণিবিন্যাস, শ্বসন কঙ্কালতন্ত্র ও অন্যান্য দেহতন্ত্রসমূহ মানবকোষ, **DNA, RNA** ভ্রূণতত্ত্ব বারে অনুজীববিদ্যা, পতঙ্গবিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা, পরিবেশ ও পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়

ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোন কোন কলেজে।

ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা

মলিকুলার বায়োলজি, জীনতত্ত্ব, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, রেশম চাশ, মৌমাছি চাষ, মাছ চাষ ও ইনটেনসিভ ফার্মিং, পরিবেশ বিদ্যা toxicology, মুক্তা চাষ, চিংড়ি গবেষণা ও অন্যান্য ফলিত শাখায় এমফিল ও **PhD**-এর সুযোগ।

চাকরির ক্ষেত্র সমূহ

ক) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এর সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাসহ বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ।

খ) **Medical Representative** হিসেবে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে যোগদানের সুযোগ।

গ) **BCSIR, NIPSOM, IEDCR, AIPH, ICDDR, BIRDEM** ও অন্যান্য দেশী বিদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানের সুযোগ।

ঘ) শিক্ষালয় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে **Serculture, Poultry farm, Fish farm, Fish Apiculture, Hatchery, Fish cugture** ইত্যাদি **Prawn culture** করার সুযোগ।

Laboratroy Requirements

A. General lab

রক্তের গ্রুপ, গ্লুকোজ, হিমোগ্লোবিন নির্ণয়সহ রক্তচাপ, **ESR, ECG** প্রস্রাবের সুগার, **Dissection, Microtomy**, কোষ বিভাজন ইত্যাদির জন্য সরঞ্জাম।

B. Applied lab

বন্যপ্রাণী গবেষণা **lab, Molecular biology lab, Fisheries lab, Entomology lab, Genetics lab, Microbiology lab.**

www.pathagar.org

উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Botany)

যা পড়ানো হয়

বাস্তুতন্ত্র, পরিবেশ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ্যা, জৈব প্রযুক্তি ও জীব প্রকৌশল, উদ্ভিদ প্রজনন, জীনতত্ত্ব, শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, উদ্ভিদ শরীর বিদ্যা, কর্মসংস্থান বিদ্যা, কোষ বিদ্যা, জৈব বৈচিত্র্য, শৈবাল বিদ্যা, অ্যাকুয়াকালচার, কোষ ও কোষ বিভাজন, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়

ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোন কোন কলেজে।

ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা

জিনমলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, টিসু কালচার, জিন ক্লোনিং পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, ঔষধ উৎপাদন, শস্য উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও এখানে রয়েছে বেশ কিছু মাইক্রোবায়োলজিক্যাল বিষয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি করার সুযোগ।

চাকরির ক্ষেত্রসমূহ

(ক) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এর সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাসহ বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ।

(খ) **Medical Representative** হিসাবে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে যোগদানের সুযোগ।

(গ) ফরেস্ট অফিসার হিসেবে যোগদানের সুযোগ।

(ঘ) **Agronomy** সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে যোগদানের সুযোগ।

(ঙ) কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ।

(চ) **BCSIR, NIPSOM, IEDCR, AIPH, ICDDR, BIRDEM** ও অন্যান্য দেশী বিদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানের সুযোগ।

(ছ) শিক্ষালয় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ **Horticulture**, নার্সারি স্থাপন, বনায়ন, অ্যাকুয়াকালচার, উন্নতমানের ফসল উৎপাদন করার সুযোগ।

Laboratory Requirement

Biodiversity গবেষণা ল্যাব, **Molecular biology lab, Tissue culture lab, Limnology lab, Genetics lab, Microbiology lab etc.**

www.pathagar.org

প্রাণরসায়ন ও অনুজীব বিজ্ঞান
(Biochemistry and Molecular Biology)

বিষয়বস্তু

বিষয়টির দুটি অংশ। **Biochemistry** অংশে সাধারণত জীবদেহে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া, রাসায়নিক বস্তুর গঠন, ভাঙন, শক্তি উৎপাদন, পরিপাক, মেটাবলিজম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। **Molecular Biology** অংশে মূলত কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার বিক্রিয়া, প্রক্রিয়া, দেহে অনুপ্রবেশ করা রোগজীবাণু ধ্বংস করার উপায় প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা হয়।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও দু'একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। বর্তমান সময়ে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টি **Biological Faculty**-র প্রধান বিষয় হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

স্কলারশিপ

দেশে স্কলারশিপের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু বিদেশে **Post graduate level** এ প্রচুর **Scholarship** পাওয়া যায়।

গবেষণা

গবেষণা করার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই **PhD** করা উচিত এবং সেটা বাইরে থেকে। অন্যান্য চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে **MSc** ডিগ্রিই যথেষ্ট, সাথে **MBA** ডিগ্রি থাকলে প্রার্থীর মান বহুলাংশে বেড়ে যায়।

মাইক্রোবায়োলজি (Microbiology)

চাহিদাক্রম অনুযায়ী বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রথম সারির একটি বিষয় হিসেবে Microgiology এর নাম অগ্রগণ্য। এর বিচিত্র বিষয়সূচি, আসনসংখ্যা, চাকরির ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কিছু মৌলিক সুবিধাই এই অগ্রগণ্যতার অন্যতম কারণ।

পঠিতব্য বিষয়

Microbiology হচ্ছে **Biology of the micro things (microbs)** সুতরাং এই বিষয়ের আলোচ্য বিষয়াদি হচ্ছে **Bacteria, Virus, Fungus** ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান, তাদের উপকার, অপকার, নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা। সেই সাথে মাঠপর্যায়ে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব **Technique** এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত আরো রয়েছে রোগতত্ত্ববিদ্যা **(Immunology)**, প্রাণরসায়ন

www.pathagar.org

(Biochemistry), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি। এর পঠিতব্য বিষয়গুলোকে প্রধানত নিম্নোক্তভাবে সাজান যায়।

1. Microbial information related courses (With practical)
(K) Bacteriology, Virology, Mycology, etc.
- **their detail knowledge**
- **Meabolism, getelies etc.**
- **Their merits, demerits.**

2. Application Techniques related courses
- **Basic Techniques in Microbiology**
- **Agricultural Microbiology**
- **Biotechnology**
- **Fermentaion Technology.**
- **Industrial Microbiology**

3. Other subjects
- **Fundamentals of Chemistry**
- **Basic Biochemistry**
- **Human physiology**
- **Immunology**
- **Computer Application etc.**

কোথায় পড়ানো হয়
সরকারি: ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বেসরকারি: **North-South University**, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, **Prime Asia University.**

বিষয় রেটিং
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে **Biological Subject** এর দিক হতে **Microbiology** বেশির ভাগ ছাত্রেরই ১ম বা ২য় **choice** হয়ে থাকে।
অ্যাডমিশন- মূলত স্নাতক **level** এ **Microbiology** পড়ানো হয়। তবে বিদেশে **High school** পর্যায়ে বা অন্যান্য কিছু **Technical college** এ শুধু **Technical side** টি শেখানো হয়।

স্কলারশিপ
১. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় পুরো খরচটাই বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে বলে তেমন

www.pathagar.org

সাহায্যের দরকার হয় না। আর দরকার হলেও বৃত্তি তেমন নেই। সাধারণ বৃত্তিগুলো ফলাফল ভালো করলে পাওয়া যায়, যা নামে মাত্র।

২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফলাফল ভাল করলে **Tuition fee** তে কিছু ছাড় দেয়া হয়।

চাকরি

এই বিষয় অন্যতম প্রধান বিষয় হওয়া সত্ত্বেও দেশে এর চাকরি কম বললেই চলে। মূলত গবেষণা সম্পর্কিত বিষয় হবার কারণেই এখানে এর অবস্থান দুর্বল। তবুও যে চাকরিগুলো দেশে বিদ্যমান সেগুলো হচ্ছে-

দেশে

Pharmaceutical industry food industry, ICDRB & Research project সমূহে ও আনুষঙ্গিক কাজে, **Medical college, Diagnostic centre** গুলোতে **Microbiologist** হিসেবে, অন্যান্য গবেষণাকর্মে যেমন **Biotechnological work, Immunological research.**

বিদেশে

Agricultural research, Engironmental sector, pharmaceutical industry, Public health, Immunological sector, Biotechnological/ Formulation sector.

এছাড়াও বিভিন্ন জীবাণুজাত রোগের গবেষণায়-যেমন **AIDS, SARS** ইত্যাদি।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি
(Genetic Engineering & Biotechnology)

কোথায় পড়ানো হয়

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: খুলনা, শাহজালাল, চট্টগ্রাম, মওলানা ভাসানী (টাঙ্গাইল) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: ইওডা, নর্থ সাউথ (বায়োক্যামেস্ট্রি এন্ড বায়োটেক), ব্র্যাক (মাস্টার্স)।

চাকরি

দেশে: ব্র্যাক (টিস্যুকালচার হাইব্রিড- উন্নতমানের বীজ), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, টিস্যুকালচার, ড. হাসিনা খান ল্যাব, পাট গবেষণা, ড. জেবা ইসলাম সেবা ধান নিয়ে গবেষণা, আইসিডিডিআরবি- ডায়রিয়া এবং কলেরা নিয়ে গবেষণা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে-ডি এন ও ফরেনসিক ল্যাব।

www.pathagar.org

বিদেশে : দেশের বাইরে রয়েছে প্রচুর কাজের সুযোগ। কারণ, জীববিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের পরিধি ও গবেষণার ক্ষেত্র অনবরত বেড়েই চলেছে।

কী পড়ানো হয়

এ বিষয়ে সাধারণত জীব প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান বাহক 'জিন (**Gene**)' এর অভ্যন্তরীণ গঠন, গাঠনিক উপাদান, বিক্রিয়া, জীনের উন্নতকরণের প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে পড়ানো হয়। বিষয়টি মূলত রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি ফলিত বিষয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে **'Genetics and Breeding'** পড়ানো হয় যা কৃষি বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি ফলিত বিষয়।

পড়ার যোগ্যতা

এ বিষয়ে পড়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে অবশ্যই বি গ্রেড থাকতে হবে।

স্কলারশিপ

বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য **Scholarship** পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাপান, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র।

খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান
(Food & Nutrition)

কী পড়ানো হয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু বিষয়সমূহ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স দিয়ে বিষয়টির কারিকুলাম সাজানো হয়েছে। মূলবিষয়গুলো হল ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, অর্গানিক ও ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, ডায়েটিকস, ফুড প্রসেসিং, পাবলিক হেলথ, চাইল্ড কেয়ার ইত্যাদি।

কোথায়

ঢাবি, রাবি ও ইবি-তে পড়ানো হয়। হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়েও ফুড টেকনোলজি নামে একটি কোর্স আছে। মেয়েদের জন্য ঢাবির অধীনস্থ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে বিষয়টি পড়ার সুযোগ রয়েছে।

চাকরি

চাকরি মূলত সব ধরনের খাদ্যসামগ্রী হতে প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি সেক্টরে। পাবলিক হেলথ নিয়ে কাজ করে এ ধরনের বেসরকারি সংস্থাগুলোতে প্রচুর চাকরির সুযোগ আছে। বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ভালমানের হাসপাতালগুলোতে নিউট্রিনিস্ট ও

www.pathagar.org

ডায়েটিশিয়ানের চাকরি পাওয়া যায়। সরকারি হাসপাতালগুলোতেও ডায়েটিশিয়ানের (খাদ্য বিশেষজ্ঞের) পদ রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পুষ্টি প্রকল্প ও পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজ করার সুযোগ আছে।

স্কলারশিপ

দেশের বাইরে পুষ্টিবিজ্ঞান বেশ দামি বিষয় হওয়ার কারণে স্কলারশিপ মেলে সহজে। উন্নত দেশগুলোতে পুষ্টিবিদের পেশা বেশ লাভজনক।

সম্ভাবনা

দেশের ফুড কোম্পানিগুলোতে এ পেশার লোক প্রয়োজন। কিন্তু অতীতে একমাত্র গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ছাড়া কোথাও বিষয়টি পড়ানো হত না বিধায় ফুড কোম্পানিতে রসায়নবিদ দিয়ে কাজ চালানো হত। সরকার ওষুধ কোম্পানিতে যেমন ফার্মাসিস্ট নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে তেমনি ফুড কোম্পানিগুলোতেও পুষ্টিবিদ নিয়োগের বিধান করলে এ পেশাটির জন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

এ বিষয়ে পড়াশোনার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম বি গ্রেড থাকতে হবে।

পপুলেশন সায়েন্স
(Population Science)

বিষয়বস্তু

আদমশুমারি, মানবসম্পদের যথাযথ ব্যাবহার, মানবসম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং সংক্রান্ত পরিসংখ্যান গত বিষয়সমূহ।

চাহিদা

যেকোন দেশের অগ্রযাত্রা নির্ভর করে সে দেশের মোট মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর। তাই, এ বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে তাই এই বিষয়টির চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। বিভিন্ন মানবসম্পদ গবেষণাধর্মী বিদেশি সংস্থাতেও এর ব্যাপক চাহিদা আছে।

কোথায় পড়বেন

দেশে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদেশে: বিভিন্ন নামকরা ও মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সামাজিক বিজ্ঞান অথবা মানববিজ্ঞান অনুষদের বা স্কুলের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়।

www.pathagar.org

ভর্তির নিয়ম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভর্তির জন্য গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়।

স্কলারশিপ

দেশে: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপার্টমেন্টাল স্কলারশিপ।

বিদেশে: বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন **Human Rights** সংস্থা, **NGO** প্রভৃতি কর্তৃক প্রদত্ত স্কলারশিপ।

উচ্চশিক্ষা

দেশে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ আছে।

বিদেশে: বিভিন্ন খাতনামা এবং মাঝারি মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স, এমএস, পিএইচডি এবং এম.ফিল করার সুযোগ আছে।

চাকরি

UNDP, Human Rights সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন **NGO**, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিভিন্ন কোম্পানিতে **HRO** হিসেবে, **Private University** তে শিক্ষক হিসেবে।

ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা

(Geography)

ভূমিকা

ভূগোল বিষয়ের আলোচ্য শাখাগুলো হল প্রাকৃতিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক- যার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে প্রকৃতির সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে অন্যদিকে জানতে পারে মানুষ সৃষ্টির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে, অনুধাবন করতে পারে মানুষ ও প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়াশীল সম্পর্কের ব্যাপারে।

যা পড়ানো হয়

ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে মূলত মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক, বিভিন্ন সময় ও স্থান সম্পর্কে পড়ানো হয়।

চাহিদা

এই বিভাগের চাহিদা আগে মাঝারি মানের থাকলেও নতুন একটি বিষয় **GIS** অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.org

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক কোন নির্দিষ্ট অবস্থানে না থাকলেও এর অবস্থান মাঝারি মানের।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পড়ানো হয়। এর বাইরে অনেক কলেজেই এই বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষা

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে।

চাকরির সুবিধা

এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রধানত বিসিএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরিতে যোগ দেয়। এছাড়া **GIS** অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্মে যোগদান করতে পারছে। এছাড়াও শিক্ষকতা, ব্যবসা ইত্যাদি পেশা গ্রহণেরও বেশ কিছু সুযোগ রয়েছে।

Oceanography যার বাংলা আভিধানিক অর্থ সমুদ্রবিদ্যা বা সমুদ্রতত্ত্ব। বর্তমান বিশ্বের প্রথম সারির সাবজেক্টগুলোর একটি। যদিও বাংলাদেশে এর পথচলা বেশিদিন নয়। মূলত সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর থেকেই এ নিয়ে বহুমুখী বিশ্লেষণ ও সম্ভাবনার আলোকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমুদ্র শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ে।

বর্তমানে ওশানোগ্রাফি বিষয়ে বিএসসি (অনার্স) ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময় থেকেই সমুদ্র বিজ্ঞানে প্রথমে মাস্টার্স ও পরে ১৯৮০ সাল থেকে বিএসসি (অনার্স) কোর্স চালু আছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগটি খোলা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগটির নাম দেয়া হয় ডিপার্টমেন্ট অব মেরিন বায়োলজি অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি। পরবর্তী সময়ে ৮০-র দশকের শুরুতে এই বিভাগে বিএসসি (অনার্স) কোর্স চালু করা হয় এবং বিভাগটিকে স্বতন্ত্র স্ট্যাটিউটের মাধ্যমে একটি ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা হয়, নাম দেয়া হয় ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস (সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট)। আরও পরে ২০০৭ সালে এর পাঠক্রমের আওতা আরও বাড়িয়ে এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ। ২০০১ সাল থেকে এই ইনস্টিটিউটে সমুদ্র সম্পর্কিত ৬টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়, যার একটি হলো ওশানোগ্রাফি বা সমুদ্রতত্ত্ব। সর্বশেষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ওশানোগ্রাফি (সমুদ্রতত্ত্ব) বিষয়েও বিএসসি (অনার্স) কোর্স চালু করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা শুরু হয়। যার আসন সংখ্যা ২৫। এখন এই ইনস্টিটিউট হতে

www.pathagar.org

৩টি বিষয়ে বিএসসি (অনার্স) ও ৬টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স চালু আছে। প্রায় এক দশক ধরে এখানে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি চালু করা হয়েছে, এবং প্রতি সেশনেই এসকল উচ্চতর কোর্স ছাত্রছাত্রী/গবেষক নিবন্ধন করেন।

আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওশানোগ্রাফি বিষয়ে বিএসসি (অনার্স) চালু হয় ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ (আসন সংখ্যা ২৫টি) থেকে এবং মাস্টার্স চালু হয় ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে। বর্তমানে কক্সবাজারের রামুতে দেশের প্রথম সরকারি সমুদ্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (নরি)-এর গোড়াপত্তন ঘটেছে।

সমুদ্র জয়ের পর ওশানোগ্রাফি সম্পর্কিত কাজের পরিসর আরও বেড়ে গিয়েছে। সমুদ্র সংক্রান্ত গবেষণায় ওশানোগ্রাফারদের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতেও কাজের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সমুদ্র সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ দেশের বাইরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

মনোবিজ্ঞান
(Psychology)

আলোচ্য বিষয়

মনোবিজ্ঞানের বিষয় আচরণ হওয়ায় এর আলোচ্য বিষয়গুলি চোখের পলক ফেলা থেকে আরম্ভ করে আগ্রাসী ব্যক্তির গতি পর্যন্ত বিস্তৃত। আচরণের সাথে সাথে মনোবিজ্ঞান মানুষের আবেগ, চিন্তা, স্বপ্ন, বিশ্বাস, স্মৃতি প্রত্যাশা আলোচনা করে।

চাহিদা

মনোবিজ্ঞান তার যাত্রাপথে এখন আর শুধু ব্যক্তি মন-এ আবদ্ধ নয়। আজ এর বিস্তৃতি ঘটেছে- চিকিৎসায়, শিক্ষায়, শিল্পে, বিকাশে, সমাজে, প্রকৌশলে, উপদেশনায় ও নির্দেশনায়।

চাকরির সুযোগ

ভাল ফলাফলধারী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষক, সরকারি ক্ষেত্রে সাধারণ সকল ক্যাডার, স্পেশাল মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক, প্রাইভেট কোম্পানি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরামর্শক ও নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারেন। আমাদের দেশে মনোবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্র কম থাকলেও উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে আমেরিকা, কানাডায় চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, শিল্পমনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাঙ্গনে উপদেশক ও নির্দেশক হিসেবে মনোবিজ্ঞানীদের উন্নত পেশা গ্রহণের সুযোগ আছে।

www.pathagar.org

কোথায় পড়বেন
ঢাকা, রাজশাহী, জগন্নাথ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বিদেশেও এ বিষয়ে পড়াশোনার ভাল সুযোগ আছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান
বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বিষয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান নিচের দিকে।

গবেষণা ও স্কলারশিপ
উচ্চশিক্ষার মধ্যে রয়েছে **MS, PhD** ও বিভিন্ন উচ্চতর ডিগ্রি। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বিদেশে অনেক সুযোগ রয়েছে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করার। দেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে **MS** করা যায়। বিদেশের মধ্যে **USA, Canada, UK, Australia, Japan, Germany** অগ্রগণ্য। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের **Scholarship** রয়েছে। তবে সেগুলো শিক্ষকতা ও গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করে- যেমন **Commonwealth Scholarship, Monoboshu Scholarship** ইত্যাদি।

রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং
(Robotics & Mechatronics Engineering)

বর্তমান বিশ্বে মানুষের কর্মদক্ষতাকে যান্ত্রিকরূপ দেয়ার চেষ্টা চলছে জোরেশোরে, কারণ মানুষের কার্যক্ষমতা সীমিত হলেও যন্ত্রের কার্যক্ষমতাকে একপ্রকার অসীম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই খুব কম সময়ে বড় কোন কাজ বা মানুষের কাছে অসাধ্য কিছু কাজ ঠিক মানুষের মত করেই কিন্তু বহুগুণ কর্মক্ষমতা নিয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। আর এ কাজের জন্যই অধ্যয়ন করা হয় 'রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং'। স্বয়ংক্রিয় যে যন্ত্র তার পরিবেশ বিবেচনা করে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেটাই হচ্ছে রোবট। আর রোবট নিয়ে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে রোবটিক্স। মেকাট্রনিক্স হচ্ছে (মেকা)-নিক্যাল ইলেক-(ট্রনিক্স)। মেকানিক্যাল, ইলেট্রিক্যাল ও কম্পিউটার সায়েন্স এর বিষয়বস্তুর সমন্বয়েই মেকাট্রনিক্স পড়ানো হয়।

বিষয়বস্তু

- বিভিন্ন মেকানিক্যাল ডিভাইস এবং ইলেকট্রনিক্স এর জ্ঞান প্রয়োগ করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি
- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর বেসিক ধারণা, বিশেষ করে মেশিন ল্যাংগুয়েজ
- বিভিন্ন প্রকার কন্ট্রোল সিস্টেম ও কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম নিয়ে আলোচনা
- কম্পিউটার ভিশন এবং ইমেজ প্রোসেসিং
- সিমুশেন এন্ড মডেলিং

www.pathagar.org

- মেশিন লার্নিং এন্ড আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স
- ইনটিগ্রেটেড সার্কিট ডিজাইন

চাহিদা/অ্যাপ্লিক্যাশন

- নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর
- ন্যানো টেকনোলেজি সিস্টেম
- বায়োমেডিক্যাল সিস্টেম ডিজাইন
- হিউম্যানয়েড রোবটিক সিস্টেম
- মিশন ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার (যেমন: নাসা, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন)
- স্মার্ট সিস্টেম ডিজাইন
- ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট
- এমবেডেড টেকনোলোজিস

কোথায় পড়বেন

এই সাবজেক্টটি বাংলাদেশে একেবারেই নতুন আর খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। ইতোপূর্বে একটি প্রাইভেট ও একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো শুরু করা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এই সাবজেক্টটি পড়ানো শুরু হয় সাম্প্রতিক সময়ে। আর 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়।

উচ্চশিক্ষা

রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করে বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। যুক্তরাজ্য, কানাডা, রাশিয়াসহ বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

চাকরির সুবিধা

চাহিদা থাকলেও এই বিষয়ে যথেষ্ট এক্সপার্ট আমাদের দেশে নাই বললেই চলে। তাই, ক্ষেত্র অনুযায়ী বেশ ভালো চাকরির সুযোগ রয়েছে কারণ বর্তমানে প্রায় সব জিনিসকেই অটোমেটেড করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে গাজীপুরে যে হাইটেক পার্ক হচ্ছে সেখানে বিশ্বের নামী-দামি ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে এই বিষয়ে বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটরাও জায়গা করে নিতে পারবে। তাছাড়া, অটোমেডেট ভেহিকল সিস্টেমসহ অটোমেশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। যদিও ক্ষেত্রটা নতুন তবে এই বিষয়ের ভবিষ্যতে পারস্পেক্টিভ ভালো।

www.pathagar.org

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
(Software Engineering)

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রাধান টার্ম হচ্ছে 'ডিজিটালাইজেশন'। আর এই আধুনিকায়নের অন্যতম প্রধান কারিগর হচ্ছে 'সফটওয়্যার'। আজ এমন কোন কাজ নেই যেটাকে সফটওয়্যারে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা চলছে না। সবার হাতে হাতে এখন স্মার্ট ফোন আর এই ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কাজকে আরো সহজ করে দিতে। শুধু স্মার্ট ফোনই নয়, অফিস আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা, তথ্যের সংরক্ষণ ও আদান প্রদান সব জায়গাতেই সফটওয়্যারের একচ্ছত্র আধিপত্য। আর তাই এই গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশে শুধুমাত্র 'সফওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং"-কে ফোকাস করে অধ্যয়নের পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে যা মেধাবী ছাত্রদের এখন অন্যতম প্রধান পছন্দের একটা বিষয়। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা নিজেদের ইচ্ছামত সফটওয়্যার/মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিজেরা ডিজাইন এবং ডেভেলপ করে ব্যবহার করতে পারে। আসলেই দারুণ একটা বিষয়।

বিষয়বস্তু

- সফটওয়্যার তৈরির শুরু থেকে শেষের ধাপসমূহের পড়াশোনা যাকে বলা হয় **Software Development Life Cycle (SDLC)**
- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন
- ডেস্কটপ/ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপলিকেশন ডেভেলপমেন্ট
- সফটওয়্যার অ্যানালাইসিস এন্ড ডিজাইন
- সফটওয়্যার আর্কিটেক্চার ডেভেলপমেন্ট
- সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাব-সেকশনগুলো যা একেকটা জায়ান্ট ফিল্ড হিসেবে গণ্য হয়

চাহিদা

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাহিদা এক কথায় ব্যাপক। একটা অ্যানালগ বিশ্বকে ডিজিটাল/অটোমেশন করার জন্য সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিকল্প নাই। তাছাড়া চাকরি হিসেবেও এটা ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন। দেশে বিদেশে সকল জায়গাতেই আপনার জন্য উন্মুক্ত দরজা রয়েছে যদি আপনি সত্যিই একজন ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হোন। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ৬ মাসের বেতনভুক্ত ইন্টার্নশিপ যার মাধ্যমে পড়ালেখা শেষ করেই চাকরি নিশ্চিত হয়ে যায় প্রায়।

কোথায় পড়বেন

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলোজি- (আইআইটি)' থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো শুরু করা হয়। এখানে 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এ বিষয়ে ছাত্র ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর

www.pathagar.org

বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়টি পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে, বেশ কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়টি পড়ানো শুরু করেছে যার মধ্যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অন্যতম।

স্কলারশিপ

- বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে 'আইসিটি ফেলোশিপ' প্রদান করা হয় ২ বছরের জন্য মাসিক ২০,০০০-২৫,০০০/= (মাস্টার্স), এমফিল/পিএইচডির জন্যও রয়েছে মাসিক ৩০,০০০-৪০,০০০/= এর স্কলারশিপ
- কমনওয়েলথ/ইরাসমাস মুন্ডুস থেকে শুরু করে আরো অনেক দেশি বিদেশী স্কলারশিপ রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অনন্য আর বিদেশে পড়াশোনায় এই বিষয়ে রয়েছে অসংখ্য সুযোগ। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপে-আমেরিকার সব নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে।

চাকরির সুবিধা

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দেশে বিদেশে চাকরি অনেক। তবে ভালো বেতনের চাকরি করার জন্য একটু ভালো মানের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরি। দেশেই ২৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে কয়েক লাখ বেতনের চাকরি পাওয়া সম্ভব। আপনার দক্ষতা ভালো হলে গুগল, মাইক্রসফটের মত কোম্পানিতেও আপনি চাকরি করার সুযোগ পাবেন।

লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং
(Leather Engineering)

লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকৃতপক্ষে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যকে প্রক্রিয়া, সংশ্লেষণ, উৎপাদন এবং পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের সার্বিক কর্মকৌশলকে বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন, ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লথিং, অটোমোবাইল ইত্যাদি। বলা হয়ে থাকে, **'Leather engineering is a professional engineering discipline that deals with the manufacturing technology of leather, chemistry, microbiology, and biotechnology involved in leather manufacturing.**

www.pathagar.org

বিষয়বস্তু

- লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং প্রোসেসিং
- লেদার টেকনোলোজি এন্ড ম্যাটেরিয়াল ইভ্যালুয়েশন
- লেদার ম্যানুফ্যাকচার এন্ড সাসটেইন্যাবিলিটি
- ক্লিনার লেদার ম্যানুফ্যাকচার

চাহিদা

বাংলাদেশে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। চামড়া শিল্পের ক্রমবর্ধমান বিকাশের জন্য এই বিষয় অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশীয় বাজারেই লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীদের ভালো চাকরি করার সুযোগ রয়েছে।

কোথায় পড়বেন

দেশে বিভিন্ন প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্বদ্যিালয়ে এই বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজি' এর অধীনে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারবেন। সেক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের অধীনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেতে হবে। কুয়েটেও লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ রয়েছে।

চাকরির সুবিধা

দেশেই অনেক লেদার ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা ভালো মানের বেতনে চাকরি করতে পারবে।

নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং
(Neuclear Engineering)

পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে সবারই কম-বেশি জানা থাকার কথা, বিশেষ করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে এর ভূমিকা বেশ কার্যকর। আধুনিক বিশ্বে তাই শক্তির অন্যতম উৎস হিসেবে পারমাণবিক প্রকল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশেও এই ফিল্ডে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টি সমসাময়িক সময়ে পড়ানো শুরু হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন
- পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ
- শক্তি বিষয়ক গবেষণা
- পারমাণবিক মেডিসিন

www.pathagar.org

- ফিসন রিঅ্যাক্টর অ্যানালাইসিস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
- পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ
- পারমাণবিক প্ল্যান্ট মডেলিং এন্ড সিমুলেশন

চাহিদা

সম্প্রতি রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির যে কাজ শুরু হয়েছে সেখানে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। তাছাড়া দেশে আরো কিছু পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটরা খুব উঁচু লেভেলের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেশের বাইরে এই বিষয়ের চাহিদা ব্যাপক, বিশেষ করে উন্নত মানের দেশগুলো যেখানে বহু পারমাণবিক প্রকল্প রয়েছে। রাশিয়া এইরকম দেশের মধ্যে একটি।

কোথায় পড়বেন

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক' ইউনিটের অধীনে ভর্তি হয়ে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া এমআইএসটিতেও এ বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে।

স্কলারশিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য রাশিয়াতে স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে বেশ কিছু শিক্ষার্থী রাশিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যয়নরত রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার পথ খুব প্রশস্ত। দেশের বাইরে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে এম.এস ও পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে।

চাকরির সুবিধা

দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে কাজের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া ভবিষ্যতে দেশে আরো পারমাণবিক প্ল্যান্ট/প্রকল্প চালু হবে যেখানে সরাসরি চাকরি পাওয়া সম্ভব। আর বেতনও বেশ ভালো মানের।

ফার্মেসি (Pharmacy)

ফার্মেসি বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় একটি সাবজেক্ট এবং এর পড়াশোনা ও চাকরির জায়গাও বেশ রয়েছে। বাংলাদেশে ঔষধ শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্য এই বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি জরুরি। আর বাংলাদেশে এক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে কারণ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও ঔষধ রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.org

বিষয়বস্তু

- রসায়নবিদ্যা
- মানবদেহ
- ঔষধবিদ্যা
- লাইফ সায়েন্স
- ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ

কোথায় পড়বেন

ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, খুলনা, জগন্নাথ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লাসহ আরো বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। তাছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক, স্টেট, ইস্ট ওয়েস্ট, নর্থ সাউথ, সাউথ ইস্ট, ব্র্যাকসহ আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয় পড়ানো হয়।

উচ্চশিক্ষা

একটা সময় ফার্মাসির বিষয়টা এমন ছিলো যে, এই সাবজেক্টে পড়লেই আমেরিকা চলে যাওয়া যায়। সত্যিই, আপনি চাইলেই যেতে পারেন। তবে, বর্তমানে আপনার ৫ বছর মেয়াদি অনার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির সুবিধা

বর্তমানে বাংলাদেশে ঔষধের চাহিদার ৯৭ ভাগই দেশে তৈরি হয় আর প্রায় ১০০'র কাছাকাছি দেশে রপ্তানি করা হয়। তাই দেশীয় ঔষধ কোম্পানিগুলোতে চাকরির চাহিদা ব্যাপক। আর এ ক্ষেত্রে আপনার বেতনও হবে বেশ সম্মানজনক।

দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সবখানেই বিপদ, দুর্যোগ খুব সাধারণ একটা ব্যাপার। এই দুর্যোগ শুধু প্রাকৃতিক নয় বরং মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ ও বিপদ যেমন যুদ্ধ, সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এই বিষয়গুলোকে একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে সমাধানের দিকে নিয়ে যাওয়াই 'দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে মূল লক্ষ্য

বিষয়বস্তু

- দুর্যোগের সংজ্ঞা এবং বিশ্লেষণ
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেল তৈরি
- সাস্টেইনেবল সমাজ তৈরিতে দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনার প্রকল্প বাস্তবায়ন
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

www.pathagar.org

চাহিদা

সাস্টেইনেবল সমাজ নির্মাণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এটাকে বিজ্ঞানভিত্তিক নির্মাণের জন্য প্রয়োজন কিছু এক্সপার্টের যারা বিভিন্ন বিপদ, দুর্যোগ, সমস্যা মোকাবেলার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বাতলে দিবে। প্রতিটি সমাজেই এটা জরুরি আর তাই দেশে ও বিদেশে এই বিষয়ের চাহিদা ব্যাপক। এনজিও, সামাজিক সংস্থা থেকে শুরু করে সমাজ নির্মাণে যারা কাজ করে যান সেখানেই এই বিষয়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দরকার

কোথায় পড়বেন

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স' অনুষদের অধীনে দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে মানবিক বিভাগ থেকে 'ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ' এর অধীনেও এ বিষয়ে পড়ানো হয়।

স্কলারশিপ

বর্তমানে অস্ট্রেলীয় সরকারের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ের ফলে সেখানে স্কলারশিপ/ফেলো হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

চাকরি

বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা সহ দেশে বিদেশে চাকরির ব্যবস্থা রয়েছে।

বিবিএ/এমবিএ (BBA/ MBA)

বি বি এ (BBA)

BBA হলো চার বছর মেয়াদি সম্মান ডিগ্রি। ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের প্রথম হল **BBA (Bachelor of Business Administration)**। ডিগ্রির সংজ্ঞা ইংরেজিতে দিতে গেলে এভাবে দেয়া যায়: **The degree is conferred upon a student after four years of full time study (120 Credit hours) in on more areas of business concentrations. The BBA Program Usually includes general business courses and advanced courses for specific concentration.**

কোথায় পড়ানো হয়

IBA (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট)

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে **IBA** থেকে **BBA** করা যায়।

www.pathagar.org

তবে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার নিরিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **IBA** সর্বোত্তম বলে বিবেচিত। **Faculty of Business Studies** (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষধ) :
আমাদের দেশে বর্তমানে সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তথা ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের তত্ত্বাবধানে **BBA** পড়ানো হয়। এছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতেও **BBA** কোর্স চালু রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিবিএ পড়ানো হয়।

কী কী পড়ানো হয়

বিবিএ'র কারিকুলাম এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ করতে পারে। বিবিএতে বিভিন্ন বিষয়ে (Major) প্রধান বিষয় রয়েছে। সেগুলো হল-

1. **Marketing**
2. **Accounting & Information system**
3. **Finance**
4. **Management**
5. **Human Resource Management**
6. **Management Information Systems**
7. **Banking & Insurance**
8. **International Business**
9. **Tourism & Hospitality Management**
10. **Organizational Strategy & Leadership**

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোতে উপরোক্ত বিভাগের অধীনে বিবিএ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। তবে উপরোক্ত সকল বিভাগ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই।
এছাড়াও দেশের বাইরে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে **Bachelor of Science in Business Administration (BSBA)** নামে বিবিএ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এই ডিগ্রিতে মূল ব্যবসায় প্রশাসনের কারিকুলাম ব্যবসায় শিক্ষার পাশপাশি বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

ভর্তি (দেশে/ বিদেশে)

IBA (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট) এবং দেশে অবস্থিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ১ম ধাপে মাধ্যমিক **(SSC)** ও উচ্চমাধ্যমিক **(HSC)** পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে হয়। ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক অথবা বিজ্ঞান বিভাগের যে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে। কেবলমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

www.pathagar.org

উল্লেখ্য ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে একজন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে **Math, Analytical Ability** এবং **English** এই তিন বিষয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়, যা অন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের **BBA** ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি থেকে একটু ভিন্নতর।

যে সকল শিক্ষার্থী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিবিএ ভর্তির সুযোগ পায় না, তাদের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুযোগ করে দিয়েছে বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করার। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোত পড়াশোনার খরচ অত্যন্ত বেশি।

তবে কোন শিক্ষার্থীর যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালানোর সামর্থ্য থাকে, তাহলে সে ইচ্ছা করলে সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে। এক্ষেত্রে দেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বর্তমানে দেশে অনেক কনসালটেন্সি ফার্ম এ বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকে। বিদেশে ভর্তি হতে যাওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে অনেক সময় **IELTS/ TOEFL** পরীক্ষা দিয়ে ভাল স্কোর ও অর্জন করতে হয়।

উচ্চশিক্ষা (এমবিএ)

এমবিএ হল ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। যে কোন ছাত্র-ছাত্রী বর্ণিত যেকোন বিভাগ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ অথবা দেশে প্রচলিত যেকোন বিভাগ থেকে স্নাতক শেষ করে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন।

আইবিএ (IBA)

দেশে ব্যবসায় প্রশাসনে অধ্যয়নের জন্য পাইওনিয়ার প্রতিষ্ঠান হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ। একজন শিক্ষার্থী যেকোন বিষয়ে স্নাতক পাস করার পর এখানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেতে পারে। তবে আইবিএতে ভর্তি পরীক্ষা একটু ব্যতিক্রম। ইংরেজি, গণিত ও জ্যামিতিতে ভাল দখল থাকলে এখানে চান্স পাওয়া সম্ভব। আইবিএ থেকে অর্জিত ডিগ্রির মান দেশে অবস্থিত অন্য যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত এমবিএ ডিগ্রির চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

তাই দেশের অন্য যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করার পরও কোন শিক্ষার্থী যদি এখান থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন তবে এটা তার জন্য অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজশাহী, খুলনা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ-র অনুরূপ স্বতন্ত্র এমবিএ পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আইবিএ স্টাইলেই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট **(IBA)** বিবিএ এবং এমবিএ ডিগ্রি প্রদান ছাড়াও ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নামে ছয় মাস/ ছয় সপ্তাহ/ চার সপ্তাহ/ দুই দিনের বিভিন্ন শর্ট কোর্স করা যাচ্ছে যা বিজনেস গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের নিজ নিজ চাকরিতে বিশেষ ভ্যালু সংযোজন করে। কোর্সগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

Six Month Program-

ACBA- Advanced Certificate in Business Administration

www.pathagar.org

Six Week Courses-
AFNA- Accounting for Non Accountants
CSBI- Competitive Business Strategy & Innovation
FNM- Finance for Non Finance Manager
HRMC- Human Resources Management Competencies
LCMC- Leadership Certificate in Managerial communication
MCFM- Marketing Competencies for Mangers.
Four Week Courses-
MSSP- Marketing Skills for Service Professions
Two day short courses-
Credit Risk Management
Sales & Salesmanship Excellence
Supply Chain Management

উপরোক্ত কোর্সগুলো কখন করানো হয় এবং কিভাবে ভর্তি হতে হয় তা জাতীয় দৈনিক বিশেষ করে প্রথম আলোতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়।

ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
(Faculty of Business Studies)

পূর্বে বর্ণিত যেকোন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ উত্তীর্ণ ছাত্র সরাসরি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করতে পারে।
এছাড়াও বর্তমানে প্রায় সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন **(Evening)** এমবিএ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে এই এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া যায়। সচরাচর দেখা যায়, **Evening MBA** প্রোগ্রামে খরচ একটু বেশিই হয়।

বিজনেস প্রফেশনাল ডিগ্রি সমূহ
বিবিএ/ এমবিএ শেষ করার পর একজন শিক্ষার্থী ইচ্ছে করলে প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জনের জন্য **CA, IOMA, ACCA, CFA, CISA** প্রভৃতিতে পড়াশোনা করতে পারে।
তবে এসএসসি ও এইচএসসিতে **A+** থাকলে সরাসরি সিএ **(Chartered Accountant)** কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঢাকা কাওরান বাজারস্থ সিএ ভবনে যোগাযোগে করতে হবে।

CMA (Cost Management Accountant) করার জন্য ঢাকার নীলক্ষেতে অবস্থিত **ICMAB** ভবনে অথবা **www.icmab.org.bd** ওয়েবসাইটে অথবা ঢাকার বাইরে অবস্থিত শাখা অফিসগুলোতে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

www.pathagar.org

Chartered Financial Analyst (CFA) হল বিশেষ করে ফিন্যান্স থেকে বিবিএ/ এমবিএ শেষ করা শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ প্রফেশনাল ডিগ্রি।

Certified Information Systems Auditor (CISA) হল বিশেষ করে **MIS, CSE** অথবা **IT** থেকে গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীর জন্য মানানসই বিশেষ প্রফেশনাল ডিগ্রি।

এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান **ACCA** ডিগ্রি অর্জন করার জন্য বিশেষ সহযোগিতা করছে শিক্ষার্থীদের। অন্যদিকে ব্যাংকে চাকুরেদের জন্য **BIBM** বিশেষ বিশেষ কোর্স করায় ব্যাংকিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য।

এমফিল, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি-

স্কলারশিপ

বিবিএ/ এমবিএ অধ্যয়নকালে দেশে তেমন কোন স্কলারশিপের ব্যবস্থা না থাকলেও বিবিএ/ এমবিএতে ভাল রেজাল্ট করতে পারলে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রচুর স্কলারশিপ পাওয়া যায়। তবে আইবিএতে অধ্যয়নকালে কিছু স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। সেগুলো হলো- প্রফেসর এম শফিউল্লাহ স্কলারশিপ (যারা ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পায় তাদের জন্য), নাজির আহমেদ মেমোরিয়াল স্কলারশিপ, প্রফেসর আলিমুর রহমান স্কলারশিপ, রোটারি ক্লাব, **DDBL, ICB, BAT, National Cash Register, Young-one,** নুরুল হুদা মেমোরিয়াল, সামসুল আলম মেমোরিয়াল, এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবিএতে প্রথম বর্ষের রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে কিছু ছাত্রকে দ্বিতীয় বর্ষ হতে মেধা বৃত্তি প্রদান করে থাকে। দেশের বাইরে অধ্যয়ন করার জন্য যে সমস্ত স্কলারশিপ পাওয়া যায় সেগুলো হলো-মনবুশো স্কলারশিপ (জাপান), কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্কলারশিপ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক স্কলারশিপ প্রভৃতি। বিবিএ/ এমবিএ পর্যায়ে ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক দেশেই স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যাওয়া যায়। ইন্টারনেট সার্চ করলে এসব বৃত্তির তথ্য সহজেই উদঘাটন করা সম্ভব। তবে দেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসসমূহে খোঁজ নিলে স্কলারশিপের বিস্তারিত তথ্য জানা যায়।

চাকরি

উদ্যোক্তা- **Entrepreneurship** ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের চাকরির পিছনে না ছুটে চাকরির সুযোগ তৈরি করার দিকে ছুটা উচিত। একজন শিক্ষার্থী বিশেষ বিশেষ সেক্টরে উদ্যোক্তা হয়ে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে তার অর্জিত শিক্ষা দিয়ে। বিভিন্ন নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান খোলার মধ্য দিয়ে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ও উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স **(DCC)**, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স **(CCC)**. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন **(SME)** প্রভৃতি সংগঠন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা এবং তাদের জন্য নতুন ব্যবসায় করার জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থাও করে থাকে।

www.pathagar.org

বিবিএ/ এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করলে বেশ দ্রুত চাকরি পাওয়া সম্ভব। সরকারি বিভিন্ন চাকরি, **BCS** ক্যাডার, ননক্যাডার জব সহ বিভিন্ন প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে বিবিএ/ এমবিএ'র চাহিদা আকাশচুম্বী। ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, প্রবেশনারি অফিসার, এক্সিকিউটিভসহ অফিসার পদে ভাল বেতন ও সুযোগ সুবিধায় নিয়োগ প্রদান করা হয়। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার মত মহান পেশায় চাকরির সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে হবে। ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বহুজাতিক কোম্পানি, টেলি কমিউনিকেশন কোম্পানি, গার্মেন্টস, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আকর্ষণীয় বেতনে উচ্চ পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিতে লিগ্যাল **(Legal)** এবং সোশ্যাল **(Social) complacence** বিশেষ চাহিদার এর জন্য **Business Law** এর উপরও বিশেষ কোর্স করা যায়। বাংলাদেশ পোশাক শিল্পের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। এজন্য বিজনেস গ্র্যাজুয়েটদের জন্য মার্চেন্ডাইজিং এ বিশেষ ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে।

অর্থনীতি (Economics)

যা পড়ানো হয়

অর্থনীতি বিষয়টিতে সামষ্টিক ও ক্ষুদ্র অর্থনীতি, অংক, পরিসংখ্যান, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স ও অর্থনীতির সংশ্লিষ্ট কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ানো হয়। এছাড়াও উন্নয়ন অর্থনীতি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়।

চাহিদা

একটি দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্থনীতিবিদদের। তাছাড়া বর্তমানে অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে কলা/ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এই বিষয়ের অবস্থান প্রথম দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারাই অনার্স বিষয় হিসেবে অর্থনীতি নিয়ে থাকে।

কোথায় পড়ানো হয়

দেশের সব কয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বেশ কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনেক কলেজে এই বিষয়টি পড়ানো হয়।

www.pathagar.org

উচ্চশিক্ষা

দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অনেক বিষয়ের উপর পিএইচডি করা যায়।

চাকরির সুবিধা

অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিসিএস ক্যাডারে যোগদান করা ছাড়াও দেশের ব্যাংক বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম, শিক্ষকতা ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে চাকরি লাভ করে থাকে।

আইন (Law)

যা পড়ানো হয়

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন।

চাহিদা

আইন বিষয়ের চাহিদা বহুবিদ-প্রথমত, আইনজীবী হিসেবে কোর্টে মামলা পরিচালনা করা। দ্বিতীয়ত, সরকারি (বিসিএস জুডিশিয়াল) এবং দেশি, বিদেশি ও বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানিতে আইন কর্মকর্তা বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ লাভ করে কাজ করা যায়।
উল্লেখ্য সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন আদালতে আইনজীবীদের মধ্য থেকেই আইন কর্মকর্তা নিয়ে থাকেন। এসব ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে কলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে একে শীর্ষে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারাই অনার্স বিষয় হিসেবে আইন নিয়ে থাকে।

কোথায় পড়ানো হয়

দেশের সব কয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বেশকিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিষয়ে চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত আইন কলেজসমূহের সাধারণ এলএলবি ডিগ্রি দেয়া হয়।

উচ্চশিক্ষা

এ বইয়ের ৫ম অধ্যায়ের 'আইনজীবী' রচনাটি দেখুন।

www.pathagar.org

ইংরেজি (English)

কী পড়ানো হয়

ইংরেজি বিভাগে প্রধান আলোচ্য বিষয় যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্য পড়ানো হয় এখানে। এছাড়া বাংলা সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয় এ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের।

চাহিদা

ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ও সাহিত্য। আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার জন্য এর ব্যাপক চাহিদা আছে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে। বলা চলে চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি জানার কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, দূতাবাস ও বিদেশে চাকরি নেয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি একটি অপরিহার্য ভাষা। বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির চাহিদা সর্বজন স্বীকৃত।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে কলা অনুষদে এই বিষয়ের অবস্থান প্রথম দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারাই অনার্সের বিষয় হিসেবে ইংরেজি নিয়ে থাকে।

কোথায় পড়ানো হয়

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অনার্স বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ানো হয়।

চাকরির সুবিধা

দেশের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এবং দেশি ও বিদেশি ব্যাংকে উচ্চ বেতনে চাকরির সু-ব্যবস্থা রয়েছে। বিসিএস এর বিভিন্ন ক্যাডারেও ইংরেজির ছেলে-মেয়েরা যথেষ্ট ভাল করে থাকে।

সমাজবিজ্ঞান (Sociology)

সব বিষয় পড়ানো হয়

অনার্সে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামাজিক আইন, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ, এনজিও, মানবাধিকার, সামাজিক নীতি, জনবিজ্ঞান, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সামাজিক গবেষণা, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিষয়ে পড়ানো হয়।

www.pathagar.org

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এই বিষয়ের অবস্থান প্রথম দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারাই অনার্সের বিষয় হিসেবে সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে থাকে।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হয়।

চাকরির সুবিধা

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিসিএস ক্যাডারে যোগদান করা ছাড়াও দেশের ব্যাংক, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম, শিক্ষকতা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি লাভ করে থাকে।

সমাজকল্যাণে/ সমাজকর্ম
(Social Welfare/ Social Work)

কী পড়ানো হয়

অনার্সে সমাজকর্মের তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোর্সের সাথে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামাজিক আইন, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ, এনজিও মানবাধিকার, সামাজিক নীতি, জনবিজ্ঞান, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সামাজিক গবেষণা, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিষয়ে পড়ানো হয়।

চাহিদা

সমাজকর্ম মূলত একটি পেশা। আমাদের দেশে এটি এখনও পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিদেশি **NGO** সহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরির সুবিধা রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে এমফিল এবং পিএইচডি করা যায়। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় (বিশেষ করে **USA, UK, Australia, Canada**) সমাজকর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করা যায়।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে সমাজকল্যাণ/ সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে প্রথম

www.pathagar.org

দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারাই অনার্স বিষয় হিসেবে সমাজকল্যাণ/ সমাজকর্ম নিয়ে থাকে।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কলেজে সমাজকল্যাণ পড়ানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এর নাম সমাজকর্ম।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
(International Relation)

যা পড়ানো হয়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আসলে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিষয়। কাজেই সাম্প্রতিক বিশ্ব ছাড়াও এ বিষয়ে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ইত্যাদি পড়ানো হয়।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাবি, জাবি, চবি-তে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অনার্স কোর্স পড়ানো হয়। তবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি মধ্যম মানের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারা আইন, অর্থনীতি, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ের পরপরই অনার্স বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে থাকে।

চাকরি

বাংলাদেশে নিযুক্ত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, বিভিন্ন এনজিও, বিদেশি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ক্ষেত্রে চাকরির সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও

(ক) অনার্স ও মাস্টার্স প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তির সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ।

(খ) বিসিএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

www.pathagar.org

লোকপ্রশাসন
(Public Administration)

পঠিতব্য বিষয়

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময়ের প্রশাসনিক অবকাঠামো বিষয়ে জ্ঞান প্রদান। পরিবর্তিত পরিবেশে প্রশাসন কেমন হবে সে বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি এ বিষয়ে পড়ানো হয়।

চাহিদা

ডিমান্ড সম্পর্কিত আলোচনায় লোকপ্রশাসনের ভবিষ্যৎ কি, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। ভাল ও সুন্দর রেজাল্ট করলে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ রয়েছে। লোকপ্রশাসনে বিসিএস ও সরকারি কর্ম-কমিশনে রয়েছে লোকপ্রশাসনের ছাত্রদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে লোকপ্রশাসন একটি মধ্যম মানের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারা আইন, অর্থনীতি, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ের পরপরই অনার্স বিষয় হিসেবে লোকপ্রশাসন নিয়ে থাকে।

চাকরি

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, বিভিন্ন এন. জি. ও, বিদেশি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রশাসন ক্ষেত্রে চাকরির সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও

(ক) ভাল ফলাফল করার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ।
(খ) বিসিএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
(Mass Communication & Journalism)

যা পড়ানো হয়

এ বিভাগে সাংবাদিকতার বিভিন্ন অংশ ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে।

চাহিদা

বর্তমানে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যেভাবে বেড়ে চলেছে, সেই সাথে এই বিষয়ের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে মিডিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

www.pathagar.org

পালন করছে। যে কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ের বর্তমান অবস্থান কলা ও মানবিক অনুষদে উপরের দিকে।

কোথায় পড়ানো হয়

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়টির ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এটি মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এছাড়াও কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও এই বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে।

চাকরি সুবিধা

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ছাত্রজীবনেই চাকরি পেয়ে যায় এবং বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী চাকরি জীবনে কাজে লাগায়। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিসিএস ক্যাডার হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক হিসেবে এবং বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম ও এনজিওগুলোতে চাকরি লাভ করে থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

কী পড়ানো হয়

রাষ্ট্র, সরকার, আইন প্রশাসন, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্য।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাবি, জাবি, জবি, চবি (রাজনীতি বিজ্ঞান), রাবি, শাবিপ্রবি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে মাস্টার্স কোর্সে পড়ানো হয়।

এছাড়াও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে। তথাপি উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণার জন্য **USA, Canada, Australia** এবং **Europe-** এর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়ভিত্তিক অবস্থানের দিক দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মধ্যম মানের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে তারা আইন, অর্থনীতি, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ের পরপরই অনার্স বিষয় হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে থাকে।

www.pathagar.org

চাকরির সুযোগ-সুবিধা

১। ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের মাধ্যমে সরকারি কলেজসমূহের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২। নির্দিষ্ট কোন কোটা না থাকলেও বিসিএস প্রশাসনসহ সাধারণ ক্যাডারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিগ্রিধারীদেরকে চান্স পাওয়া সহজ।

৩। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়ার ভাল সম্ভাবনা।

বাংলা (Bangla)

যা পড়ানো হয়

বাংলা বিভাগে সাধারণত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বিভিন্ন উপন্যাস, বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকদের বিভিন্ন গদ্য ও বিখ্যাত কবিতাগুলো পড়ানো হয়। এছাড়া ফাউন্ডেশন কোর্স হিসেবে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও বাংলা এই দু'টো বিষয় ভাষা হিসেবে পড়ে থাকে।

চাহিদা

যেসব শিক্ষার্থী বাংলা ভাষা ও এর বিভিন্ন ধারা এবং আমাদের বাংলা ভাষার যে বিশাল সাহিত্য ভান্ডার রয়েছে তা জানতে এবং এই সমৃদ্ধ ভাষাটির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী তাদের কাছে এই বিষয়ের চাহিদা রয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয় হিসেবে এর অবস্থান নিচের দিকে।

কোথায় পড়ানো হয়

বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়া বাকি সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এবং অধিকাংশ কলেজে বাংলা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের পর এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা যায়।

এছাড়া ভারতসহ অন্যান্য কিছু দেশে এ বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ আছে।

চাকরি সুবিধা

এই বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থীরা সাধারণত বিসিএস-এর মাধ্যমে চাকরিতে যোগদান করে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকের চাকরিকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

www.pathagar.org

শান্তি ও সংঘর্ষ (Peace & Conflict)

কী পড়ানো হয়

এই বিভাগে শান্তির তত্ত্ব, শান্তি ব্যবস্থাপনা, সংঘর্ষের সময় ব্যবস্থাপনা কী ধরনের হয়, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক অর্থনীতি, মানবাধিকার, পরিবেশগত সংঘর্ষ ও জননিরাপত্তার জন্য কী ধরনের উপায় নেয়া যেতে পারে এসব বিষয় মূলত পড়ানো হয়।

চাহিদা

শান্তি ও সংঘর্ষ বাংলাদেশে একেবারেই নতুন একটি বিভাগ। যার ফলে এর চাহিদা এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বে শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই এই বিভাগটি থাকার কারণে এবং একটি নতুন বিভাগ হবার কারণে দেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের মাঝে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোথায় পড়ানো হয়

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই এ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

দেশে কোথাও মাস্টার্স এর পর উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে এশিয়ার বাইরে ইউরোপে এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

চাকরির সুবিধা

যেহেতু শান্তি ও সংঘর্ষ বাংলাদেশে একটি নতুন বিভাগ এবং এখন পর্যন্ত আট থেকে দশটি ব্যাচ এ বিভাগ থেকে পাস করেছে তাই চাকরির ব্যাপারে কিছু বলা না গেলেও এ বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা ছাড়াও বিসিএস ক্যাডার, গবেষক, বিভিন্ন এনজিওর কর্মকর্তা হিসেবে পেশা শুরু করতে পারে।

ইতিহাস (History)

পঠিতব্য বিষয়সমূহ

ইতিহাস বিভাগে ইতিহাস ছাড়াও ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও পড়ানো হয়। যেমন- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি। তবে এসব বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান না দিয়ে ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানই প্রদান করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত যুগ ও কালের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান প্রদান করা হয় ইতিহাসে।

www.pathagar.org

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান নিচের দিকে।

কোথায় পড়ানো হয়

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় পড়ানো হয়। তাছাড়া অনেক কলেজেই এই বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয়।

উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে এই বিষয় পড়ানো হয় সেখান থেকে মাস্টার্স এর পর এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করা যায়।

চাকরির সুবিধা

অন্যান্য বিভাগের মতো এই বিভাগের শিক্ষার্থীরাও বিসিএস-এর মাধ্যমে চাকরিতে যোগ দিতে পারে। তাছাড়া স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, বেসরকারি সংস্থাতেও পেশা শুরু করতে পারে।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
(Islamic History & Culture)

কী পড়ানো হয়

এই বিভাগে প্রধানত মুসলিম শাসকদের ইতিহাস, মুসলিম স্থাপত্য, শিল্প, মুসলিম দর্শন, মুসলিম আইন, অর্থনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চাহিদা

যেসব শিক্ষার্থী মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও সমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্য, মুসলমানদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মুসলমানদের দর্শন সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী তাদের কাছে এই বিষয়ের চাহিদা রয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান নিচের দিকে।

কোথায় পড়ানো হয়

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় পড়ানো হয়। তাছাড়া অনেক কলেজেই এই বিষয়ে পড়ানো হয়।

www.pathagar.org

উচ্চশিক্ষা
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে এই বিষয় পড়ানো হয় সেখান থেকে মাস্টার্স এর পর এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করা যায়।

চাকরির সুবিধা
অন্যান্য বিভাগের মতো এই বিভাগের শিক্ষার্থীরাও বিসিএস-এর মাধ্যমে চাকরিতে যোগ দিতে পারে। তাছাড়া স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, বেসরকারি সংস্থাতেও পেশা শুরু করতে পারে।

উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ
(Women & Gender Studies)

কী পড়ানো হয়
এখানে মূলত জেন্ডার নিয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যেহেতু নারীদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন তেমন হয়নি এবং নারী-পুরুষের সম অধিকারের কথা বলা হলেও যেহেতু নারীরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে আছে সেহেতু নারীদের উন্নয়ন নিয়ে এখানে পড়ানো হয়। এছাড়া এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও অধ্যয়ন করে থাকে।

চাহিদা
বর্তমানে সারা বিশ্বেই নারী অধিকার নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গ সংগঠনসমূহও এ ব্যাপারে বেশ সরব। তাছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত MDG (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) এর ৮টি পয়েন্টের মধ্যে ১টি পয়েন্ট নারীদের নিয়ে, এছাড়াও অন্তত ২টি পয়েন্ট নারীদের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এই বিভাগের চাহিদা কিছুদিনের মধ্যে বেশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান
উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ একটি উদীয়মান বিষয়। এখনও ব্যাপক হারে প্রচলিত না হলেও কিছু দিনের মধ্যে তা হবে বলে আশা করা যায়।

কোথায় পড়ানো হয়
এই বিষয়টি শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৫ বছর ধরে পড়ানো হচ্ছে। এছাড়া উপমহাদেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা যায় না।

উচ্চশিক্ষা
বাংলাদেশের কোথাও মাস্টার্স এর পর উচ্চশিক্ষা করা যায় না।

www.pathagar.org

চাকরি সুবিধা

দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোতে জেন্ডার সংক্রান্ত আলাদা একটি বিভাগ থাকে, যেখানে মূলত এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা চাকরি পায়। তাছাড়া এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিসিএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার এবং গবেষক ও শিক্ষক হিসেবে তাদের পেশা শুরু করতে পারে।

দর্শন (Philosophy)

পঠিতব্য বিষয়

দর্শন বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে সাধারণত দার্শনিক, বিষয়ষমূহ, জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শিনকের মতবাদ, নন্দন তত্ত্ব, গতিবিদ্যার বিবিধ বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

চাহিদা

দর্শন একটি মৌলিক বিষয়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইনস্টিটিউট বিদ্যমান।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

কলা অনুষদের বিষয়গুলোর মধ্যে নিচের দিকে।

কোথায় এই বিষয় পড়ানো হয়

ঢাবি, রাবি, জাবি, ইবি, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

চাকরির সুবিধা

অন্যান্য বিভাগের মতো এই বিভাগের শিক্ষার্থীরাও বিসিএস-এর মাধ্যমে চাকরিতে যোগ দিতে পারে। তাছাড়া স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, বেসরকারি সংস্থাতেও পেশা শুরু করতে পারে।

ইসলামিক স্টাডিজ (Islamic Studies)

কী পড়ানো হয়

আল কুরআন ও তার প্রখ্যাত তাফসির গ্রন্থাদি, উলুমূল কুরআন, উলুমূল হাদিস, সিহাহ সিত্তাহ, মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস, ফিকহ গ্রন্থাদি, ইসলামী অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা।

www.pathagar.org

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাবি, রাবি, চবি, ইবিতে পড়ানো হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি কলেজে এ বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়াতে আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ নামে তিনটি বিষয় পড়ানো হয়। এক্ষেত্রে মাদরাসা থেকে আলিম এবং ফাজিল উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন।

চাহিদা

সারাবিশ্বে বর্তমানে হতাশাগ্রস্ত মানুষের কাছে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র যখন শান্তির নামে অশান্তিতে ভরে তুলেছে তখন বিশ্ববাসী আজ আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মানার জন্য। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধাতালিকায় শেষের দিকে থাকে তারাই বিষয় হিসেবে ইসলামিক স্টডিজ পায়।

চাকরির সুবিধা

ইসলামিক স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রিধারীর অন্যান্য গ্র্যাজুয়েটদের মতই বিসিএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। তাছাড়া ইসলামী ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। গবেষক হিসেবেও এদের মূল্যায়ন রয়েছে।

উন্নয়ন অধ্যয়ন
(Development Studies)

যা পড়ানো হয়

ডেভেলপমেন্ট পলিসি, ডেভেলপমেন্ট স্টেকহোল্ডার্স, রিসার্চ, গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি ইত্যাদি পড়ানো হয়।

এছড়াও উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়।

চাহিদা

বর্তমান সময়ের সাথে গতি রেখে এই সাবজেক্টটির গুরুত্ব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.org

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন
(Television & Film Study)

যা পড়ানো হয়

ফটোগ্রাফি, নিউজ রিপোর্টিং, নিউজ এডিটিং, ফিল্ম এন্ড ভিডিও এডিটিং, অডিও ভিজুয়াল মিডিয়া, ফিল্ম ডিরেকশন, গ্রাফিক আর্ট এন্ড এনিমেশন, ডকুমেন্টারি, ওয়ার্ল্ড সিনেমাসহ চলচ্চিত্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহ পড়ানো হয়।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পড়ানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের অনার্স ও বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। অন্য বিষয় থেকে অনার্স করেও এখানে মাস্টার্স করা যায়।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিষয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান প্রথম দিকে।

চাহিদা

বাংলাদেশ অন্যতম বড় সেক্টর হল মিডিয়া শিল্প। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এই সেক্টর দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ জনবল পাচ্ছে না । সেই প্রেক্ষিতে এই বিভাগে পড়ুয়ারা ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পায়। তাই এর চাহিদা কতটুকু তা অনুমান করা যায়। এছাড়াও যারা ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিজ্ঞাপন ফার্ম দেয়া এবং নিজে মিডিয়া জগতে অভিনব কিছু করতে চান তাদের জন্য এটি একটি রোমাঞ্চকর সাবজেক্ট।

চাকরির সুবিধা

এখান থেকে পড়াশোনা করার পর নিজ উদ্যোগে যেমন মিডিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় তেমন বিদ্যমান বাংলাদেশী ইলেকট্রিক মিডিয়ায় উচ্চ বেতনে চাকরির সুযোগ রয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রডিউসার এবং ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
(Printing & Publications)

কী পড়ানো হয়

প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনের ইতিহাস, তত্ত্ব, প্রকাশনা সংক্রান্ত আইন, সম্পাদনা ও প্রুফ রিডিং ডিজাইন ও টাইপোগ্রাফি, বই/ম্যাগাজিন পাবলিশিং ইত্যাদি পড়ানো হয়।

www.pathagar.org

কোথায় পড়ানো হয়

শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় পড়ানো হয়। ২০১৬-১৭ মাস্টার্স প্রোগ্রামে এর প্রথম ব্যাচ শুরু হয়।

চাহিদা

এটি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত একটি নতুন বিষয়। বিষয়ভিত্তিক দিক থেকে এর অবস্থান মধ্যম মানের। বাংলাদেশে মুদ্রণ শিল্পের চাহিদা মিটাতে এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

ভর্তি পক্রিয়া

প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু হয়েছে এবং পরবর্তীতে অনার্স প্রোগ্রাম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীকে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় ৭৫ এবং মৌখিক ২৫ নম্বর। বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উর্ত্তীণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হবে।

চাকরির সুবিধা

এখান থেকে পাস করে যে কেউ সহজেই মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও বাংলাদেশে মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা শিল্পে ব্যাপক চাকরির সুযোগ রয়েছে। নিউজপেপার শিল্পেও রয়েছে তুলনামূলক চাকরির সুযোগ। এমনকি ছাত্রাবস্থায় থেকেও বিভিন্ন কাজ পাওয়া সম্ভব।

অপরাধ বিজ্ঞান (Criminology)

বিষয়বস্তু

ক্রিমিনাল থিউরি, জেন্ডার ক্রাইম এন্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস, ল এন্ড সোসাইটি, ফরেনসিক এন্ড ক্রিমিনাল ইনভেসেটিগেশন, এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইম, ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্রাইম, ভারচুয়াল ইন্টারঅ্যাকশন এন্ড সাইবার ক্রাইম, পলিটিকস এন্ড ক্রাইম, কর্পোরেট এন্ড অর্গানাইজেশনাল ক্রাইম, কারেন্ট ইস্যু ইন ভায়োলেট ক্রাইম ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে।

কোথায় পড়ানো হয়

শুধু মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়টি পড়ানো হয়ে থাকে।

চাহিদা : বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন আসার কারণে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এটি অন্যতম ১ম সারির সাবজেক্ট।

কাজের ক্ষেত্র

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরাধের ধরণও পরিবর্তন হচ্ছে এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অপরাধ দমন ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। যেমন : সেনাবাহিনী, পুলিশ, এনএসআই, ডিসিএফআই, টিআইবিসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে।

www.pathagar.org

নৃবিজ্ঞান (Anthropology)

পাঠ্য বিষয়

গবেষণা পদ্ধতি, ঔপনিবেশিক ইতিহাস, নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, নগর নৃবিজ্ঞান, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাগত নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, জৈবিক নৃবিজ্ঞান, বিশ্বায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দরিদ্রতা, ফলিত ও উন্নয়ন নৃবিজ্ঞান পড়ানো হয়ে থাকে। সম্প্রতি যোগ হয়েছে ভিজুয়াল এনথ্রোপোলোজি।

কোথায় পড়ানো হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লা, শাবিপ্রবি এবং আরও বেশ কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়ে থাকে। কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ব্র্যাক, ইনডিপেনডেন্ট এবং গ্রিন ইউনিভার্সিটিতেও এ বিষয়ে পড়ানো হয়।

চাহিদা

বিশ্বায়নের এই যুগে নৃবিজ্ঞান বৈশ্বিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতামূলক চাকরি বাজার তৈরি করেছে। বাংলাদেশে এটি একটি উদীয়মান সাবজেক্ট। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সমাজ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন নৃবিজ্ঞানীদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকেন।

কাজের ক্ষেত্র

নৃবিজ্ঞানী হিসেবে সমাজের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জাদুঘর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশি, বিদেশি এনজিও, দাতা ও উন্নয়ন সংস্থায় প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে এমফিল ও পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া **GRE, IELTS/TOEEL** পরীক্ষা দিয়ে **USA, Canada, Australia, German, South korea and Europe,** এর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

কী পড়ানো হয়

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় জলবায়ু পরির্বতন এর প্রভাবে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কিত বিষয়গুলো পড়ানো হয়। এর মধ্যে দুর্যোগের ইতিহাস, কারণ,

www.pathagar.org

শ্রেণিবিভাগ, ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়গুলো পড়ানো হয়। এছাড়াও হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার এবং দুর্যোগ মনোবিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য।

কোথায় পড়ানো হয়

এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বিভাগের অধীনে পড়ানো হয়। একটি হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে **Institute of disasters management and vnlnerabity Studies** অন্যটি **Earth and Environment Science** এর অধীনে **Disasters Science and management.** এছাড়া বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। এছাড়া ও বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণা
(Education & Research)

কোথায়

ঢাবিতে অনার্স ও মাস্টার্স এবং রাবিতে শুধুমাত্র মাস্টার্স কোর্স করানো হয়।

যোগ্যতা ও আসন

ঢাবি'র অধীনস্থ শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ অনার্সে আলাদাভাবেই ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করা হয়। ঢাবির অন্যান্য ইউনিটগুলোর ভর্তি পরীক্ষার কিছুদিন আগে এই ইনস্টিটিউটের নোটিশ দেয়া হয়। আসন বিজ্ঞান বিভাগে ৯০ জন, বাণিজ্যে ২০ জন এবং মানবিক ৪০ জন। ৪র্থ বিষয় বাদে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসিতে মোট ৭.৫০ বাণিজ্যে ৬.৫০ এবং মানবিকে ৬.০০ থাকতে হবে।

যা পড়ানো হয়

এ বিষয়ে শিক্ষার সম্যক ধারণা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম তৈরি, সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির জন্য গবেষণা, শিক্ষাবোর্ড, মন্ত্রণালয়, কারিকুলাম বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী প্রভৃতি পড়ানো হয়।

স্কলারশিপ

এ বিষয়ে স্নাতক করে প্রতিবছর ৭/৮ জন শিক্ষার্থী মাস্টার্স করার জন্য বৃত্তি নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায়।

চাকরি

বিসিএস, বিসিএস একাডেমি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, শিক্ষা বোর্ড,

www.pathagar.org

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, নায়েম শিক্ষা অধিদপ্তর প্রভৃতি শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে এমন বিভিন্ন NGO তে কাজ করার সুযোগ আছে।

সম্ভাবনা

বাংলাদেশে শুধুমাত্র ঢাবিতে এ বিষয়ে অনার্সের সুযোগ থাকায় প্রয়োজনের তুলনায় জনশক্তি কম। তাই সহজে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আরবি/ফার্সি
(Arabic/Persian)

কী পড়ানো হয়

এ বিভাগ দুটিতে সাধারণত সংশ্লিষ্ট ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, বিভিন্ন উপন্যাস, বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকদের বিভিন্ন গদ্য ও বিখ্যাত কবিতাগুলো পড়ানো হয়। এছাড়া ফাউন্ডেশন কোর্স হিসেবে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও বাংলা এই দুটো বিষয় ভাষা হিসেবে পড়ে থাকে।

চাহিদা

যেসব শিক্ষার্থী আরবি ও ফার্সি ভাষা ও এর বিভিন্ন ধারা এবং আরবি ও ফার্সি ভাষার যে বিশাল সাহিত্য ভান্ডার রয়েছে তা জানতে এবং এই সমৃদ্ধ ভাষাদ্বয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী তাদের কাছে এই বিষয় দুটির চাহিদা রয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয় হিসেবে এর অবস্থান নিচের দিকে।

কোথায় পড়ানো হয়

বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাড়া বাকি প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এবং দু'একটি কলেজে আরবি ও ফার্সি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্বিবিদ্যালয়গুলো থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের পর এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ পশ্চিমা বিশ্বেও এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

www.pathagar.org

চাকরি সুবিধা

এই বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থীরা সাধারণত বিসিএস-এর মাধ্যমে চাকরিতে যোগদান করে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকের চাকরিতে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বিদেশেও এ ডিগ্রিধারীদের চাহিদা আছে।

পালি/ফোকলোর/ভাষাতত্ত্ব
(Pali/Folklore/Linguistic)

কী পড়ানো হয়

এ সাবজেক্টগুলোতে সাধারণত ভাষার রূপরেখা, বিভিন্ন লোকাচার ও সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

কোথায় পড়ানো হয়

এগুলো সাধারণত ঢাবি ও রাবিতে পড়ানো হয়।

চাহিদা

এগুলোর চাহিদা নেই বললেই চলে।

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান

বিষয়গত দিক থেকে একদম নিচের দিকে।

চাকরির সুবিধা

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরি পাওয়া যায়।

বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি
(World Religion & Culture)

কোথায় পড়ানো হয়

এটি শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

কী পড়ানো হয়

বিশ্ব ধর্ম ব্যবস্থা, তুলনামূলক ধর্ম, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে পড়ানো হয়।

www.pathagar.org

বিষয়ভিত্তিক অবস্থান
বিষয় হিসেবে এর অবস্থান নিচের দিকে।

চাহিদা
এটি অনেকটা নতুন সাবজেক্টতো তাই তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। তবে ধর্ম নিয়ে আগ্রহীরা এটি পড়ার জন্য অনেক উৎসাহী।

চাকরি সুবিধা
সাবজেক্ট ভিত্তিক কোন চাকরি নেই। তবে বিভিন্ন এনজিওতে জব পাওয়া যায়।

প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology)

কোথায় পড়ানো হয়
জাহাঙ্গীরনগর ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

কী পড়ানো হয়
পুরাকীর্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও গবেষণা এবং পুরাকীর্তি আবিষ্কারে কাজ করে।

চাকরি সুবিধা
বিশেষত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে কাজ করা যায়।
তত্ত্ববিজ্ঞান ও গ্রন্থাকার ব্যবস্থাপনা

চাকরির সুবিধা
বিভিন্ন সরকারি গ্রন্থাগার ও স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসহ অন্যান্য লাইব্রেরিগুলোতে চাকরির অপার সম্ভাবনা এবং পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

চারুকলা (Fine Arts)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের যাত্রা শুরু মূলত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের হাত ধরে ১৯৪৮ সালে। প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল 'গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট'। ১৯৬৩ সালে এটিকে 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' নামে প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে 'চারুকলা ইনস্টিটিউট' নামকরণ করা হয়। সম্প্রতি এটি অনুষদের মর্যাদা লাভ করে 'চারুকলা অনুষদ' নাম ধারণ করে।

www.pathagar.org

বিভাগসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে বর্তমানে মোট ০৮টি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো-

০১. অংকন ও চিত্রায়ণ বিভাগ
০২. গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
০৩. ছাপচিত্র বিভাগ
০৪. প্রাচ্যকলা বিভাগ
০৫. মৃৎশিল্প বিভাগ
০৬. ভাস্কর্য বিভাগ
০৭. কারুশিল্প বিভাগ ও
০৮. শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ।

ভর্তি প্রক্রিয়া

চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সে ভর্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় 'চ' ইউনিটের মাধ্যমে। এ অনুষদে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হলে শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জিপিএ একত্রে ন্যূনতম ৬.৫০ থাকতে হবে। এবং যে কোন একটিতে জিপিএ- ৩.০০ এর নিচে থাকা যাবে না।

জ্ঞান পরীক্ষা পদ্ধতি

দুটি প্রক্রিয়ায় চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক। দুটিতেই আলাদাভাবে পাস করতে হবে। যারা ব্যবহারিক (ড্রইং) পরীক্ষায় পাস করবে তারাই পরবর্তীতে তত্ত্বীয় (শিল্পকলা ও সাধারণ জ্ঞান) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। দুটি জ্ঞান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আসন নির্দিষ্ট করা হবে।

চাকরির ক্ষেত্র

চারুকলা থেকে পড়াশুনা করে সরকারি যেসব দপ্তরে চাকরি করতে পারেন-

বিসিএস (সাধারণ ক্যাডার) ভুক্ত যেকোন পদে। যেমন: প্রশাসন, পুলিশ, ট্যাক্স, কাস্টমস প্রভৃতি, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে, বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার) পদে, জাদুঘরগুলোতে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট পদে, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ প্রায় সকল অধিদপ্তরে শিল্পীর পদ আছে, সরকারি যে কোন ট্রেনিং সেন্টার, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বিসিক, বাংলাদেশ পুলিশের ফরেনসিক ইউনিট, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো, গ্রাফিক আর্ট ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ টেলিভিশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে, শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, ক্যাডেট কলেজ সমূহে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কৃষি তথ্য সার্ভিস ইউনিট, পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান, বাংলা একাডেমি ইত্যাদি। এছাড়া বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোতে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

www.pathagar.org

অন্যান্য যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে পড়ানো হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বেসরকরি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে স্নাতক (বি এফ এ সম্মান) ও স্নাতকোত্তর (এম এফ এ) পড়ার সুযোগ রয়েছে।

উচ্চতর ডিগ্রি

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলার বিভিন্ন বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণার জন্য প্রতি বছর স্কলারশিপের আহ্বান করে থাকে।

এসিসিএ (ACCA)

এসিসিএ

অ্যাসোসিয়েশন অফ চার্টার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউনটেন্টস সংক্ষেপে এসিসিএ পেশাদার হিসাবরক্ষণকারীদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার প্রশাসনিক সদর দপ্তর যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে অবস্থিত। ১৯০৪ সালে এটির প্রতিষ্ঠালগ্ন শুরু হয়। তখন এটির নাম ছিল লন্ডন অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাকাউনটেন্টস। পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে এটি চার্টার্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্টিফাইড অ্যাকাউনটেন্টস নাম ধারণ করে। অবশেষে ১৯৯৬ সালে বর্তমান নামে নামান্তর করা হয়। বর্তমানে সারা পৃথিবীজুড়ে ১৭০টি দেশে এসিসিএ এর ৫,৮৬,০০০ জন সদস্য ও ছাত্র রয়েছে। তার মধ্যে ১,৫৪,০০০ জন সদস্য এবং ৪,৩২,০০০ জন ছাত্র। সার্টিফাইড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট শব্দটি স্বত্ব সংরক্ষিত শব্দ যা রয়েল চার্টার থেকে উদ্ভূত। ১৯৭৪ সালে যুক্তরাজ্যের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এই প্রতিষ্ঠানটিকে 'রাজকীয়' খেতাব প্রদান করে। এসিসিএ এর সদস্যরাই শুধুমাত্র নিজেদের সার্টিফাইড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে এবং তারা এসিসিএ এর সমস্ত নিয়ম কানুন এবং পেশাদারি নীতি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। এসিসিএ যেসব যোগ্যতা প্রদান করে থাকে তা হল:

* এফসিসিএ
* এসিসিএ
* সিএটি
* এফআইএ

এছাড়া অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি এর সহযোগিতায় বিএসসি ইন অ্যাপ্লায়েড অ্যাকাউন্টিং ও এমবিএ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

এসিসিএ এবং সিএটি দু'টিই মূলত প্রফেশনাল কোর্স। এসিসিএ কোর্সটি সিপিএ, সিএ, সিএমএ প্রভৃতি কোর্সের সমমানের। এটি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন আব অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর সদস্য। এই কোর্সের শিক্ষার্থী এবং সদস্যদের ৮৩টি এসিসিএ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ১৭০টি দেশে ফিন্যান্স এবং অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে ক্যারিয়ার

www.pathagar.org

গঠনে সহায়তা করা হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক ডিগ্রি, যে কারণে পুরো বিশ্বজুড়েই শিক্ষার্থীর কর্মক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে। সিএ এবং এসিসিএ'র মধ্যে মূল পার্থক্য হলো সিএ স্থানীয় কারিকুলাম আর এসিসিএ এচ্ছে ব্রিটিশ কারিকুলাম। এসিসিএ একমাত্র কোর্স, যা যেকোনো পর্যায়ে ইংল্যান্ডসহ ১৭৩টি দেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যায়।

এফআইএ (FIA)

এফআইএ হচ্ছে এসিসিএ'র এন্ট্রি লেভেলের স্যুট অব কোয়ালিফিকেশনস যা থেকে শিক্ষার্থীরা পূর্বের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চমৎকার কোর্স বেছে নিতে পারে। যারা একেবারেই এন্ট্রি লেভেল থেকে শুরু করতে চায়, তাদের এফআইএ'র ইন্ট্রোডাক্টরি সার্টিফিকেট লেভেল থেকে শুরু করতে হবে। যাদের কিছুটা অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তারা এফআইএ'র ইন্টারমিডিয়েট সার্টিফিকেট লেভেল থেকে শুরু করতে পারে। অ্যাকাউন্টিংয়ের বেসিক যাদের শক্তিশালী কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন নেই, তারা এফআইএ'র ডিপ্লোমা লেভেল থেকে শুরু করতে পারে। যেকোনো শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা শেষ করে সরাসরি এসিসিএ'র স্কিল মডিউলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সিএটি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। যেসব শিক্ষার্থী সিএটি সার্টিফিকেট নিতে চায় তাদের আগের মতোই ৯টি বিষয় সম্পন্ন করতে হবে। সহজ কথায়, এসএসসি বা এইচএসসি শেষ করেই ভর্তি হতে পারেন ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা কোর্সটিতে। মোট সাতটা বিষয় পড়তে হয় এখানে। এই সাতটা বিষয় শেষ করলে তিনটা সনদ পাওয়া যাবে, যা দিয়েই আপনি প্রাথমিক ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে। এসিসিএর আগের পাঠ হচ্ছে এই ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা কোর্স। নিয়মিত পড়লে এক বছরে শেষ করা যাবে এই কোর্স। এরপর কেউ এসিসিএ করতে চাইলে এই ডিপ্লোমা তাকে সহজে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সিএটি (CAT)

এসএসসি/এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সিএটি কোর্সে ভর্তি হতে পারে। সিএটি হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং কোয়ালিফিকেশন যেখানে অ্যাকাউন্টিংয়ের বেসিক থেকে শেখানো হয়। এটি করার পর দ্রুত এসিসিএ কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। অন্যদিকে এইচএসসি বা ও লেভেল শেষে এফআইএ-তে ভর্তি হয়ে সিএটি সম্পন্ন করা যায়। আবার এ-লেভেল বা যেকোনো বিভাগ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি করা থাকলে সরাসরি এসিসিএ কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। কারো অনার্স, মাস্টার্স, সিএ, আইসিএমএ কোয়ালিফিকেশন থাকলে ৯টি বিষয় পর্যন্ত অব্যাহতি পেতে পারে। এসব কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন **www.accaglobal.com** এই সাইটে। কোর্সের মেয়াদসহ সব তথ্যই মিলবে আশা করি।

www.pathagar.org

পরীক্ষা পদ্ধতি

দুটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে পারেন এখানে। হলে বসে খাতায় লেখা ছাড়াও কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইনে পরীক্ষা দেয়া যাবে। খাতায় পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে ব্রিটিশ কাউন্সিল। এ ছাড়া অনলাইনে পরীক্ষা দিতে হয় ব্রিটিশ কাউন্সিল, এলসিবিএস ঢাকা ও চার্টার্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে।

যোগ্যতা ও খরচ

ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা কোর্স করা যাবে এসএসসি পাসের পরেই। তবে এইচএসসি পাস করে এলেই ভালো। এ ছাড়া গ্র্যাজুয়েশন পাস করার পরও যে কেউ এসিসিএ করতে পারবেন। ও-লেভেল এবং এ-লেভেল পাস করে এলে ইংরেজি ও গণিত থাকাটা জরুরি। কেউ যদি বিবিএ বা এমবিএ করার পর ভর্তি হন, তাহলে তাকে এসিসিএর প্রথম চারটা পার্ট পড়তে হয় না। ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা কোর্সটি শেষ করতে চাইলে পরীক্ষা ও টিউশন ফি-সহ এক লাখ টাকার মতো খরচ হবে। প্রতি পরীক্ষার আগেই সাত হাজার ২০০ থেকে আট হাজার টাকার মতো ফি দিতে হয়। সব মিলিয়ে এসিসিএ সম্পন্ন করতে সর্বোচ্চ চার লাখ টাকার মতো খরচ পড়বে।

পরীক্ষায় বসার আগে

বাসায় বসে নিজে নিজেই পড়াশোনা শুরু করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন ও পাঠ্যক্রম সংগ্রহ করতে পারেন এসিসিএর ওয়েবসাইট থেকে। ব্রিটিশ কাউন্সিল বা এসিসিএ অফিসে ভর্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফি ও কাগজপত্র জমা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে প্রয়োজনীয় বই।

যেখানে ভর্তি হবেন

বছরের যেকোনো সময় এসিসিএ কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। কোনো কলেজের মাধ্যমে এসিসিএ বা ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে ভালোভাবে যাচাই করে নিন। কোনো ধরনের বিভ্রান্তি এড়াতে এসিসিএ বাংলাদেশ অফিসে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। চাইলে সরাসরি সেখানেও ভর্তি হতে পারেন। এ ছাড়া ভর্তি হওয়া যাবে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে।

ব্যারিস্টার (Barrister)

যারা ভিন্নধর্মী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান তাদের জন্য ব্যারিস্টারি কোর্সটি দারুণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ স্মার্ট ও সম্মানজনক যে কয়েটি পেশা রয়েছে তার মধ্যে ব্যারিস্টারি অন্যতম। ব্যারিস্টার অ্যাট ল-র সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বার অ্যাট ল। একজন ব্যারিস্টার হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য ৯ মাসের একটি বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স (বিপিটিসি) করতে হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আইনজীবীদের বলা হয় অ্যাডভোকেট। আমেরিকাতে আইনজীবীকে

www.pathagar.org

বলা হয় অ্যাটর্নি। তেমনি করে অস্ট্রেলিয়ার আইনজীবীকে বলা হয় ব্যারিস্টার। এভাবে বিভিন্ন দেশে আইনজীবীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ঔপনিবেশক দেশ যুক্তরাজ্য হওয়ার কারণে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সত্ত্বেও ঔপনিবেশক মন স্বাধীন না হবার কারণে বাংলাদেশে ব্যারিস্টারকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়।

যোগ্যতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ওপর অনার্স ও মাস্টার্স করেও কেউ সরাসরি ইংল্যান্ডে প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন না। অর্থাৎ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অধিভুক্ত কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ যদি অনার্স পাস করে তবে তাকে বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হতে হলে আবার নতুন করে কোনো ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এলএলবি বা এলএলএম পাস করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরা একটা বিশেষ সুবিধা পান, তা হলো - তাদের অনার্সের মোট ১২টি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয় কম পড়লেই চলে।

এ কোর্সে প্রতিবছরই পাঁচ হাজারের মতো আবেদন জমা পড়ে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিগত দক্ষতা, ভাষার দখল, সাংগঠনিক দক্ষতা এসব বিষয় বিবেচনায় এনে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। সম্প্রতি আইইএলটিএস স্কোরও দেখা হচ্ছে। আবেদনের ক্ষেত্রে স্কোর ৭.৫ বাধ্যতামূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়।

দেশে বসেই ইংল্যান্ডের ডিগ্রি

আমাদের দেশে ব্রিটিশ স্কুল অব ল, লন্ডন কলেজ অব লিগ্যাল স্টাডিজ, ভূঁইয়া একাডেমি, নিউ ক্যাসেল ল একাডেমি এই চারটি টিউশন সার্ভিস প্রোভাইডার বার অ্যাট ল পড়ালেখার বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকে।

এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রিধারী যে কেউ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত তিন-চার বছর মেয়াদি এলএলবি অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসি মিলে জিপিএ-৫ থাকতে হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বয়সসীমা নেই। শিক্ষার্থীরা ইংল্যান্ডের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ও একই সময়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকেন। পরীক্ষা নেয়া হয় ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে। ইংল্যান্ডেই এসব উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। এভাবে দেশে বসেই ইংল্যান্ডের ডিগ্রি পেতে পারেন। এলএলবি করার পর ইংল্যান্ডে সরাসরি বার ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে। ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন আর ইউনিভার্সিটি অব নর্দামব্রিয়া দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ব্রিটিশ ডিগ্রি নেয়ার সুযোগ দেয়। তবে ঘরে বসে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইন বিষয়ে অনার্স করা গেলেও নয় মাসের বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্সের জন্য ইংল্যান্ডে যেতেই হবে।

www.pathagar.org

কোথায় পড়বেন?

বার অ্যাট ল কোর্সটি ইংল্যান্ডের চারটি ইন'স-এর যেকোনো একটি থেকে করতে হয়। অর্থাৎ লিন্‌কনস্ ইন, গ্রেইস ইন, ইনার টেম্পল ও মিডল টেম্পল এই চারটি ইন'স এর মধ্যে যেকোনো একটি আপনাকে বেছে নিতে হবে।

সনদ ইন থেকে দেয়া হলেও কোনো একটি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়াশোনা করতে হয়। ইন'স অব কোর্ট, স্কুল অব ল, কলেজ অব ল, বিপিপি ল স্কুল, নটিংহ্যাম, নর্দামব্রিয়া, ব্রিস্টল, কার্ডিফ, ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন এই ৯টি প্রতিষ্ঠানে বার অ্যাট ল করা যায়। এর যেকোনো একটিতে পড়তে পারেন। সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বার অ্যাট ল কোর্সে ভর্তি করা হয়।

টিউশন ফি

ব্যারিস্টারি পড়া বেশ ব্যয়বহুল। প্রতিবছরই এ খরচ বাড়ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভেদে টিউশন ফি কিছুটা কম-বেশি হয়ে থাকে। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রিটা যদি ঘরে বসে নিতে চান, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি ও বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি বাবদ কমপক্ষে ১৯ থেকে ২০ লাখ টাকা লাগবে। ইংল্যান্ডে গিয়ে নিতে চাইলে শুধু টিউশন ফি বাবদ লাগবে ২৬ থেকে ৫৬ লাখ।
বার ভোকেশনাল কোর্সের বর্তমান টিউশন ফি ৯ থেকে ১৫ হাজার পাউন্ড। বাংলাদেশি টাকায় এ ফি ১০ থেকে ১৬ লাখ টাকা। বার অ্যাট ল কোর্সটির মেয়াদ ৯ মাস হলেও এটি শেষ করতে এক বছর লেগে যায়। তাই এর টিউশন ফির সঙ্গে এক বছরের থাকা-খাওয়ার খরচ হিসাব করতে হবে। এ খরচ নির্ভর করে জীবনযাত্রার ওপর। এই এক বছরে থাকা-খাওয়া বাবদ পাঁচ থেকে আট লাখ টাকা গুনতে হবে। Bar at Law সম্পন্ন করতে সম্ভাব্য ব্যয় হতে পারে ৬৩ লাখ থেকে এক কোটি টাকার মতো।

খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ

ইংল্যান্ডে যাঁরা ব্যারিস্টারি পড়তে যান, পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁদের খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ রয়েছে। দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীরা নতুন নিয়মে সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন। যদিও এ সময় পড়ার চাপে খণ্ডকালীন কাজ করা যায় না। বার অ্যাট ল করার সময় প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। তাই সুযোগ থাকলেও খণ্ডকালীন কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেউ যদি ব্যারিস্টারি ডিগ্রি অর্জন করে বাংলাদেশে আইন পেশায় নিয়োজিত হতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় পাস করে সনদ নিতে হবে। এর আগে যদি কেউ ব্যারিস্টারি ডিগ্রি অর্জন করত, সে সরাসরি বাংলাদেশে আইন পেশায় নিয়োজিত হতে পারত। কিন্তু এখন সেই নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছে।

www.pathagar.org

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা
(Private University Education)

মানুষের জীবনে যে পাঁচটি মৌলিক অধিকার রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষাকে বলা হয়ে থাকে জাতির মেরুদন্ড। কোন জাতি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও পরিচিত করতে চাইলে শিক্ষা ও গবেষণার কোন বিকল্প নেই। এই শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র সাক্ষরতাকে বুঝায় না বরং সামর্থ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষাকে বুঝায়। বহুকাল আগে থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের মানুষ সুযোগ পেলে অনেক বড় বড় কাজ করতে পারে, রাখতে পারে শিক্ষা ও গবেষণায় বিশাল অবদান। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো কিছুদিন আগ পর্যন্ত এ সুযোগ তথা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেত অল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। জনসংখ্যার তুলনায় দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম থাকায় অনেক মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীকে অকালে ঝরে পড়তে হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে দেশ হারিয়েছে অনেক সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রী। গুটিকয়েক অর্থবিত্তশালী লোকের ছেলেমেয়েরা দেশের বাইরে যেত যার ফলে দেশ থেকে চলে যেত অনেক দেশি মুদ্রা।

এই দুই সমস্যার সমাধানে ও দেশের মধ্যে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে ১৯৯২ সাল থেকে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। সরকারের কালোপযোগী সিদ্ধান্ত ও কিছু মহৎ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের উদ্যোগে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নামে অধিক পরিচিত। ১৯৯২ থেকে ২০১৭ সাল, এই ২৫ বছরের মধ্যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, যাতে বর্তমানে কয়েক লক্ষাধিক ছাত্র- ছাত্রী পড়াশোনা করছে।

কোন কোন বিষয় পড়ানো হয়

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে এনেছে এক বিশেষ বিপ্লব। যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ পড়াশোনা শেষে ভালো কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, সেহেতু এদেশের মানুষের জন্য দরকার যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা। এই চিন্তাকে মাথায় রেখে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলেছে সম্পূর্ণ বাজারমুখী বিষয়সমূহ যেমন- বিবি এ, কম্পিউটার সায়েন্স, আইন, ইংরেজি সাহিত্য, ফার্মেসি, ইলেকট্রিক্যাল- ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, এমবিএ, পাবলিক হেলথ ইত্যাদি। এসব বিষয় থেকে পাস করার পর সহজে একজন ছাত্র বা ছাত্রী চাকরি বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সিলেবাস ও কারিকুলাম

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠিত বিষয়সমূহের সবচেয়ে বড় সুযোগ হলো তাদের সিলেবাস ও কারকুলাম। যেহেতু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বোচ্চ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সেহেতু এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের। অধিকন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনে প্রতিটি

www.pathagar.org

বিষয়ের সিলেবাসকে পরিবর্তন করা হয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিক মানে আপডেটেড হয়ে থাকতে পারে। তবে দেশের কথা ভুলে যায়নি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, দেশের কৃষ্টি-কালচার, ইতিহাস, মানবিকতা ধরে রাখার জন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে মানবিক, ইতিহাস, সাহিত্য সংশ্লিষ্ট সাবজেক্ট। তাই একদিকে যেমনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিক মানের হচ্ছে, তেমনি দেশের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করছে।

শিক্ষার মাধ্যম, পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা

যদিও এখন পর্যন্ত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া করা ভবনে কার্যক্রম চালাচ্ছে তথাপি শিক্ষার মাধ্যম ও পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে তারা সদা সচেষ্ট। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে বেছে নেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় লিখিত বই ও পরীক্ষার খাতায় নয়, বরং লেকচার প্রদান, আলোচনা, উপস্থাপনা, পরিবেশনাসহ সকল বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করা হয়। ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে আন্তর্জাতিক মানের। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ক্লাস তাপানুকূল (এসি) হয়ে থাকে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বিশাল লাইব্রেরি যাতে সংগৃহীত রয়েছে দেশি-বিদেশি পর্যাপ্ত বইপত্র। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেয়া হয়ে থাকে পর্যাপ্ত কম্পিউটার জ্ঞান তা সে যে বিষয়েই পড়াশোনা হক না কেন। রয়েছে ইন্টারনেট সংযোগসহ পর্যাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব, যা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নিতে পারে বিনামূল্যে বিশেষ সুযোগ। সর্বক্ষেত্রে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ও ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার করে ক্লাস নেয়ার সুযোগ, তাই জটিল চিত্র প্রদর্শন ও আধুনিক মানের শিক্ষাপদ্ধতি খুব সহজেই উপস্থাপন করা হয় এসকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে।

শিক্ষকদের মান ও শিক্ষাপদ্ধতি

বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন নামিদামি শিক্ষক। দেশ-বিদেশের উচ্চ ডিগ্রিসম্পন্ন অনেক শিক্ষক রয়েছেন এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর্থিক সম্মানী ও পরিবেশের কারণে ভালো রেজাল্টধারী শিক্ষকগণ নিয়োজিত আছেন এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেহেতু এসকল বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তি বা গ্রুপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা সর্বোচ্চমান বজায় রাখতে সচেষ্ট তাই এখানকার শিক্ষকদেরকেও থাকতে হয় সদাসচেষ্ট। নিয়মিত পাঠদান, সময়ানুবর্তিতা, ক্লাসের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের সময়দান, আধুনিক ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান দান করা প্রতিটি শিক্ষককে নিয়মিত রুটিন কাজ হিসাবে ধরে নেয়া হয়, তাই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান যেমনি ভালো হয়ে থাকে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো সুযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রবীণ ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক খন্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীন সময়দান করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানকে করছেন আরো উন্নত।

www.pathagar.org

সেশনজট ও রাজনীতি

আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমস্যা হলো সেশনজট, যা সাধারণত হয়ে থাকে রাজনৈতিক সংঘাত, স্বার্থসিদ্ধি এবং ক্লাস ও পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রতার জন্য। যার ফলে এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায় জীবন থেকে। এসব কিছু মাথায় রেখে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসসমূহকে করেছে রাজনীতিমুক্ত; সময়মত ক্লাস, পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রদানের জন্য এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কথাটি কল্পনা করতেও পারে না। একজন ছাত্র বা ছাত্রী অতিসহজে নির্দ্বিধায় যথাসময়ে তার পড়াশোনা শেষ করতে পারে।

চাকরির বাজার

যেহেতু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন বিষয় খুলে থাকে, তাই এসকল বিষয়ে পড়াশোনা শেষে একজন ছাত্র-ছাত্রী দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে সম্মানজনক চাকরি পেয়ে থাকে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নামকরা ব্যবসায়ীরা সংযুক্ত থাকায় নিজেদের কোম্পানিতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষ সুযোগ প্রদান করে থাকেন।

চাকরিজীবী, ঝরে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রী ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা বিভিন্ন কারণে পড়াশোনা স্থগিত রাখে অথবা কোন চাকরিতে যোগদান করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেবেলে ভর্তির সুযোগ না থাকায় এবং সান্ধ্যকালীন পড়াশোনার সুযোগ না থাকায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে আর পড়াশোনা করা হয় না। এদের জন্যও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়েছে অপার সুযোগ। যথাযথ কারণ দর্শিয়ে অতি সহজে শিক্ষা বিরতিরত ছাত্র-ছাত্রীরা আবার পড়াশোনা শুরু করতে পারে নিজেদের পছন্দসহ বিষয়সমূহে। চাকরিজীবীদের জন্য রয়েছে সান্ধ্যকালীন বিশেষ প্রোগ্রাম, ফলে অনেকেই আবার পড়াশোনার দিকে মনোনিবেশ করছে নিজেদেরকে এবং যার বিশেষ সুফল পেতে শুরু করেছে দেশ ও জাতি। শিক্ষার জন্য কোন বয়স নেই- এ কথাটিকে সত্যে পরিণত করেছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়।

ভর্তির যোগ্যতা

যেহেতু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিষয় রয়েছে তাই প্রতি বিষয়ে ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন যোগ্যতা থাকতে হয়। তবে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বিষয়ে পড়াশোনার জন্য অবশ্যই এইচএসসি পাস হতে হবে। বিষয়ভেদে দ্বিতীয় শ্রেণী রেজাল্ট থাকতে হয়। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনার জন্য এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করতে হবে। যেহেতু নামকরা অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকে তাই এসএসসি ও এইচ এসসিতে ভাল রেজাল্টের পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে হয়। মাস্টার্স লেভেলের প্রোগ্রাম সমূহের জন্য ডিগ্রি/ অনার্স ডিগ্রিধারী হতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ রেজাল্ট ও পড়াশোনা থাকতে হয়।

www.pathagar.org

পড়াশোনার খরচ ও আর্থিক সাহায্য

যেহেতু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচাদি ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন-ফি থেকে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এজন্য দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি খরচ হয়ে থাকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন পরিমাণে টিউশন ফি দিতে হয়। বিশেষ কিছু সাবজেক্ট বাদে অধিকাংশ বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে ২,০০,০০০ টাকা থেকে ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়ে থাকে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচের কথা শুনে যেমনি পিলে চমকে যেতে পারে, তেমনি বিনা খরচের পড়াশোনার সুযোগে আশান্বিত হবার কথা। এসএসসি এবং এইচএসসি ভাল রেজাল্ট (জিপিএ-৫) পেলে অতিসহজে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিনা টিউশন ফিতে পড়াশোনা করতে পারে। এছাড়াও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের এসএসসি এবং এইচএসসি এর রেজাল্টের জন্য বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাকালিন ভালো রেজাল্ট করে সেক্ষেত্রেও সে ভাল পরিমাণে আর্থিক সহযোগিতা ক্ষেত্রবিশেষে ১০০% টিউশন ফি স্কলারশিপ হিসাবে পেয়ে থাকে।

সীমাবদ্ধতা

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেমনি অনেক ভাল গুণ ও সুনাম রয়েছে তেমনি গুটি কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের কারণে অনেকের কাছেই আজ তারা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রথমত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া করা বাড়িতে (যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিশ্চিত করে না) তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি স্বচ্ছ নয় বিধায় ঐসব গুটি কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন অনিয়মের।

তবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সরকার ও সচেতন মহলের সতর্কতার ফলে সমস্যার সমাধান হচ্ছে, যাদের কিছুটা অনিয়ম ছিল তারা শুধরে নিচ্ছে।

সর্বোপরি আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মান, ছাত্র-ছাত্রীদের মান, ভবিষ্যতের অফুরন্ত সুযোগ, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে পারে।

www.pathagar.org

ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ
(Doctoral & Post Doctoral Research)

বর্তমান বিশ্বে গবেষণা ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত তিনটি টার্ম হচ্ছে এম ফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ। যারা গবেষণা পেশায় যেতে চান তাদের ক্ষেত্রে তো বটেই এবং এর বাইরেও শিক্ষকতার পেশায় এই ডিগ্রিসমূহের মূল্য অপরিসীম। এসব ডিগ্রিপ্রাপ্ত Candidate-রা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়ে থাকেন। চাকরি পাওয়ার পরেও আবার প্রমোশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের শিক্ষকরা অন্যদের তুলনায় দ্রুত প্রমোশন পেতে পারেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরিতে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুবিধা বলবৎ রয়েছে বিশ্বব্যাপী।

এ সমস্ত ডিগ্রিসমূহের মূল্য এ দেশের প্রশাসনেও দেয়া হচ্ছে আজকাল। তাই দেখা যায় সামরিক এবং বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই অফিসাররা এমফিল/ পিএইচডি করার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়ছেন ইদানিং এবং ব্যাপকভাবে।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হচ্ছে তা হোক না কেন বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য বিষয়ক সর্বক্ষেত্রেই এই ডিগ্রিসমূহ প্রদান করা হয়, বহির্বিশ্বে তো বটেই। এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন প্রথমত সুপারভাইজার নির্বাচন যার তত্ত্বাবধানে থেকে ছাত্র/ছাত্রী তার গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) নির্বাচন। তিনিই গবেষণার বিষয় ঠিক করে দেন, গবেষণার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। প্রার্থীকে তাই তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করে নিতে হয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তত্ত্বাবধায়কের গবেষণার ক্ষেত্র, গবেষণার ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা, আগ্রহ, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রিসমূহ দেশের এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে অর্জন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহে সুযোগ সুবিধা বেশি থাকার কারণে প্রার্থীরা প্রথমে সেই সুযোগই সন্ধান করে থাকেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নানাভাবে অর্জন করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে প্রথমে স্কলারশিপ, এর পরে অ্যাসিস্টেন্টশিপ (রিসার্চ এবং টিচিং)। এর বাইরে অর্থ সংকুলান পদ্ধতি হচ্ছে নিজে উপার্জন করে পড়াশোনা করা অথবা পরিবার থেকে প্রদত্ত অর্থ দিয়ে এই প্রয়োজন মেটানো। বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে বিশাল অংকের অর্থ প্রয়োজন হয় সে দিকে চিন্তা করলে এই শেষোক্ত পদ্ধতিতে অর্থের জোগান দেয়ার সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান সময়ে স্কলারশিপের অর্থ সবচেয়ে বেশি সরবরাহ করছে জাপান। এ দেশের সরকার স্কলারশিপ মনোবুশো (Monobusho) বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এই তুলনায় বাকি দেশসমূহে উচ্চতর

www.pathagar.org

শিক্ষা ও গবেষণার জন্য যে পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করে থাকে তার সংখ্যা অনেক কম। মনোবুশো বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পত্রিকার মাধ্যমে বা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই বৃত্তির সংখ্যা এবং বৃত্তির অর্থের পরিমাণ খুবই আকর্ষণীয়। মনোবুশো বৃত্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণার ক্ষেত্র এবং গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা দানের জন্য সুপারভাইজার প্রাপ্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বৃত্তি শুধুমাত্র পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়ে থাকে এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করতে হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই সকল ক্ষেত্রেই অ্যাসিসেটেন্টশিপ প্রদান করে থাকে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত তথ্য অর্জন করা যেতে পারে। দুই ধরনের অ্যাসিসটেন্টশিপের মধ্যে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপের মূল্য এবং সুযোগ সুবিধা বেশি। এটা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের একটি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের একটি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন এবং তার বিনিময়ে কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকেন। গবেষণা ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা প্রদানের জন্য এই কার্যকে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপ বলা হয়। দ্বিতীয় সুযোগটি হচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ যে ক্ষেত্রে গবেষক তার গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি কোন প্রফেসরকে তাঁর (প্রফেসর) কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবেন এবং বিনিময়ে গবেষক পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু অর্থ উপার্জন করবে। এভাবে উপার্জিত অর্থই তার উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড সরবরাহ করে থাকে। রিসার্চ এবং টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বছরের যে কোন সময়েই জানা যাতে পারে। এই অ্যাসিস্টেন্টশিপ সমূহ অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে এসএসসি, এইচএসসি, বিএ/ বিএসসি/ বিকম (সম্মান) এবং এমএ/এমএসসি/ এমকম পরীক্ষার রেজাল্ট। এর পরে আসে ভাষার উপরে দখল প্রসঙ্গ। ভাষার উপরে দখলের মাত্রা প্রমাণের জন্য প্রার্থীকে **TOEFL/IELTS** পরীক্ষা দিতে হয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় আবার প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরূপণের জন্য ভিন্নতর কিছু পরীক্ষার স্কোর দেখতে চায়। এ পরীক্ষাগুলো হচ্ছে **Graduate Record Examination (GRE), IELTS, TOEFL, NEWSAT, GMAT** ইত্যাদি। উপরোল্লিখিত স্কোরসমূহের সাথে যদি প্রার্থীর গবেষণা ক্ষেত্র এবং সুপারভাইজার মিলে যায় তবে বিদেশে পিএইচডি করার সুযোগ হয়ে যেতে পারে।

যারা বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে ব্যর্থ হবেন তারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চেষ্টা করতে পারেন এ ধরনের ডিগ্রি অর্জন করার জন্য। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য ভাল রেজাল্টের পাশাপাশি **IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, NEWSAT** (পূর্বে যা ছিল **SAT-1** এবং **SAT-II**)- এ ভাল স্কোর করা খুব দরকার। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে-

www.pathagar.org

আইইএলটিএস (IELTS)

আইইএলটিএস (**International English Language Testing System**) হল ইংরেজি ভাষাতে দক্ষতা নির্ণয় পরীক্ষা পদ্ধতি। উচ্চশিক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যে যেতে চাইলে আইইএলটি এস-এ ভাল করতে হবে। এ পরীক্ষার আয়োজক ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ, ব্রিটিশ কাউন্সিল, আইডিপি এডুকেশন, অস্ট্রেলিয়া। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার্থে দেশের বাইরে বিভিন্ন ভার্সিটিতে লেখাপড়া করতে ইচ্ছুকদের আইইএলটিএসের একাডেমি শিডিউলে অংশ নিতে হয়। পরীক্ষা হয় পেপার বেইসড। পরীক্ষায় থাকে লিসনিং রিডিং রাইটিং এবং স্পিকিং।

লিসেনিং : এই পরীক্ষায় চারটি অংশ থাকে। প্রথম দুটি অংশে যথাক্রমে জনগণের আগ্রহের বিষয় সংশ্লিষ্ট সংলাপ এবং বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে থাকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনা। প্রার্থীকে একবার প্রশ্ন সম্পর্কিত একটি রেকর্ড শোনানো হয়, প্রশ্ন পড়ে উত্তরপত্রে উত্তর লেখার জন্য ১০ মিনিট সময় দেয়া হয়। লিসেনিং পরীক্ষায় বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন করা হয়। এ অংশে ৩৮ থেকে ৪০টি প্রশ্ন করা হয় এবং সময় দেয়া হয় ৩০ মিনিট। এ প্রশ্নগুলো হচ্ছে সাধারণত এমসিকিউ, ছোট প্রশ্নে বক্তার বক্তব্য প্রশ্নের উত্তর লেখা, শূন্যস্থান পূরণ মিলকরণ-একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দ মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি অর্থ দাঁড় করানো, চার্ট পূর্ণ করা প্রভৃতি।

রিডিং : উচ্চশিক্ষার্থে যারা বিদেশ যেতে চান তাদের জন্য একাডেমিক রিডিং এ পরীক্ষা দিতে হয়। এ পরীক্ষায় সংবাদপত্র, জার্নাল, বই ও ম্যাগাজিন থেকে যে কোন বিষয় আসতে পারে; তার উপর লিখতে হয়। প্রশ্নের ধরণ সাধারণত হয়ে থাকে- এমসিকিউ, অল্প কথায় উত্তর, সারাংশ কোন নির্দিষ্ট প্যাসেজ, প্যারার টাইটেল প্রদান, মিলকরণ ইত্যাদি। এ অংশে ৩৮ থেকে ৪০টি প্রশ্ন করা হয় এবং সময় নির্ধারিত থাকে এক ঘণ্টা।

রাইটিং : এ অংশে প্রার্থীর ইংরেজিতে কোন বিষয় বুঝতে পারা ও তার প্রকাশভঙ্গির দক্ষতা নির্ণয় করা হয়। দুধরনের রাইটিং এর মধ্যে বিদেশ গমনেচ্ছুকদেরকে একাডেমিক রাইটিং এ অংশ নিতে হয়। এ অংশে এক ঘণ্টার ভিতর দুটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। লেখার সময় যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে তা হল- অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এড়িয়ে চলা, যুক্তি কিংবা দৃষ্টান্তের সঠিক প্রয়োগ করে সংক্ষেপে গুছিয়ে লেখা, জটিল শব্দ পরিহার করে স্পষ্ট করে লেখা। এক ঘণ্টার পরীক্ষায় দুটি রচনায় অংশ গ্রহণ করতে হয় পরীক্ষার্থীকে। এ দুটি রচনার প্রথমটিতে একটি গ্রাফ বা চার্টকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। ২০ মিনিটের মধ্যে ন্যূনতম ১৫০ শব্দের ভিতরে রচনাটি লিখতে হবে। দ্বিতীয়, যে রচনাটি লিখতে হবে সেখানে মূলত একটি বক্তৃতা দেয়া থাকে। নিজের মত করে বিষয়টি গুছিয়ে লিখতে হয়। শব্দসংখ্যা ২৫০-এর মধ্যে সীমিত রাখতে হয়।

স্পিকিং : ৫টি ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর ইংরেজি বলার দক্ষতা পরীক্ষা করা হয় এ পর্যায়ে। এখানে পরীক্ষক প্রার্থীকে তার নাম, বয়স, ঠিকানা, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কোন

www.pathagar.org

বিষয়ে পড়তে ইচ্ছুক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। একটি কার্ডে সমস্যা বা ঘটনার ছবি থাকবে। ছবি দেখে পরীক্ষার্থী পরীক্ষককে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন হতে হবে যৌক্তিক-অপ্রাসঙ্গিক নয়। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার্থী ততবেশি যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারবেন তার স্কোর তত বেশি হবে। ব্যাখ্যাসহ উপরোক্ত বিষয়ে প্রার্থীকে পরীক্ষকের সাথে আলোচনা করতে হয়। পরীক্ষার জন্য মোট সময় দেয়া হয় ১০-১৫ মিনিট। ১ম অংশের জন্য ৪-৫ মিনিট, ২য় অংশের জন্য ২-৩ মিনিট এবং শেষ অংশের জন্য ৪-৫ মিনিট।

আইইএলটিএস সহায়ক গ্রন্থ ও সিডি

ক) ক্যামব্রিজ আইইএলটিএস (১,২,৩)
 – ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেট।

খ) প্রিপারেশন ফর আইইএলটি এস
 – ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, সিডনি।

গ) আইই এলটি এস টু প্র্যাকটিস নাউ।
 - গিবসন, শেক এন্ড অ্যানি সুয়ান।

ঘ) পাসপোর্ট টু আইই এলটি এস

সিডি: ১. ক্যামব্রিজ-৩ এবং ২. সাকসেস টু আইই এলটি এস ওয়েবসাইট : **www.ielts.org**

টোফেল (TOEFL)

উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোতে যেতে চাইলে টোফেল **(Test of English As a Foreign Language)** স্কোর প্রয়োজন। এতে থাকে লিসেনিং স্ট্রাকচার, কমপ্রিহেনশন এন্ড ভোকাবুলারি এবং রাইটিং কম্প্রিহেনশন।

লিসেনিং : মোট বরাদ্দকৃত ৪৫-৭০ মি. সময়ে ৫০টি প্রশ্ন নিয়ে তৈরি লিসেনিং পরীক্ষা যার মাধ্যমে প্রার্থীর শোনার দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এতে দুই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। (ক) শর্ট কনভারসেশন : এতে শোনার ক্ষেত্রে শব্দ নির্বাচন ক্ষমতা ও তার প্রকাশভঙ্গি পরীক্ষা করা হয়। (খ) লংগার কনভারসেশন; এখানে শোনার ক্ষেত্রে মানুষ, প্রকৃতি ও বিজ্ঞান নিয়ে বিষয়ভিত্তিক বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণনার মাধ্যম প্রার্থীর দক্ষতা যাচাই করা হয়। এখানকার প্রশ্ন মূলত 'কে' এবং 'কি' ধরনের হয়ে থাকে।

স্ট্রাকচার: প্রার্থীর ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের দক্ষতা পরীক্ষা। এ অংশে প্রশ্নের ধরণ তুলনামূলক সহজ। এখানে ইংরেজি ব্যাকরণগত শুদ্ধতা, অশুদ্ধ চিহ্নিতকরণ ও শূন্যস্থান পূরণের উপর প্রশ্ন করা হয়। এই বিষয়ে মোট প্রশ্ন থাকে ৪০টি। সময় নির্ধারিত থাকে ১৫-২০ মিনিট।

রিডিং কমপ্রিহেনশন এন্ড ভোকাবুলারি : এ অংশে প্রার্থীর পড়া ও ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডারের দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। ৩০০ শব্দের দুটি কিংবা তিনটি প্যাসেজ থেকে প্রদত্ত

www.pathagar.org

লিখতে প্রার্থীকে ইংরেজি ব্যাকরণ, শব্দচয়ন ও উপস্থাপনায় কৌশলী হতে হবে। রচনা থাকবে ১টি। সময় ৩০ মিনিট।

বাংলাদেশে ঢাকাস্থ বনানীর প্রোমেট্রিক সেন্টারে TOEFL পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত জানতে আমেরিকান সেন্টারে যোগাযোগ কন-

The American Center
House -110 -27, Banani, Dhaka.
Tel: 88134404

এছাড়া সরাসরি আমেরিকার TOEFL সেন্টারেও আপনি যোগাযোগ করতে পারেন।

TOEFL Sermices
Educational Testing Sorise
P.P Box-6115, Princetion, NJ08541-6151, USA, Fax: 0016097717500
E-mail, toefl @ ets.org, web : www.toefl.org

টোফেন সহায়ক গ্রন্থ ও সিডি
ব্যারনস টোফেল
ক্যামব্রিজ প্রিপারেশন ফর দ্য টোফেল টেস্ট-জোলেনা এন্ড রবার্ট সিয়ার।
টোফেল কিভস টেস্ট প্রিপারেশন-সাইকেল, এ পায়েল
টোফেল পিপারেশন গাইড-সি পায়েল।
জেনিংস টোফেল
সিডি : ১. ক্যাপলান টোফেল টেস্ট, ২. পিটারসন টোফেল টেস্ট
ওয়েবসাইট : **www.ets.org**

জিম্যাট (GMAT)

বিদেশে ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষা হলো জিম্যাট (**Grauate Management Admission Test**)। এ পরীক্ষায় তিনটি অংশ থাকে, তা হলো কুয়ানটিটেটিভ সেকশন, ভারবাল সেকশন এবং অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং অ্যাসেসমেন্ট।

কুয়ানটিটেটিভ সেকশন : এই অংশে হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত অংক থাকে। মূলত দু'ধরনের অংক এখানে দেয়া হয়। একটি তারিখ সংক্রান্ত অন্যটি সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা নিরূপণ সংক্রান্ত। মোট প্রশ্ন থাকে ৪১টি। সময় ৭৫ মিনিট। মাঝখানে ১০ মিনিট বিরতি।
ভারবাল সেকশন: এ অংশে প্রার্থীর ইংরেজি লেখার দক্ষতার পাশাপাশি যে কোন বিষয়ে প্রার্থীর কারণ ও যুক্তির বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখা হয়। এতে তিনটি অংশ থাকে। অংশগুলো হচ্ছে যথাক্রমে-**Reading Comprehension, Critical Reasoning &**

www.pathagar.org

Sentence Correction. সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করা হয়। **Reading Comprehension** পরীক্ষায় ৩৫০ শব্দের ভিতর সামাজিক বিজ্ঞান, ভৌত ও জৈব বিজ্ঞান এবং ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয় পড়ে উত্তর দিতে হবে। **Critical Reasoning** যুক্তি তৈরি ও অ্যাকশন প্ল্যানের আলোকে উত্তর দিতে হবে। **Sentence Correction** এর ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও যথাস্থানে সঠিক শব্দচয়ন প্রধান বিবেচ্য। মোট ৭৫ মিনিট এর পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে ৪১টি।

অ্যানলিটিক্যাল রাইটিং অ্যাসেসমেন্ট: ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ও লেখার দক্ষতা নির্ণয় করা হয় এ অংশে। এ পরীক্ষার একটি বিষয়ভিত্তিক, অপরটি যুক্তিতর্ক নির্ভর বিশ্লেষণ। সময় ১ ঘণ্টা। মাঝখানে ১০ মিনিট বিরতি।

জিম্যাট সহায়ক গ্রন্থ ও সিডি

১। দ্য অফিসিয়াল সাইড ফর জিম্যাট রিভিউ-এডুকেশন টেস্টিং সার্ভিস।
২। ক্যাপলান জিম্যাট টেস্ট
৩। ক্র্যাকিং দ্য জিম্যাট ২০০৪-জিওফ মার্টস এন্ড অ্যাডম রবিনসন।
সিডি: ডগলাস ফ্রেঞ্চ জিম্যাট টেস্ট
ওয়েবসাইট: **www.mba.com**

জিআরই (GRE)

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েটদের যোগ্যতা নিরূপণকারী পরীক্ষাই হল জিআরই **(Graduate Record Examination)**। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যান্য উন্নত দেশে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চাইলে জিআরই প্রয়োজন।

টিচিং বা রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টশিপ পেতে বা ফাইন্যানসিয়াল এইড কিংবা শুধুমাত্র ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাডমিশনের জন্যও জিআরই প্রয়োজন। জিআরই টেস্ট দু'ধরনের। একটি জেনারেল টেস্ট যেটা কম্পিউটার ও পেপার উভয় বেইসড অন্যটি সাবজেক্ট টেস্ট যা শুধুমাত্র পেপার বেইসড। জেনারেল টেস্টে থাকে কুয়ানটিটেটিভ এন্ড ক্রিটিক্যাল থিংকিং, অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং এবং ভারবাল রিজনিং।

কুয়ানটিটেটিভ এন্ড ক্রিটিক্যাল থিংকিং : পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির সমস্যা ও সমাধান এ অংশের প্রধান বিষয়। সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক ও ছোট প্রশ্ন করা হয়। ২৮টি প্রশ্নের জন্য সময় ৪৪ মিনিট।

অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং : ইংরেজিতে লেখার ক্ষেত্রে জটিল যে কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট ও কার্যকরণ ব্যাখ্যা করার দক্ষতা নির্ধারণ করা হয় এ পর্যায়ে। এ অংশে সংক্ষিপ্ত ভাষায় উত্তর লিখতে হয়। ২টি রাইটিং টপিকসের জন্য নির্ধারিত সময় ৭৫ মিনিট।

www.pathagar.org

ভারবাল রিজনিং : বিশ্লেষণ ও গণনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এ অংশের মূল প্রতিপাদ্য। প্রশ্নের ধরণ হয়ে থাকে নৈর্ব্যক্তিক। ৩০টি প্রশ্নের জন্য সময় ৩০ মিনিট।
জিআরই সাবজেক্ট টেস্ট হয় ৮টি বিষয়ের উপর। বিষয়গুলো হচ্ছে- প্রাণরসায়ন, জীববিদ্যা, রসায়ন, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইংরেজি সাহিত্য, গণিত, পদার্থ ও মনোবিজ্ঞান।

প্রাণরসায়ন : যে বিষয়গুলো থাকবে, বায়োকেমিস্ট্রি-৩৬, সেল বায়োলজি-২৮, মলিকুলার বায়োলজি-৩৬। সাধারণত ১৮০ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত সময় ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।
জীববিদ্যা : এই অংশের বিষয়গুলো যথাক্রমে- সেলুলার এন্ড মলিকুলার বায়োলজি, ওরগানিজমাল বায়োলজি এবং ইকোলজি এন্ড ইভ্যালুশন। ২০০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত সময় ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।
রসায়ন : এই অংশে যে বিষয়গুলো থাকবে, অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি -১৫, ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রি-২৫, অলগ্যানিক কেমিস্ট্রি -৩০, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি-৩০। ১৩০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত সময় ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।
কম্পিউটার বিজ্ঞান : কম্পিউটার বিজ্ঞানের এই অংশের বিষয়গুলো যথাক্রমে- সফটওয়্যার সিস্টেম অ্যান্ড মেথোডোলজি-৪০, কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার-১৫, থিওরি অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড-৪০, অন্যান্য বিষয়-০৫। ৭০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য সময় দেয়া হবে ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

ইংরেজি সাহিত্য : যে বিষয়গুলো থাকবে তা হলো, লিটারারি অ্যানালাইসিস-৪০ থেকে ৫৫, আইডেনটিফিকেশন-১৫ থেকে ২০, কালচারাল এন্ড হিস্ট্রিক্যাল কনটেন্ট -৩৫ থেকে ৪০, হিস্ট্রি-১০ থেকে ১৫। ২৩০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত সময় ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।
গণিত : এই অংশে থাকবে, ক্যালকুলাস-৫০, বীজগণিত-২৫ এবং অতিরিক্ত বিষয়- ২৫। মোট ৬৬টি প্রশ্নের জন্য সময় থাকবে ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

পদার্থবিদ্যা : এ অংশের বিষয়গুলো যথাক্রমে, ক্ল্যাসিক্যাল ম্যাকানিক্স-২০, ইলেকট্রো ম্যাগনিটিজম -১৮, অপটিকস এন্ড ওয়েব ফেনোমেনান-৯, থার্মোডিনামিক্স এন্ড স্ট্যাস্টিসটিক্যাল মেকানিক্স -১০, কুয়ানটাম মেকানিক্স-১২, অ্যাটমিক ফিজিক্স-১০, ল্যাবরেটরি ম্যাথস-৬, স্পেশালাইজড টপিকস-৯। ১০০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য সময় দেয়া হয় ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।
সাইকোলজি : সাইকোলজি অংশে থাকবে, এক্সপেরিমেন্টাল অব ন্যাচারাল সায়েন্স-৪০, সোসাল, সায়েন্স-৪৩, জেনারেল সায়েন্স-১৭। ২০৫টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত সময় ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

জি আরই সহায়ক গ্রন্থ ও সিডি

১। ব্যারন'স জিআরই
২। জিআরই প্র্যাকটিসিং টু টেক দ্য জেনারেল টেস্ট-বিসবুক।
৩। ক্র্যাকিং দ্য জিআরই ২০০৪

www.pathagar.org

- ক্যারিন লুরি

৪। হাউ টু প্রিপেয়ার ফর দ্য জিআরই টেস্ট

- শ্যারণ ওয়েডার

সিডি: (১) ব্যারন'স জিআরই টেস্ট (২) সেলফ ক্যালরি জিআরই টেস্ট

ওয়েবসাইট: **www.gre.org**

নিউস্যাট (NEWSAT)

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইংরেজি ও গাণিতিক সমস্যা সমাধানের নির্ধারক পরীক্ষাই হলো নিউস্যাট। পূর্বে স্যাট পরীক্ষা স্যাট-ওয়ান ও স্যাট-টুতে বিভক্ত থাকলেও ঐ পরীক্ষার আয়োজকদের কলেজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০০৫ সালের মার্চ থেকে এ পরীক্ষা নতুন আঙ্গিকে নেয়া হচ্ছে। নিউস্যাট পরীক্ষা কম্পিউটার বেইসড। এ পরীক্ষায় দুটি অংশ থাকে- ভারবাল, ম্যাথ।

ভারবাল : এ অংশের বিষয়গুলো যথাক্রমে, অ্যানালোজিস-১৯টি, সেন্টেন্স কমপ্লিশন- ১৯টি, ক্রিটিক্যাল রিডিং -৪০ টি। ৭৯টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত সময় ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

ম্যাথ : ম্যাথের প্রশ্ন সাধারণত পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির সাধারণ ধারণা থেকে করা হয়। বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। ৬৫টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে পাটীগণিত ও জ্যামিতি-৩৫, বীজগণিত-১৫, বুদ্ধিমত্তাযুক্ত প্রশ্ন-১৫। সময় ৭০ মিনিট।

নিউস্যাট সহায়ক গ্রন্থ ও সিডি

১। টেন রিয়েল নিউস্যাট-কলেজ বোর্ড

২। ক্র্যাকিং নিউস্যাট ২০০৬

- অ্যাডাম রবিনসন অ্যান্ড জন কাটাসম্যান।

৩। আপ ইয়োর স্কোর-পেসন অ্যাবলস্ক।

সিডি : গুবাস নিউস্যাট প্রিপারেশন টেস্ট

ওয়েবসাইট : **www.collegeboard.com.**

প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছু কথা

* বেশি বেশি ভোকাবুলারি আয়ত্ত করা। গ্রামারের স্ট্রাকচারাল দিক সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখুন। প্রতিদিন দশটি করে নতুন ইংরেজি শব্দ শিখুন এবং সেগুলো ব্যবহার করে বাক্য গঠন করুন।

* রাইটিং এ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিদিন যে কোন বিষয়ের উপর অন্তত এক পৃষ্ঠা ইংরেজি লেখার চর্চা করুন এবং আপনার জানা শব্দগুলোর মধ্যে কমন শব্দগুলো ব্যবহার করুন।

* রিডিং এর জন্য ইংরেজি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও বোঝার চেষ্টা করুন।

* স্পিকিং এর জন্য বিবিসি, সিএনএন টিভি চ্যানেল এবং ভাল শিক্ষামূলক ইংরেজি মুভি

www.pathagar.org

দেখুন। তাদের উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখুন। আপনার বন্ধুর সাথে এবং হল বা হোস্টেলে অবস্থানের ক্ষেত্রে রুমমেটের সাথে সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস করুন সাধারণভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করুন।

* জি আরই ও স্যাট-ওয়ান এর ক্ষেত্রে প্রশ্নের ধরণ দেখে অংকগুলো চর্চা করুন। অংকের ক্ষেত্রে অনুশীলনের বিকল্প নেই।

ELTS, TOEFL, GRE, GMAT, NEWSAT পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু তথ্য -

বিষয়	পূর্ণমান	সময়	পরীক্ষা কেন্দ্র	নিবন্ধন ফি (টাকা)
১. আইইএলটিএস (IELTS)	ওভার অল ব্যান্ড স্কোর ৯	প্রায় ৩ ঘন্টা	ব্রিটিশ কাউন্সিল ও বেইটস, ঢাকা	প্রায় ১৫,৮০০০
২. টোফেল (TOFEL)	৩০০	৩ ঘন্টা	প্রোমেট্রিক সেন্টার, বনানী, ঢাকা। দ্য আমেরিকান সেন্টার, বনানী, ঢাকা।	প্রায় ১৬,৭০০
৩. জিম্যাট (GMAT)	৮০০	প্রায় ৪ ঘণ্টা	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল,	প্রায় ২২,৫০০
৪. জিআরই (GRE)	১৬০০	জেনারেল স্টেট ২ ঘন্টা, সাবজেক্ট	মোমেট্রিক সেন্টার নটর ডেম কলেজ, ঢাকা	প্রায় ১৮,৩০০
৫. নিউ স্যাট (New SAT)	১৬০০	টেস্ট ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট		প্রায় ৯,৫০০
		৩ ঘন্টা	নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা।	প্রায় ৬, ০০০
৬. পিটিই একাডেমিক (PTE Academic)				প্রায় ১৬,৫০০
৭. এসইভিআইএস (SEVIS)				প্রায় ৮,৫০০
৮. জিইডি (GED, 5-Suject)				প্রায় ২৩,৫০০

www.pathagar.org

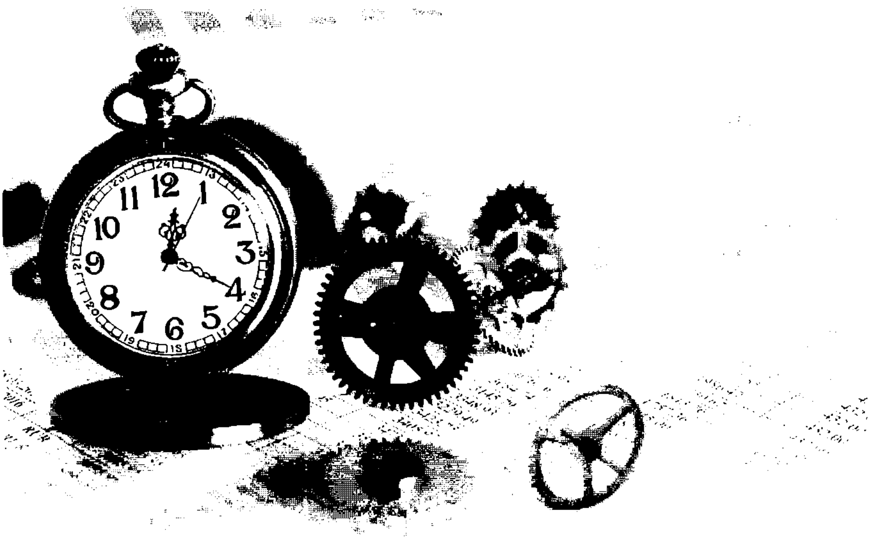

ষষ্ঠ অধ্যায়

পেশা পরিচিতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

www.pathagar.org

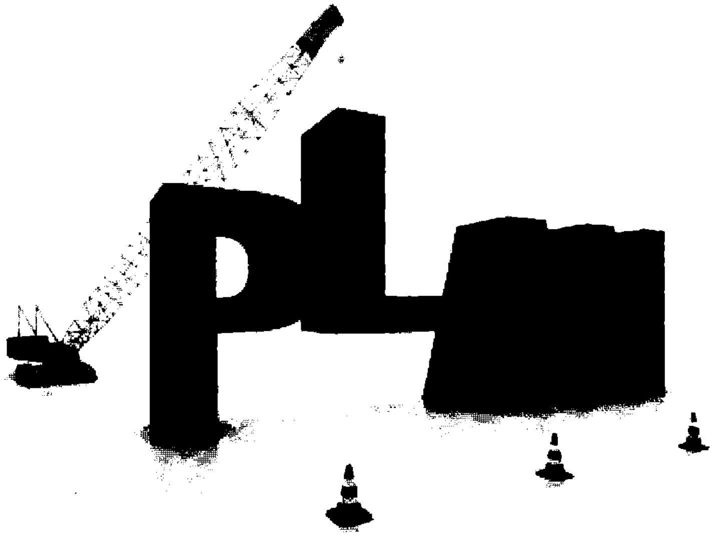

অধ্যায় সূচনা

পেশা নির্বাচন বিষয়টি বাংলাদেশে একটি অস্থির এবং জটিল প্রক্রিয়া। সুষম রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক উন্নয়নের অভাবে একাডেমিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে পেশা নির্বাচন এদেশে অত বেশি গুরুত্ব পায়নি। যেটুকু পেয়েছে পরিমাণগত দিক থেকে তা নিতান্তই সামান্য। এই প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং অন্য নানাবিধ সমস্যার কারণে মানুষ যা চাচ্ছে এবং যা পাচ্ছে তার মধ্যকার ব্যবধান দিন দিন রয়েছে। প্রত্যাশা-প্রাপ্তির এ দ্বন্দ্ব মানুষের মধ্যে জন্ম দিচ্ছে হতাশা। তাছাড়া বিভিন্ন পেশা এবং পেশাজীবীদের মধ্যে নানা বৈষম্য এবং উচ্চ প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় পেশাজীবীদের মধ্যে, যার প্রভাব পড়ছে বৃহত্তর সমাজে। আমরা এ অধ্যায়ে বিভিন্ন পেশার বর্ণনা যেমন দিয়েছি তেমনি বাতলে দেবার চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট পেশা অর্জনের উপায়সমূহ। প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নির্দেশনার অভাবে দেশের যুবসমাজ অনেক সময় পেশা নির্ধারণে নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়। এ অধ্যায়ের লেখাগুলো সেই বিভ্রান্তি এবং সংশয় দূর করে পেশা নির্বাচনে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা আরো বিশ্বাস করি অর্জিত পেশার প্রতি সন্তুষ্টি এবং অনুগত থাকার মাধ্যমে জীবনের সন্তুষ্টিও নিশ্চিত করা সম্ভব।

www.pathagar.org

শিক্ষকতা (Teaching)

ভূমিকা

আভিধানিক সংজ্ঞায় শিক্ষকতা হলো শিক্ষকের কাজ বা পেশা। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনই এ পেশার মূল বিষয়। মানুষকে পাশবিক থেকে মানবিক পর্যায়ে উন্নীত এবং অসভ্য থেকে সভ্যতার আলোয় আলোকিত করার পিছনে যে পেশার অবদান শতভাগ তা হচ্ছে শিক্ষকতা। এ পেশার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার উপর অর্পিত সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক দায়িত্বগুলো অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করতে পারেন।

শিক্ষকতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সুদূর অতীত থেকে আজ অবধি উপমহাদেশের এ ভূখন্ডে অর্থাৎ বাংলাদেশে শিক্ষকতাকে একটি মহৎ সেবাধর্মী পেশা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে পেশার চেয়ে সেবাটাই বেশি গুরুত্ব পাবার কারণে শিক্ষকতায় পেশাদারিত্বের অভাব এখনও কোন কোন বাঙালি মানসে পরিলক্ষিত। কিন্তু দিন বদলের পালায় শিক্ষিত মানুষের পাল্লা ভারী হবার সুবাদে শিক্ষকতা এখন এখানে একটি **Smart** পেশা এবং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় পেশাজীবী দল এখন শিক্ষকসমাজ।

বাংলাদেশ : শিক্ষকতার ক্ষেত্র

বাংলাদেশে বহুস্তর বিশিষ্ট শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকতার সুযোগ বিদ্যমান। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রতিটি মানুষের জন্য স্ব স্ব ডিগ্রি ও বিষয় অনুযায়ী শিক্ষকতার সুযোগ বিদ্যমান। ক্যারিয়ার হিসেবে বাংলাদেশে এখনও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকেই শীর্ষ স্থানীয় হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষকতার প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে কৃতিত্বপূর্ণ একাডেমিক ফলাফল। এ কারণে এসব পদগুলোতে যাঁদেরকে নির্বাচিত করা হয় তাঁরা শিক্ষাজীবনের প্রতিটি সার্টিফিকেট অর্জনী পরীক্ষায় বিশেষ করে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি (বা সমমানের গ্রেড) পেয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে শিক্ষকতার অন্যতম বড় ক্ষেত্র কলেজ এবং সমমানের মাদরাসা। পাঠদানের স্তর অনুযায়ী কলেজগুলো উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজ- এ দুভাগে বিভক্ত। উচ্চ মাধ্যমিক তথা এইচএসসি পর্যন্ত পাঠদানরত কলেজকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠ পরিচালনকারী কলেজই ডিগ্রি কলেজ। কলেজের শ্রেণি যাই হোক না কেন শিক্ষক নিয়োগের শিক্ষাগত শর্ত সব জায়গায় একই রকম। অর্থাৎ কলেজ শিক্ষকতায় যিনি আসতে চান তার অবশ্যই স্নাতক/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া (এ বইয়ের বিসিএস অংশে দেখুন) বাংলাদেশ

www.pathagar.org

সরকারি কর্মকমিশন পরিচালিত বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাল ফলাফলই কলেজ শিক্ষক পদের অন্যতম পূর্বশর্ত।

ক্যারিয়ার হিসেবে স্কুল শিক্ষকতা নানা মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা-এ দুটোই স্কুল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সেবা, ত্যাগ ও আদর্শের বীজ স্কুল পর্বেই একজন মানুষের মধ্যে উপ্ত হয়ে থাকে। কেউ যদি জাতির ভাগ্য নির্মাণের কারিগর হতে চান, স্বোপার্জিত আদর্শ, ন্যায় ও কল্যাণের মাধ্যমে মানবসমাজকে উপকৃত করতে চান তাহলে তাকে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের (সরকারি ও বেসরকারি) স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষক হতে হলে কমপক্ষে স্নাতক এবং কখনো কখনো স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মহিলা (এসএসসি) এবং পুরুষ (ডিগ্রি) পাস।

শাহরিক জীবনের কোলাহল ছেড়ে যারা গ্রামীণ স্নিগ্ধ জীবনে স্বীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের সৌরভে সুরভিত করতে চান-এ মাটির সন্তানদের, তাদের জন্য ক্যারিয়ার হিসেবে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা অনন্য।

এ পেশায় কাদের আসা উচিত

পঠন-পাঠন এবং অনুশীলনের জীবনে যারা বিশ্বাসী, বিত্তের চেয়ে চিত্তের বৈভবে যাদের পক্ষপাতিত্ব, সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যারা অন্যের মনোজগতের গুপ্তধন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত, মোটকথা স্রষ্টার রহস্যময় অপর সৃষ্টি যাদেরকে কৌতূহলী করে তাদের জন্য শিক্ষকতা আরামের, আনন্দের। এছাড়া শিক্ষার্থীর প্রতি মমত্ববোধ, প্রখর ধৈর্য, বহির্মুখী স্বভাব এবং অনুসন্ধিৎসু মন থাকলে এ পেশায় ভাল করা সম্ভব।

প্রস্তুতি কখন কিভাবে নেয়া উচিত

একজন ব্যক্তির জন্য শিক্ষকতা তখনই ক্যারিয়ার হিসেবে নেয়া উচিত যখন এ পেশার প্রতি তার অগাধ প্রেম এবং শ্রদ্ধাবোধ থাকবে। আমরা জানি, বাংলাদেশের পেশা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি এখন অনেক বেশি জটিল এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াও এই প্রতিযোগিতার বাইরে নয়। যার ফলে সেই তীব্র প্রতিযোগিতায় নিজের অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি একটি পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক।

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজের নানা বিষয়ে চোখ কান খোলা রাখা দরকার। বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, সাধারণ গণিত বিষয়গুলোতে এসএসসি মানের দখল থাকা অপরিহার্য।

বাংলা প্রবাদ "সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র" মনে রাখলে এবং চর্চা করলে নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। মনে রাখা দরকার সুন্দর মুখ মানে সুন্দর কথা বলার ক্ষমতা।

উপসংহার: মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি 'শিক্ষকতা'কেও প্রভাবিত করেছে নানা মাত্রায়। যার অনিবার্যতায় শিক্ষকতা এখন আর নিছক ঐতিহাসিক সেবা নয়, চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ারও বটে। নানা অবক্ষয়ের এদেশে এখন ক্রান্তিকাল। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে কাণ্ডারির বড় দরকার। একমাত্র আদর্শ দেশপ্রেমিক শিক্ষকরাই পারে সেই কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে।

www.pathagar.org

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)
Bangladesh Civil Service (BCS)

ভূমিকা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিসিএস এখনও সমাজের সবচেয়ে সম্মানজনক চাকরি। দু একটি ক্ষেত্র ব্যতীত চাকরি নিরাপত্তা এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে বিসিএস এর বিকল্প বাংলাদেশে নেই। বেসরকারি চাকরির বিশাল বাজার বাঙালি যুবমানসে এখনও আস্থার সৃষ্টি করতে পারেনি। এ কারণে চাকরিপ্রার্থীরা এখনও বিসিএসকেই চাকরি তালিকার শীর্ষে রাখেন। দেশের রাজনৈতিক সরকার জনগণের স্বার্থে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারি কর্মচারীদের উপর বর্তায় এবং সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেন বিসিএস কর্মকর্তারা। সুতরাং এ চাকরির মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে যেভাবে সরাসরি সেবা দেয়া যায় অন্য কোন চাকরির মাধ্যমে সেটা অসম্ভব।

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন বা **Bangladesh Public Service Commission (BPSC)**

বিসিএস : জেনারেল ও প্রফেশনাল ক্যাডার

বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন' বা **BPSC (Bangladesh Public Service Commission)**। সংবিধানের ১৩৩ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর কাজ এবং কাজের পরিধি বর্ণিত আছে। এই কমিশনের মাধ্যমে পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিসিএস পরীক্ষা। সরকারের ২৮টি ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা নিয়োগ হয়ে থাকে প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে। বিসিএস ক্যাডার নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কাজের ধরন অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক. জেনারেল ক্যাডার দুই. প্রফেশনাল ক্যাডার।

জেনারেল ক্যাডার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বরং স্নাতক বা স্নাতকোত্তর (নমুনা বিজ্ঞপ্তির সাধারণ ক্যাডারের শিক্ষাগত যোগ্যতা অংশ দেখুন) সনদকে প্রার্থীর যোগ্যতার মানদন্ড ধরা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের (বিজ্ঞপ্তির বিঃ দ্রঃ এর ৯ নম্বর দেখুন) উপর সাধারণ জ্ঞান যাচাই পূর্বক একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয় সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের জন্য। সাধারণ ক্যাডারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রশাসন, পুলিশ, পররাষ্ট্র, কর, নিরীক্ষা ও হিসাব ইত্যাদি। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার প্রতিটি পর্যায়ে

www.pathagar.org

সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ কারণে সামাজিক দিক থেকে এদেশে প্রফেশনাল ক্যাডারের চেয়ে জেনারেল ক্যাডারকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন চাকরিপ্রার্থীরা। সাধারণ ক্যাডারসমূহ-

০১. বিসিএস (প্রশাসন)
০২. বিসিএস (আনসার)
০৩. বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)
০৪. বিসিএস (সমবায়)
০৫. বিসিএস (ইকনোমিক্স)
০৬. বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক)
০৭. বিসিএস (তথ্য)
০৮. বিসিএস (পুলিশ)
০৯. বিসিএস (ডাক)
১০. বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)
১১. বিসিএস (ট্যাক্স)
১২. বিসিএস (কাস্টমস)
১৩. বিসিএস (কো. অপারেটিভ)
১৪. বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)
১৫. বিসিএস (ট্রেড)

প্রফেশনাল ক্যাডার

মূলত শিক্ষাজীবনে অর্জিত একাডেমিক জ্ঞান কর্মজীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রফেশনাল ক্যাডারের মূল পরিচয়। বিশেষায়িত জ্ঞানের মাধ্যমে রাষ্ট্র তথা সমাজকে উপকৃত করাই এই ক্যাডারসমূহের মূল লক্ষ্য। বিসিএস প্রফেশনাল ক্যাডারের সদস্য হতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (চার বছর মেয়াদি) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা আবশ্যক (বিজ্ঞপ্তির প্রফেশনাল ক্যাডারের শিক্ষাগত যোগ্যতা অংশ দেখুন) যেমন সরকারি কলেজের শিক্ষক হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্নাতক (৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স) অথবা স্নাতকসহ মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশে প্রফেশনাল ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু ক্যাডার আছে যেখানে পূর্ব অর্জিত নির্দিষ্ট ডিগ্রি থাকার দরকার নেই। যে কোন বিষয়ে অথবা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেই চলে। যেমন- বিসিএস (ইকনোমিক্স) ও বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারে প্রফেশনাল পদসমূহের জন্য একক কোন বিষয় নয় বরং বিভিন্ন বিষয়ের ডিগ্রিধারীদের এসব ক্যাডারে নিয়োগ দেয়া হয়। যারা প্রকৌশল বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং সরকারি চাকরি করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য বিভিন্ন ক্যাডারে প্রফেশনাল পদ রয়েছে (বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত তথ্য দেয়া আছে)। প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারসমূহ-

০১. বিসিএস (কৃষি)
০২. বিসিএস (মৎস্য)

www.pathagar.org

০৩. বিসিএস (খাদ্য)
০৪. বিসিএস (স্বাস্থ্য)
০৫. বিসিএস (তথ্য)
০৬. বিসিএস (পশু সম্পদ)
০৭. বিসিএস (গণপূর্ত)
০৮. বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)
০৯. বিসিএস (সড়ক ও জনপদ)
১০. বিসিএস (ডাক)
১১. বিসিএস (বন)
১২. বিসিএস (পরিসংখ্যান)
১৩. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

ক্যাডার পছন্দ

বিসিএস প্রত্যাশীদের ফরম পূরণের সময় সবচেয়ে সমস্যায় ভোগে কোন ক্যাডার পছন্দ করবে তা নিয়ে। ক্যাডার পছন্দের বিষয়টা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যার যেটা ভালো লাগে সেটা পছন্দ দেয়ায় ভালো, তবে পছন্দ করার আগে ক্যাডারগুলো সম্পর্কে জেনে নেয়া ভাল। এখানে কিছু ক্যাডারের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

* বিসিএস (পররাষ্ট্র) : যেদিন থেকে পৃথিবীতে শাসনতন্ত্র শুরু হয়েছে তার পর থেকে শুরু হয়েছে কূটনীতি। আর সব সময় কূটনীতিক প্রতিনিধিরা হয়ে থাকে সর্বাধিক শিক্ষিত, মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিরা, এই ক্যাডারে সাধারণত খুব কম খালি পোস্ট থাকে তাই প্রতিযোগিতা হয় সবচেয়ে বেশি। যোগদান করার পর থেকে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং হয়। বিদেশে পোস্টিং হতে ৬ থেকে ৭ বছর সময় লাগে। বিদেশে পোস্টিং হলে সকল ধরণের কূটনীতিক সুবিধাসমূহ পাওয়া যায়। এই ক্যাডারের প্রমোশন গ্রোথ অনেক ভালো, কারণ কম লোক নেয়া হয় আর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মিশন সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

* বিসিএস (প্রশাসন) : ক্যাডার সার্ভিস শুরু হয়েছে বলতে গেলে এই ক্যাডার দিয়ে, এটাই মূলত দেশ পরিচালনের মূল হাতিয়ার বলে থাকে অনেকেই। এই ক্যাডারে মফস্বলে পোস্টিং হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে, তাই জনগণের সাথে কাজ করার সুযোগও তৈরি হয়। চাকরিতে ঢুকে ডিসি অফিসে কাজ করা লাগে স্বল্প সংখ্যক অ্যাডমিন ক্যাডার মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব হিসেবেও কাজ করে। মোটামুটি ৭ থেবে ৮ বছর পর টিএনও হওয়া যায়, আর টিএনও কে উপজেলা পর্যায়ে সরকার নিয়োগকৃত রাজা বলে থাকেন অনেকেই। অ্যাডমিন ক্যাডারের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে ভ্যারিয়েশন আছে এই ক্যাডারে, এর দ্বারা এই ক্যাডারের লোকজন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ করে থাকেন। এমনকি চাকরি শেষে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এরা এগিয়ে থাকেন। (পিএসসির মেম্বার/চেয়ারম্যান সহ আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে)

www.pathagar.org

* বিসিএস (পুলিশ): বাংলাদেশের মানুষ সারাদিন পুলিশকে গালি দেয়, অনেকে ঘুষখোর বলে ঘৃণা করেন, কিন্তু দিন শেষে কিংবা রাত পোহালে কোন বিপদে পড়লে এই পুলিশকেই যখন তখন আমরা ফোন দিতে বাধ্য হই। এ থেকেই বুঝা যায় পুলিশ আমাদের সমাজের কতটা প্রয়োজন, তারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ক্যাডারের লজিস্টিক সাপোর্ট খুব ভাল যেমন- (রেশন, গাড়ি, কোয়ার্টার সুবিধা)। এই ক্যাডারের লোকজন সবচেয়ে বেশি পাওয়ার প্র্যাক্টিস করে থাকেন। কাজের চাপ থাকে সবচেয়ে বেশি ঈদের দিনও ডিউটি থাকে। উপরের দিকে পোস্ট কম থাকায় একটা লেভেলে গিয়ে প্রোমোশন আটকে যায়। দুর্বলচিত্তের লোক এই ক্যাডারে না আসাই ভালো।

* (বিসিএস) কাস্টমস : কাস্টমস ক্যাডাররা অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি ডিভিশন বা উইং হিসেবে কাজ করে থাকে। ঢাকার বাইরে পোস্টিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বৈধ উপায়েও প্রচুর টাকা আয়ের সুযোগ আছে, যেমন চোরাচালান ও ফাঁকি ধরতে পারলে সরকারিভাবে মূল্যভেদে ১০ থেকে ৪০% পর্যন্ত পুরস্কার দেয়া হয়। লজিস্টিক সাপোর্ট বেশ ভাল (যেমন, গাড়ি ও বাসস্থান সুবিধা)।

* (বিসিএস) ট্যাক্স : ট্যাক্স ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি ডিভিশন বা উইং হিসেবে কাজ করে। চাকরির প্রথম দিকে ঢাকার বাইরে পোস্টিং বেশি। কাস্টমসের মত বৈধ উপায়ে টাকা আয়ের সুযোগ বেশি।

* (বিসিএস) ইকোনমিক : ইকোনমিক ক্যাডারে ফরেন ক্যাডারের পর সবচেয়ে বেশি দেশের বাইরে যওয়ার সুযোগ থাকে। এবং সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য যারা ঢাকায় থাকতে চায়। এই ক্যাডারের লোকজন বেশি ঢাকায় থাকতে পারে কারণ পুরো চাকরি জীবনে চাকরি করতে হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের অধিকতর সুযোগ। প্রোমোশন গ্রোথ মোটামুটি ভাল। ডেপুটেশনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া যায়। এসব সংস্থায় বেতন অনেক বেশি।

* সরকারি যত হিসাব নিকাশ ও তদারকির কাজ আছে তা পালন করে থাকেন, এই ক্যাডাররা। মোটামুটি প্রোমোশন গ্রোথ ভাল। দেশে বিদেশে ট্রেনিং ও ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। এই ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ একটি সাংবিধানিক পদ। অন্যান্য ক্যাডাররা এই ক্যাডার কে সমীহ করে থাকেন, কারণ অডিট হিসাব সব প্রতিষ্ঠানেই হয়ে থাকে। অন্য প্রতিষ্ঠানের ভুল ধরাই এদের কাজ। এছাড়াও অন্য ক্যাডারদের বেতন পেনশনের জন্যও তারা এই ক্যাডারদের সমীহ করে থাকে। রাজনৈতিক প্রভাব তুলনামূলক কম।

* (বিসিএস) আনসার : কাজের চাপ কম, লজিস্টিক সাপোর্ট বেশ ভাল। চাকরির প্রথম থেকেই গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায়, এছাড়া বাসস্থানের সুবিধাতো আছেই। এই ক্যাডারটা নিরিবিলি তুলনামূলক কম ঝামেলা সম্পন্ন দায়িত্ব।

www.pathagar.org

প্রার্থীকে যে ধাপগুলো যেভাবে পার হতে হবে

১. প্রিলিমিনারি

ক. প্রার্থীকে ২০০ (দু'শত) নম্বরের একটি এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার পূর্ণ সময় দেয়া থাকবে ২ ঘন্টা। উত্তরপত্র ওএমআর মেশিনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

খ. এই পরীক্ষায় মোট দুইশতটি প্রশ্ন থাকবে, প্রার্থী প্রতিটি প্রশ্ন উত্তরের জন্য এক নম্বর পাবেন, তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ করে কাটা হবে।

গ. উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিক ভাবে না লিখলে এবং সঠিক ভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘ. প্রিলিমিনারি টেস্টের এমসিকিউ উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র পুনঃনিরক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

ঙ. প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীর উপযুক্ততা এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্যতা নির্ধারণ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রিলি পরীক্ষার বিষয় ও মানবন্টন

ক্রমিক	বিষয়	নম্বর
১	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব) পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)	১০
৬	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭	কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি	১৫
৮	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০	নৈতিক মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

www.bpsc.gov.bd

২. লিখিত

যারা প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর হলো।

www.pathagar.org

ক. সাধারণ ক্যাডার

ক্রমিক	বিষয়	নম্বর
১	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	২০০
২	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	২০০
৩	বাংলাদেশ বিষয়াবলি + মুক্তিযুদ্ধ বিষয়াবলি	২০০
৪	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (৫০ +৫০)	১০০
৬	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০

খ. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডার

ক্রমিক	বিষয়	নম্বর
১	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	২০০
২	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	২০০
৩	বাংলাদেশ বিষয়াবলী + মুক্তিযুদ্ধ বিষয়াবলি	২০০
৪	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	১০০
৫	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (৫০ +৫০)	১০০
৬	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
৭	সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য	২০০

বি.দ্র. যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও প্রফেশনাল / টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক একক বিষয়ের ২০০ নম্বরের ৪ ঘন্টার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। লিখিত পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **www.bpsc.gov.bd**

লিখিত পরীক্ষার সময় ও মানবন্টন

ক. ২০০ নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৪ ঘন্টা এবং ১০০ নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের সময় থাকবে ৩ ঘন্টা।

খ. প্রার্থীদের জন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

গ. লিখিত পরীক্ষার গড় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০%। লিখিত পরীক্ষায় কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোন নম্বর পাননি বলে গণ্য হবেন।

www.pathagar.org

৩. মৌখিক পরীক্ষা
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের যোগ্য হবেন। মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর ২০০ এবং পাস নম্বর ৫০% অর্থাৎ ২০০ নম্বরের মধ্যে পাস করতে হলে ১০০ নম্বর পেতে হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পৃথক ভাবে পাস করতে হবে।

৪. স্বাস্থ্য পরীক্ষা
যারা মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হবে কেবল তারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে পারবেন। মেডিক্যাল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবে।

ক্র.	ক্যাডারের নাম	পুরুষ/মহিলা	ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
১	বিসিএস পুলিশ ও আনসার	১. পুরুষ প্রার্থী	৫.৪" (১৬২.৫৬ সে.মি.)	১২০ পাউন্ড (৫৪.৫৪ কেজি)
		২. মহিলা	৫' (১৫২.৪০ সে.মি.)	১০০ পাউন্ড (৪৫.৪৫ কেজি)
২	অন্যান্য ক্যাডারের জন্য	১. পুরুষ প্রার্থী	৫' (১৫২.৪০ সে.মি.)	৯৯.১১ পাউন্ড (৪৫কেজি)
		২. মহিলা	৪.১০" (১৪৭.৩২ সে.মি.)	৮৮.১০ পাউন্ড (৪০ কেজি)

কোন প্রার্থীর উপরোল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না। কোন প্রার্থীর উপরোল্লিখিত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ী ভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বিসিএস : প্রস্তুতি
বিসিএস পরীক্ষার বিস্তৃতি যেমন ব্যাপক তেমনি এর প্রস্তুতি অনেক বেশি কিন্তু সহজ। কেন এই বিস্তৃতি **(Dispersion)**? আসলে কর্তৃপক্ষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে মানসিক, শারীরিক ও জ্ঞানগত দিক থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষকে নির্বাচন **(Select)** করতে চায়। মানসিক দিক দিয়ে যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে মানানসই করতে পারা বিসিএস কর্মকর্তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞান জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার বিচরণ করার ক্ষমতা জরুরি। এর অর্থ এই নয় যে সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হতে হবে। বরং সকল ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধারণা থাকাই যথেষ্ট। যে কোন একটি বিসিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে আনুপাতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কমপক্ষে ৫০/৬০ জনের মধ্যে মাত্র একজন পরীক্ষার্থী বিসিএস উত্তীর্ণ হওয়া কর্মে যোগদান করতে পারে।

www.pathagar.org

বিসিএস-এর চান্স পাওয়া সহজ যেভাবে

একটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। একটি সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এলেন। গ্রামের জনগণ আমার বন্ধুকে (তখন একাদশ (শ্রেণির ছাত্র) বললেন, 'তুমি UNO-এর সাথে কথা বলবে। যেহেতু তুমি শিক্ষিত।' সারাদিন UNO-র সাথে থেকে সন্ধ্যা বেলায় UNO কে প্রশ্ন করল, 'স্যার আমি কিভাবে UNO হতে পারব?' UNO বললেন, 'তুমি পারবে যদি এখন থেকেই মনে রাখ যে তুমি ভবিষ্যতে বিসিএস পরীক্ষা দিবে। তারপর যা পাবে তাকে মনে করবে তোমার পড়ার বিষয়।' সত্যি সত্যিই সেদিন থেকে সে মনে মনে বিসিএস এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে কর্মরত আছে।

এতে বুঝা গেল বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতিই প্রথম দরকার। মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই সহজে চান্স চাওয়া যাবে।

কখন প্রস্তুতি নিবেন

এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেও আমার দৃষ্টিতে এইচএসসি পাস করার পর পরই মানসিকভাবে বিসিএসের প্রস্তুতি শুরু করা দরকার। এতে অনার্স এবং মাস্টার্স পড়ার পাশাপাশি বিসিএসের প্রস্তুতি এগোতে থাকবে। বিসিএসের মানসিক প্রস্তুতি থাকলে মনে করতে হবে আপনার প্রতিটি ক্লাস, হলে অবস্থান, শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ, নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সব কিছুই বিসিএসের জন্য জরুরি এবং এতে প্রতিটি কাজে গুরুত্ব বেড়ে যাবে। ফলে বিসিএস উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হবে।

পড়তে হবে যা যা

প্রথমে এ রচনার শেষে সংযুক্ত সার্কুলারটি দেখুন এবং একাধিক বার পড়ুন। বিসিএস ক্যাডার, পরীক্ষার বিষয় ও প্রতিটি বিষয়ের নম্বর বণ্টন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করুন। আপনার প্রাত্যহিক জীবনে কাজের অবসরে প্রতিটি বিষয়েরই প্রস্তুতি নিতে থাকুন। খুব বেশি সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই, তবে কখনো ভুলে যাবেন না যে, আপনি ভবিষ্যতে বিসিএস ক্যাডার হতে চান।

দৈনন্দিন যে যে বিষয় চিন্তায় থাকা উচিত

পত্রপত্রিকা যতটুকু পড়বেন মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। তথ্য আত্মস্থ করবেন, অন্যের সাথে শেয়ার করবেন। রেডিও, টিভির নিউজ শুনবেন, বুঝার চেষ্টা করবেন। বিভিন্ন রেডিও, টিভি চ্যানেলের ইংরেজি নিউজ বুঝার চেষ্টা করবেন, আপনার ইংরেজি বোঝার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। ভ্রমণ যখন করবেন, প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থান এবং নিদর্শনসমূহ মনে রাখার চেষ্টা করুন। স্কুল কলেজের ছোট ভাই-বোন অথবা অন্যদের সাথে তাদের পাঠ্যবইয়ের যে কোন ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। দেখবেন তারা খুব আনন্দ পাবে এবং আপনার ঐ বিষয়ে বিসিএস এর প্রস্তুতি হয়ে যাবে। নিজ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করুন, তার কাছে এলাকার গল্প শুনুন ওটা বিসিএসের প্রস্তুতি হবে। আমার দৃষ্টিতে, আমার ছোট এবং বড় যিনি আপনার কাছে কিছু জানতে চান তিনিই আপনার বিসিএস এর শিক্ষক। তাঁর

www.pathagar.org

প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করুন, না পারলে সময় নিন, ওটা আপনার বিসিএসের প্রস্তুতি হবে। রাস্তার সাইনবোর্ড, রেডিও, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনও বিসিএসের তথ্য হতে পারে, যদি আপনি সচেতন হন। মোট কথা 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র' এ ধারণা মনে স্থায়ী করুন।

একজন পরোক্ষ শিক্ষক

বিসিএস পরীক্ষার্থীর জন্য একজন পরোক্ষ শিক্ষক হতে তারই একজন ছাত্র (ছোট ভাই বোন অথবা টিউশনির ছাত্র)। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো, হাইস্কুলের একজন ছাত্রকে আপনি পড়ানোর দায়িত্ব নিন। ৬ষ্ঠ/৭ম শ্রেণী হলে ভালো। আপনার স্নাতক/স্নাতকোত্তর জীবনের ৪/৫ বছরে তাকে যত্ন করে পড়াবেন, তার এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট হবে এবং সাথে সাথে আপনার বিসিএসের ভালো প্রস্তুতি হবে।

সার্বক্ষণিক উপকরণ

কিছু বই শুরু থেকে আপনার সঙ্গী হওয়া উচিত অথবা আপনার সংগ্রহে থাকা উচিত। এগুলো- (১) বাংলাদেশের সংবিধান (২) ম্যাপের উপর কিছু বই (৩) নিজের সংগ্রহে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ম্যাপ (৪) নবম ও দমশ শ্রেণীর একসেট বই (৫) **Oxford Advanced Learner's Dictionary,** বাংলা একাডেমি ইংরেজি বাংলা অভিধান এবং কোন একটি বাংলা টু বাংলা অভিধান। এছাড়া প্রতি মাসে প্রকাশিত যে কোন একটি চাকরির তথ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন। যেমন- কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কারেন্ট নিজউ, কারেন্ট ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি।

যেভাবে আত্মস্থ করবেন

ইংরেজি ও বাংলা সংবাদ পড়ুন এবং শুনুন। প্রতিটি News item বুঝার চেষ্টা করুন। দেশের নাম রাজধানী, রাষ্ট্রব্যবস্থা, মুদ্রার নাম ইত্যাদি বিষয় আত্মস্থ করার জন্য আজকের **News** এ উল্লেখিত দেশটিকেই বেছে নিন। খেলা দেখছেন দেশটাকে বুঝার চেষ্টা করুন। একজন কূটনৈতিক যোগদান করলেন, তার দেশটাকে ভালো করে চিনুন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোন স্থান হলে একইভাবে চেনার চেষ্টা করুন। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পরে আসবে।

বিষয়সমূহ পর্যালোচনা

সাধারণ বাংলার অধিকাংশ পড়াশোনা হাইস্কুল বা মাধ্যমিক পর্যায়ের। শুধুমাত্র রচনাটি অনেক বড় মানের। এখানে কবি-সাহিত্যিক ও তাদের রচনা এবং ব্যাকরণগত যে সমস্ত প্রশ্ন আসে তার শতকরা ৭০/৮০ ভাগ মাধ্যমিক পর্যায়ের। সুতরাং আপনার ছাত্রই আপনাকে এ বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে। অনুরূপভাবে ইংরেজি বিষয় কল্পনা করলে প্রস্তুতির একই চিত্র বের হয়ে আসবে। গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা সম্পূর্ণ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত গাণিতিক যুক্তি থাকে সেইগুলো চর্চা করলেই এ বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির জন্য পত্র-পত্রিকার খবর,

www.pathagar.org

খবর, ভৌগোলিক জ্ঞান এবং চলমান ঘটনাবলীকে কৌশলের মাধ্যমে আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোলের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞান বিষয়কে মনোযোগ সহকারে পড়ুন অথবা পড়ান। আপনার প্রস্তুতি যথেষ্ট হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য এখন থেকে নিয়মিত পত্রিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পাতা পড়তে অভ্যস্ত হোন, বিজ্ঞাপনসমূহ মনোযোগসহকারে শুনুন, আপনার প্রস্তুতি হয়ে যাবে। তাহলে বিসিএস আর কঠিন থাকলো না।

আপনার পক্ষেও বিসিএস-এ চান্স পাওয়া সম্ভব

আপনি যদি এইচএসসি এর পর এভাবে শুরু করেন তাহলে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর যে বিসিএস পাবেন সেটাতেই অংশগ্রণ করুন, আপনার চান্স পাবার সম্ভাবনাই বেশি। আর যদি আপনি এখন অনার্স ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ যে বর্ষে হোন না কেন আজই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিন। **সর্বশেষ কথা- এগুলো হল খুব সুন্দর শুরু, শেষ নয়।**

কেন আপনার দ্বারা সম্ভব

বিসিএস এর পড়াশোনা দীর্ঘমেয়াদি, স্বল্পমেয়াদি নয়। হঠাৎ কয়েক দিন বা কয়েক মাসে বিসিএস এর ব্যাপক পড়াশোনা সম্ভব নয়। সম্ভব কেবল ধৈর্য নিয়ে দীর্ঘদিন মানসিক দক্ষতার সাথে অব্যাহত চর্চার মাধ্যমে। কোন চাপ অনুভব করবেন না। বিসিএস পরীক্ষার আগে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি প্রস্তুতিতে এগিয়ে আছেন। মানসিক শক্তি আপনাকে সাফল্যের চাবি দিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ।

যা যা পরীক্ষা দিতে হয়

বিসিএস পরীক্ষা ৩ ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রিলিমিনারি, পরে লিখিত এবং সর্বশেষ ভাইভা। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মানে আপনি লিখিত পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারবেন। চূড়ান্ত মেধা স্কোর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের আলোকে তৈরি হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নম্বর পরবর্তীতে তেমন ব্যবহার নেই। কত নম্বর পেলে প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ হবে তার সঠিক হিসাব নেই। উপর থেকেই প্রয়োজনীয় সংখ্যককে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। এতে সর্বনিম্ন ১০০ এ উত্তীর্ণ হওয়ার যেমন রেকর্ড আছে তেমনি সর্বনিম্ন ১০০ এর রেকর্ডও আছে।

আপনিই চান্স পাবেন

একটি পরিসংখ্যান দিলাম। ধরুন একটি বিসিএস পরীক্ষায় ১,২০,০০০ আবেদনপত্র জমা পড়ল। বাস্তবে পরীক্ষার্থী কত। সর্বোচ্চ ১,০০,০০০। বাকি ২০,০০০ ডাবল/ট্রিপল আবেদনপত্র জমা দেয়ার **Result. Next** আসুন ১,০০,০০০ এর মধ্যে **BCS** পরীক্ষা দিবে এই মানসিকতা নিয়ে আবেদনপত্র জমা দেন কত জন। আর **Preliminary** তে উত্তীর্ণ হয় গড়ে ২৫/৩০ হাজার। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর অর্ধেকেই **Preliminary** উত্তীর্ণ হয়। দেখা যায় ২৫, ০০০ প্রার্থীর মধ্যে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিচ্ছেন ১৬-১৮ হাজার। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ১২/১৩ হাজার। অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা দেয় তারাই উত্তীর্ণ হয়।

www.pathagar.org

এরপর মৌখিক পরীক্ষার বিষয়। এখানে টিকে প্রতি চার জনের একজন। সুতরাং ইচ্ছা নিয়ে **BCS** দিলে ভাইভা পর্যন্ত যাওয়া সহজ। আর একটু খাটুন আপনি অবশ্যই **BCS** - এ চান্স পাবেন।

সর্বশেষ কথা **BCS**-এ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দরকার সঠিক নির্বাচন এবং সেই অনুপাতে প্রস্তুতি। আপনার প্রাথমিক প্রস্তুতি যথাযথ হলেই উন্নততর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে **BCS**-এ উত্তীর্ণ হওয়া খুবই সহজ।

গবেষণা পেশা

পেশা হিসেবে গবেষণা অনেক উঁচু মানের পেশা। কোন ক্ষেত্রে গবেষণা করার জন্য যেমন যোগ্যতা দরকার তেমনি সমাজে এ ধরনের পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকেও আলাদাভাবে দেখা হয়ে থাকে। একজন গবেষক বরাবরই সমাজের উঁচু আসনে আসীন হয়ে থাকেন। আমাদের দেশে যদিও গবেষণার সুযোগ সীমিত তথাপি সমাজে গবেষকদের স্থান উঁচুতেই নির্ধারিত হয়েছে।

গবেষক হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জ্ঞান। এই জ্ঞান হতে হবে সম্যক, বিষয় ভিত্তিক এবং সুগভীর। তাই ছাত্রজীবনে যারা তাদের স্ব স্ব বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে থাকে তাদেরই এখতিয়ার গবেষক হওয়ার। গবেষকদের জ্ঞানের তুলনা করা যেতে পারে টর্চ লাইটের সাথে। পাশাপাশি বিসিএস অফিসারদের সাথে হেজাক লাইটের। হেজাক লাইট অল্প পরিসরে চারিপার্শ্বের অনেকটা স্থান আলোকিত করে। পক্ষান্তরে টর্চ লাইট অল্প স্থান ধরে গভীর দূরত্ব পর্যন্ত স্থানকে আলোকিত করে। একজন গবেষক পৃথিবীর অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন না কখনই, তবে তিনি যেটা নিয়ে চিন্তা করবেন তার আদ্যপ্রান্ত ধরেই এগোবেন। যার মনোভাব এ ধরনের তার জন্য গবেষণার পেশা মানানসই হতে পারে। গবেষকরা কোন জাতির জন্য গর্বের বিষয়। এরা শুধুমাত্র জাতির জন্য নয় সমস্ত মানব জাতির জন্য অবদান রাখেন তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়ে। বিদ্যুতের ব্যবহার যে বিজ্ঞানী শিখিয়েছেন তিনি শুধু তার নিজের দেশবাসীকেই এটা ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন তা নয়, সারা বিশ্ব এর সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করছে। এভাবেই সভ্যতা এগিয়ে চলছে আবিষ্কারের ফলাফল ধরে।

এবারে আসি কোন বিষয়ের উপরে গবেষণা করবো সে প্রসঙ্গে। প্রকৃত পক্ষে সকল বিষয়েই গবেষণা হয়ে থাকে। সকল বিষয়েই প্রতিনিয়ত অগ্রগতি হচ্ছে এ সকল গবেষণার কারণে। তুমি কোন বিষয়ে গবেষণা করতে চাও সেটা নির্ভর করবে তোমার ব্যক্তিগত **interest** এর উপরে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিশ্বব্যাপী গবেষণার সুযোগ সুবিধা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই বটে। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান শতাব্দীকে জৈব বিজ্ঞানের শতাব্দী বলা হয়। বিজ্ঞানের এই দিকটি এই শতাব্দীতেই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পাবে। এ কারণে বিজ্ঞানী হিসাবে তুমি তোমাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ সুবিধা বেশি পেতে পার যদি এই দিকটা বেছে নাও তোমার জন্যে। যে সমস্ত বিষয় এই আওতায় পড়ে তারা হলো **Bio-**

www.pathagar.org

Physics, Bio-Chemistry, Biology, BioMedical Engineering ইত্যাদি। গবেষণার কার্যক্রমকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়- **Theoretical** এবং **Experimental.** আমাদের মত গরিব দেশে **Experiment** ভিত্তিক গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব অনুভূত হয়ে থাকে প্রতিনিয়ত। তাই এ ধরনের গবেষণা বাধাগ্রস্তও হয় প্রতিনিয়ত। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের অনেকগুলো ল্যাবরেটরি, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ধান গবেষণা কেন্দ্র, পাট গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি।

গবেষক হিসেবে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা হচ্ছে ভাল রেজাল্ট। **SSC, HSC, BA (Hons)/ B.Sc (Hons)/ BCom (Hons), MA/MSc/ MCom** ইত্যাদি পরীক্ষাতে খুব ভাল মানের ফলাফল প্রয়োজন এ পেশায় যাওয়ার জন্য। এর পরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার জন্য দরকার উচ্চশিক্ষা যেমন **MPhil, PhD** ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে **Higher Training** ও কাজে লাগে সামনে এগোনোর জন্য। **MPhil** এবং **PhD** ডিগ্রি দেশ বিদেশ উভয় স্থান থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি খুব ভাল ছাত্র হতে পার তবে বিদেশে পড়াশোনা করে **PhD degree** অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়ার সুবিধা অনেকভাবেই অর্জন করা যায় বর্তমান সময়ে। এর জন্যে অবশ্য কিছু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা রয়েছে, যেমন- **TOEFL, GRE, GMAT** ইত্যাদি। এদেশেও সীমিত পরিসরে কিছু **Stipend/ Scholarship** দেয়া হয়ে থাকে কিছু **Public** বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য অর্গানাইজেশন কর্তৃক এ সকল ডিগ্রি অর্জনের সুবিধার্থে।

গবেষণাকে প্রধান পেশা হিসাবে না নিয়েও কিছু **Profession**-এর লোকেরা গবেষণা করে যাচ্ছেন এ দেশে এবং বহির্বিশ্বে। তারা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রমোশনের জন্য এই গবেষণালব্ধ **Research Paper**-এর প্রয়োজন হয়। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে এ দেশের সমস্ত **Public university-** শিক্ষকেরা কম বেশি গবেষণা করে থাকেন। তাঁদের জন্যে গবেষণা দু-ধরনের সুযোগ দিয়ে থাকে- প্রথমত, শিক্ষকতার স্বাদ এবং দ্বিতীয়ত, গবেষণার স্বাদ। এই উভয়বিধ স্বাদের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে এদেশে সর্বোত্তম পেশা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন কেউ কেউ। এই পর্যায়ে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাসমূহে সর্বোত্তম রেজাল্ট।

www.pathagar.org

বিচারক/বিচারপতি

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক যার আইন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ডিগ্রি আছে তিনি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এ পেশায় আসতে পারেন। একজন বিচারক সমাজে অতি উঁচু মর্যাদায় সমাসীন। এ পেশায় আসতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা।

ক. নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন

ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণোৎসর্গ, দুই লক্ষেরও অধিক নারীর লাঞ্ছনা, এক কোটি মানুষের উদ্বাস্তু জীবনসহ সাড়ে সাত কোটি মানুষের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব মানচিত্রে আমরা প্রিয় মাতৃভূমি 'বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি। চূড়ান্ত বিজয়ের এক বছরের মধ্যেই আমরা পেয়েছি আমাদের পবিত্র সংবিধান যার প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। এটি অনস্বীকার্য যে, আইনের শাসন সর্বতোভাবে একটি নিভর্রযোগ্য ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন ও মনোনয়ন প্রদানের গুরুদায়িত্ব বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ বা তদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে, সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করা। শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজন করাসহ প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ এ কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় এবং তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমম্বয়ে গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তদনুসারে গত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচারকের সম্মান ও পদমর্যাদা অসীম। বিচারকরা ন্যায়বিচার নিশ্চিতের পাশাপাশি নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য মর্যাদাময় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্মানী ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। উচ্চ আদালত বাদে

www.pathagar.org

অধঃস্তন আদালতে বিচারক পদে নিয়োগ পেতে হলে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রবেশপদে অর্থাৎ সহকারী জজ পদে পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। উক্ত কমিশনের কার্যক্রম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা' ২০০৭ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার প্রার্থীদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

১। শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা

(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির এলএলএম ডিগ্রি।

(খ) অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিজিপিএ-এর ক্ষেত্রে :

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে যেই স্কেলে (যেমন-৪ বা ৫) সিজিপিএ প্রদান করে থাকে সেই সিজিপিএ স্কেলকে ৮০% এর সমান নম্বর ধরতে হবে;

(২) উক্ত নম্বরের অনুপাতে অর্জিত সিজিপিএ-এর নম্বরকে শতকরা নম্বরে রূপান্তর করতে হবে;

(৩) উল্লিখিত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত শতকরা নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নরূপ বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণ করতে হবে :

নিরূপিত নম্বর ব্যাপ্তি (শতকরা হারে) সমতুল্য শ্রেণি/বিভাগ ৬০% বা তদূর্ধ্ব প্রথম শ্রেণি/বিভাগ ৪৫% বা ততোধিক কিন্তু ৬০% এর কম দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ ৩৩% বা ততোধিক কিন্তু ৪৫% এর কম তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ

(গ) বিদেশি ডিগ্রি

বিদেশ হতে অর্জিত আইন বিষয়ক ডিগ্রিকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে কোন প্রার্থী দাবি করলে তিনি তার অর্জিত ডিগ্রির সনদের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্তকরণপূর্বক পরীক্ষার আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। তবে মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত ইক্যুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত মূল ইক্যুইভ্যালেন্স সার্টিফিকেট ও মার্কশিট প্রদর্শন এবং সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে। উক্ত ইক্যুইভ্যালেন্স সনদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(ঘ) পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থী

আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতক (সম্মান) অথবা এলএল.এম পরীক্ষায় অবতীর্ণ কোন প্রার্থী আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন এবং তাদের আবেদনপত্র নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে গৃহীত হবে :

www.pathagar.org

(১) উক্ত পরীক্ষা আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বা তৎপূর্বে শেষ হতে হবে।

(২) প্রার্থী উক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিভাগীয় প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। বিজেএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় আইন বিষয়ে উক্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় শ্রেণি/সমমানের গ্রেড অর্জনের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সনদপত্র এবং মার্কশিটের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে। তাছাড়া এইগুলির সত্যায়িত ফটোকপিও কমিশনে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থীতাও বাতিল হবে।

(৩) (১) বা (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তের যে কোনটি পালন করা না হলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২। বয়স

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে অনধিক ৩২ বছর। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষার মূল সনদপত্র অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স নির্ধারণ করা হবে; কোন এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। কোটা সংরক্ষণ :

কমিশনের বিধি অনুসারে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও অন্যান্য কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

৪। প্রাথমিক পরীক্ষা (**Preliminary Examination**) ও পাস নম্বর

সঠিকভাবে আবেদনকারী সকল প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের প্রাথমিক পরীক্ষায় (**Preliminary Examination**) অবতীর্ণ হবে। উক্ত পরীক্ষা **MCQ (Multiple Choice Question)** পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে এবং উক্ত পরীক্ষায় মোট ১০০টি থাকবে ও প্রতিটি **MCQ** এর মান হবে ১ (এক) নম্বর। তবে প্রতিটি **MCQ** এর ভুল উত্তরের জন্যে ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। কোটার সুবিধাভোগী প্রার্থীসহ সকল প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০। প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং আইন বিষয়সমূহের উপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কোন প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে না।

৫। লিখিত পরীক্ষা, মানবন্টন ও সিলেবাস

নিম্নবর্ণিত বিষয় ও নম্বরের ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে-

প্রার্থী মোট ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন। লিখিত পরীক্ষা পাস নম্বর গড়ে ৫০। কোন বিষয়ে ৩০ নম্বরের কম পেলে প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হিসেবে গণ্য হবেন।

www.pathagar.org

আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ

মোট নম্বর : ৪০০

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
০১	সাধারণ বাংলা	১০০
০২	সাধারণ ইংরেজি	১০০
০৩	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ	১০০
০৪	প্রাথমিক গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান	১০০

আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর : ৫০০

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
০১	দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত আইন	১০০
০২	অপরাধ সংক্রান্ত আইন	১০০
০৩	পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন	১০০
০৪	সাংবিধানিক আইন, জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট ও সাক্ষ্য আইন	১০০
০৫	ভূমি, চুক্তি, রেজিস্ট্রেশন, সম্পত্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য আইন	১০০

ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর : ১০০

(নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য হতে যে কোন একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
০১	শিশু, নারী, পরিবেশ ও আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন	১০০
০২	দুর্নীতি দমন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানবপাচার প্রতিরোধ ও অর্থঋণ সংক্রান্ত আইন	১০০

www.pathagar.org

৬। পরীক্ষার ভাষা

কমিশন ভিন্নরূপ নির্দেশনা প্রদান না করলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষার কোন একটি বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজি যে কোন একটি ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন, তবে একই বিষয়ে আংশিক বাংলা বা আংশিক ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না।

৭। লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকলে লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহে গড়ে ৫০% নম্বর পেলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন মর্মে গণ্য হবেন। কোন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষার কোন বিষয়ে ৩০% এর কম নম্বর পেলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন। প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা দেয়ার জন্য নির্ধারিত সময় হবে তিন ঘণ্টা।

৮। মৌখিক পরীক্ষা

(ক) মৌখিক পরীক্ষার জন্য মোট ১০০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর আইন সম্পর্কিত জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, হাতের লেখার স্পষ্টতা, মানসিক সতর্কতা, মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বাচনভঙ্গি, নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ যেমন- খেলাধুলা, বিতর্ক, শখ ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। কোন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় ৫০%-এর কম নম্বর পেলে তিনি অকৃতকার্য হবেন।

(খ) সরকারি অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি সংস্থায় চাকরিরত প্রার্থীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রণালয়/উক্ত সংস্থার প্রধান কার্যালয় এর নিকট হতে অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।

(গ) কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময়- শিক্ষা বোর্ড, ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল অথবা সাময়িক সনদপত্র, মূল মার্কশিট এবং ৮ (ঙ) দফায় বর্ণিত অন্যান্য সনদপত্রের মূলকপি ও এক সেট ফটোকপি প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতা বাতিল করা হবে।

৯। স্বাস্থ্য পরীক্ষা

(ক) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার-এর নিকট উপস্থিত হতে হবে। মহাপরিচালক এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করলে তা প্রার্থীগণকে যথাসময়ে কমিশনের

www.pathagar.org

ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত অবহিত করানো হবে।
(খ) কোন পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৫২৪ মিটার ও ৪৫ কেজি এবং মহিলা প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৪৭৩ মিটার ও ৪০ কেজির কম হলে তিনি নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(গ) প্রার্থীগণকে "বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭" এর ৩য় তফসিল অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তি এবং অন্যান্য শারীরিক সক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।

(ঘ) প্রার্থী সংক্রামক ব্যাধি হতে মুক্ত এতদ্মর্মে কোন মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র উপস্থাপন করতে হবে।

(ঙ) কোন প্রার্থী নিয়োগযোগ্য হবেন না, যদি উক্ত মেডিক্যাল বোর্ড বা মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভোগছেন না যা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

(চ) মেডিক্যাল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক একজন প্রার্থীকে কোন খুঁত বা ত্রুটির কারণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হলে উক্ত খুঁত বা ত্রুটিসহ অযোগ্যতা ঘোষণার বিষয়টি প্রার্থীকে জানানো হবে। প্রার্থী উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশন বরাবর আপিল করতে পারবেন।

(ছ) আপিলকারীর স্বাস্থ্য পুনরায় পরীক্ষা সংক্রান্ত আপিল শুনানি হবে কিনা তদ্বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(জ) কমিশন আপিলকারীর স্বাস্থ্য পুনরায় পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেডিক্যাল আপিল বোর্ড গঠন করবেন এবং উক্ত বিষয়ে মেডিক্যাল আপিল বোর্ডএর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
(ঝ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার সফল সমাপ্তি কোন প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিবে না।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

লিখিত পরীক্ষায় আইন অংশে ভালো করতে হলে পড়তে হবে প্রার্থীর সম্মান শ্রেণির আইন-সম্পর্কিত বইগুলো। বাংলা অংশের জন্য নবম থেকে দশম শ্রেণির ব্যাকরণের অধ্যায়গুলো পড়লে প্রশ্ন পাওয়া যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন লেখকের নাম, উক্তি, জন্ম-মৃত্যু সালগুলো জানা থাকলে বাংলা অংশে ভালো করা যাবে। আর গণিতে ভালো করতে হলে ষষ্ঠ থেকে দশম

www.pathagar.org

শ্রেণির বইগুলো বারবার চর্চা করলে প্রশ্ন পাওয়া যাবে। ইংরেজির জন্য গ্রামারগুলো পড়তে হবে মনোযোগ সহকারে। এই গ্রামার অংশ থেকেই বেশি প্রশ্ন থাকে। বাংলাদেশ-আন্তর্জাতিক বিষয় ও দৈনন্দিন বিজ্ঞানের জন্য বাংলাদেশ অংশে বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জলবায়ু, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, বিভিন্ন জেলার আয়তন, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। আর আন্তর্জাতিক অংশের জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, দিবস, পুরস্কার ও সম্মাননা, সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে প্রশ্ন পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও বাজারে সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশনীর বই ও দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়লেও কাজে দেবে। আর বারবার চর্চা করতে হবে বিগত বছরের সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো।

সুযোগ-সুবিধা ও পদোন্নতি

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত একজন সহকারী জজ জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী ১৬০০০ টাকা স্কেলে বেতন পাবেন। জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন সহকারী জজ পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র জজ, যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজ হতে পারেন।

খ. উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগপ্রক্রিয়া

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি ঘটে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ব্রিটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের পূর্বাংশের জেলাগুলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই আইনের ৯নং ধারার বিধান অনুযায়ী প্রণীত ১৯৪৭ সালের হাইকোর্ট (বেঙ্গল) অর্ডার দ্বারা ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যা ঢাকা হাইকোর্ট নামে পরিচিত ছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট পূর্ববঙ্গ, পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে, প্রদেশে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি জনাব আক্রাম ও জনাব ওরমন্ড, অতিরিক্ত জনাব টি. এইচ. এলিস. ও জনাব আমিরউদ্দীন আহমেদ ও অস্থায়ী বিচারপতি জনাব আমিন আহমেদকে নিয়ে তখন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট গঠিত হয়েছিল।

সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাকিস্তান বা ভারতের মতো ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র না হওয়ায় ওই সকল দেশের মতো বাংলাদেশে পৃথক সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা সংবিধান প্রণেতারা সমীচীন মনে করেনি। সেজন্য যুক্তরাজ্যের আদলে বাংলাদেশে আপিল বিভাগে ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট' নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতিও আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ কেবল ওই বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করেন।

www.pathagar.org

বাংলাদেশের রাজধানীতে অর্থাৎ ঢাকায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকলেও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য স্থানে বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রধান বিচারপতি : (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।

বিচারক-নিয়োগ

প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ দান করবেন।

বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা

কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হলে, এবং

(ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছরকাল অ্যাডভোকেট না থেকে থাকলে; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করে থাকলে; অথবা

(গ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থেকে থাকলে;

তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

বিচারকের পদের মেয়াদ

এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। (৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলে রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান

www.pathagar.org

বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভার পালন করবেন।

সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ

সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রিম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করতে পারবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে ৬৩ [যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপিল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারবেন]: তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত (কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত) হতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করবে না।

জনসেবার সুযোগ

সমাজে এ পেশার গুরুত্ব যেমনই অপরিসীম তেমনই জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবার্থে ভূমিকা পালনের মত আইনজীবীর অভাবও প্রকট। অন্যদিকে জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে কখনও পক্ষ কখনও প্রতিপক্ষ হয়ে আদালতের আশ্রয় নিতে হয় প্রায় প্রতিটি মানুষকেই। আর আদালত কেন্দ্রিক এবং আইনগত অন্যান্য সমস্যাগুলোই মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা- যার সমাধান তার নিজের পক্ষে তো নয়ই বরং অন্য কোন রথি মহারথিকে দিয়েও সম্ভব নয়, একমাত্র আইনজীবী ছাড়া। তাই যোগ্য ও ভাল আইনজীবীর প্রয়োজনে ছুটে বেড়াতে হয় গুটি কয়েক আইনজীবীর দ্বারে দ্বারে।

সুতরাং খুব সহজেই আমাদের নিকট অনুমেয় হবার কথা যে, জনসেবার বিপুল সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আইন পেশায়।

এ পেশার স্বাদ বা মজা

সমাজের সকল বিভাগে এবং মানব জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ অপরাধ ও সমস্যা জেঁকে বসে আছে, যার মোটামুটি একটি স্বচ্ছ চিত্র আইনজীবীর চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। মজাটা এখানেই। মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের একান্ত সমস্যাগুলো যা সে অন্যদেরকে বলতে পারে না, বলতে চায় না- তা অনায়াসে আইনজীবীর নিকট উগরে দিয়ে থাকে।

একজন কোটিপতির জীবনের সমস্যা এবং একজন নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন সমাজের নিচু তলার মানুষের সমস্যার স্বরূপগুলো কেমন-তার একেবারে গভীরে প্রবেশ করে হয়তো বা নিজেকে একজন আইনজীবী নতুনভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় কখনও কখনও। কখনও হয়তো বা তার ব্যক্তিগত জীবন দর্শনও পাল্টে যায় এমনতর নানান ঘটনার দোলাচলে। এসব দিক সহ সকল মানুষের মাঝে শ্রদ্ধা, সম্মান, আত্মমর্যাদা এবং সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আত্মতৃপ্তির সাথে বেঁচে থাকার মজাতো আছেই।

www.pathagar.org

আইনজীবী

ভূমিকা

পৃথিবীর সব কিছুই কোন না কোন নিয়ম বা আইনের অধীনে পরিচালিত হয়। মানুষের জীবনও এ সকল আইনের বাইরে নয়। এ আইন ভঙ্গ করে যখন অপরাধ সংঘটিত হয় তখনই সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। তাই আইন ভঙ্গ তথা অপরাধ সংঘটনকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরাধ ও অপরাধের কারণ উদঘাটন এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আর এ কাজে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যারা পালন করেন তারা হলেন আইনজীবী, যারা অপরাধের সামগ্রিক পর্যালোচনা, কোর্টের সামনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, অপরাধী ও সাক্ষীসহ সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশ্নোত্তর এবং নিজেদের মাঝে নানা রকম আইনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য এবং অপরাধী চিহ্নিত করার মাধ্যমে আদালতকে তার বিচারিক কাজে সাহায্য করে থাকেন।

আইন পেশা ও এর বিভিন্ন শ্রেণি

আইন বিষয়ে পড়ালেখা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বাদি-বিবাদিকে আইনি সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনীয় স্থানে আইনি পরামর্শ প্রদান, আদালতকে বিচারিক কাজে সহায়তা প্রদান এবং সর্বোপরি আইন সংশ্লিষ্ট বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে বেছে নেয়ায় আইন পেশা।

আইন পেশাকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত আইনজীবী হিসেবে কোর্টে মামলা পরিচালনা করা।
দ্বিতীয়ত বিভিন্ন দেশি, বিদেশি ও বহু জাতিক কোম্পানিতে আইন কর্মকর্তা বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ লাভ করে কাজ করা।

উল্লেখ্য সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন আদালতে আইনজীবীদের মধ্য থেকেই আইন কর্মকর্তা নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে সরকার পক্ষ থেকে নিয়োজিত আইন কর্মকর্তাদের **Attomey General, Deputy Attomey General, Assistant Attomey General** বিভিন্ন পদবিতে সম্বোধন করা হয়। এছাড়া নিম্ন আদালতে নিয়োজিত আইন কর্মকর্তারা পিপি **(Public Prosecutor), APP (Assistant Public Prosecutor), GP (Government Prosecutor),** ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

সমাজে এ পেশার প্রয়োজনীয়তা

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আইনজীবীর ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ, হানাহানি

www.pathagar.org

একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তাই এসব সমস্যার সমাধানে রয়েছে আদালত ব্যবস্থা। আর আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও যৌক্তিক সমাধানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ও বিশৃঙ্খলা মুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সবচে' বড় হাতিয়ার হলেন আইনজীবীগণ। আইনজীবীরা আদালতের সামনে পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড়িয়ে স্বপক্ষের ঘটনাসমূহ ও যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠা ও সঠিক বিচারে আদালতকে সাহায্য করে থাকেন। এছাড়া আইনজীবীগণ সমাজের একটি সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত থাকায় ছোট-খাট সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন এবং লোকেরা তাঁদের এসব সমাধান মূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানায়, এমনকি তারাও নিজেদের সমস্যাদি সমাধানের জন্যে তাঁদের (আইনজীবী) নিকট ধরনা দিয়ে থাকেন।

এ পেশায় যাবার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা

অনেকেই এই পেশাটিকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। আসলে দৃশ্যত যেসব কারণে এ অবজ্ঞার সৃষ্টি, সেগুলো একটু খতিয়ে দেখলেই অবজ্ঞার পরিবর্তে শ্রদ্ধা জাগার কথা। কারণ এঁদের ইতিবাচক ভূমিকা সমাজের জন্য বটে। আর যারা এ পেশায় যেতে আগ্রহী সর্বপ্রথম তাদেরকে এর প্রতি নেতিবাচক মানসিকতা পরিহার করে ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে হবে। এ পেশা যে সত্যিকারার্থে একটি সম্মানজনক পেশা তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। এছাড়া বর্তমান সময়ে এটি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং এ পথে বিজয়ী হবার উদ্যম সম্পন্ন একটি চ্যালেঞ্জিং মানসিকতা প্রয়োজন।

উপরন্তু অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল, সার্বজনীনতা ও উদারতা এবং সমাজের প্রতিটি কোষে কোষে প্রবেশ করার মত কিছুটা এ্যাডভেঞ্চারাস **(adventurous)** মানসিকতা প্রয়োজন। যেহেতু আইনজীবীরা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, এ কারণে এ পেশায় যাবার জন্য একটি পরিপূর্ণ সৎ মানসিকতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সর্বোপরি দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে ধনাঢ্য ব্যক্তি পর্যন্ত এবং মুচি-মেথর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের জন-মানুষের মাঝে নিজেকে **Matching** করে নেবার মত সর্বভুক মানসিকতা নিয়েই যাত্রা শুরু করতে হবে এ পেশার গন্তব্যস্থলের দিকে।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

আইনজীবী হতে যা যা করণীয়

কেউ শখের বশে, কেউ স্বাধীন পেশা হিসেবে, কেউ বা সেবামূলক পেশার কারণে বেছে নিচ্ছেন আইন পেশাকে। একসময় আইন বিষয়ে পাস করার পর খুব সহজে বার কাউন্সিলের মেম্বার হয়ে উকিল হওয়া যেত। কিন্তু আজকাল এ পেশা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে বেশি। বর্তমানে বিসিএস পরীক্ষার আদলে তিন ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আইনজীবীর সনদ দেয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়টি ভালো করে না জানার কারণে অনেকেরই সমস্যায় পড়তে হয়। তাই আইনজীবী হওয়ার জন্য কী করণীয়, তা নিচে আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.org

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ আইনজীবী ও বার কাউন্সিল আদেশের বিধান মতে প্রাদেশিক বার কাউন্সিলের স্থলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বর্তমানে আইনের স্নাতকদের অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের সাথে ছয় মাস শিক্ষানবিশি করার পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করলে নিম্ন আদালতে ওকালতি করার জন্যে অ্যাডভোকেটের সনদ প্রদান করেন। বার কাউন্সিলের তিনজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত এনরোলমেন্ট কমিটি সনদ দেয়ার উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন করতেন এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বার কাউন্সিল অ্যাডভোকেটের সনদ প্রদান করতেন। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের কতিপয় বিচারপতিকে এনরোলমেন্ট কমিটির সদস্য করার বিধান করার হয়েছে। বার কাউন্সিলের কতিপয় সদস্য তদ্রূপ বিচারপতি সহ সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আইনজীবী হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে দুই প্রকার শর্ত পূরণ করতে হবে :

প্রথম শর্ত

১. তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
২. ২১ বছর বয়স পূর্ণ করতে হবে;
৩. নিচের যেকোনো একটি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে :
  (ক) বাংলাদেশ সীমার মধ্যে অবস্থিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি থাকতে হবে; বা
  (খ) বার কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের বাইরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ে ডিগ্রি থাকতে হবে; অথবা
  (গ) তিনি যদি একজন ব্যারিস্টার অ্যাট ল হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় শর্ত

(১) উপরোক্ত শর্তগুলো পূরণ হলে যে কেউ বার কাউন্সিলের একটি ফরম পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। সঙ্গে আরো যা দিতে হবে তা হলো
  (ক) আবেদনকারীর জন্মের সনদের সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ;
  (খ) অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী যোগ্যতার সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ;
  (গ) আবেদনকারীর চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে ভালো অবস্থানরত দুজন ব্যক্তির প্রশংসাপত্র;
  (ঘ) ফরমে উল্লিখিত তথ্য সত্য ও নির্ভুল মর্মে একটি এফিডেফিট প্রদান করতে হবে;
  (ঙ) এক হাজার ২০০ টাকা প্রদানের রসিদ দিতে হবে।

(২) অ্যাডভোকেট হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগে তাঁকে একজন ১০ বছরের অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের চেম্বারে ধারাবাহিক ছয় মাস শিক্ষানবিশ কাল অতিক্রম করতে হবে।

www.pathagar.org

পরীক্ষার ধাপসমূহ

প্রথমে ছয় মাস শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করবেন এ মর্মে এমন একজন সিনিয়রের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে হবে। তবে সিনিয়রের কমপক্ষে ১০ বছর নিয়মিত ওকালতি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তাঁর সঙ্গে থাকবে একটি হলফনামা বা এফিডেভিট। আর থাকবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অনুকূলে নির্ধারিত ফির ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার প্রেরণের রসিদ। আইনে স্নাতক পরীক্ষা বা অন্য কোনো ডিগ্রিপ্রাপ্তির পরীক্ষা প্রদানের পরপরই অনতিবিলম্বে উল্লিখিত চুক্তিপত্র, এফিডেভিট ও ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার প্রেরণের রসিদ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সেক্রেটারি বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে।

আপনার পাঠানো কাগজপত্র বার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বার কাউন্সিল আপনার বরাবর একটি রেজিস্ট্রেশন কার্ড ইস্যু করবে। সেখানে আপনাকে একটা রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়া হবে। ছয় মাস অতিক্রান্ত হলে অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্তির পরবর্তী লিখিত পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে আপনাকে ওই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কিছু কাগজ সংযুক্তি সাপেক্ষে আবেদনপত্র প্রেরণের আহ্বান জানানো হবে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অনুকূলে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি বাবদ নির্ধারিত টাকা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ব্যাংকে বার কাউন্সিলের অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দেয়ার রসিদ। সিনিয়রের কাছ থেকে শিক্ষানবিশ সমাপন-সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র। পূর্ণ বিবরণসহ পরীক্ষার্থী ও তার সিনিয়রের স্বাক্ষর, সিলমোহর ও তারিখযুক্ত কমপক্ষে পাঁচটি দেওয়ানি ও পাঁচটি ফৌজদারি মামলার তালিকা, যার শুনানিকালে পরীক্ষার্থী নিজে তাঁর সিনিয়রের সঙ্গে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এগুলোর সঙ্গে থাকতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ, চারিত্রিক সনদ ও ছবি।

পরীক্ষা পদ্ধতি

আবেদন করা প্রার্থীদের প্রথমেই কুইজ বা এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হবে। এরপর ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। এতে পাস নম্বর ৫০। তৃতীয় পর্যায়ে ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। বিচারপতিরা এই মৌখিক পরীক্ষায় প্রশ্ন করে থাকেন। মৌখিক পরীক্ষায় জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর অধীনে প্রার্থী যে বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তা থেকেই প্রশ্ন করা হয়।

পরীক্ষার বিষয়গুলো

ছয়টি বিষয়ের ওপর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো ফৌজদারি দন্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, দেওয়ানি কার্যবিধি, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, তামাদি ও সাক্ষ্য আইন। প্রতিটি বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকে এবং একটি উত্তর দিতে হয়।

নিম্ন আদালতে প্র্যাকটিস

মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আপনি আইনজীবী (নিম্ন আদালতের) হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। অর্থাৎ আপনি হয়ে গেলেন অ্যাডভোকেট। এ ক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাবেন বার কাউন্সিলের সদস্যপদ। তবে শুধু সনদ পেলেই হবে না, আপনি যে বারে প্র্যাকটিস করতে চান, সেই বারের সদস্যপদও নিতে হবে।

www.pathagar.org

হাইকোর্ট বিভাগে প্র্যাকটিস

নিম্ন আদালতে দুই বছর আইনজীবী হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে সনদ নেয়ার যোগ্যতা হয়। তবে হাইকোর্টে ১০ বছরের বেশি প্র্যাকটিস করছেন এমন এক সিনিয়রের সঙ্গে শিক্ষানবিশ চুক্তি করতে হয়। আর যদি বার অ্যাট ল ডিগ্রি বা এলএলএম পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকে, তখন বার কাউন্সিল থেকে সনদ পাওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হলে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হলো, সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেটের অধীনে আপনাকে এক বছর প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এ মর্মে আপনার সিনিয়রের একটা প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

আপিল বিভাগে প্র্যাকটিস

একজন আইনজীবীর হাইকোর্ট বিভাগে প্র্যাকটিসের বয়স পাঁচ বছর হলে এবং হাইকোর্টের বিচারপতিরা যদি তাঁকে এই মর্মে স্বীকৃতি দেন যে তিনি আপিল বিভাগে ওকালতি করার জন্য সঠিক ও উপযুক্ত ব্যক্তি, তবে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন সাপেক্ষে এনরোলমেন্ট কমিটি তাঁকে আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনার সুযোগ দিয়ে থাকে। তবে কাউকে বিশেষভাবে উপযুক্ত মনে করলে এ আনুষ্ঠানিকতা পালন ছাড়াও প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকরা তাঁকে আপিল বিভাগে প্র্যাকটিসের অনুমতি দিতে পারেন।

ইনকাম ট্যাক্স আইনজীবী

আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর ট্যাক্স বারের সদস্য হতে হবে। আবেদন করতে হবে নির্ধারিত ফরমে। যাঁরা আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু অ্যাডভোকেট না, তাঁরাও চাইলে আয়কর আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিসের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও ট্যাক্স বারের সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরাও আয়কর আইনজীবী হওয়ার জন্য এনবিআরে আবেদন করতে পারেন। একই সঙ্গে তাঁদের ট্যাক্স বারের সদস্য হতে হয়। আয়কর আইনজীবীরা আয়কর, সম্পদ, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি বিষয়ে মামলা পরিচালনা করেন। তাঁদের আয়কর অধ্যাদেশ, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন, সম্পদ বিবরণী-এসব বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখতে হয়।

করপোরেট ল প্র্যাকটিস অ্যান্ড লিটিগেশন

যিনি করপোরেশন আইনে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তিনি করপোরেট আইনজীবী। করপোরেট খাতে আইনজীবীদের কাজের ক্ষেত্র দিন দিন বাড়ছে। করপোরেট আইনজীবী হতে হলে কন্ট্রাক্ট ল, কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স, ট্যাক্স ল, অ্যাকাউন্টিং, সিকিউরিটি ল, দেউলিয়া আইন, মেধাস্বত্ব আইন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন জানান, করপোরেট প্র্যাকটিস হলো যেকোনো বিষয়ে আইনগত মতামত, দলিলপত্র ভেটিং, কোম্পানি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন প্রকার ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত, করপোরেট অফিসের ব্যবসায়িক লেনদেনের বৈধতা

www.pathagar.org

নিশ্চিতকরণ, করপোরেশনগুলোকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে লিগ্যাল অ্যাডভাইজ দেওয়া। লিটিগেশন হলো আদালতে মামলা লড়া। আইন বিষয়ে পড়েও বা অ্যাডভোকেট হয়েও কোর্টে প্র্যাকটিস করতে না চাইলে বিভিন্ন ল ফার্মে কাজের সুযোগ পেতে পারেন। ল ফার্মগুলোতে বিভিন্ন কোম্পানির ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত, লিগ্যাল অ্যাডভাইস দেয়া, ফাইল তৈরি, মামলার ড্রাফট তৈরির কাজ করতে পারেন।

অন্যান্য

বাংলাদেশে তেমন প্রচলন না থাকলে সাইবার ক্রাইম, ইমিগ্রেশন, স্পোর্টস ও মিডিয়া আইনজীবী হলে দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও পেতে পারেন কাজের সুযোগ। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের ফলে সাইবার বিষয়ে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। আর মিডিয়া, মিডিয়াকর্মী বা সেলিব্রেটিদের বিভিন্ন আইনি জটিলতার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের কদর বাংলাদেশেও তৈরি হচ্ছে।

এ পেশার সুযোগ সুবিধা

আইন পেশা একটি স্বাধীন পেশা। একজন সৎ ও যোগ্য আইনজীবী সমাজের উঁচু আসনে সমাসীন ব্যক্তি হিসেবে সকলের নিকটই স্বীকৃত। তাই সর্ব পর্যায়ের মানুষের নিকট ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়া যায় এ পেশায় গেলে। আইডি কার্ড দেখার পর কোন পুলিশ অন্যান্য সাধারণ মানুষদের মত একজন আইনজীবীকে গ্রেফতার করতে এবং তাকে ঘাঁটতে ও হয়রানি করতে আসে না। প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত-এমন অনেক স্থানেই তাঁর প্রবেশপথে কেউ বাধা দিতে আসে না। আইনজীবী পরিচয়ে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যায়সঙ্গত অনেক Extra সুবিধা ও সম্মান পাওয়া যায়। সর্বোপরি ধনী-গরিব, শিল্পপতি, ক্রোড়পতি বা রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সর্ব পর্যায়ের মানুষ একজন সফল আইনজীবীকে সমীহ করে চলে।

চিকিৎসা পেশা

(ডেন্টাল এবং টেকনিশিয়ানসহ)

মহৎ পেশা হিসাবে যে বিষয়গুলো অতি প্রাচীন কাল থেকেই গণ্য, চিকিৎসা পেশা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাইতো এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও চিকিৎসা পেশাকে বলা হচ্ছে **"The most noble profession of the world"** রোগ- শোক, জ্বরা-ব্যাধি মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় ডাক্তারি বা চিকিৎসা পেশার প্রয়োজনীয়তা কখনও কমেনি বরং নিত্য নতুন জটিল রোগের আবির্ভাব এ পেশার উপযোগিতা বেড়ে গেছে বহুগুণে। পাশাপাশি মান বেড়েছে মানুষের জীবন যাত্রার। তাই সবাই চায় যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা। তাই বলা যায় বর্তমান বিশ্বে চাকরির অন্যতম আকর্ষণীয় সেক্টর হলো চিকিৎসা সেবা। সম্মানের দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম পেশা সম্ভবত চিকিৎসকের পেশা। এই পেশায় মানবসেবার যে অবারিত সুযোগ রয়েছে অন্য কোন পেশায় তা নেই।

www.pathagar.org

এতে আর্ত মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করে স্বর্গীয় সুখ লাভ করা যায় আর তাতেই একজন ডাক্তার নিজেকে সফল ভাবতে পারেন। তাছাড়া উপার্জনের দিক থেকেও চিকিৎসকরা এগিয়ে আছেন অন্যদের চেয়ে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এই পেশায় সৎ থেকে বিপুল অর্থ উপার্জনের সুযোগ রয়েছে যা তাকে নিজস্ব আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের পাশাপাশি সমাজের দুঃখ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিবে। এই পেশায় যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে তা অন্য পেশায় সত্যিই বিরল। চিকিৎসকগণ ইচ্ছা করলে কোন ধরনের সরকারি কাজে যোগদান করতে পারেন অথবা, "প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মাধ্যমেও সুনাম ও অর্থ বিত্ত লাভ করতে পারেন। পাশাপাশি সমাজ সেবার সুযোগও নিতে পারেন। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারগণ সরকারি ক্যাডারভুক্ত হয়ে বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর চাকরির সুবিধা নিতে পারেন। তবে অসুবিধা হলো বেশির ভাগ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এই পেশার প্রতি ঝোঁক থাকার দরুন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া এখন অনেক চেষ্টা ও সাধনার বিষয়। তাই এই পেশায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য পড়াশোনার ব্যাপারে প্রথম থেকেই সচেতন হতে হবে।

যেহেতু মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা এসএসসি ও এইচএসসি এর ফলাফলের উপর ১০০ মার্কস্ থাকে তাই এই পরীক্ষাগুলোতে অবশ্যই জিপিএ ৫ পেতে হবে। যেহেতু পরীক্ষা হবে MCQ পদ্ধতিতে। এছাড়া এইচএসসি-এর জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা বইয়ের প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। পাশাপাশি ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়েও বিশেষ পারদর্শী হতে হবে। কারণ ১০০ মার্কস্ MCQ পরীক্ষায় এখানে থাকবে ২৫। চিকিৎসা শাস্ত্রের বইগুলোর ব্যাপ্তি ও বিষয়বৈচিত্র্য এতটা ব্যাপক যে একজন মেডিক্যাল ছাত্রকে অধ্যয়ন নিয়েই বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়। তাই অধিক সময় নিয়ে অধ্যয়ন করার অভ্যাস না থাকলে এই পেশায় ভাল করা কষ্টকর। তাছাড়া অধিক সময় নিয়ে রোগীদের কথা শুনতে হয় বলে প্রচুর ধৈর্য ও অধ্যবসায় থাকতে হবে। জরুরি ক্ষেত্রে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হয় বলে ডাক্তারদের পর্যাপ্ত উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হয়। সবকিছু মিলিয়ে চিকিৎসা পেশা যেমন মহান তেমনি এই পেশার ভাল করতে হলে যথেষ্ট যোগ্যতাও থাকতে হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল দন্ত চিকিৎসাশাস্ত্র, দ্রুত প্রসারলাভকারী একটি পেশা হিসবে এটি এখন সর্বজন স্বীকৃত। উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য শাখাগুলোর তুলনায় দন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত। এই পেশাতেও রয়েছে যথেষ্ট সুনাম লাভ করার সুযোগ। তাছাড়া জনসেবার সুযোগতো রয়েছেই। আর্থিক উপার্জনের দিক থেকেও তারা কোন ভাবেই পিছিয়ে নেই। মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার মতই পরিচালিত হয় ডেন্টাল শিক্ষা ব্যবস্থা, শুধুমাত্র দন্তবিজ্ঞানের (Dentology) উপর তাদের অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার মতই। কাজেই কেবলমাত্র মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরাই এই পেশায় আসার সুযোগ লাভ করবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানরা। একটি হাসপাতাল চালানোর জন্য ডাক্তার, নার্সদের পাশাপাশি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানদের ভূমিকাও কোন

www.pathagar.org

অংশে কম নয়। তাই দেখা যায়, এখন প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোতে টেকনিশয়ানরা মোটা বেতনে কাজ করছে। এই পেশায় যাবার জন্য খুব বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় না। এসএসসি অথবা এইচএসসি'র পরে মেডিক্যাল টেকনোলজির যেকোন একটি বিষয়ে ডিপ্লোমা নিলেই হয়। বর্তমান বাংলাদেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট রয়েছে যেখান থেকে প্যাথলজি, বা ইক্রোবায়োলজি বিষয়ে ডিপ্লোমা করা যায়। এছাড়া সার্জারির অপারেশন থিয়েটারে অথবা **MRI, CT Scan** এর মত যন্ত্রচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট হিসাবে চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সাংবাদিকতা

লেখালেখিতে যিনি আনন্দ পান সাংবাদিকতাকে তিনি পেশা হিসেবে নিতে পারেন। পৃথিবী নামক এ গ্রহে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনকার সংবাদ প্রবাহ যার মধ্যে আগ্রহের জন্ম দেয় তিনি সাংবাদিকতায় ভাল করবেন। বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে মানবজীবন ও মানবসমাজকে আলোচনা, সমালোচনা ও বিবেচনায় যার পক্ষপাতিত্ব তিনি সাংবাদিকতায় সন্তুষ্ট হতে পারেন। নিরপেক্ষ মানসিকতায় যিনি সমাজ ও নিজেকে সবসময় হালনাগাদ (**up-to-date**) দেখতে চান তাঁর জন্য এ পেশা কল্যাণের। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি যিনি নিজেকে ঋণী মনে করেন সাংবাদিকতা পেশার মাধ্যমে এ ঋণ পরিশোধের সুযোগ তাঁর অনেক বেশি। ন্যায়, কল্যাণ ও আদর্শের সেবায় সাংবাদিকতার বিকল্প নেই। মোটকথা পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা এখন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য, সময়োপযোগী এবং সম্ভাবনাময়।

সাংবাদিকতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা এদেশে এখন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি ইতিবাচক এবং সম্ভাবনাময়। বিশ্বায়নের প্রভাবে এবং গণতন্ত্র বিকাশের সথে সাথে মিডিয়া, রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজের অন্যতম শক্তিশালী অংশ হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফলে প্রসারের সুযোগ পাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলো। দেশি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিদেশীরাও আগ্রহ দেখাচ্ছে সম্ভাবনাময় এ সেক্টরে। আসছে বিপুল পরিমাণ বিদেশী বিনিয়োগ। ফলে বিনোদনমূলক টিভি ও রেডিও চ্যানেলের পাশাপাশি বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টার বাংলা নিউজ চ্যানেল ও মিউজিক চ্যানেল চালু হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সংবাদকেন্দ্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-সংবাদ সংস্থাগুলো। এই কিছুদিন আগেও যেখানে সাংবাদিকতা বলতে সংবাদপত্রে কাজ করা বুঝাতো সেখানে এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অপ্রতিরোধ্য অবস্থা। ফলে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যৌথভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রকে করছে অনেক বেশি প্রসারিত। প্রসারের সাথে সাথে বাড়ছে প্রতিযোগিতা।

এ পেশার জন্য প্রয়োজন

পূর্বে সংবাদমাধ্যমে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে (যেমন- সাংবাদিকতা) ডিগ্রি থাকার দরকার ছিল না। যেকোন বিষয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত

www.pathagar.org

পছন্দে বা আগ্রহে সাংবাদিকতায় আসতে পারত। এখনও সাংবাদিকতায় নিয়োজিত এদেশীয় সংবাদকর্মীদের সিংহভাগের সাংবাদিকতা বিষয়ে একাডেমিক ডিগ্রি নেই। কিন্তু সাংবাদিকতার গুণগত মান নিশ্চিত করার তাগিদে এখন মানসম্পন্ন সংবাদ সংস্থা, টিভি ও রেডিও চ্যানেল এবং সংবাদপত্রগুলো সাংবাদিকতায় ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। চাহিদার তুলনায় সাংবাদিকতায় গ্র্যাজুয়েট সংখ্যা কম হওয়ায় বাংলাদেশে এখনও যেকোন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সাংবাদিক হবার সুযোগ অবারিত। এমতাবস্থায় এ রচনার ভূমিকাতে বর্ণিত বিষয়সমূহে যারাই সচেতন তারাই **Career** হিসেবে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করতে পারেন।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এখন বিকাশমান একটি সেক্টর বাংলাদেশে। এ সেক্টরে আগ্রহী ব্যক্তিগণের অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি ভাষার সুন্দর উচ্চারণ, কথা বলায় মুন্সিয়ানা, পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি সচেতনতা সর্বোপরি ব্যক্তিগত **Smartness** বজায় রাখা প্রয়োজন। কারণ এখানে বিষয়গত দক্ষতার পাশাপাশি প্রদর্শনের একটি ব্যাপার বিদ্যমান। বিশ্বায়নের প্রভাবে সাংবাদিকতা এখন একটি বৈশ্বিক প্রফেশন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থাগুলো নিজেদের ব্যবসা ও অন্যান্য স্বার্থের কারণে বিভিন্ন দেশে তাদের সংবাদদাতা নিয়োগ করে থাকেন। বাংলাদেশেও এ ধরনের বহু বিদেশী সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা বর্তমানে তাদের রিপোর্টার হিসেবে স্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়োগ দেন। এক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের পাশাপাশি বহুল ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির উপর ব্যাপক দক্ষতা থাকা অপরিহার্য।

শুরুর সময়

ছাত্রজীবনই সাংবাদিকতা শুরুর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এদেশে সাংবাদিকদের প্রায় শতভাগ ছাত্রজীবন থেকেই সাংবাদিকতার পাঠ শুরু করেন। যারা সাংবাদিকতা কিংবা অন্যান্য বিষয়ে পড়েন কিন্তু সাংবাদিক হতে চান তাঁরা সকলে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রজীবনেই কোন না কোন সংবাদপত্রে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ফলে লেখাপড়া শেষে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাটুকু অর্জিত হয়। সুতরাং স্নাতক প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই একজন ভবিষ্যৎ সাংবাদিককে কাজ শুরু করা উচিত।

উপসংহার

সাংবাদিকতাকে কেউ যদি পেশা **(Career)** হিসেবে নিতে চান তাহলে যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো সাংবাদিকতা ক্রমাগত অনুশীলনে হয়ে ওঠা একটি প্রফেশন। গভীর মমতা, ধৈর্য, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং দীর্ঘ অনুশীলনে এ পেশা আপনাকে পৌঁছে দিতে পারে সফলতার শীর্ষ চূড়ায়। আপনি হয়ে উঠতে পারেন জাতির গর্বিত সন্তান।

www.pathagar.org

মিডিয়া টেকনোলজি

ভূমিকা

প্রযুক্তির প্রভাবে গুহাবাসী আদিম মানুষ এখন পৃথিবী থেকে বহু হাজার মাইল দূরের ভিনগ্রহে বসবাসের স্বাদ পেতে যাচ্ছে। জীবনের প্রতিটি অর্জন এখন প্রযুক্তিময়। প্রযুক্তির স্পর্শ ছাড়া সমৃদ্ধি, সুন্দর এবং আনন্দময় মানব এখন ভাবনার অতীত। আধুনিক মানুষের জীবন ভাবনায় অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম বা মিডিয়া, যার সিংহভাগ প্রযুক্তি নির্ভর। গণমাধ্যমের সাহায্যে মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করা যায় অন্য কোন মাধমে তা সম্ভব নয়। এ কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা শুধুমাত্র মিডিয়াকে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখেছে যুগের পর যুগ। কিন্তু মিডিয়া পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং সে প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য দক্ষ প্রযুক্তিকর্মী যারা মিডিয়ার নেপথ্য নায়ক।

মিডিয়া টেকনোলজিতে বাংলাদেশ

বহু আগে থেকেই বাংলাদেশে মিডিয়া টেকনোজির ব্যবহার ছিল, সিনেমা, নাটক টিভি প্রোগ্রাম নির্মাণ, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। হালে স্যাটেলাইট সম্প্রচার ও কম্পিউটার প্রযুক্তির কারণে ও গতিতে অভূতপূর্ব নতুন মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। ফলে চাহিদা বেড়েছে- মিডিয়া টেকনিশিয়ানদের। **Media related** যন্ত্রপাতি অপারটেরদের এ কাজ এখন বাংলাদেশে একটি মূল্যবান পেশা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। তাছাড়া বহির্বিশ্বেও এ পেশার লোকদের চাহিদা ব্যাপক।

মিডিয়া টেকনোলজি যেভাবে

মিডিয়া টেকনোলজি গণমাধ্যমের নানাবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে শুধু মিডিয়ার ক্ষেত্রে যেগুলো দরকার তা হলো-প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে প্রেস পরিচালনায় দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং ফটো সাংবাদিক। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিষয়টি ব্যাপাক, কারণ **Audio** এবং **Video** দুটি বিষয়ই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আধুনিক বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা পরিচালনার দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজনে ল্যাব অপরিহার্য। ল্যাব মানেই সেখানে প্রয়োজন টেকনিশিয়ান।

যেভাবে এ পেশায় আসা যায়

ব্যক্তিগত আগ্রহ হচ্ছে এ পেশায় আসার একমাত্র উপায়। শখ হিসেবে এক সময় যে ব্যক্তিবর্গ ক্যামেরা হাতে নিয়েছিলেন- তাদের অনেকেই এখন এ বিষয়ের পেশাজীবী। যেকোন একাডেমিক যোগ্যতা নিয়ে এ ক্ষেত্রে কাজ করা যেতে পারে। তবে এ পেশায় উন্নতি করতে হলে ট্রেনিং ও একাডেমিক ডিগ্রির বিকল্প নেই।

আজকাল যে কেউ **Video Photo** ইত্যাদি প্রশিক্ষণ নিয়ে **Photo** সাংবাদিক তথা **Video** হয়ে বিভিন্ন **Audio, Video** অথবা **Print Media**-তে নিজের অবস্থান তৈরি

www.pathagar.org

করে নিতে পারেন। এজন্য মূলত দরকার একাগ্রতা এবং কাজকে আপন করে নেয়ার মানসিকতা।
একজন শিক্ষার্থী ছাত্রাবস্থায়ই এ কাজ শুরু করতে পারেন। কারণ ডিগ্রি বড় হবার পাশাপাশি দক্ষতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক বড় হতে। **Print, Photo** এবং **Video** একটি ডকুমেন্ট বা দলিল হিসাবে কাজ করে এবং তা মানুষের কাছে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়।

এ বিষয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

ক) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
খ) প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ **(PIB)**
গ) ফটোগ্রাফির উপর বিভিন্ন কোর্স-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **TSC**- তে এ ধরনের সংগঠন আছে।
ঘ) ফটোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

এইচএসসি-উত্তর সম্ভাবনায়ম পেশাসমূহ

আমাদের দেশে সর্বাগ্রে ভাল চাকরি পাওয়ার সুযোগ বলতে গেলে শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীতেই রয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পরে এই পেশায় প্রবেশের জন্য দরখাস্ত করা যায়। এখানে **Chance** পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সাহসিকতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক যোগ্যতা ও সুস্থতা, সঠিক **(Proper)** মনোস্তাত্ত্বিক মান, নেতৃত্বদানের যোগ্যতা, ক্ষিপ্রতা ইত্যাদি। সবকিছু মিলিয়ে বলা চলে শুধুমাত্র চৌকস ছেলে/মেয়েরাই এই পেশায় **Selected** হওয়া উপযোগী। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষার উপরে কথ্য এবং লেখ্য উভয় পর্যায়ে ভাল মানের দখল এই পেশায় সুযোগের অন্যতম পূর্বশর্ত।

Selection পাওয়ার জন্য এখানে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং এর পরে দুই বছরের কঠিন ট্রেনিং গ্রহণ করতে হয়। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী অর্থাৎ এ সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম একই ধরনের। তবে সেনা মেডিক্যাল কোরের জন্য ক্যাডেট নির্বাচনে দু'ধরনের প্রথা চালু রয়েছে। প্রথমতঃ এইচএসসি পাস করার পরে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নির্বাচিত হওয়া এবং সেনাবাহিনীর খরচে এমবিবিএস পড়া। আর্মড ফোর্সের মেডিক্যাল কলেজে এই ধরনের ক্যাডেটদেরকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে প্রার্থী এমবিবিএস পাস করার পরে আর্মি মেডিক্যাল কোরের অফিসার হিসাবে নির্বাচনী পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করবে।
সামরিক বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগের পাশাপাশি এইচএসসি পাস **Canadidate**-এর অল্প বয়সে ভাল চাকরি পাওয়ায় আরও একটি ভাল সুযোগ রয়েছে। তা হলো মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পেশা গ্রহণ করার। এই সুযোগও একই বয়সে আসে।

এসব পেশাসমূহে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে একটি নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। তা হলো নির্বাচিত হওয়ার পরে দুই বছরের ট্রেনিং। এই ট্রেনিং চলাকালীন ট্রেনিং-এর পাশাপাশি

www.pathagar.org

বিএ/বিসএসসি ডিগ্রি অর্জনের জন্য অধ্যয়নের সুযোগ। তাই ট্রেনিং সমাপ্তির সাথে সাথেই **Candidate** গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করে থাকে।

এই ট্রেনিং এর আর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হচ্ছে ট্রেনিং প্রাপ্তির পরে ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হবে। বলা হয়ে থাকে যে কোথাও যদি একশত জন ব্যক্তি একত্রে জটলা করতে থাকেন আর সেখানে যদি সামরিক বাহিনীর একজন মাত্র অফিসার উপস্থিত থাকেন তবে তাকে সহজেই **Identify** করা যাবে। কেননা সামরিক বাহিনীর ট্রেনিং একজন ব্যক্তির চলা, ফেরা, বসা, দাঁড়ানো, কথা বলার ভঙ্গি তথা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন করে দেয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সমস্ত ক্ষেত্রে এই ট্রেনিং-এর প্রভাব অপরিসীম। এরা জানে ঝড়ের গতিতে সমস্যার অকুস্থলে পৌছাতে, ঠান্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান করতে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে। তাই সাহসী সৈনিক জীবন যুদ্ধে সাধারণত হেরে যায় না। বরং যুদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষিপ্রতা তার সকল কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হয়- এমনকি বেসামরিক কর্মক্ষেত্রেও। সে জানে সামষ্টিক কর্মকান্ডে কিভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়।

সামরিক বাহিনীতে কমিশন্ড প্রাপ্তি এবং মেরিন একাডেমিতে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরে আলোচনা কর হলো।

দেশ যখন বহিশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়। জাতীয় জীবনে যখন সমূহ বিপদের ঘনঘটা, স্বাধীনতা যখন সংকটময় অবস্থায় পৌছে, তেমনি দুর্দিনে এই সাহসী সৈনিকেরাই দেশের কান্ডারি হয়ে থাকেন। জীবন বাজি রেখে তারা এগোতে থাকেন শত্রুমুক্ত করার মানসে। এই যুদ্ধ জীবন-মরণের। তাই এর স্বাদ ভিন্নতর। দেশপ্রেম তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সামনে এগোনোর, আর প্রেরণা জোগায় সমস্ত দেশবাসী সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে যেতে।

সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি

সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি প্রকৃতপক্ষে যৌবনের জন্য একটি উপযোগী পেশা। পেশা হিসেবে উত্তম ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে এটা একটা। এই পেশায় যেমন রয়েছে একদিকে সম্মান, দেশ সেবার সুযোগ, সুন্দরভাবে জীবন যাপনের সুযোগ আবার পাশাপাশি বেতন, ভাতা, প্রমোশন, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা। সর্বোপরি অল্প বয়সে ভাল চাকরি পাওয়ার এটি সবচেয়ে বড় সুযোগ।

সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখা রয়েছে। এগুলো হলো-সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী। এই বাহিনীসমূহ যথাক্রমে স্থলভূমি, জলভূমি (সমুদ্র ভাগ) এবং আকাশ অঞ্চল পাহারা দেয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশি বলে সেনাবাহিনীকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এ দেশে বিমান সেনা বা নৌসেনাদের চেয়ে সেনাবাহিনীর সিপাইদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই তাদের পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনীর অফিসারদের সংখ্যাও বেশি প্রয়োজন হয়ে থাকে। সে কারণে সেনাবাহিনীতে প্রমোশনের সুযোগও বেশি হয়ে থাকে। এর পরে এই ধরনের সুযোগ যথাক্রমে নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সাধারণভাবে এই তিনটি বাহিনীর চাকরির জন্য বা চাকরি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়

www.pathagar.org

গুণাবলী হচ্ছে। সাহসিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, বুদ্ধিমত্তা, আনুগত্য আজ্ঞানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখ্য ও কথ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার উপরে দখল এই পেশায় চাকরি পাওয়ার প্রাথমিক শর্ত। এই বাহিনীসমূহে চাকরি পাওয়ার জন্য উপরোক্ত গুণাবলী ব্যতিরেকেও শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। তা হলো ৫ ফুট ও ৪ ইঞ্চি উচ্চতা (১.৬৩ মিটার) এবং শারীরিকভাবে সুস্থতা। বুকের মাপ : পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৬ সে.মি. (স্বাভাবিক), ৮১ সে.মি. (সম্প্রসারিত); মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭১ সে.মি. (স্বাভাবিক), ৭৬ সে. মি. (সম্প্রসারিত)। বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত। নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে অবশ্যই সাঁতার জানতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে সাধারণভাবে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন:

সেনাবাহিনী : মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট/ সমমান পরীক্ষায় আলাদা আলাদা ভাবে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে (ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীগণের 'ও' লেভেলে ৬টি বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩ টিতে 'এ' গ্রেড ও ৩ টিতে 'বি' গ্রেড থাকতে হবে এবং এ লেভেলের ২টি বিষয়ের কমপক্ষে ১ টিতে এ গ্রেড ও ১ টিতে বি গ্রেড থাকতে হবে)।

নৌবাহিনী : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান বিভাগে) পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০ প্রাপ্ত হতে হবে।

অথবা, ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীগণের জন্য 'ও' লেভেলে ৬টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম ৩ টিতে এ-গ্রেড ও ২ টিতে বি গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং 'এ' লেভেলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২টি বিষয়ে বি গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ (উভয় পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতসহ)

সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুচ্ছেদ-৩(ক) এ উল্লেখিতি যোগ্যতা এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর এইচইটি অথবা সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সমতুল্য যোগ্যতা প্রযোজ্য।

শুধুমাত্র সরবরাহ শাখার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ ওএবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০ প্রাপ্ত হতে হবে।

বিমান বাহিনী : উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় গণিত (আবশ্যিক/অতিরিক্ত এবং ন্যূনতম লেটারগ্রেড-এ) সহ ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০ পদার্থ ও গণিতসহ ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'এ' লেভেলে (পদার্থ ও গণিত বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড 'বি')/সমমান

বিমানবাহিনীর অন্যান্য শাখা : ইঞ্জিনিয়ারিং : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় গণিত, পদার্থ ও রসায়নসহ চতুর্থ বিষয় বাদে জিপিএ-৪.৫০ (পদার্থ, গণিত ও রসায়নে ন্যূনতম লেটারগ্রেড-এ থাকতে হবে) ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের পদার্থ গণিত রসায়নসহ ন্যূনতম ৫টি বিষয়ে 'ও' লেভেলে এবং পদার্থ, গণিত, রসায়নসহ ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'এ' লেভেলে (পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে লেটার গ্রেড-বি/সমমান্য।

এডমিন: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০/ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'এ' লেভেলে (ন্যূনতম লেটার গ্রেড 'বি'/সমমান্য।

www.pathagar.org

ফিন্যান্স : উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় গণিত/পরিসংখ্যানসহ ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ অথবা উচ্চমাধ্যমিক (ব্যবসায় শিক্ষা) পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪.০০/ গণিত অথবা হিসাব বিজ্ঞান বিষয়সহ ন্যূনতম ৩ টি বিষয়ে 'এ' লেটার গ্রেড-বি)/সমমান।

ভর্তি প্রার্থীর অযোগ্যতা :

* সেনা/নৌ/ বিমান বাহিনী অথবা যে কোন সরকারি চাকরি হতে অপসারিত/ বরখাস্ত।
* আইএসএসবি কর্তৃক স্ক্রিনড আউট/ প্রত্যাখ্যান (একবার স্ক্রিনড আউট ও একবার প্রত্যাখ্যাত হলে আবেদন করা যাবে)
* যে কোন বিচারালয় হতে দণ্ডপ্রাপ্ত।
* সিএমবি বা আপিল মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত।
* ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র।

সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হবে।

ক) প্রাথমিক ইন্টারভিউ

এ পর্যায়ে শুধুমাত্র একটি মৌখিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে প্রার্থীকে। যে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তা সাধারণত : প্রার্থীর নিজস্ব পরিচয় সম্পর্কিত, পরিবার সম্পর্কিত, যে বিষয়ে পড়াশোনা করছে সেই বিষয়ের উপরে, বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্ব সম্পর্কে। এর বাইরে কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ক প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হতে পারে।

খ) লিখিত পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষার সময় ও মানবন্টন : বিভিন্ন বাহিনীর ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার সময় ও মানমন্টন এক পলকে জেনে নেয়া যাক।

সেনাবাহিনী

বিষয়	সময়	নম্বর
বাংলা	১ ঘন্টা	৫০
ইংরেজি	১ ঘন্টা	৫০
গণিত	৩০ মিনিট	৫০
সাধারণ জ্ঞান	১ ঘন্টা	৫০

নৌবাহিনী

বিষয়	সময়	নম্বর
পদার্থ বিজ্ঞান	১ ঘন্টা	১০০
ইংরেজি	১ ঘন্টা	১০০
গণিত	১ ঘন্টা	১০০
সাধারণ জ্ঞান	১ ঘন্টা	১০০

বিমানবাহিনী

বিষয়	সময়	নম্বর
আইকিউ	১ ঘন্টা	১০০
ইংরেজি	১ ঘন্টা	১০০

এই পরীক্ষাসমূহে উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

অবশ্য গণিতের প্রশ্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার সাধারণ গণিতের মানের মত প্রশ্ন হয়ে থাকে।

www.pathagar.org

গ) ISSB পরীক্ষা :

সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হচ্ছে **ISSB**। এটা ¾ দিনের পরীক্ষা যে সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর অনেকগুলো পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে- (ক) আই কিউ **(Intelligence Quotient)**. (খ) ব্যক্তিগত বাধা অতিক্রম, (গ) দলগত বাধা অতিক্রম, (ঘ) অর্ধদলগত বাধা অতিক্রম, (ঙ) গল্প লেখা (ছবি দেখে এবং অসমাপ্ত গল্প সমাপ্ত করা), (চ) অতি অল্পসময়ের মধ্যে প্রদত্ত শব্দ ব্যবহার করে বাক্য গঠন, (ছ) অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্তকরণ, (জ) প্ল্যানিং, (ঝ) রচনা লিখন, (ঞ) কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ক পরীক্ষা, (ট) **ISSB** এর প্রেসিডেন্টের সাথে ভাইভা। এ সকল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে অতি অল্প সময় দিয়ে অনেক কাজ করতে বলা হয়ে থাকে। দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারাই হচ্ছে পরীক্ষাসমূহের সবচেয়ে বড় বিষয়। এর বাইরে দুটো বিষয় অতি জরুরি-পরীক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা এবং তার মনস্তাত্ত্বিক মান। সবগুলো পরীক্ষাতেই দ্রুততার সাথে বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর দিতে হয়। পরীক্ষার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এসকল পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে।

উপরোক্ত পরীক্ষা ছাড়াও আর এক ধরনের পরীক্ষা রয়েছে, তা হচ্ছে ডাক্তারি পরীক্ষা। বেশ নিখুঁতভাবেই এই পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে পরীক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য।
ব্যক্তিগত বাধা অতিক্রম : পরীক্ষায় ভাল করার জন্য এক ধরনের প্রস্তুতি দরকার। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময়ে মধ্যে ৮টি বাধা অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো- উচ্চ লম্ফ (চার ফুট উচ্চতা), দীর্ঘ লম্ফ (নয় ফুট), টারজান সুইং, বার্মা ব্রিজ, উপরে ঝুলানো টায়ারের মধ্যে দিয়ে পার হওয়া, মানকিজ রোগ, **Jig jug obctacl**। এই বাধাসমূহে পাস করার জন্যে শারীরিক **stamina** সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় কৌশলের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও এই আড়াই মিনিট সমীয় পরিপূর্ণ রূপে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন প্রার্থীর শারীরিক **stamina** বৃদ্ধির। সেজন্যে প্রত্যহ কমপক্ষে ২ মাইল জগিং করা দরকার।

Presidential viva-তে ভাল করার জন্য সুন্দরভাবে কথা বলার দক্ষতা রপ্ত করতে হবে। ভাইভাতে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ঠিকভাবে বুঝে অল্প কথায় সঠিক উত্তর দিতে হবে। **ISSB** পরীক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভাল করার জন্য সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপরে পড়াশোনা করতে হয়।

সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। একই সাথে যেমন শারীরিক প্রস্তুতি দরকার পাশাপাশি ভাষার উপরে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য প্রার্থীকে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখ্য ও কথ্য উভয় দিকেই যোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রচেষ্ট অব্যাহত রাখ দরকার। এর জন্য জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া দরকার নিষ্ঠার সাথে।

www.pathagar.org

ব্যাংকার

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রসারের সাথে সাথে ব্যাংকিং খাতেরও প্রসার ঘটছে এবং যেখানে প্রতিবছর কর্মসংস্থান হচ্ছে বহু শিক্ষিত বেকার যুবকের। ব্যাংকের চাকরি একটি চ্যালেঞ্জিং চাকরি। পাশাপাশি রয়েছে অধিক বেতনের নিশ্চয়তা এবং উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ। প্রযুক্তি প্রসারের এই যুগে ব্যাংককে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী যতই অর্থনীতির প্রসার ঘটবে ব্যাংকিং খাতেরও প্রসার ঘটবে সেই অনুপাতে। সুতরাং নিজেকে বেকারত্বের হাত থেকে মুক্ত করা, দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করা, উন্নত জীবন-যাপন, নিজেকে দেশ বিদেশে অর্থ ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাংক হতে পারে একটি অন্যতম ক্যারিয়ার ক্ষেত্র।

সমাজে এই **Profession** এর প্রয়োজনীয়তা

ব্যাংকে চাকরি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা, এই চ্যালেঞ্জিং পেশার মাধ্যমে সমাজকে বিভিন্ন ভাবে সেবা প্রদান করা যায়। যার মাধ্যমে সমাজে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শক্ত ভিত তৈরি করা যায়, যা সমাজ ও দেশকে বিশ্ব দরবারে সুপরিচিতি দিতে পারে। নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে সমাজে এই পেশার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য-

- দেশ ও সমাজকে অর্থনৈতিক মুক্তি দান।
- সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন কর।
- অর্থনৈতিকভাবে নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন।
- ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের অর্থ সঠিক ও বৈধ উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করা।
- অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করা।
- দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ।
- ভূ-স্বামী ও জোতদারদের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করে।
- ঋণ প্রদান ও তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র মানুষদেরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা।
- সমাজে সৎ ও যোগ্য মানুষ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

ব্যাংকিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে-

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হলে ব্যাংককে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে, তবে বিশেষ করে বিবিএ ও এমবিএ (হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি) ডিগ্রি থাকলে বর্তমানে ব্যাংকে চাকরি পাওয়ার জন্য সুবিধা হয়। তবে বিশেষ কোন বিষয় উল্লেখ না থাকলে যে কোন বিষয়ে পাস করে ব্যাংকে চাকরির

www.pathagar.org

জন্য আবেদন করা যেতে পারে। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোতে অফিসার ও সিনিয়র অফিসার হিসেবে নিয়োগ সকল বিষয়ের জন্য উন্মুক্ত থাকে। তবে টেকনিক্যাল পোস্টে (যেমন- কম্পিটউটার) নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ থাকতে পারে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ থাকতে পারে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে নিয়োগের জন্য কমার্সের ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। **Computer** বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা **Computer** ভিত্তিক।

শারীরিক যোগ্যতা

সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চূড়ান্তভাবে নিয়োগের পূর্বে শারীরিক যোগ্যতা পরিমাপের জন্য মেডিক্যাল বোর্ডের মুখোমুখি হতে হয়। আর এই জন্য একজন প্রার্থীকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

মানসিক যোগ্যতা

ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে সর্বদাই আর্থিক লেনদেনের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। আর্থিক লেনদেনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠার। ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সততা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। আপনি যদি উল্লেখিত বিষয়গুলো নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাহলে নিজেকে একজন ভালো ব্যাংকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

নিয়োগ প্রক্রিয়া

ব্যাংকে চাকরি পেশা হিসেবে নিতে হলে আপনাকে যোগদানের পূর্বে একটি প্রতিযোগিতামূল লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কখনো কখনো প্রিলিমিনারি পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়।

লিখিত পরীক্ষা

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা ও খাতা মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমুদয় কাজ মূলত সম্পাদন করে থাকে আইবিএ ও বিআইবিএম। এর ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য থাকে না। দুই অংশে বিভক্ত **(MCQ ও Written)** পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা (১ ঘণ্টা + ২ ঘণ্টা- ও পূর্ণমমান ২০০ (১০০ + ১০০)। তবে এটি ব্যাংক ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। **MCQ** অংশের সবকটি প্রশ্নের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা, গাণিতিক যুক্তি, আইকিউ, দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নে ৩৫/৪০ নম্বরে গাণিতিক বিষয় আসে। এছাড়া **English Language & Communication Skill, Grammar & Composition** থেকেই ৪০/৫০ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়। অন্যান্য যে বিষয়ে প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো হচ্ছে ব্যাংক সংক্রান্ত,

www.pathagar.org

IQ Test, Computer literacy, Date Presentation ইত্যাদি। তবে ইসলামী ব্যাংকে পরীক্ষায় সময় প্রশ্নপত্রে একটি অংশ থাকে ইসলামী বিষয়ের উপর।

মনে রাখতে হবে লিখিত পরীক্ষা মোটামুটি Standard এবং ইংরেজি বিষয়ের উপর বেশি নজর দেয়া হয়। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার কোন নির্দিষ্ট নম্বর নেই তবে সাধারণ ৭০ শতাংশ এর উপর নম্বর পেলে কৃতকার্য হওয়া যেতে পারে। সুতরাং একটি দীর্ঘ মেয়াদি প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি নিজেকে লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য সহজ ও সোজা কোন পথ নেই। এর জন্য আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদি কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর প্রার্থীকে একটি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এখানে আপনাকে বিষয়ভিত্তিক, চাকরি সংক্রান্ত, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের (বিশেষ করে চলমান বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গের) উপর প্রশ্ন করা হতে পারে। মনে রাখতে হবে মৌখিক পরীক্ষায় একটি পদের জন্য একাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। তাই এখান থেকেও বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়ার জন্য নিজেকে তথ্যবহুল করে গড়ে তুলতে হবে।

এই পেশার সুযোগ সুবিধা

ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে দেশ ও সমাজকে সেবা করার যেমন সুযোগ আছে তেমনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করারও বিশেষ সুযোগ আছে। যেমন-

(ক) **Social Status** : সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ আছে এই পেশার মাধ্যমে। যার কারণে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির মানুষ একজন ব্যাংকারকে শ্রদ্ধা করে থাকেন যদি তিনি একজন সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যাংকার হয়ে থাকেন। সমাজের বিভিন্ন প্রকার নীতি নির্ধারণে একজন ব্যাংকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যা তার Social Status কে বৃদ্ধি করে থাকে।

(খ) পদোন্নতির সুযোগ : প্রত্যেক চাকরিজীবী তার চাকরিজীবনে পদোন্নতির আশা করে থাকে। সময়মত পদোন্নতি হলে কাজে আসে গতিশীলতা। ব্যাংকে দ্রুত পদোন্নতি পাওয়া যায় যদি আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন একজন কর্মঠ, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠাবান অফিসার হিসেবে।

(গ) বেতন ভাতার সুযোগ সুবিধা : সরকারি ব্যাংকগুলোতে জাতীয় বেতনস্কেল অনুসারে বেতন প্রদান করা হয়। এখানে রয়েছে ভবিষ্যৎ তহবিল সুবধা, কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা, যৌথ বীমা সুবিধা, মেডিক্যাল সুবিধা, বেনাভোলেন্ড ফান্ড সুবিধা, বাসা ভাড়া সুবিধা, বোনাস সুবিধা ইত্যাদি। অন্যদিকে বেসরকারি ব্যাংকে জাতীয় বেতনস্কেলের পাশাপাশি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সঠিক হারে বেতন প্রদান করে থাকে যা এই চাকরিতে আসার জন্য সবাইকে আকৃষ্ট করে থাকে। এখানে রয়েছে যাতায়াত ভাতার সুবিধা, বাড়ি ভাড়া

www.pathagar.org

সুবিধা, পিএফ সুবিধা, একাধিক বোনাস সুবিধাসহ বিভিন্ন সুবিধা।

(ঘ) ঋণ পাওয়ার সুবিধা : একজন ব্যাংকার হিসেবে আপনি আপনার ব্যাংক থেকে ব্যাংক রেটে **House building loan, Car loan, Motor cycle loan, Marriage loan, Computer loan.** সহ অন্যান্য **loan** পেতে পারেন যা অন্য কোন চাকরি থেকে ব্যাংক রেটে পাওয়া সম্ভব নয়। এই **Loan** পরিশোধ করাও আপনার জন্য সুবিধা। কারণ বেতন থেকে তা কর্তনের মাধ্যমে **Adjust** করা হয়।

(ঙ) প্রশিক্ষণ সুবিধা : ব্যাংকে চাকরি করার সুবাদে আপনি আপনার চাকরি জীবনে Basic Training থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন যা আপনাকে একজন সঠিক Profssional person হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলে আপনি বিদেশেও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে পারেন। ব্যাংক যেহেতু একটি টেকনিক্যাল পেশা সেহেতু এখানে প্রশিক্ষণের সুবিধা অনেক বেশি। **(Basic Traininng. Credit Management Training. Time Management Training, Human Resources Development Training, and Computer Training. File Management Training. Import & Export Management Training, Money Laundering Training, Branch Management Training. Rural Credit Management Training. Small and Cottage Industries Dcvelopment Training** ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা আছে।)

কিভাবে প্রস্তুতি নিবেন

(ক) বিষয়ভিত্তিক পড়ালেখা সঠিকভাবে পরিচালনা করা।
(খ) ইংরেজি শিখার উপর জোর দেয়া এবং প্রতিদিন তা চর্চা করা।
(গ) সাধারণ জ্ঞান শেখার পাশাপাশি আই কিউ বৃদ্ধি করা।
(ঘ) নিয়মিত পত্রিকা পাঠ এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা।
(ঙ) Time table & life table প্রণয়নের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।
(চ) দৈনন্দিন বিজ্ঞান, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর দেয়া, (গাণিতিক মুক্তির জন্য ৯ম/১০ম শ্রেণির পাটিগণিত, বীজগণিত জ্যামিতি ও অংশীদারিত্বের অংক বেশি চর্চা করা)
(ছ) বেশি বেশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা (এই ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা বাজার থেকে প্রশ্নব্যাংক বই কিনে তা চর্চা করা।
(জ) ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা।
(ঝ) কম্পিউটার এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
(ঞ) গ্রুপ ভিত্তিক পড়ালেখা করা।
(ট) বেশি বেশি লেখার অভ্যাস করা।

www.pathagar.org

(ঠ) সর্বোপরি নিজেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলা।

(ড) সময় ও সুযোগ থাকলে বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করা।

শেষ কথা

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিশ্বব্যাপী ব্যবসা যেভাবে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় পরিণত হয়েছে সেখানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবসা এখন আর পূর্বের মত সহজ নয়। নতুন নতুন কৌশলের বহুমাত্রিক ব্যবহার এখন ব্যাংকিং ব্যবসায় এসে পড়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে ম্যানেজমেন্ট টেকনিক ও প্রোডাক্ট ডিজাইনের প্রতিযোগিতা চলছে। এখন ব্যাংক মানে প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠানো ছাপানো কাগজের নির্দেশাবলী নয়। এখন ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে গ্রাহকের বন্ধু হয়ে যেতে হয়। সুতরাং নিজেকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী এবং তথ্য প্রযুক্তির যুগের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে সাহায্য করা সম্ভব।

ফার্মাসিস্ট

ফার্মাসিস্ট এর কাজ একটি মহৎ পেশা। ডাক্তারদের মত তারাও মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবে আমাদের দেশে ডাক্তারদের মানুষ যেভাবে চেনে, ফার্মাসিস্টরা সেভাবে পরিচিত নন। বলতে গেলে তারা অনেকটা নীরবে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছে। রোগী, ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্টকে একই ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ একজন রোগীর চিকিৎসায় কারও অবদানই কম নয়, যেমনটি শিশুর জন্য মা-বাবার অবদান সমান। কিন্তু বাংলাদেশেও এ চিত্রটি দেখা যায় না। দেখা যেত যদি উন্নত দেশের মত আমাদের দেশে **hospital** ও **community pharmacy** থাকতো। তারপরও আমরা আশা করি আমাদের দেশেও একসময় **hospital** ও **community pharmacy** হবে এবং ফার্মাসিস্টরাই পৌঁছে যাবেন সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায়।

এবার আসা যাক আমাদের দেশে ফার্মেসি পেশার বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনায়

ফার্মেসি কোথায় পড়ানো হয়

ফার্মেসি একসময় শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হলেও এখন অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হচ্ছে। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অনেক বেশি ব্যয়বহুল। বর্তমানে যেখানে ফার্মেসি পড়ানো হয় তার মোটামুটি একটি তালিকা তুলে দেয়া হল।

সরকারি : ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাইভেট : **North south, Suoth East, East-West, Stamford, UDA, Manarat, Eastern, Atish Diponkor, Northern, Asia Pasific,**

www.pathagar.org

Dhaka International Univirsity, USTC.

এখন পাবলিক ও প্রাইভেট দুই ক্ষেত্রেই চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালু আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে **Year** ও **Semester system** থাকলেও, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র **Semester system.**

খরচ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় : অনেক কম এবং সবার আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় : **Tution fee** বাবদ খরচ ২ লক্ষ টাকা প্রায়। তবে **North-Suth** সহ আরো কয়েকটি **University** তে খরচ আরো অনেক বেশি।

ভর্তি পরীক্ষা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে পরীক্ষার্থীকে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। এজন্য আগে থেকে ভাল রকম প্রস্তুতির সাথে সাথে ভাল রেজাল্ট প্রয়োজন হয়। ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি **MCQ** এবং লিখিত উভয় পদ্ধতিই চালু আছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সবচেয়ে কঠিন এবং প্রশ্ন হয় **MCQ** পদ্ধতিতে। আর পাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশাল **Tution fee** দেয়ার মত আর্থিক ক্ষমতা।

প্রস্তুতি

এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পরপরই ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিতে হবে। থাকতে হবে বইয়ের উপর প্রচন্ড দখল। এজন্য কোচিং এর সাহায্য নেয়া যেতে পারে, তবে মনে রাখবে কোচিং ছাড়াও চান্স পাওয়া সম্ভব। কারণ কোচিং অপরিহার্য নয় বরং প্রয়োজন। প্রশ্ন করা হয় সাধারণত পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞান থেকে। তবে ফার্মেসিতে ভাল করতে হলে রসায়নে ভাল দখল থাকতে হবে।

বিষয়বস্তু

ফার্মেসিতে মূলত ঔষধ নিয়েই পড়াশোনা। তবে একজন শিক্ষার্থীকে ঔষধ সম্বন্ধে দক্ষ করে তোলার জন্য যা প্রয়োজন সব শেখানো হয়। তাছাড়াও ঔষধ প্রস্তুতি, বিপণন, নতুন ঔষধ আবিষ্কার থেকে শুরু করে **hospital** ও **community pharmacy** পড়ানো হয়।

চাহিদা ও চাকরির সুবিধা

যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন রোগব্যাধি থাকবে এবং মানুষকে ঔষধ খেতে হবে। তাই আমাদের দেশে ফার্মেসি বিষয় খোলার পর থেকেই চাকরির ক্ষেত্রটা সব সময়ই অবারিত। কারণ বাংলাদেশে ঔষুধ কোম্পানি ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, বাড়ছে চাকরি সুবিধা। ঔষুধ কোম্পানিতে চাকরি ছাড়াও রয়েছে **hospital** ও **community pharmacy** তে নিজের career গড়ার সুবিধা। যদিও বাংলাদেশে ও দু' ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে **hospital** ও **community pharmacist** এর ব্যাপক চাহিদা। তবে আমাদের দেশে **hospital**

www.pathagar.org

ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিয়োগ শুরু হলেও পরবর্তীতে যেকোন ভাবেই হোক তা বন্ধ রয়েছে। আরো রয়েছে শিক্ষকতার মত মহৎ পেশা ছাড়াও বিসিএস এর সুবিধা। যদিও ডাক্তারদের ফার্মাসিস্টদের জন্য কোন **Special** বিসিএস ছিলনা কিন্তু ডাক্তারদের জন্য বিসিএসএ প্রথম স্পেশাল বিসিএস এর আয়োজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বালা যায়- ফার্মেসি একটি ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন বিষয়। তা আরো অনেকদিন চাকরির বাজারে ভালভাবেই রাজত্ব করবে।

সম্ভাবনা

বর্তমানে বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে প্রথম তৈরি পোশাক, আর দ্বিতীয় ঔষধ। ধারণা করা হচ্ছে আর কয়েক বছরের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতকে ছাড়িয়ে ঔষধ শিল্প চলে আসবে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস হিসাবে। বর্তমানে চাহিদার ৯৭% ঔষধ দেশেই তৈরি হয় এবং বাংলাদেশের ঔষধ পৃথিবীর প্রায় ৫৬টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। যে কয়েক শতাংশ ঔষধ বাংলাদেশে তৈরি হয় না সেগুলো এশিয়ার কোন দেশে তৈরি হয় না। এমনকি আমাদের ঔষধ প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকেও অনেক বেশি মানসম্পন্ন। তবে এখনও আমরা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে ঔষধ রপ্তানি করতে পারি না। কারণ আমাদের কোন **Reference Laboratory** নেই। তবে এ অভাব পূরণ হলে ঔষধ শিল্প আরো সাফল্য লাভ করবে। আর এ কৃতিত্ব এদেশের ফার্মাসিস্টদের, যাদের মেধা আর পরিশ্রমের ফলেই বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের আজ এ অবস্থান।

Scholarship

বর্তমান যুগ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগ। যার কারণে ফার্মেসির ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে **Scholarship** এর অনেক সুযোগ। আমাদের দেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ভাল করে উচ্চশিক্ষার জন্য **Scholarship** নিয়ে যাওয়া যায় বিশ্বের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সেখানে রয়েছে আকর্ষণীয় চাকরি সুবিধা। তাছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে **credit transfer** এর সুবিধা, যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়াও ভাল ফলাফলের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে **Scholarship** এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে **Tution** ফি-র বিশাল ছাড়।

আত্মকর্মসংস্থান/ব্যবসা

Allah helps those who help themselves। যারা নিজে চেষ্টা করে আল্লাহ তাদের সহায় হন। কথাটি চরম সত্য এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সফলতার জন্য চেষ্টার কোন বিকল্প নেই। আত্মকর্মসংস্থান বা **Self-Employment** বলতে আমরা বুঝি পরনির্ভরশীল না হয়ে নিজের কর্মসংস্থান নিজেই প্রস্তুত করা। যারা অন্যের অধীনে কাজ করতে পছন্দ করেন না, তাদের জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো আত্মকর্মসংস্থান। এজন্য প্রয়োজন আত্মপ্রত্যয়, উদ্যম, কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা এবং সর্বোপরি অধ্যবসায়।

www.pathagar.org

কেন আত্মকর্মসংস্থান?

মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক কেন আমি আত্মকর্মসংস্থান করব বা আত্মকর্মসংস্থানে লাভই বা কি? একটু ভেবে দেখুন সমাজে কদর কার বেশি, যিনি চাকরিদাতা নাকি যিনি চাকরিগ্রহীতা। নিশ্চয়ই একবাক্যে স্বীকার করবেন, যিনি চাকরি দেন। তাহলে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে হতে পারবেন চাকরিদাতাদের একজন এবং সেই সাথে পেয়ে যাবেন সামাজিক মর্যাদার উচ্চ আসনটি। ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের একটি দেশ বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ বেকারত্বের হার দিন দিন যে হারে বেড়েই চলেছে তা অত্যন্ত শংকার এবং উদ্বেগজনক। তাই শিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসা উচিত। নিম্নবর্ণিত কারণে আত্মকর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার-

ক. সরকারি চাকরির উপর চাপ কমানো।

খ. বেকার সমস্যার সমাধান।

গ. জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর এবং সুষম ব্যবহার।

ঘ. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি।

ঙ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন ও ব্যাপকহারে দেশীয় পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখা।

চ. সর্বোপরি পরিবার, সমাজ ও দেশের বোঝা কমিয়ে আত্মতৃপ্তি অর্জন।

আত্মকর্মসংস্থান চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যোগ্যতা

মানুষ যোগ্যতা নিয়ে সরাসরি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে মানুষ যোগ্যতা অর্জন করে। তেমনিভাবে আত্মকর্মসংস্থানে আত্মনিয়োগ করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা।

ক. শিক্ষাগত যোগ্যতা

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও পেশা সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ন্যূনতম স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করা উচিত। তাছাড়া সমাজের লোকদের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি হওয়াই বাঞ্ছনীয় অন্যথায় মূর্খতা হতে পারে বিষফোঁড়ের মত যন্ত্রণাদায়ক।

খ. মানসিক ও শরীরিক যোগ্যতা

যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জকে সহজেই মোকাবেলা করার জন্য থাকতে হবে অদম্য স্পৃহা। আর মানসিক শক্তি তো আসবে শরীর থেকেই। তাই শরীরকে রোগমুক্ত রাখার যাবতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, যাতে অসুস্থতা কোন কাজেই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

গ. অন্যকে Convince/pursue করার ক্ষমতা

এজন্য দরকার লোকসমাজে নিয়মিত উঠাবসা করা, সবার সাথে ভাল ব্যবহার করা, নিজেকে অন্যের জন্য প্রয়োজনীয়/আকর্ষণীয় করে তোলা। এছাড়া সামাজিক কর্মকান্ডে

www.pathagar.org

স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. নেতৃত্বের যোগ্যতা

নিজ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের পরিচালনার জন্য ও তাদের সব সময় চাঙ্গা রাখার জন্য প্রয়োজন নেতৃত্বের গুণাবলী। এজন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত আবশ্যকীয় কাজের মধ্যে একটি।

ঙ. Innovativeness

নিজেকে ছোট্টগন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ভিন্ন মাত্রার ও ভিন্ন স্বাদের কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে কখনই বোরিং/একঘেয়েমি আসবে না।

চ. Forecasting Abillty

বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করণীয় এবং এরই প্রেক্ষিতে কিভাবে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়া যায় তা অনুমানের যোগ্যতা থাকতে হবে। এর ফলে যে কোন সমস্যা উদ্ভূত হওয়ার আগেই সমাধান করা সম্ভব হবে।

ছ. ধৈর্য

সব সময় মনে রাখতে হবে- ইন্নাল্লাহা মা'আস সবিরিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। কোন কাজে তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যের সাথে ধীরে সুস্থে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। সাফল্য লাভের জন্য দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

জ. সততা

সততা হলো এমন একটি গুণ যা থাকলে যে কোন কাজে সফলতা আসবেই। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সততা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সামষ্টিক সততা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কোন ধরনের পেশা পছন্দ করবেন?

পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান বলতে আমরা মূলত ব্যবসাকেই প্রাধান্য দিতে চাই। এক্ষেত্রে ব্যবসা হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে পণ্য অথবা সেবা উৎপাদন, বিপণন এবং ক্রয় বিক্রয়কেই বুঝায়। ব্যবসা মানব সভ্যতার সমবয়সী। সময়ের বিবর্তনে মানুষের চাহিদার ধরন এবং মাত্রাতেও এসেছে নানা বৈচিত্র্য। এসব বৈচিত্র্যময় চাহিদার অনিবার্য ফলাফল ব্যবসা জগতের সীমাহীন বিস্তৃতি। ব্যবসা এখন ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে সমানতালে। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী পেশাজীবী গোষ্ঠী এখন ব্যবসায়ী সমাজ। ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রও এখন বড় ব্যবসায়ী সংগঠন।

www.pathagar.org

ব্যবসার ধরন

ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা হলো অর্থ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এককভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাই ব্যবসাকে আমরা অত্র টেক্সটে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব।

১. **অর্থভিত্তিক :**

ক. ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, খ. মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, গ. বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

২. **মালিকানাভিত্তিক :**

ক. এক মালিকানা, খ. অংশীদারি, গ. কোম্পানি, ঘ. সমবায় সমিতি

ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আর্থিক দিক দিয়ে তেমন কোন বেগ পেতে হয় না। এক্ষেত্রে নিজের অল্পকিছু মূলধন দিয়ে এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনমত ঋণ গ্রহণ করলেই এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে মুনাফার হার যেমন কম তেমনি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজ। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান একক মালিকানায় হওয়া ভাল তাতে নিজেকে অন্তত প্রতিষ্ঠানের একক অধিপতি মনে হবে এবং সেই সঙ্গে উঠে আসবে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর।

মাঝারি মানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য একক মালিকানায় না গিয়ে যৌথ বা অংশীদারি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাতে ঝুঁকি অনেক হ্রাস পায় এবং যৌথ সিদ্ধান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য মূলধন বা অর্থ সংগ্রহ কষ্টকর হয় বলে যৌথভাবে কাজ শুরু করলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহজে ঋণ দিয়ে থাকে। তাই তো কথায় বলে দশের লাঠি একের বোঝা। আমাদের দেশে যৌথ বা অংশীদারি মালিকানায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা অনেক বড়। তাই মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বে এসকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

বড় ধরনের শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় গঠন করাই উত্তম। এক্ষেত্রে দরকার প্রচুর অর্থ, উচ্চ শিক্ষিত লোকবল, বিশ্বস্ত পার্টনার এবং সর্বোপরি অনুকূল পরিবেশ। যেহেতু এখানে এককভাবে অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হয় না তাই প্রয়োজনে বিদেশি বিনিয়োগকারীর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

সমবায় সমিতির মাধ্যমেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে গড়ে তুলতে পারেন মিল্ক ভিটার মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কেননা মিল্ক ভিটা তার কার্যক্রম শুরু থেকেই সমবায় সমিতির মাধ্যমেই পরিচালনা করে আসছে। সমবায় মানেই সম-অধিকার। তাই সফলতা লাভের জন্য সকল সদস্যকে সৎ হতে হবে এবং সাম্য ও মৈত্রীর অনুশীলন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রুজ্জুকে ধারণ কর এবং

www.pathagar.org

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।' সমবায়ে সফলতা লাভের জন্য অবশ্যই সংঘবদ্ধভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ব্যবসা আপনি আপনার পছন্দমত নির্বাচন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়, বলিষ্ঠ মনোভাব এবং নিজের যোগ্যতা যাচাই করেই এগিয়ে আসা উচিত।

আত্মকর্মসংস্থান		
ক. উৎপাদনমূলক:	১. কৃষি ভিত্তিক ➜ হাঁস-মুরগি পালন ➜ পশুপালন ➜ মৎস্য চাষ (পুকুর) ➜ চিংড়ি চাষ ➜ মাশরুম চাষ ➜ নার্সারি (গাছের চারা) ➜ হ্যাচারি (মাছের পোনা)	২. শিল্পভিত্তিক ➜ পোশাক শিল্প (গার্মেন্টস) ➜ হিমায়িত খাদ্য শিল্প (কোল্ড স্টোরেজ, চিংড়ি রপ্তানি) ➜ ফুড প্রসেসিং (দুধ, জুস, আইসক্রিম) ➜ প্রসাধনী সামগ্রী উৎপাদন
ক. সেবামূলক	Transportation Business (পরিবহন) রিয়েল এস্টেট ডিজাইন অ্যাড ফার্ম ভ্যারাইট স্টোর/দোকান কনসালটেন্সি ফার্ম এজেন্সি/ডিলারশিপ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) হোটেল, রেস্টুরেন্ট স্থাপন ট্যুর আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান টেইলারিং প্রেস (ছাপাখানা) হাসপাতাল নিরাপত্তা প্রদানকারী ফার্ম	

এছাড়াও আরও এমন পেশা নিজের ইচ্ছেমত নির্বাচন করতে পারবেন যা আপনার সামর্থ্যের মধ্যে।

যেভাবে প্রস্তুতি নিবেন?

যে কোন কাজের পূর্বপরিকল্পনা না থাকলে তার ফলাফল কাঙ্ক্ষিত মানের হয় না। তাই আত্মকর্মসংস্থানের মত চ্যালেঞ্জিং পেশা গ্রহণ করার পূর্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

www.pathagar.org

ক. পড়াশুনা

সমাজে শিক্ষিত লোকের কদর অশিক্ষিত লোকের চেয়ে অনেক বেশি। তাই কমপক্ষে স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করা ভাল যাতে সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

খ. পেশা পছন্দকরণ

পড়াশোনা শেষ করার পর উপরোল্লিখিত পেশাসমূহের মধ্য হতে যে কোন পেশা বা নিজের ইচ্ছেমত লাভজনক পেশা নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে একাধিক পেশা নির্বাচন করে তার সুযোগ-সুবিধা, ঝুঁকি, সম্ভাবনা ইত্যাদি মূল্যায়ন করে ব্যাংকিং করা যেতে পারে। র‍্যাংকিংকৃত পেশা হতে সম্ভাবনাময় লাভজনক পেশা পছন্দ করাই যুক্তিসংগত।

গ. ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ

বাংলাদেশে এমন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেগুলো আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত যুব উন্নয়নে ট্রেনিং গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ. স্থান নির্বাচন

পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একবারে নির্বোধ না হলে যেমন কেউ মরুভূমিতে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করে না তেমনি বুদ্ধিমান লোকেরাও অলাভজনক জায়গায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন না। এক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য গ্রামের কাছাকাছি যেখানে প্রচুর কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে এবং যোগযোগ ব্যবস্থা ভাল এমন স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে। আবার সেবামূলক প্রতিষ্ঠান শহরের সন্নিকটে উপশহর এলাকায় হলে ভাল। কিন্তু হোটেল বা রেস্টুরেন্ট স্থাপন করতে হবে এমন স্থানে যেখানে কাঁচা টাকার লোকের উঠাবসা বেশি এবং ব্যস্তময় অথবা পর্যটন এলাকা।

ঙ. অর্থ সংগ্রহ

এমন এক সময় ছিল যখন ব্যবসা করার জন্য অর্থ সংগ্রহ ছিল কলিঙ্গের চন্দ্র অভিযানের মতই দুঃসাহসিক। কিন্তু বর্তমানে অনেক ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছে বিনিয়োগের সুযোগকে সহজ করে দেয়ার জন্য। এক্ষেত্রে ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি ও অনেক এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসকল প্রতিষ্ঠান দিচ্ছে সহজ শর্তে ঋণ। তাই চাকরি খুঁজতে গিয়ে জুতার তলা ক্ষয় না করে আজই নেমে পড়ুন সহজ শর্তে ঋণের খোঁজে। আর নিজের গাঁটে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে তো কোন কথাই নেই।

চ. কর্মী নির্বাচন

প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য অবশ্যই সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মীর কোন বিকল্প নেই। তাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী সংগ্রহ করার জন্য তাদের উপরোক্ত গুণাবলীর প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

www.pathagar.org

ছ. অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ

নির্বাচিত পেশা অনুযায়ী সরকারি অনুমতিপত্র/লাইসেন্স, প্রয়োজনীয় বিল্ডিং, মেশিনারি, আসবাবপত্র, কাঁচামাল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য অবশ্যই কোয়ালিটির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জ. চূড়ান্তভাবে কাজ শুরু

সবকিছু গুছিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানে কাজ।

আত্মকর্মসংস্থানে সফলতার পূর্বশর্ত

যে কোন কাজে সাফল্য লাভের জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। আত্মকর্মসংস্থানও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পরিশ্রমটা অবশ্যই হতে হবে পরিকল্পনা মাফিক, অন্যথায় পরিশ্রম হবে পান্তা ভাতে ঘি ঢালার মত। অন্যদিকে খেয়াল রাখতে হবে প্রতিষ্ঠান এমন স্থানে স্থাপন করা দরকার যেখানে সহজে ও স্বল্পমূল্যে জনশক্তি পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার ভাল। পণ্যের বিজ্ঞাপন/প্রচার এমনভাবে দিতে হবে যাতে অল্প খরচে অধিক সংখ্যক ক্রেতার নিকট তা উপস্থাপন করা যায়। প্রতিদিনের সূচি কাজের আগের দিন তৈরি করা এবং সূচি অনুসারে কাজ করলে সাফল্য হাতের মুঠোয় ধরা দিতে বাধ্য। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের ঠিকমত পরিচালনা করলে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ ও অপচয় রোধ করলে আপনিও হতে পারবেন একটি লাভজন প্রতিষ্ঠানের গর্বিত মালিক।

আমাদের সমাজে সমালোচনা করার মত অনেক মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক বাস করে যাদের কাজই শুধু অন্যের সমালোচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা। যেমন আপনি যদি বিএ, এমএ পাস করে গ্রামে এসে মৎস্য চাষের মত লাভজনক মহৎ পেশায় জড়িয়ে পড়েন তাহলে অনেকেই বলবে বিএ পাস করে হয়েছে জেলে। এতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। কেননা আত্মকর্মসংস্থান একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। তাই সমালোচকদের থোড়াই কেয়ার করে আপনি যখন সাফল্য লাভ করতে শুরু করবেন তখন তারাই তাদের ভুল বুঝতে পেরে আপনার প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করবে। বর্তমানে দেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে তাগড়া জোয়ানদের। তাই তো কবি কাজী নজরুল বলেছিলেন, আমি সবসময় তরুণদের দলে কেননা তরুণরাই পারে জরাজীর্ণ পৃথিবীটাকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়তে।

www.pathagar.org

'আত্মকর্মসংস্থানের গল্প'

দিল্লিতে একজন সমুচা বিক্রেতা ছিলেন। যার একটা দোকান ছিল অনেক বড় একটি কোম্পানির সামনেই। তার সমুচা খুবই জনপ্রিয় ছিল ঐ এলাকার মানুষের কাছে। ঐ কোম্পানির অনেক কর্মচারী তার দোকানে আসতো সমুচা খেতে।
একদিন ঐ বড় কোম্পানির একজন ম্যানেজার সমুচার দোকানে এলো সমুচা খেতে। তিনি এসে দোকানের মালিককে বললেন "আপনি আপনার দোকান কত সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন আর আপনার **managerial skill** ও বেশ ভালো তাহলে আপনি কেন একটি ভালো চাকরি খুঁজে নিচ্ছেন না, শুধু শুধু নিজের মূল্যবান সময় আর মেধাটুকু নষ্ট করছেন। যদি একটি ভালো কাজ জোগাড় করে নিতেন তাহলে এত দিনে আপনি আমার মত ম্যানেজার হয়ে যেতেন।

বেচারা সমুচা ওয়ালা একটি হাসি দিয়ে বললেন "স্যার, আমার কাজটা আপনার কাজের চেয়ে উত্তম, কীভাবে? শুনুন তাহলে। ১০ বছর আগে আমি একটি টুকরিতে করে সমুচা বিক্রি করতাম। আর তখন আপনি এই কোম্পানিতে নতুন জব পেয়েছিলেন। তখন আমি মাসে ১০০০ রুপি কামাতাম আর আপনি ১০,০০০ রুপি বেতন পেতেন।
এই ১০ বছরের জার্নিতে আমরা দুজনই খুব ভালো উন্নতি করেছি। এখন আপনি ইনকাম করছেন মাসে ১ লাখ আর আমিও আপনার সমান, মাঝে মাঝে বেশিও হচ্ছে সেটা। তাহলে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি আমার কাজটি আপনার কাজের চেয়ে উত্তম।

আচ্ছা আমি একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আপনার। আমার কথাগুলো একটু মন দিয়ে শুনবেন। আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম খুব অল্প ইনকাম দিয়ে কিন্তু আমার ছেলেমেয়েকে সেটা করতে হবে না। একদিন আমার ছেলে আমার ব্যবসার দায়িত্ব নেবে আর সে অবশ্যই একটি পরিপূর্ণ ব্যবসা থেকেই তার ক্যারিয়ার শুরু করবে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে পুরো সুবিধাটাই পেয়ে যাবে আপনার বসের ছেলেমেয়ে, আপনার ছেলেমেয়ে না।
আপনি কোনদিনও আপনার ছেলেমেয়েকে আপনার পজিশনটা দিয়ে যেতে পারবেন না। তাদের শুরু করতে হবে শূন্য থেকেই। আমরা দুজনই ১০ বছর আগে যেই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে আমাদের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম আপনার সন্তানও ঠিক একি ভাবে সেই কাজটাই করবে।

আপনার ছেলে যখন ১০,০০০ রুপি দিয়ে তার জব স্টার্ট করবে আমার ছেলে তখন আমাদের ব্যবসাকে আরও বড় করার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আর আপনার ছেলে যখন ম্যানেজার হবে তখন আমার ছেলে অনেক দূর পৌঁছে যাবে।
এখন আপনি আমাকে বলুন কে সময় আর মেধাকে নষ্ট করছে, আপনি নাকি আমি?
ম্যানেজার সমুচা বিক্রেতাকে সমুচার দাম দিয়ে দোকান থেকে চলে গেলেন, একটা কথাও বললেন না।

www.pathagar.org

চারুকলা

বর্তমান সময়ে উন্নত দেশগুলোর মতো আমাদের দেশেও ফাইনআর্টস (Fine Arts) বা চারুকলা শুধুমাত্র সাজ-সজ্জার বিষয় হিসেবে কিংবা সৌন্দর্য বর্ধনের অংশ হিসেবে আর গণ্য করা হচ্ছে না। এখন এর ব্যবহারিক প্রয়োগ নানাবিধ এবং দিন দিন উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলেছে। চারুকলা শিক্ষার্থীরা নানামুখী কর্মক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

যেভাবে শুরু করবেন

ছবি আঁকা, নকশা, ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ে যারা আগ্রহী, কিংবা সৃজনশীল বিষয় নিয়ে ভাবতে যারা ভালোবাসেন তার এদিকে এগুতে পারেন।

আগ্রহ ও ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা চিত্রকলা, ডিজাইন, সিরামিকস, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র, ফ্যাশন ডিজাইন ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে তাদের মেধার বিকাশ ঘটাচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে চারুকলার শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে নানাবিধ সরকারি, বেসরকারি, প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছেন।

১। ফ্রিল্যান্স শিল্পী

চারুশিল্পীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা নিজেদেরকে স্বাধীন রেখে তাদের কাজ পরিচালনা করে। এরা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বুঝে স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত শিল্পকর্মের কাজ করে। বিনিময় ভাল অংকে আর্থিক সম্মানী লাভ করে।

২। মিডিয়াতে

প্রিন্টিং মিডিয়ায় ডিজাইনার হিসেবে কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন নির্মাণ থেকে শুরু করে সেট ডিজাইন, অলংকরণ, ক্যামেরা পেছনে চারুকলার শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন। চলচ্চিত্র শিল্পেও একজন চারুকলার শিক্ষার্থীর অনেক ধরনের ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাইভেট চ্যানেল টিভি ও রেডিও এবং বিজ্ঞাপন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহে চারুকলার শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি কদর। বিভিন্ন পত্রিকার কার্টুন তৈরি, বইয়ের প্রচ্ছদ অংকনের মাধ্যমেও শিল্পীদের রয়েছে দেশ জোড়া সুনাম।

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান - হাইস্কুল, প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (PTI) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে।

৪। ড্রেস ডিজাইন কিংবা ফ্যাশন শিল্পে

এই সেক্টরে বর্তমান সময়ে দেশে ও বিদেশে চারুশিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। নিত্য নতুন ও অভিনব ড্রেস ডিজাইনসহ পোশাকের সৌন্দর্যের অন্বেষণ ও বিকাশ আমাদের নজর কাড়ে।

www.pathagar.org

৫। সিরামিকস, টেরাকোটিশিল্পসহ গিফট আইটেম

এখানে শিল্পী তার মনকে গড়ে তোলে সৌন্দর্যের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। সর্বোপরি বর্তমান সময়ে চারুকলা (**Fine Arts**) শুধুমাত্র সাজ-সজ্জা কিংবা সৌন্দর্য বর্ধনের অংশই নয় বরং নানাবিধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

গ্রাফিক্স ডিজাইন

গ্রাফিক্স ডিজাইন কী?

চিত্রলেখ বিষয়ক শিল্পকর্মকেই গ্রাফিক্স ডিজাইন বলা হয়ে থাকে। সহজভাবে বলতে গেলে টেক্স বা নকশা ব্যবহার করে সুন্দর এবং মানসম্মত চিত্রকর্ম তৈরি করাকে গ্রাফিক্স ডিজাইন বলা হয়ে থাকে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় আপনি নিশ্চই সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চিত্র দেখতে পান, বিভিন্ন কোম্পানির এড দেখতে পান। এই যে চিত্রগুলো আপনি দেখতে পান এই চিত্রগুলোকেই বলা হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইন। আগের যুগে যে চিত্রকর্মগুলো শিল্পীরা হাতে এঁকে তৈরি করত এখন সেইসব জিনিস তৈরি করা হচ্ছে কম্পিউটারের কিছু অসাধারণ সফটওয়্যার দিয়ে। এতে করে চিত্রগুলোকে আরও বাস্তবসম্মত করা সম্ভব হচ্ছে। কিছু সময় উপযোগী গ্রাফিক্স ডিজাইন সফটওয়্যার হচ্ছে অ্যাডোভ ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর।

কেন গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখবেন

ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বপ্নের ও সবচেয়ে দামি ক্যারিয়ারের নাম ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট ও গ্রাফিক্স ডিজাইন। কোটি কোটি ডলারের এই বাজারে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ডিজাইনারা সুনাম অর্জন করেছে। বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট গুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য আনুযায়ী সামনের দিনগুলোতে এই মার্কেটপ্লেসগুলো আরও অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অর্থ উপার্জন এর সম্ভাবনাও বাড়বে। আমরা সবাই জানি বর্তমান ডিজিটাল যুগে গ্রাফিক্স ডিজাইন অবশ্যই অতি আকর্ষণীয় একটি পেশা। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই গ্রাফিক্স ডিজাইনের ব্যবহার দেখা যায়। এখন আমাদের চারপাশে এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে গ্রাফিক্স ডিজাইন এর প্রয়োজন দেখা যায়না। কাজেই বুঝতে পারছেন গ্রাফিক্স ডিজাইন এর চাহিদা কি পরিমাণ বেড়েছে এবং এটা যে এখন পর্যন্ত বেড়েই চলেছে সেটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে গেলে যে সকল ব্যাসিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন

গ্রাফিক্স ডিজাইনার হওয়ার জন্য আপনাকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার প্রয়োজন নেই তবে ইংরেজিতে মোটামুটি দক্ষতা থাকলে অনেক ভালো করতে পারবেন। অনলাইনে ঘাঁটাঘাঁটি কিংবা বিদেশি বায়ারের সাথে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি জানা একটি পূর্বশর্ত। এ ছাড়া কম্পিউটার অপারেট করা জানতে হবে অর্থাৎ বেসিক কম্পিউটিং সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে খুবই ভালো হয়; তাহলে আপনি যে কোন বিষয়ে

www.pathagar.org

অনলাইন থেকে সাহায্য নিতে পারবেন। ডিজাইনের কাজের জন্য প্রয়োজন ইমেজ এডিটিং সফটওয়্যার যেমন অ্যাডোবি ফটোশপ, অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর প্রভৃতি। যদি আপনার মন হয়ে থাকে সৃজনশীল অর্থাৎ আপনার যদি আঁকাআঁকি করতে ভালো লাগে তাহলে সেটা অবশ্যই প্লাস পয়েন্ট।

গ্রাফিক্স ডিজাইন এ ফ্রিল্যান্সিং

* ডিজাইন প্রতিযোগিতা: শুধুমাত্র বিভিন্ন ডিজাইন প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করে আয় করা যায় এরকম অনেক মার্কেট রয়েছে। এসব মার্কেটপ্লেসে কোন বায়ার তাদের প্রয়োজনীয় ডিজাইন যোগাড় করার জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

* প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণকারী যে ডিজাইনারের ডিজাইন পছন্দ হবে, নির্দিষ্ট সময় শেষে তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

* সাধারণত ৩০০ ডলার থেকে ১২০০ ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দেয়া হয়।

* এরকম বিখ্যাত সাইটের নাম: **99designs.com**

* ডিজাইন বিক্রি: কিছু মার্কেটপ্লেস আছে, যেখানে নিজের করা ডিজাইন জমা রাখা যায়। সেখানে বিভিন্ন বায়ার এসে তাদের পছন্দ অনুযায়ী ডিজাইনটি কিনে থাকে। একটা ডিজাইন একের অধিক যতবার ইচ্ছে বিক্রি হতে পারে। অর্থাৎ আপনার একটা ডিজাইন অনেকবার বিক্রি হয়ে আপনাকে এনে দিচ্ছে বসে বসে ইনকাম।

* এরকম বিখ্যাত সাইটের নাম: **graphicriver.net**

* বিড করে কাজ যোগাড়: অনেক মার্কেটপ্লেস রয়েছে যেখানে বায়ার তার কাজে বর্ণনা করে টিউন করে। ফ্রিল্যান্সাররা সেখানে কাজটি করতে চেয়ে আবেদন করে, যাকে বিড করা বুঝায়। এখানে পোর্টফলিও শক্তিশালী না থাকার কারণে নতুনদের জন্য কাজ পাওয়াটা কষ্টদায়ক হয়ে থাকে।

* এরকম বিখ্যাত সাইটের নাম: **upwork.com**

* গিগ বিক্রির মাধ্যমে আয়: ফ্রিল্যান্সাররা তাদের সার্ভিসের কথা উল্লেখ করে রাখে যাকে গিগ বলে। এসব গিগ পড়ে বিভিন্ন বায়ার তাদের পছন্দ অনুযায়ী অর্ডার দিয়ে থাকে। একটা গিগেই হাজার হাজার বার অর্ডার আসতে পারে। বিড করার জন্য টেনশন করতে হয় না। এরকম বিখ্যাত সাইটের নাম: **fiverr.com**

* উপরিউক্ত সাইটগুলোতে প্রতিদিন শত শত কোম্পানি বা ক্লায়েন্ট গ্রাফিক্সের কাজ এর জন্য দক্ষ ডিজাইনারের সন্ধান করছে এবং এইসব দক্ষ গ্রাফিক্স ডিজাইনারদেরকে অনেক ভাল স্যালারি দিয়ে হায়ার করে নিচ্ছে।

www.pathagar.org

গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কাজের ক্ষেত্র

বর্তমানে সরকারি চাকরি সহ বিভিন্ন ধরণের ইন্টারঅ্যাক্টিভ মিডিয়া, কর্পোরেট রিপোর্টস, জার্নাল, মার্কেটিং, ব্রোশিউর, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, প্রিন্টিং এবং ডিজাইনিং প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠান গুলোতে গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের চাহিদা, মূল্যায়ন ও বাজারদর এখন প্রায় আকাশছোঁয়া। যে কোন পণ্য বা সার্ভিসের প্রচারণার জন্য দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় ডিজাইনের বিকল্প নেই। তাই ডিজাইনারকে কাজ করতে হয় মানুষের বয়স, আচার-আচরণ, পেশা, চাহিদা প্রভৃতি দিকগুলো বিবেচনা করে। আগেই বলা হয়েছে গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত। অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলোতে মোটামুটি গ্রাফিক্সের সবধরনের কাজ পাওয়া যায়। তবে বিশেষভাবে যে কাজগুলোর চাহিদা অনেক বেশি, তা নিচে দেয়া হল ১। লোগো ডিজাইন ২। ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন ৩। ওয়েবসাইট পিএসডি টেম্প্লেট ডিজাইন ৪। ওয়েব ব্যানার ডিজাইন ৫। বুক কভার ডিজাইন ৬। টি-শার্ট ডিজাইন ৭। পোস্ট কার্ড ডিজাইন ৮। বিজ্ঞাপন ডিজাইন ৯। আইকোন ডিজাইন ১০। ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং ১১। ক্রুশিয়ার ডিজাইন ১২। মোবাইল অ্যাপ/ইউআই ১৩। ক্যালেন্ডার ডিজাইন ইত্যাদিসহ আরো অনেক কাজ পাওয়া যায়।

লোগো ডিজাইন

লোগো হচ্ছে একটি কোম্পানির পরিচয় বা ব্র্যান্ড। লোগোর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানকে চেনা যায় খুব সহজেই। বিশ্বের নামকরা ব্র্যান্ড অ্যাপল, স্যামসাং, গুগল কিংবা ফেইসবুক এবং বাংলাদেশের ব্র্যান্ড আড়ং, গ্রামীণফোন, প্রাণ কিংবা প্রথম আলো শুধুমাত্র তাদের লোগো দেখেই চিনতে পারা যায়। মানসম্মত দৃষ্টিনন্দন লোগো কিন্তু একজন গ্রাফিক ডিজাইনারকেই তৈরি করতে হয়। শুধু প্রতীক নয় লোগোর সাথে কালারিং ও ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। লোগো যেমন লোকাল বিজনেসে প্রয়োজন হয় তেমনি তা অনলাইনেও বহুল চাহিদা সম্পন্ন একটি বিষয়।

এনজিও কর্মী

ভূমিকা : NGO (Non-Government Organization) বেসরকারি অলাভজনক সংস্থা যারা দেশ, জাতি, সমাজ ও মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এনজিও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত অমুনাফা ভিত্তিক এক ধরনের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর অর্থায়নের ভিত্তিতে সরকারকে উন্নয়নে সহযোগিতা করা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় অবদান রাখা। বাংলাদেশে বর্তমানে দুই হাজারের বেশি এনজিও আছে, এরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পরই শুরু হয় এনজিও কার্যক্রম। প্রথম দিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও গুলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত এদেশটির ত্রাণ ও পুনর্বাসন দিয়ে তার কাজ শুরু করে। এরপর এনজিও গুলো গ্রামীণ দরিদ্র সামাজিকও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এনজিওগুলো এ সব কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি নিয়োগ করে থাকে। তাই যারা এনজিও সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী তাদের জন্য রয়েছে বিশাল কর্মক্ষেত্র।

www.pathagar.org

বাংলাদেশে এনজিওর কার্যক্রম

দেশের ত্রান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আমাদের দেশে এনজিওর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার পরবর্তী সময়ে ত্রান ও পুনর্বাসনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গ্রামীণ দরিদ্র জনগনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথা জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে। স্বাধীনতার পর পরই শুরু হয় এনজিও কার্যক্রম। প্রথম দিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও গুলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত এদেশটিতে ত্রাণ ও পূনর্বাসন দিয়ে তাদের কাজ শুরু করে। এরপর এনজিও গুলো গ্রামীণ দরিদ্র সামাজিকও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। ১৯৭০ এর পর ঘুর্ণিঝড় ও এর পরবর্তী নানা প্রাকৃতিক দুযোর্গ সিডর ও বিজলি পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনর্বাসন কার্যক্রম গুলো এনজিও গুলোর ভূমিকা স্মরণ করার মত। বাংলাদেশে এত বেশি এনজিও কাজ করে যার সঠিক পরিসংখ্যান কষ্টকর। তবে সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধন অনুযায়ী ১৬ হাজারের ও অধিক এসব বেসরকারি সংস্থার অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়। বর্তমানে যে সব এনজিও আমাদের দেশে কাজ করে এর মধ্যে কয়েকটি হলো- ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, অক্সফাম, গ্রামীণব্যাংক, সেইভদ্যাচিলড্রেন, মুসলিম এইড, একশন এইড, এডুকেশন ওয়াচ, জাতিসংঘের ইউএনডিপি, ইউনেস্কো ইত্যাদি। বাংলাদেশে এনজিও গুলো সামাজিক উন্নয়নে নানা বিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর কার্যক্রম গুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য।

* মানব সম্পদ উন্নয়ন
* স্বাস্থ্য ও পারিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম
* জেন্ডার, মানবাধিকার ও আইনিকার্যক্রম
* ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম
* শিক্ষাকার্যক্রম ইত্যাদি

চাকরির ক্যাটাগরি/ কাজের ধরন

এনজিওতে দুটি ক্যাটাগরিতে কাজের সুযোগ রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রজেক্ট ভিত্তিক এবং আরেকটি হচ্ছে পার্মানেন্ট বা স্থায়ী। প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজ গুলোয় কর্মীরা চুক্তি ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। অর্থাৎ প্রজেক্টর মেয়াদ যতদিন থাকবে, ওই পদের জন্য তারা ততদিন কাজ করবেন। এধরনের প্রজেক্ট গুলো সাধারণত গড়ে তিন বছরের মেয়াদ থাকে। তবে এই প্রজেক্টগুলোর মেয়াদ পরবর্তী সময়ে নবায়িত হতে পারে। আপনার কাজের উপর নির্ভর করবে প্রজেক্টের পরবর্তী অংশের জন্য আপনার চুক্তি নবায়িত হবে কিনা। পার্মানেন্ট এনজিওতে কিছু পদ আছে, যে গুলোকে বলা হয়ে থাকে রেগুলার পজিশন। প্রজেক্টের সঙ্গে এগুলো সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে না। এগুলোকে সুপারভাইজরি পজিশন ও বলা হয়ে থাকে। যেমন- ফিন্যান্স ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টাস ম্যানেজার, হিউম্যান রির্সোসি ম্যানেজার ইত্যাদি। স্থায়ী ম্যানেজারদের বেতন-ভাতা নির্দিষ্ট কোন প্রজেক্টের ওপর নিভর করে না। এদের তত্ত্বাবধানে থাকেন প্রজেক্টর অফিসাররা। স্থায়ী ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্র এবং কাজের ধরন সাধারণত অন্য সেক্টরগুলোর মতই হয়ে থাকে। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান সরাসরি অফিসার পদে লোক নেয়। এছাড়া এন্ট্রিলেভেলে নিয়োগ প্রাপ্তদের প্রথম ৩ থেকে ৬ মাস প্রবেশ নারি পিরিয়ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এন্ট্রিলেভেল এর জন্য সাধারণ পদে

www.pathagar.org

লোক নিয়োগ হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সরাসরি পদে লোক নেয়। এসব পদ সাধারণত যারা মাস্টার্স শেষ করেছে। তাদের জন্য খোলা থাকে। আবার এস.এস.সি ও এইচএসসি পাস করে যারা কাজ শুরু করতে চান, তাদের জন্য কিছু পদ রয়েছে, যেমন- **Assistant Officer/ Assistant Program Officer/ Assistant Monitoring Officer, Associate officer** ইত্যাদি। এদের বেতন কাঠামো ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কাজ হলে স্থায়ী জনগণের সাথে সভা করা, এলাকায় ব্যবহার যোগ্য এমন সম্পদ যা জনগণ কাজে লাগাতে পারে- সেগুলো মানচিত্রে তৈরি করা, নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রজেক্ট লিডারকে রিপোর্ট দেয়া ইত্যাদি। এনজিওতে কাজের ধরন অন্যান্য সেক্টর গুলো থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ পেশায় আসার আগে অবশ্যই একজন কে মানসিক ভাবে ঠিক করে নিতে হবে যে, আদৌ এ পেশাটি তার জন্য উপযুক্ত কিনা। এখানে প্রতি কর্মীকে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাই এনজিওতে আপনি কোন কাজ করবেন তা নির্ভর করছে আপনার সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা থেকে।

একাডেমিক যোগ্যতা

এনজিওতে যোগ্যতার বিকল্প নাই। দরকার সাহসিকতা, ধৈর্য, সাহস, পরিশ্রমী মনোভাব, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা, গ্রামীণ অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। মৌলিক একাউন্টিং ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞানও দক্ষতা, কম্পিউটারে দক্ষতা, রিপোর্টিং, উপস্থাপনা দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি, অভিযোজনশীলতা এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অদম্য ইচ্ছা। শিক্ষা ও জ্ঞানগত প্রস্তুতি হিসেবে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য বা যে কোন অনুষদে যারা পড়াশোনা করেছেন- সবার জন্য এনজিওতে কাজ আছে। সামাজিক বিজ্ঞান নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের জন্য সুবিধা। যে কেউ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। পরে কাজ ভালো লাগলে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এ একটি মাস্টার্স ডিগ্রি নিতে পারেন। ব্র্যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি স্থানে এনজিও সম্পর্কিত বিভিন্ন কোর্স করতে পারেন। এগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় না।

অভিজ্ঞতা

আন্তর্জাতিক এনজিও গুলোতে এন্ট্রিলেভেলে ও ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশি এনজিওগুলোতে এর দরকার হয় না। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন এনজিওতে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করা যায়। ইন্টানর্শিপ এর বিজ্ঞাপন দেয়া হয় কম। কোনো এনজিওতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইন্টার্ন না চাইলে, আপনি নিজে থেকে তাদের অনুরোধ করতে পারেন যে, সপ্তাহে কিছু দিন বিনাবেতনে কাজ করার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পরে তারা আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে। এছাড়া কারও যদি ছাত্রাবস্থায় কমিউনিটি সার্ভিসের রেকর্ড থাকে, তাহলে সেটি অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে প্রেক্ষাপটে এনজিওতে 'প্রজেক্ট বা প্রোগ্রাম অফিসার' পদে ক্যারিয়ার গড়ার চাহিদা সব চেয়ে বেশি। এই পদে কর্মবস্থায় একজন কর্মী যেমন নানামুখী কাজ শিখতে পারেন, ঠিক তেমনি ভাবে নিজেদের কর্ম দক্ষতা দিয়ে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার উজ্জ্বল করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর

www.pathagar.org

প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, **It is a challenge. Initially you have to move a lot, you have to work a lot, you have to learn a lot**।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে যোগ্যতার বিকল্প নেই। এখানে কাজ করতে হলে দরকার মানসিকতা, ধৈর্য, সাহস, পরিশ্রমী মনোভাব, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা। গ্রামীণ অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধানণা মৌলিক একাউন্টিং ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, কম্পিউটার দক্ষতা, রিপোর্টিং, উপস্থাপন দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি, অভিযোগশীলতা এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অদম্য ইচ্ছা।

নিয়োগের ক্ষেত্রে এনজিওগুলোও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে চাকরির যেসব ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলোতে এবং পত্র-পত্রিকায় ও জনশক্তি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে।

সুযোগ সুবিধা

এনজিওতে কাজের সম্মানী মোটামুটি ভালো। এখানে পার্টপাইম জব করার সুয়োগও রয়েছে। কেউ বা সময়ানুযায়ী সম্মানী নির্ধারণ করে থাকে। এনজিওতে পদোন্নতির ধরণাটা অন্যান্য সেক্টর গুলো থেকে অনেকটাই আলাদা। বেশির ভাগ এনজিওতে পদোন্নতি 'সময়ভিত্তিক' নাহয়ে 'পারফর্মেন্সভিত্তিক' হয়ে থাকে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোতে "**Annual Performance Appraisal System**", যা বছর শেষে কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে। তাই, অন্যান্য সেক্টরের মত এখানে একটি নির্দিষ্ট সময় কাজ করলেই পদোন্নতির নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না, বরং তা নির্ভর করে কর্মীর কৃতিত্ব ও কর্মদক্ষতার উপর।

এনজিওতে নারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এই সেক্টরটিকে বলা হয়ে থাকে, '**Women Friendly**। এখানে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। কোনো কোনো এনজিওতে যাতায়াত ভাতা পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি দেয়া হয়। এছাড়া তাদের নিরাপত্তার দিকে ও যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়। এনজিওতে মৌলিক বেতনের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া, যাতায়াতভাতা, উৎসবভাতা, মাতৃত্বকালীন/ পিতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি দেয়া হয়। এছাড়া **Hardship Allowance** প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোতে যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করে, সেহেতু তারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। কারণ, কোনো একটি দেশের কেউ যদি অনিরাপত্তা জনিত ঘটনায় আক্রান্ত হন, এনজিওকে তার জন্য বাকি সব কয়টি দেশে জবাবদিহি করতে হয়।

এনজিওতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি দেশের বাইরে কাজ করার বা প্রশিক্ষণ অর্জন করার অভিজ্ঞতা নেয়া যায়। এখানে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমন অন্য যে কোনো সেক্টরের চেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোতে ম্যানেজারদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বিদেশে যেতে হয়। এছাড়া তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য দক্ষকর্মীদের আদান-প্রদান করে থাকেন।

www.pathagar.org

সাহিত্যিক

আপনি আপনার একটি বস্তু বা পণ্য বিক্রি করলেন, তার মানে আপনি বিক্রি করেই দিয়েছেন। এরপর এ পণ্য যতবার হাত বদল বা মূল্য উঠানামা করুক, তাতে আপনার কিছু বলার থাকবে? থাকবে না, স্পষ্ট। কিন্তু ধরুন, আপনি একটি বই লিখেছেন বা আপনার কলম থেকে বের হওয়া দুটো লাইনই ধরুন না কেন! আপনি জানেন কী? এর চূড়ান্ত কোন বিক্রিই নেই! তার মানে, যেকোনো পণ্য আর আপনার সৃষ্টিকর্ম একই নিক্তিতে মাপার প্রশ্নই আসে না। এই লেখার মূল উদ্দেশ্য যদিও সাহিত্য বা লেখালেখির মূল্য নির্ধারণ বা তার আলোচনা নয়, কিন্তু ক্যারিয়ার হিসেবে সাহিত্য নিয়ে যদি কিছু লিখতে হয় তবে অবশ্যই সাহিত্যের মূল্য (আদৌ সাহিত্য মূল্যমান অর্থ দিয়ে সম্ভব কী!) সম্পর্কেও রাখতে হবে সূক্ষ্ম ধারণা।

আমরা প্রথমেই একটা কেস স্টাডি করতে পারি। শুরুতেই আলোচনা করা যাক, বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পারফিউম; দ্য স্টোরি অব অ্যা মার্ডারার! নিয়ে। ২০০৬ সালে প্রযোজক এচিংগারের এই চলচ্চিত্রটি ক্রমান্বয়ে জার্মানি, ফ্রান্স এবং স্পেনে মুক্তি পায় দোর্দন্ডপ্রতাপে ব্যবসা সফল হয়। এখন কথা হচ্ছে, চলচ্চিত্রটির মূল সূত্রাধার কি? এটি মূলত জার্মান ঔপন্যাসিক প্যাট্রিক সাসকিন্ডের উপন্যাস পারফিউম অবলম্বনে নির্মিত। উপন্যাসটি ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হলে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন সাসকিন্ড। এরপর ২০০০ সালে এর স্বত্ব কিনেন এচিংগার, তিনি এ থেকে নির্মাণ করেন স্ক্রিন প্লে, আর তা দিয়েই নির্মিত হয় বিশ্ববিখ্যাত পারফিউম; দ্য স্টোরি অব অ্যা মার্ডারার! এই উপন্যাস, এই চলচ্চিত্র যতদিন, যতবার যত আয় করবে তা থেকে গুনে গুনে চলে যাবে সাসকিন্ডের পকেটে।

ধরুন, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ইউনিলিভার একটা পণ্য এশিয়ায় ছেড়েছে। এখন এ পণ্য আমি আপনি কিনে যদি তা আবার পুনঃ বিক্রি কিংবা নতুন মোড়কে বিক্রি করি, তবে জানেন কি? ইউনিলিভারের মালিক মহাশয় তা থেকে স্রেফ একটি পেনিও পাবে না! অথচ দেখুন না নিকোলাই দস্তয়ভস্কি কোন এক দেশে বসে কোন এক বছর ইস্পাত বইটি লিখেছেন, অথচ পৃথিবীর যে প্রান্তে যে ভাষায় যতবার অনূদিত কিংবা বাজারজাত হয়েছে ততবার সে কিংবা তার উত্তরসূরিরা বা তার প্রকাশক আয় করছে। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর বাইরে কোনো গ্রহে যদি অন্তত একটা বই থেকে থাকে তার নাম ইস্পাত। সে ক্ষেত্রে এলিয়েনরা কিভাবে রয়্যালটি পরিশোধ করবে তা আমাদের জানা নেই!
হ্যাঁ, যত সহজে সাহিত্যের দু-দুটো অর্থ মূল্যগত সফলতা আলোচনা করেছি, পুরো ব্যাপারটা বা প্রক্রিয়াটা আদতে এত সহজ নয়। বরং অনেক চড়াই উতরাই আর ঘাত প্রতিঘাতের পরেই একটা লেখা, একটা বই সফলতার মুখ দেখে। কয়েকটি ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে।

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার হিসেবে আপনি যত সহজে ব্যাংকার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা উচ্চ পদস্থ সরকারি- বেসরকারি কর্মকর্তা'র পদের স্বপ্ন দেখেন তত সহজে হয়তো একজন সাহিত্যিক বা লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন না। এর নির্দিষ্ট কিছু যৌক্তিক কারণও রয়েছে। আমাদের স্বপ্নটা আমরা দেখি ঠিক, কিন্তু আমাদের জন্মের পর থেকেই আমাদের ঘাড়ে চড়তে থাকে বাবা-মা-সমাজ-পরিবেশের চাপিয়ে দেয়া স্বপ্ন আমাদের বয়ে বেড়াতে হয়। অথবা সেরকম চাপ না থাকলেও নিজের দেখা স্বপ্নের প্রতি সমর্থন কিংবা বাধা। এক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি আমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নের কথা বলে বাহ্‌বা পাবো ঠিক তত সহজেই পাগল বলে আখ্যায়িত হবো লেখক হবার স্বপ্ন ঘোষণা করলে। এক্ষেত্রেও দু একটা ব্যতিক্রম থাকবেই।

এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো দারুণ প্রভাব ফেলছে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সরকারি খরচে পরিচালিত হচ্ছে লিটারেচার কমপ্লেক্স। প্রতি মাসে লেখকরা সেখান থেকে পান লক্ষাধিক টাকা। এরকম পরিবেশ পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত রাষ্ট্রে যেমন রয়েছে তেমনি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রেও এ ঘটনা বিরল নয়। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও শিল্প-সাহিত্যের কর্মীদের জন্য রয়েছে সরকারি সুবিধাদি। এক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা একেবারে শূন্য। বাংলাদেশে সাহিত্যকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে হলে অবশ্যই সম্পূর্ণ দায় এবং প্রচেষ্টা নিজ কাঁধেই তুলে নিতে হবে। হুমায়ূন আহমেদ নিয়েছিলেন, তিনি সফল হয়েছেন। হুমায়ূন আহমেদ সদরঘাটে ঝোলায় করে নিজের বই বিক্রি করেছেন বলেই আজ বাংলাদেশের লেখকরা লেখালেখি করে দু বেলা খাবার যোগানোর চিন্তা করতে পারছেন। এরপর হুমায়ূন আহমেদের ইতিহাস আমাদের সবার জানা। মৃত্যুর আগে যেমন ব্যবসা সফল হয়েছে তেমনি ব্যবসা করছে মৃত্যুর পরও।

আমাদের দেশে এখন লেখালেখি করে উপার্জন করার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হচ্ছে চিত্রনাট্য বা চলচ্চিত্রের গল্প লেখা। এক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে সফল হচ্ছেন আনিসুল হক। তিনি অসংখ্য চলচ্চিত্র, নাটক এবং বিজ্ঞাপনের চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং লিখছেন। চিত্রনাট্যের অর্থমূল্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। সদ্যপ্রয়াত সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকও লিখেছেন অনেকগুলো চিত্রনাট্য। তিনিও এ ক্ষেত্রে ভালোই উপার্জন করেছিলেন।

আরেকটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হচ্ছে দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিকে ফিচার লেখা। এ ক্ষেত্রটি গত কয়েক বছরে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। আগে লেখকরা ফিচার লিখে টাকা না পাওয়ার অনেক ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু এ ক'বছরে দেশের প্রায় প্রতিটি দৈনিক তার ফিচার লেখকদেরকে নিয়মিত মোটামুটি সম্মানজনক অর্থ প্রদান করছে। ফিচার লিখে অন্তত গত ৩-৪ বছরে সবচেয়ে সফল যে ক'জন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নাদিম মজিদ, ইকবাল খন্দকার, সাইমুম সাদ, আসাদ উল্লাহ প্রমুখ। প্রতিটি ফিচারের জন্য পত্রিকাগুলো পরিশোধ করছে ২০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত, বিশেষ ক্ষেত্রে এর পরিমাণ আরো ছাড়িয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.org

লিখে উপার্জন করার সবচেয়ে সংকীর্ণ কিন্তু মৌলিক ও সম্মানের ক্ষেত্র হচ্ছে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ বা মৌলিক রচনা। বিভিন্ন দৈনিক, ছোট কাগজ কিংবা বই প্রকাশের মাধ্যমে উপার্জনের ক্ষেত্রটা অনেকটাই জটিল। আমাদের দেশে দিন দিন ছোট হয়ে আসছে পত্রিকাগুলোর সাহিত্য পাতা, সেই ক্ষেত্রে লেখকদেরও সুযোগ কমছে। তবে এখনও লেখকদেরকে পর্যাপ্ত সম্মান দিচ্ছে ছোট কাগজগুলো, অনেক ক্ষেত্রে সম্মানের সঙ্গে সম্মানীও দিচ্ছে ছোটকাগজগুলো। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার, কালি ও কলম এবং চট্টগ্রামের নোঙর অন্যতম। কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ ক্রমান্বয়ে অর্থমূল্যে বিবেচিত হয়।

বই লিখে অর্থ উপার্জনটা আরেকটু জটিল। আপনার আয় বা সফলতা এ ক্ষেত্রে অনেকটাই নির্ভর করছে আপনি কতটুকু ফোকাসড হচ্ছেন, বা বলা চলে আপনি একজন প্রকাশককে কতটুকু আকৃষ্ট করতে পারছেন। আমরা যতই বলি না কেন ভালো বই মানুষ পড়বেই, এ কথা ঠিক কিন্তু আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি; অ্যাডর্ন, প্রথমা কিংবা ঐতিহ্যের বই যত সহজে পাঠকরা পাচ্ছেন ঠিক ততটা সহজে কি অন্যান্য প্রকাশনার বই পাঠকরা পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না। তার মানে আপনার বইটা কোন প্রকাশনী থেকে বের হচ্ছে তা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হ্যাঁ, একবার আপনি যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন পাঠক কিংবা মিডিয়ার তারপর আপনার আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না।

বইয়েরও ভিন্নতা আছে। বাংলাদেশে গল্প-উপন্যাস মানুষ যতটা পড়ে, বাজার বলছে ঠিক ততটা পড়ে না কবিতা, প্রবন্ধ কিংবা অন্যান্য সৃজনশীল রচনা। তাহলে আপনি গল্প-উপন্যাস কিংবা কবিতা থেকে সমান আয় চিন্তা করতে পারছেন না। হ্যাঁ!
সবচেয়ে সমকালীন যে ক্ষেত্রটি সাহিত্যিক কিংবা লেখকদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে বা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে তার নাম, ব্লগিং। ব্লগে লিখে অর্থ উপার্জন একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র এবং তা খুব সহজেই পারা যাচ্ছে, শুধু একটু লেগে থাকাটা জরুরি। মজার কথা হচ্ছে, ব্লগে গল্প-কবিতা কিংবা সাহিত্যের সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত যে কোনো বিষয়ের লেখাগুলোও সমান গুরুত্বের সাথে মানুষ পড়ছে।

এছাড়া আরো একটি খাত মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, তা হলো; অনলাইনে বিভিন্ন প্রডাক্টের রিভিউ লিখে আয় করা। বিশ্বের বড় বড় কিংবা উদীয়মান কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের উপর রিভিউ লেখকদের দিচ্ছে আকর্ষণীয় সম্মানী।
দাপ্তরিক ক্যারিয়ার হিসেবে লেখকদের চোখে ধরা দেয় খুব বিরল ক'টি পদ। এক্ষেত্রে যে ক'টি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পত্রিকাগুলোর সাহিত্য সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকাগুলোর নিয়োগপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং বিভিন্ন এজেন্সির কপি রাইটার পদগুলো। তবে বর্তমানে কপি রাইটাররাই সবচেয়ে ভালো আছেন।

তবে লেখালেখির একটা দারুণ সুবিধা হলো, সব কর্মসম্পাদন করেও একটু ফুরসত পেলে করা যায় লেখালেখি। এবং দ্বিতীয় খাত হিসেবেও অনেকেই লেখালেখি থেকে উপার্জন করছেন, উদাহরণ প্রচুর।

www.pathagar.org

সবশেষে একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সাহিত্য বা লেখালেখি আদতে উপার্জনের জন্য কেউ শুরু করে না। এটি সম্পূর্ণ একটি চিত্তের চর্চা বৈ আর কিছু নয়। আত্মতৃপ্তি আর মানসিক প্রশান্তির পরই লেখক তা দিয়ে এদিক ওদিক করে ক'টা টাকা অর্জন করেন, এই যা। একজন লেখক সাহিত্য রচনা করেন সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে, নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সেক্ষেত্রে কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে, তা এখানে মুখ্য নয়।

ওয়েব ডেভেলপার

ক্যারিয়ার গড়ার জন্য অনলাইনে উপার্জনের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে, তন্মধ্যে ওয়েব সাইট ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ ক্ষেত্র। মূলত সমগ্র বিশ্বের ছোট-বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত, সামাজিক প্রায় সকলেই ক্রমশ ইন্টারনেটের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সকলেই চাচ্ছে, তার একটি ভার্চুয়াল ঠিকানা হোক। ফলে এ সম্পর্কিত কাজের জন্য ওয়েব ডিজাইনের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে, ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে যত ধরনের কাজ রয়েছে, তার মধ্যে ওয়েবসাইট ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টের কাজই সর্বাধিক। এই ফিল্ডের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আপনিও আপনার ক্যারিয়ার গড়তে পারেন অমিত সম্ভাবনার এই পেশায়।

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কী?

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা। লগইন সিস্টেম, নিউজলেটার সাইনআপ, পজিশন, ফাইল আপলোড করে ডেটাবেজে সেভ করা, ইমেজ ম্যানুপুলেশন ইত্যাদি। যদি সাইটে বিজ্ঞাপন থাকে তাহলে প্রতিবার পেজ লোড বিজ্ঞাপনের পরিবর্তন ইত্যাদি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। এছাড়া আরো অনেক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হয় একজন ওয়েব ডেভেলপারকে। ওয়েবসাইটের বাইরের দিকটা দেখা যায়, অর্থাৎ ডিজাইন, লে-আউট, কালার সবকিছু ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে পড়ে। আর এজন্য জানা থাকতে হয়, **photoshop, html, css, jquery, javascript**। ডিজাইনার এসব ডিজাইন করে দেয়ার পর ওয়েবসাইটটির পেছনে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন থাকে কিংবা ওয়েবসাইটটির যে যে অংশটুকু কোডিংকে স্পর্শ ছাড়া পরিবর্তন করা যায়, সেইটুকুই ওয়েব ডেভেলপিং। যেমন, ফেসবুকের কালার, লেআউট আমরা বাহ্যিকভাবে যা দেখি সেগুলোকে মিলিয়ে বলা যায় ওয়েব ডিজাইন। কিন্তু সেখানে রেজিস্ট্রার করা, তারপর আইডি দিয়ে লগইন করা, পোস্ট করা, ছবি আপলোড করা ইত্যাদি ওয়েব ডেভেলপিংয়ের কাজ। ওয়েব ডেভেলপের জন্য জানা থাকতে হবে, **php, mysql** প্রভৃতি।

ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে কম্পিউটার সায়েন্স এর ছাত্র হতে হবে?

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অনেক ফ্রিল্যান্সার রয়েছে, যারা সাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টের কাজ করছে। কম্পিউটার সায়েন্স এর ছাত্র হওয়া জরুরি নয়।

www.pathagar.org

ভালো ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে কী করতে হবে?

পৃথিবীর যেকোনো কাজেই ধৈর্য, পরিশ্রম, কাজের প্রতি ভালোবাসা ও সঠিক দিকনির্দেশনা খুব প্রয়োজন। মাত্র ২০ হাজার টাকার চাকরির জন্য যদি জীবনের ৩০টি বছর ধৈর্যের সাথে পরিশ্রম করতে পারেন, তাহলে যেখানে একজন ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে মাসে ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা আয়ের সুযোগ রয়েছে সেখানে ৬ থেকে ৭ মাস ভালোভাবে পরিশ্রম করতে ক্ষতি কী! সবসময়ই অন্য কাউকে আউটসোর্সিং করতে দেখলে আফসোস করি, কিন্তু তাদের আয়কে লোভ না করে তারা কিভাবে এই জায়গাটা অর্জন করেছে সেটা খতিয়ে দেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। আর জীবনের শুরুতেই নির্দিষ্ট কোনোকিছুর জন্য নিজেকে ভালোভাবে যোগ্য করে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের দেশে ওয়েব ডেভেলপিং কোর্স শেখানোর অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে সরকারিভাবে ব্যাসিসে **(Bangladesh Association of Software and Information Services)** ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কোর্স করানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আপনি চাইলে অনলাইনে টিউটোরিয়াল দেখেও শিখতে পারেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। তবে অনলাইনের চেয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে কোর্স করে শিখাই ভালো হবে।

এসব প্রতিষ্ঠানে ৬ মাস কিংবা ১ বছরের মেয়াদি কোর্সে ভর্তি হয়ে মনোযোগের সঙ্গে কোর্সটি সম্পন্ন করুন। কোর্স সম্পন্ন হওয়ার আগেই আপনি যোগ্য হয়ে উঠবেন ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে।

www.pathagar.org

কাজের ক্ষেত্র/চাহিদা

লোকাল মার্কেট

লোকাল মার্কেট, অর্থাৎ বাংলাদেশে একজন দক্ষ ওয়েব ডিজাইনার/ডেভেলপার এর জন্য কখনোই কাজের অভাব হয় না। প্রতিদিনই প্রচুর মানুষ তাদের নিজেদের ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে নেয়ার জন্য ডেভেলপার খুঁজছে। এক্ষেত্রে ওয়েব ডেভেলপারদের চাহিদা বলা যায় আকাশচুম্বী।

অনলাইন মার্কেটপ্লেস

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস আপওয়ার্কে প্রতিদিন ওয়েব ডিজাইন/ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কিত হাজার হাজার কাজ জমা হচ্ছে। আপওয়ার্কে **Find Jobs** এ **Web Design** লিখে সার্চ দিলেই অনুধাবন করতে পারবেন ওয়েব ডিজাইনের চাহিদা। এছাড়া, বিখ্যাত ও ব্যতিক্রমধর্মী মার্কেটপ্লেস ফাইভারে ওয়েব ডিজাইন/ডেভেলপার হিসাবে গিগ তৈরি করে প্রচুর অর্ডার পেতে পারেন। প্রফেশনাল ও হাই স্কিলড ওয়েব ডিজাইনার/ডেভেলপারদের আদর্শ মার্কেটপ্লেস হচ্ছে **themeforest.com** ওয়েব টেমপ্লেট বিক্রি করে এ সাইট হতে আয় করতে পারেন মাসে কয়েক শ হতে হাজার ডলারের উপরে।

ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টের জন্য কী কী শিখতে হবে?

HTML শিখুন : প্রথমেই আপনার **HTML** সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে। **HTML** বলতে সাধারণভাবে ট্যাগ সমূহ বা কিভাবে টেক্সট লিঙ্কআপ করতে হয় বা কিভাবে লেয়ার বানাতে হয় শুধুমাত্র এই সাধারণ জিনিসগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না **HTML** এর হাই লেভেল পর্যন্ত জানতে হবে।

CSS শিখুন : **HTML** এর পর **CSS** টা বেশ ভাল ভাবে জানতে হবে। এটা জানা ছাড়া ভালভাবে সাইটের ডিসপ্লে বা ডিজাইনকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারবেন না। তাই **HTML** এর পরেই **CSS** কে ভাল ভাবে রপ্ত করতে হবে।

Server Side Technologies রপ্ত করুন : অনেক **Server Side Technologies** রয়েছে এর মধ্যে **PHP, ColdFusion, Python, Ruby, ASP.NET, Java EE** ইত্যাদি রয়েছে। আমার কাছে কেউ সাজেশন চাইলে আমি বলব এগুলোর মধ্যে **PHP** টা শিখতে। কারণ **PHP** টা বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় ও এর মাধ্যমে অনেক সুন্দর সুন্দর ডায়নামিক ওয়েব সাইট বানানো যায়। প্রাথমিক অবস্থায় অন্যগুলো না শিখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

JavaScript জানুন : ওয়েব সাইটকে ডায়নামিক করে গড়ে তুলতে **JavaScript** এর বেশ প্রয়োজন। এটি একটি স্ক্রিপ্টিং ল্যাংগুয়েজ। এটা ভালভাবে শিখতে পারলে বেশ অনেক কাজে দিবে। কঠিন ও সময় সাপেক্ষ বলে যারা শিখতে ইচ্ছুক না তাদের জন্য বলব শুধু স্ক্রিপ্টগুলো বা কোডগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এটা শিখুন তাহলেই হবে। কাজের

www.pathagar.org

সুবিধা মত গুগলে সার্চ দিলে অনেক অনেক রেডি স্ক্রিপ্ট পাবেন। জাভাস্ক্রিপ্ট এর বেশ কিছু ফ্রেমওয়ার্ক আছে এগুলো সম্বন্ধে জানুন।

SQL শিখুন : ডায়নামিক ওয়েব সাইট বানাতে হলে অবশ্যই আপনার ডাটাবেজ সম্পর্কে জানতে হবে। অনেক ধরনের ডাটাবেজ ইঞ্জিন রয়েছে কিন্তু **SQL** টা বেশির ভাগ মানুষ ব্যবহার করে ও বুঝে। তাই এটাই শিখা ভাল। **http://www.mysql.com**, এখান থেকে আপনি চাইলেই শিখতে পারেন।

ওয়েব সার্ভার সম্পর্কে ধারণা নিন : **Cpanel** সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন, ফাইল আপলোড করা, ব্যাকআপ নেয়া, সাব-ডোমেইন তৈরি করা, ইমেইল কনফিগার করা সম্পর্কে জানুন।

ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা শিখুন : আপনি সব কিছু শিখলেন **HTML, CSS, JavaScript, PHP** ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোকে **Raw Materials** হিসাবে নিয়ে কাজ করতে অনেক অনেক সময় লাগবে। অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। তাই সময় বাঁচানোর জন্য ও কাজের সুবিধার্থে ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারেন। যেমন আপনি যদি **PHP** ভাল পারেন তবে আপনি **CakePHP, CodeIgniter, Laravel, Zend** ইত্যাদি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারেন বা আপনি যদি **Python** ভাল জানেন তবে **Django, webpy** ও **Ruby** এর জন্য **RoR** ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারেন।

বিভিন্ন **CMS** ব্যবহার করা শিখুন : বর্তমান বাজারে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম **(CMS)** এর চাহিদা আকাশচুম্বী। **CMS** ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই এবং কম সময়ে পার্সোনাল, বিজনেস/কর্পোরেট ওয়েবসাইট, অনলাইন নিউজ মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ই-কমার্স সাইট তৈরি করতে পারেন। অনেক ধরনের শক্তিশালী **CMS** রয়েছে যেগুলো ফ্রিতে পাওয়া যায়। যেমন **Wordpress, Joomla, Drupal** ইত্যাদি। এগুলোর যেকোনো একটিতে এক্সপার্ট হন। এগুলো আপনাকে খুব দ্রুত ও সহজে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে সাহায্য করবে প্রোগ্রামিং এ কোন ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই। **E-Commerce** রিলেটেড সাইট তৈরি করতে চাইলে **Opencart, zencart, Magento, Wordpress** এই **CMS** গুলোর যেকোনটি শিখতে পারেন। এক্ষেত্রে Magento খুব বেশি পাওয়ারফুল ও সিকিউরড কারণ **Magento** দিয়ে একই সাথে একাধিক শপ কন্ট্রোল করা যায়, জনপ্রিয় সকল পেমেন্ট প্রসেস সাপোর্ট করে, **SEO** ফ্রেন্ডলি। এছাড়া **E-Commerce** সাইটের জন্য সকল সুবিধা **Magento**-তে পাওয়া যায়। আপনি যদি বিভিন্ন **Blogging** রিলেটেড সাইট তৈরি করতে চান এক্ষেত্রে **Wordpress, Zoomla, Blogspot** ইত্যাদি **CMS** ব্যবহার করতে পারেন। যেকোন **Forum** রিলেটেড সাইট তৈরির জন্য **Vanila, Wordpress** ইত্যাদি **CMS** ব্যবহার করা যায়। যেকোন নিউজ আপডেট, প্রোডাক্ট ইত্যাদি কাস্টম কন্টেন্ট তৈরি করতে চাইলে **Drupal BDR** করতে পারেন **CMS** হিসেবে। **CMS** এর সমস্ত কন্ট্রোল **Drupal** এ খুব সহজেই পাওয়া যায় যা অন্য **CMS** এর ক্ষেত্রে খুব সহজে পাওয়া যায় না তাই এটি খুবই ডেভেলপার ফ্রেন্ডলি।

www.pathagar.org

ওয়েব সিকিউরিটি নিয়ে জানুন : বর্তমানে যে হারে হ্যাকিং বাড়ছে। একটি ওয়েব সাইট ডেভেলপ করার সাথে সাথে তাই সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হয়। প্লাটফর্ম যেটাই হোক সিকিউরিটি সবার আগে দিতে হবে। না হলে ডাটাবেজ চুরি থেকে শুরু করে অনেক ক্ষতি হতে পারে। তাই একজন এক্সপার্ট ওয়েব ডেভেলপারকে অবশ্যই ওয়েব সিকিউরিটি সম্পর্কে জানতে হবে।

এই বিষয়গুলো ছাড়াও একজন এক্সপার্ট ওয়েব ডেভেলপারকে আরও কিছু অতিরিক্ত জিনিস জানতে হয়। তার মধ্যে রয়েছে : বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট সহায়ক টুলস, বাগ ট্র্যাকিং সিস্টেম, লিনেক্স কমান্ড, সাবভার্সন, এজাক্স ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রিয়েল এস্টেট থিম, হোস্টিং বিজনেস থিম, পোর্টফলিও থিম ডেভেলপ করা শিখতে পারেন। এর ডিমান্ডও এই সময়ে অনেক বেশি।

কেমন আয় হতে পারে?

আয় নির্ভর করবে আপনার দক্ষতার উপর। আপনি যত দক্ষ হবেন আপনার আয় তত বেশি হবে। একজন প্রফেশনাল দক্ষ ওয়েব ডিজাইনারের পারিশ্রমিক বিভিন্ন জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেসগুলোতে ঘন্টা প্রতি ২০ ডলার হতে ৫০ ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপনার আওয়ারলি রেট যদি হয় ২০ ডলার (মিনিমাম হিসাবেই ধরুন), প্রতিদিন যদি ৫ ঘন্টা কাজ করেন তবে আয় হবে (২০ x ৫) = ১০০ ডলার। থিমফরেস্ট উপযোগী ওয়েব টেমপ্লেট যদি তৈরি করতে পারেন, তবে এ সাইটে অ্যাপ্রুভ হলেই আর্নিংস শুরু। কারণ, পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন থিমফরেস্টে ৯০% টেমপ্লেট এক মাসের মাথায় বিক্রির পরিমাণ ১০০ ওভার হয়ে যায়। চমৎকার এই মার্কেটপ্লেসে ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইনার হিসাবে প্রতিবার বিক্রয়ের উপর পাবেন গড়ে ৫০% কমিশন। এছাড়া ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে **CMS** এর কাজ প্রচুর। একজন **CMS** ডেভেলপার মার্কেটপ্লেসগুলোতে ঘন্টাপ্রতি ১০-৩০ ডলারে কাজ করতে পারেন যা আপনার দক্ষতা অনুযায়ী আরো বেশিও হতে পারে। আপনি নিজেও একটা সমৃদ্ধ সাইট বানিয়েও বিভিন্নভাবে আয় করতে পারেন চাইলেই। এছাড়া লোকাল মার্কেটেও একজন ওয়েব ডেভেলপার শুরুতে ১২ থেকে ১৫ হাজার আয় দিয়ে শুরু করলেও দক্ষতা অর্জন করতে পারলে ৬০ হাজার থেকে ১ লাখের উপরেও একজন ওয়েব ডেভেলপার মাসে আয় করতে পারেন।

আপনি যদি সৃজনশীল ক্যারিয়ার গড়ে আপনার ক্যারিয়ারে ভিন্নমাত্রা আনতে চান এবং অবশ্যই মুক্ত পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চান তবে অবশ্যই আপনি আপনার ক্যারিয়ার গড়তে পারেন এই ওয়েব ডেভেলপিং পেশায়। শুভকামনা রইলো।

ফ্রিলান্সার

ফ্রিলান্সিং কী?

ফ্রিলান্সিং হচ্ছে অনলাইনে কাজ করে অর্থ উপার্জন। আপনার যদি স্বাধীনতা পছন্দ হয়, নিজ বাসায় বা যে কোন স্থান থেকে কাজ করতে ভালো লাগে, তাহলে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন।

www.pathagar.org

যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁর নিজের বা প্রতিষ্ঠানের কাজ ইন-হাউজ না করে বাইরের কাউকে দিয়ে করে নেয় তখন সেটি হচ্ছে আউটসোর্সিং। আর ফ্রিল্যান্সিং **(Freelancing)** হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজ না করে চুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকেন তখন তাঁকে ফ্রিল্যান্সার বলা হয়ে থাকে। এবার আপনার প্রশ্ন জাগতে পারে কে দেবে আপনাকে কাজ? পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে যেখানে শ্রমের পারিশ্রমিক অনেক বেশি, সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ এত বেশি টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে আগ্রহী হন না। তখন তারা চান অনুন্নত দেশের দক্ষ লোকজন দিয়ে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের এই কাজগুলো করে নিতে। আর আমাদের দেশের মত অনুন্নত দেশের দক্ষ লোকজন কম টাকার বিনিময়ে তাদের এই কাজ গুলো করে দেয়। আর কাজ প্রদান করা থেকে শুরু করে কাজ সম্পাদন, কাজ হস্তান্তর, টাকা প্রদান এই সমস্ত কিছুই হয়ে থাকে অনলাইনে। আর এভাবে অনলাইনে কাজ করে অর্থ উপার্জন করাকে বলা হয় ফ্রিলান্সিং।

ফ্রিলান্সিং কেন করবেন?

আমার মতে, একজন স্টুডেন্ট এর জন্য ফ্রিলান্সিং এর চেয়ে ভাল কোন বাড়তি আয়ের রাস্তা হতেই পারে না। এইটা এই কারণে বলছি যে, এতে তেমন কোন আর্থিক পুঁজির দরকার নেই, শুধু ল্যাপটপ/কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই হয়। এর জন্য কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই, পড়াশোনার ব্যস্ততার সাথে সংগতি রেখে ফ্রিলান্সিং এর ব্যস্ততা বাড়ানো/কমানো সম্ভব। ফ্রিলান্সিং করতে গেলে নির্দিষ্ট একটি কাজের জন্য অনেকগুলো বিষয়ের উপর চর্চার দরকার হয়ে থাকে, যা আপনার সার্বিক জ্ঞানের পরিধিকে অনেক বিস্তৃত করবে। ফ্রিলান্সিং এমন একটি পেশা, যা চাইলেই আপনি পার্ট টাইম থেকে ফুল টাইম হিসেবে শুরু করতে পারবেন। একজন ফ্রিলান্সার সর্বজনস্বীকৃত একজন আন্তর্জাতিক কর্মী, কারণ তিনি আন্তর্জাতিক বাজার থেকেই তার রুটি-রুযি নিশ্চিত করে থাকেন। ছাত্রাবস্থায় একজন ফ্রিলান্সার মাসে ১০,০০০-২৫,০০০ টাকা অনায়াসেই উপার্জন করতে পারেন (যদি তিনি কাজে দক্ষ হয়ে থাকেন)। আর যদি এই পেশাকে ফুল টাইম হিসেবে নেয়া যায় তবে মাসে ৫০,০০০- ১০০,০০০ টাকাও উপার্জন খুব কঠিন কিছু না। শেষ কথায় বলব, একজন সফল ফ্রিলান্সার হতে গেলে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু মাসে ১০,০০০ টাকার লেভেলে ওঠার জন্য ২-৩ মাস সময়ই যথেষ্ট। এখন আপনার চাহিদা কততে মিটবে সেটা আপনিই ভাল জানেন। আর আপনার চাহিদা মিটাতে ফ্রিলান্সিং যথেষ্ট কিনা সেই সিদ্ধান্তও আপনাকেই নিতে হবে।

ফ্রিলান্সার হতে গেলে কী কী লাগবে?

নতুনদের খুব কমন একটি প্রশ্ন হল আমি কি ফ্রিলান্সিং করতে পারবো? যদি নিচের কথা গুলো আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে আমি বলব আপনাকে ফ্রিলান্সিংয়ে স্বাগতম।

www.pathagar.org

ব্যাসিক আসবাবপত্র আরও অন্যান্য

একজন ফ্রিলান্সার হতে গেলে আপনার প্রথমত ব্যাসিক কিছু জিনিস লাগবেই, তার মধ্য-

* একটা ভাল কনফিগারেশনের কম্পিউটার
* সব সময় সচল ইন্টারনেট কানেকশন
* ইংলিশে ভালো স্কিল
* কাজ করার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ।
* কাজ শিখা ও শিখার পর অনুশীলন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়
* মানুষকে পটানোর ক্ষমতা
* পর্যাপ্ত প্র্যাকটিসের অভ্যাস থাকতে হবে

যে সকল মার্কেটপ্লেস গুলোতে কাজ করবেন

অনলাইনে এমন ওয়েবসাইট যেখানে বায়াররা তাদের কাজ করার মত দক্ষ লোক বা ফ্রিল্যান্সার খোঁজ করতে আসে। আবার যারা ফ্রিল্যান্সার, তারা কাজ খোঁজার জন্য এসব সাইটগুলোতে প্রবেশ করে। অনেক ফ্রিল্যান্সারদের মধ্য হতে যাচাই বাছাই করে বায়ার তার কাজের জন্য যোগ্য কাউকে বাছাই করে কাজ দেয়। এসব সাইটগুলোকেই মার্কেটপ্লেস বলে। মার্কেটপ্লেসগুলো বায়ার এবং ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে। বায়াররা এসব মার্কেটপ্লেসকে মূলত পেমেন্ট করে। সেই পেমেন্ট ফ্রিল্যান্সারদের মার্কেটপ্লেসের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। পরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেই ডলারগুলো উঠানো যায়। এসব মার্কেটপ্লেসে ফ্রিল্যান্সারদের কাজের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের রেটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো দেখেই বায়াররা তাদের কাজের জন্য যোগ্য ফ্রিল্যান্সার বাছাই করতে পারেন। অনলাইনে অনেকগুলো মার্কেটপ্লেস রয়েছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের, বিভিন্ন ধরনের মার্কেটপ্লেস রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মার্কেটপ্লেসের সাথে সংক্ষেপে পরিচিত করার চেষ্টা করব। ভবিষ্যৎ পর্বগুলো বিস্তারিত আকারে পোস্ট আসবে। কাজের জন্য আউটসোর্সিং-এ কিছু মার্কেট প্লেস রয়েছে।

1. **www.upwork.com**
2. **www.fiverr.com**
3. **www.freelancer.com**
4. **www.scriptlance.com**
5. **www.elance.com**
6. **www.graphicriver.net**
7. **www.themeforest.net**
8. **www.99design.com**
9. **www.microworkers.com**
10. **www.guru.com**
11. **www.joomlalancer.com**

www.pathagar.org

12. **www.belancer.com**
13. **www.market.envato.com**

উপর-এর মার্কেটপ্লেসগুলোতে হাজার রকমের অফুরন্ত কাজ রয়েছে। আর জানতে হবে এই সব মার্কেটপ্লেসগুলোতে কাজ করতে হলে এখানে কিভাবে কাজগুলো পেতে পারি এবং যে কাজগুলো করবো সেই কাজগুলো ভালোভাবে আগে শিখতে হবে।

আপওয়ার্ক

এই ওয়েবসাইটটি পূর্বে **oDesk** নামে পরিচিত ছিল, কিছুদিন পূর্বে **UpWork** এ পরিবর্তন হয়েছে, যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু ফিচার। Elance নামক আরেকটি জব মার্কেট ও এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। **UpWork** ই বর্তমানে ফ্রিল্যান্স মার্কেট লিডার। এই ওয়েবসাইটে বায়াররা বিভিন্ন ধরনের জব পোস্ট করে থাকেন, ফ্রিলেন্সারগণ তাদের স্কিল অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করেন। বায়ার সব আবেদনকারী মধ্যে থেকে বাছাই করে ইন্টারভিউ নিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে **UpWrok** মেসেজ অথবা **Skype chat** এর মাধ্যমে ইন্টারভিউ নিয়ে থাকেন, কিছু ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমেও এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

ফাইভার

বর্তমানে এই ওয়েবসাইটি বেশ জনপ্রিয়। নতুনদের কাজ পাওয়ার জন্যে **best** মার্কেট প্লেস, এইখানে বায়ার এর পরিবর্তে আপনি কাজ পোস্ট করবেন, কী কী জানেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিবেন। আপনার কাজের এইটা **sempole** জব পোস্ট এর সাথে যুক্ত করে দিতে হবে। বায়ারের কাছে আপনার সার্ভিসটি পছন্দ হলে, কিনে নিবে। কাজের মূল্য দেখতে কম হলেও শুরু করার পর আপনি দেখবেন ভিন্ন চিত্র, এক একটি জব থাকে ৳১০ থেকে শুরু করে ৳১০০ বা ততোধিক পর্যন্ত আয় করতে পারবেন।

৯৯ ডিজাইন

এই মার্কেটপ্লেস শুধুমাত্র ডিজাইনারদের জন্য, এই ওয়েবসাইট এ বায়ার তার কাজের বিবরণ লিখে জব পোস্ট করে থাকেন, আগ্রহী ডিজাইনাররা কাজের বিবরণ অনুযায়ী ডিজাইন করে সাবমিট করে থাকেন। এইটা একটা কমপিটিশনাল সিস্টেম মার্কেট প্লেস। বায়ারের কাছে যার কাজ ভালো লাগে তার ডিজাইন ব্যবহার এর জন্যে চূড়ান্ত করেন এবং শুধুমাত্র বিজয়ী ফ্রিল্যান্সারই টাকা পেয়ে থাকেন। এই ওয়েবসাইটে কাজের জন্যে ফ্রচ মূল্য পাওয়া যায়। তবে নতুনদের কাজ শিখার / প্র্যাকটিস কার জন্যে বেস্ট প্লেস। অন্যদের কাজ অনুকরণ করে ডিজাইন করবেন, নিজের দক্ষতা বাড়বে।

ইনভাটো

(Envato) এই **Market-place** এর ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন, এটি একটি **Passive Income** এর জন্যে উৎকৃষ্ট **Market-place.** এই **Marketplace**-এ বেশ কয়েকটি প্লাটফর্ম আছে, যেখানে আপনি আপনার তৈরি করা কাজ বিক্রি করতে পারবেন, যা

www.pathagar.org

পরবর্তীতে বায়ার কিনে নিয়ে নিজের মত করে কাস্টমাইজ করে ব্যবহার করবে। প্রথম দৃষ্টিতে প্রোডাক্ট এর মূল্য কম মনে হতে পারে, কিন্তু এইখান থাকেই আপনি কোটিপতি হতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে বলি, একটা বিজনেস কার্ড এর মূল্য ৳৬, এই প্রোডাক্টি যখন ১০০ বার বিক্রয় হবে, তখন একটি বিজনেস কার্ড এর জন্যে আপনার বিক্রয় মূল্য দাঁড়াবে ৳৬০০। পাবেন এমন রেট কি আর পাবেন অন্যকোন মার্কেট প্লেসে? মূল্য বিষয় হচ্ছে আপনি একবার একটি প্রোডাক্ট আপলোড করার পর মার্কেটপ্লেস টিম আপনার প্রোডাক্টটি review করবে, বিক্রির জন্যে approve হলে, আর আপনার তেমন কিছু করতে হবে না, যদি না বায়ার template টি ব্যবহার করতে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়ে।

Freelancer. com ফ্রিল্যান্সিং সাইট এ প্রতি মুহূর্তে নতুন কাজ আসছে। আপনার পারদর্শিতা অনুযায়ী প্রতিটা কাজ দেখতে থাকুন। প্রথম কয়েক দিন বিড করার কোন প্রয়োজন নেই। এই কয়েকদিন ওয়েবসাইটি ভাল করে দেখে নিন। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন এবং সাহায্যকারী আর্টিকেল পড়তে পারেন। একটি কথা মনে রাখবেন, প্রথমদিকে কাজ পাওয়া কিন্তু সহজ নয়। তাই আপনাকে ধৈর্যসহকারে বিড করে যেতে হবে। প্রথম কাজ পেতে হয়ত ১০ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। কয়েকটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর আপনাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। তখন ক্লায়েন্টরাই আপনাকে খুঁজে বের করবে।

www.pathagar.org

অনলাইনে কী কাজ করবেন

Web, Mobile & software Drev

All Web,Mobile & Software Dev
Desktop Software Devolopment
Ecommerce Devolopment
Game Development
QA & Testing
Scripts & Utilities
Web Development
Web & And Mobile Desigm
Other-Software Development

Design & Creative

All Design & Creative
Animation
Audio Production
Graphic Design
Illustration
Logo Design & Branding
Photography
Presentations
Voice Talent
Other Design & creative

Admin Support

All Admin Support
Data Entry
Personal/virtuak Assistant
Project Management
Transcription
Web Research
Other Admin Support

IT & Netwotking

All IT & Networking
Databease Administration
ERP / CRM Software
Information Security
Netwotk & System Administration
Oter-Networking

Writing

All Writing
Academeic writing & Research
Article & Blog Writing
Copywriting
Creative Writing
Editing & Progreading
Gttant Writing
Resumes & Cover Letters
Techical Writing
Web Content

Customer Service

All Customer Service
Customer Service
Technical Suppot
Other customer Service

Data Science & Analutics

All Data Science & Analytics
A/B Testing

Sales & Markating

All Sales & Marketing
Display Advertising
Emaik & Marketing Sutomation
Lead Generation
Market & Customer Research
Marketing Strategy
Public Relations
SEM Search Emgine Marketing

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে অনেক ধরনের কাজ রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় কিছু কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পায় আবার কিছু কমে যায়। তাই ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়তে হলে কাজের ট্রেন্ড দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন কাজের চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। এরপর আপনাকে সেই নির্দিষ্ট কাজটি ভালভাবে শিখতে হবে এবং সেটিকে ভিত্তি করেই ক্যারিয়ার গড়তে হবে। আমরা বর্তমান ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে বিদ্যমান কাজগুলির উপর একটি পর্যালোচনা করেছি যেটি আপনাকে কাজের ট্রেন্ড সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করবে। এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গত বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের কাজের পরিমাণ বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আশা করি নিচের এ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কোন কাজটির চাহিদা আগামী দিনগুলিতে আরো বৃদ্ধি পাবে এবং যেটি আপনাকে একটি সঠিক কাজের সেক্টর বেছে নিতে সহায়তা করবে।

১. Web design & development

অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের যতগুলো উপায় রয়েছে তন্মধ্যে **Web design & development** নিঃসন্দেহে সেরা। বর্তমানে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট উভয় সেক্টরেই প্রচুর পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়। ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সাইটের ধরন অনুযায়ী কোডিং করতে হয়। যেমন স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের জন্য

www.pathagar.org

html, css ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির জন্য **PHP, ASP, Python, Ruby** ইত্যাদি এবং সেই সাথে ডাটাবেজ হিসাবে **MySQL, MS SQL, Oracle** প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং কোডিংয়ের কাজ ছাড়াও ডাটাবেজের ও অসংখ্য কাজ পাওয়া যায়। এগুলি ছাড়াও ই-কমার্স, ওয়েব প্রোগ্রামিং, বাগ ফিক্সিং প্রভৃতি কাজ পাওয়া যায়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ৩০৩৮ টি কাজের হিসাবে **html** ৫ এর কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪ শতাংশ, জেন্ড-পিএইচপির ৩৫০৬১ টি কাজের হিসাবে এটির কাজ বৃদ্ধির হার ১৯ শতাংশ। এছাড়া সিএসএস এবং জেকোয়েরি এর কাজ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৯ শতাংশ এবং ৩২ শতাংশ। উভয়ের কাজের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০৯৯ এবং ২৯৭২। সুতরাং যে কেউ **Web design & development** নির্দ্বিধায় ক্যারিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

২. WordPress & Joomla

বর্তমান বিশ্বে ওয়েবসাইট তৈরির জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি **CMS** হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস এবং জুমলা। আমরা যদি বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলিতে ওয়ার্ডপ্রেস এবং জুমলার কাজের পরিমাণ লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো প্রতিনিয়ত এ দুটিতে ক্যাটাগরিতে কাজের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ওয়ার্ডপ্রেসের কাজ বেড়েছে ২৭ শতাংশ (৭৭০৩টি কাজের হিসাবে) অপরদিকে জুমলার কাজের পরিমাণ বেড়েছে ১৪ শতাংশ (৩১১৯টি কাজের হিসাবে) ওয়ার্ডপ্রেস এবং জুমলার কাজের পরিমাণ যেমন বেশি তেমনি এ কাজের পারিশ্রমিকও বেশি। ফ্রিল্যান্সিংয়ের যে কয়েকটি সেক্টরে কাজ করে তুলনামূলকভাবে দ্রুত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তন্মধ্যে এ দুটি সেক্টর অন্যতম। তাছাড়া এ সব সেক্টরে কাজ পেতেও অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় কম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে অন্যান্য যে কোন কাজের ন্যায় এখানেও আপনাকে সফল হতে হলে প্রফেশনাল মানের কাজ করতে হবে এবং ধৈর্যশীল হতে হবে।

৩. অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন

বর্তমান ফ্রিল্যান্সিং জগতে অন্যতম সম্ভাবনাময় সেক্টর অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন। যতই দিন এগিয়ে যাচ্ছে ততই বেড়ে চলছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের কাজের সংখ্যা। এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় অদূর ভবিষ্যতে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারদের চাহিদা হবে গগনচুম্বী। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মোবাইল ডিভাইস ও স্মার্টফোনের বাজার। তাই মোবাইল ডিভাইস বা স্মার্টফোনের অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটগুলোতে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে কাজের পরিমাণ ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে প্রায় ৫ হাজার ৫০৯ টি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের কাজ রয়েছে। আর প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে কাজের সংখ্যা।

৪. SEO

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনকে **(SEO)** ক্যারিয়ার হিসাবে বেছে নিয়ে আমাদের দেশেই

www.pathagar.org

অনেকে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এসইও যে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার ভাল একটি সেক্টর হতে পারে সেটি আজ প্রমাণিত। প্রতিদিন অসংখ্য এসইও'র কাজ ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলিতে জমা হচ্ছে। এসইও'র চাহিদা সবসময়ই থাকবে। কারণ যেকোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করাতে হবে। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় ১০৫০৯ টি কাজের হিসাবে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১২ শতাংশ। সুতরাং যারা এসইও'র কাজ করছেন তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই বরং, ধৈর্য সহকারে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে এ সেক্টরে সফলতা পাবার জন্য কাজের কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো হতে হবে। নতুনদের ক্ষেত্রে, একবার একটি কাজ পেয়ে গেলে এবং সেটি প্রফেশনাল লেভেল মেইনটেইন করে ভালভাবে করে দিতে পারলে পরবর্তীতে তার কাজ পেতে সমস্যা হয় না বা অন্যান্য ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষ সব সময়ই চাইবে তাদের ওযেবসাইটকে প্রমোট করতে যেন এটি সার্চ ইঞ্জিনের উপরের দিকে থাকে। আর সাইট প্রমোট করতে হলে অবশ্যই সাইটের জন্য এসইও।

৫. (Graphic Design) গ্রাফিক ডিজাইন

গ্রাফিক ডিজাইন এমনি একটি ক্ষেত্র, যার চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে। একজন প্রফেশনাল ডিজাইনার এ খাত থেকে আয় করতে পারে মাসে হাজার ডলারেরও উপরে। বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাইন বলতে আমরা সেই সব চিত্রকর্মকে বুঝি যা পরবর্তীতে মূলত ছাপার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। তবে প্রযুক্তির প্রয়োজনে গ্রাফিক ডিজাইন শুধুমাত্র ছাপার গন্ডি পেরিয়ে বহুদূর চলে যাচ্ছে। গ্রাফিক ডিজাইন এর একান্তই অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হচ্ছে- ডিজিটাল সাইন, ক্যালেন্ডার, টাইপোগ্রাফি, ব্রোশিয়োর, ওয়েব সাইট ডিজাইন ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো একটা শব্দের সাথে পরিচয় করে দেই ডেস্কটপ পাবলিশিং। একটি কথা মনে রাখতে হবে ডেস্কটপ পাবলিশিং এবং গ্রাফিক ডিজাইন হাতে হাত রেখে চলে। সংক্ষেপে যদি বলি, ডেস্কটপ পাবলিশিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করে মুদ্রণ, ওয়েব, পুস্তিকা, বই, ব্যবসায়িক কার্ড, ওয়েব পেজ হিসাবে মোবাইল ডিভাইসের জন্য ফরম্যাট, নথি উৎপাদন, গ্রিটিং কার্ড, ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

৬. Data entry, Email marketing & proofreading

নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য **Data entry, Email marketing & proofreading** হতে পারে উপযুক্ত কাজ। এ কাজগুলি করতে কম্পিউটার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলেই চলে। ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলিতে বর্তমানে প্রচুর ডাটা এন্ট্রির কাজ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা ডাটা এন্ট্রির কাজ করে নিজেকে স্বাবলম্বী করেছেন। গত বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ডাটা এন্ট্রির কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪১ শতাংশ (৬৯৩২ টি কাজের হিসাবে)। এছাড়াও **Email marketing** এর কাজ করেও বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারেন। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলিতে অনেক **proofreading** এর কাজও পাওয়া যায়। এখানে কোন বিষয়ের উপর লেখা, অনুবাদ ইত্যাদি করতে হয়। ২০১২ সালের তৃতীয় প্রান্তিক কাজ বৃদ্ধির হার ২৬ শতাংশ (১৭৩০টি কাজের হিসাবে) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলিতে এ ধরনের কাজের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এখন শুধু আমাদের প্রয়োজন একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাওয়া। তবেই সফলতা ধরা দেবে আমাদের কাজে।

www.pathagar.org

৭. Photography

আমাদের অনেকেই শখের বশে ছবি তুলে থাকি। আমাদের এই শখের বশে তোলা ছবিগুলো থেকেও আমরা আয় করতে পারি। ইন্টারনেটে ছবি বিক্রি করে আমরা ভালো আয় করতে পারি।

ইন্টারনেটে দুই ভাবে ছবি থেকে আয় করা যায়।

১। ছবি বিক্রির মাধ্যমে।
২। ছবি শেয়ারের মাধ্যমে।

ছবি বিক্রির মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটে বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি বিক্রি করতে পারি। এমন কিছু সাইটের ঠিকানা নিচে দেয়া হল।

http://www.shutterstock.com
http://www.123rf.com
http://www.fotolia.com
http://www.bigstockphoto.com
http://www.crestock.com
http://www.dreamstime.com

আপনি যদি একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হন তাহলে আপনি নিজের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখান থেকেও ছবি বিক্রি করতে পারেন।

৮. Animation

আপনি যদি একজন ভালো ফ্ল্যাশ ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন। ফ্লাশের অ্যানিমেশন বাটন ইত্যাদি তৈরি করে **http://flashden.net** সাইটে জমা দিয়ে। এই সাইটের গ্যালারিতে যদি সুযোগ করে নিতে পারেন। আপনার অ্যানিমেশন যতবার বিক্রি হবে তার উপর আপনি কমিশন পেতে থাকবেন। কী ধরনের কাজের চাহিদা বেশি এটি এই সাইটের অ্যানিমেশন গ্যালারিতে কতবার বিক্রি হয়েছে তা দেখে ধারণা পাবেন। **Flashden** এটিও এনভাটো নেটওয়ার্ক এর একটি সাইট। এনভাটোর কোন একটি সাইটে আপনি সাইন আপ করে থাকলে সেই ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করতে পারবেন। শুধু কুইজে অংশ নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। এবং কাজ জমা দেবার নির্দেশিকা ভালো করে বুঝে নিতে হবে। **Collect: Internet**

টাকা আনার উপায়

মার্কেটপ্লেসে যোগ দিলেন, কাজ পেলেন এবং সেটি সম্পূর্ণ করে সাবমিটও করলেন। এবার আপনার আয় ঘরে আনবেন কিভাবে **(Money Withdrawal Process)**? ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলো কী কী মেথড সাপোর্ট করে সেটা দেখার আগে আমাদের দেখতে হবে আমাদের

www.pathagar.org

দেশে বা আমাদের ব্যাংকগুলো কী কী পেমেন্ট মেথড সাপোর্ট করে। যেমন ওডেস্ক এর কথাই ধরি, এখানে মাস্টার কার্ড, পেপাল, স্ক্রিল বা মানিবুকার এবং ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার সাপোর্ট করে। এদের মধ্যে পেপাল বাংলাদেশে এখনো চালু হয়নি। তাই বাকি তিনটির যেকোন একটির মাধ্যমেই আপনাকে অর্থ উত্তোলন করতে হবে।

স্ক্রিল বা মানিবুকার

স্ক্রিল **(Scrill or Moneybookers)** শুরু থেকেই নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং সব দিক দিয়েই ঝামেলবিহীন অর্থ উত্তোলন মাধ্যম। এ মাধ্যম দিয়ে অর্থ উত্তোলন করার জন্য আপনাকে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। খেয়াল রাখবেন, নামের জায়গায় আপনার সার্টিফিকেট নাম ব্যবহার করবেন। কারণ পরে ভেরিফাই করতে হবে ব্যাংকে টাকা তোলার আগে।

কারেন্সি সিলেকশনের জায়গায় ইউএস ডলার ব্যবহার করবেন। অ্যাকাউন্ট তৈরি শেষে এবার ভেরিফাই করার পালা। স্ক্রিল থেকে ভেরিফিকেশন রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে আপনাকে মানিবুকার চিঠি পাঠাবে ঠিকানা ভেরিফাই করার জন্য। চিঠি আসতে ২৫ দিন থেকে একমাস এর মত সময় লাগে। চিঠিতে গোপন কোড লেখা থাকে, সেটি মানিবুকারের নির্দিষ্ট বে ইনপুট করলেই ঠিকানা ভেরিফাইড হয়ে যাবে। এবার ব্যাংক ভেরিফাই করতে হবে। ওডেস্ক, ইল্যান্স বা অন্য কোন ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে স্ক্রিল এ পেমেন্ট সেন্ড করার পরে তা স্ক্রিল থেকে ব্যাংক এ পাঠাতে হবে। আপনি স্ক্রিল এর প্রোফাইল অপশন এ গিয়ে ব্যাংক এর সুইফট কোড এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার সঠিকভাবে দিলেই ব্যাংকে জমা হয়ে যাবে। এবার কাজ হল স্ক্রিল থেকে অল্প কিছু পরিমাণ ডলার (১৫ ডলার এর নিচে) আপনার ব্যাংক এ পাঠান। প্রথম লেনদেনে টাকা ব্যাংক এ আসতে মাসখানেক সময় লাগতে পারে। টাকা এলো কি না জানতে নিয়মিত ব্যাংকে খোঁজ রাখুন অথবা ইন্টারনেট এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যালেন্স জানতে পারেন। টাকা চলে আসলে ব্যাংক এ যোগাযোগ করে আপনার অ্যাকাউন্ট এর স্টেটমেন্ট নিয়ে আসুন। এটা অবশ্যই লাগবে। এর পর এটি স্ক্যান করে মানিবুকার এর নিকট পাঠাতে হবে। এটি পাঠানোর জন্য আপনি এই ইমেইল অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারেন কিংবা স্ক্রিল এ লগইন করে কনট্যাক্ট থেকে তাদের মেইল পাঠাতে পারেন। ব্যাংক এর সকল ইনফরমেশন এবং নাম ঠিক থাকলে দুইদিন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার স্ক্রিল ভেরিফায়েড হয়ে যাবে এবং আপনার উইথড্রল লিমিট বেড়ে যাবে। এরপর থেকে আপনি কোন ঝামেলা ছাড়াই ব্যাংক এ টাকা তুলতে পারবেন। সময় লাগবে ১ থেকে ২ দিন!

মাস্টার কার্ড

পেওনিয়ার **(Payoneer)** নামে একটি প্রতিষ্ঠান সব ফ্রিল্যান্সারদেরকে একটি করে মাস্টারকার্ড পাঠায় অর্থ লেনদেন করার জন্য। এ কার্ডটি পাওয়ার জন্য আপনি যে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে অ্যাকাউন্ট খুলবেন তা পেমেন্ট অপশন থেকে পেওনিয়ারের কাছে মাস্টারকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যেমন ওডেস্ক বা ইল্যান্স এর মাধ্যমে আবেদন করতে হলে

www.pathagar.org

এখানের ওয়ালেট বা পেমেন্ট অপশন এ গিয়ে মাস্টার কার্ডের জন্য সাইন-আপ করার লিংকে ক্লিক করলেই পেওনিয়ার ডটকম সাইটে নিয়ে যাবে। সেখানে নতুন ব্যবহারকারী হিসেবে আপনি আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা ব্যবহার করবেন। এ সাইটে সাইন আপ করতে পাসপোর্ট বা ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর সিরিয়াল নাম্বার দিতে হবে। কোন আবাসিক এলাকার ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন ইউনিভার্সিটির ঠিকানা দেয়া যাবে না। সাইন-আপ ফরমে ঠিকানা লেখার সময় ৩০ অক্ষরের মধ্যে রাখতে হবে। কার্ড হাতে পাবেন দুটো উপায়ে। এক হচ্ছে সাধারণ, এজন্য পেওনিয়ারকে অগ্রিম ২০ ডলার ফি দিতে হবে। তাহলে তাঁরা কার্ড ইস্যু করবে। সাধারণভাবে কার্ড হাতে পেতে এক মাস সময় লাগবে। দ্বিতীয় সিস্টেম হলো ডিএইচএল কুরিয়ার মেথড। এটার মাধ্যমে আপনি চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই কার্ড পেয়ে যাবেন। এজন্য অবশ্য ফি গুনতে হবে ৬০ ডলার! কার্ড হাতে পাওয়ার পর সেটি অ্যাক্টিভেট করতে হবে পেওনিয়ার ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে। নিরাপত্তার জন্য পিনকোড দিতে হবে চার ডিজিটের। এরপর কার্ডটি ব্যবহার উপযোগী হয়ে যাবে। তবে আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখি, পেওনিয়ার কার্ড দিয়ে টাকা তোলা অনেক খরচের ব্যাপার। যেখানে স্ক্রিল থেকে টাকা তুলতে গেলে আপনার সবমিলে সাড়ে তিন ডলার খরচ হবে সেখানে পেওনিয়ারে খরচ প্রায় দ্বিগুণ। পেওনিয়ার এ ২০ ডলারের কম উইথড্রল সাপোর্ট করে না। তাই ওডেস্ক বা ইল্যান্স বা অন্য সাইট থেকে উইথড্র করবেন ২০ ডলার বা তার বেশি। উইথড্র করলেই সাথে সাথে কার্ড এ ডলার আসবে না। এটা অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকবে দুদিন। এখানে বলা হবে যে আপনি যদি এখনই টাকা নিতে চান তাহলে আপনাকে আড়াই ডলার খরচ করতে হবে। আর যদি তা খরচ করতে না চান তাহলে দুইদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখন আপনি যদি আড়াই ডলার খরচ করতে পারেন তাহলে তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে আপনার কার্ড এ ডলার চলে আসবে। আর তা না হলে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে! কার্ডে টাকা জমা হওয়ার পর এবার নিজ হাতে টাকা আনার পালা। এটি যেহেতু মাস্টার কার্ড, তাই দেশের যেকোন ব্যাংকের মাস্টারকার্ড সাপোর্টেড এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলা যাবে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক মাস্টার কার্ড সাপোর্ট করে।

সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার (Bank Transfer)

ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে টাকা পাওয়ার জন্য এটি বেশ ঝামেলাবিহীন উপায়। প্রায় সব ফ্রিল্যান্সিং সাইটই সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার সাপোর্ট করে। ওডেস্ক থেকে টাকা আসতে মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ব্যাংকিং আওয়ার সময় লাগে। ওয়্যার সিস্টেম যোগ করার জন্য ফ্রিল্যান্সিং সাইটের উইথড্রল মেথড থেকে ওয়্যার ট্রান্সফার সিলেক্ট করে সেখানে ব্যাংকের পরিপূর্ণ তথ্যাদি বসাতে হবে। এখানে প্রয়োজন হবে ব্যাংকের সুইফট কোড, সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্ট নাম্বার, ব্যাংকের শাখার পূর্ণ ঠিকানা। এক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে আপনার নাম ও ব্যাংকে আপনার নাম একই হতে হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আপনার প্রথম ট্রানজেকশন পাঠালে টাকা ব্যাংকে আসলেই ব্যাংক ভেরিফাই হয়ে যাবে।

www.pathagar.org

মাল্টিমিডিয়া কর্মী

বর্ণ, শব্দ, ছবি এ তিনের সমন্বয়ে তৈরি হয় মাল্টিমিডিয়া। কল্পিত কাহিনির শৈল্পিক প্রকাশই অ্যানিমেশন। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা অ্যানিমেশন নির্মাণ সহজ করেছে। পাশাপাশি এনেছে নান্দনিকতা ও বৈচিত্র্য। মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন প্রযুক্তির সম্ভাবনা আকাশের মতই অসীম। দেশ যতই ডিজিটাল হচ্ছে ততই বাড়ছে মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের ব্যবহার। বাড়ছে প্রচুর পরিমাণে কর্মক্ষেত্র। আর এইজন্যই এক্ষেত্রে উৎকর্ষতা সাধনে প্রয়োজন প্রচুর দক্ষ জনশক্তির। আপনি চাইলেই আপনার ক্যারিয়ার গড়তে পারেন অসীম সম্ভাবনার এই পেশায়।

মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের ব্যবহার

সংবাদপত্রের পাতা থেকে শুরু করে রেডিও, টিভি, কম্পিউটার গেম, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, চলচ্চিত্র ও স্পেশাল এফেক্ট কোথায় নেই মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের ব্যবহার। টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে এই মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন। ইদানীং গড়ে উঠা সব কার্টুন ইন্ডাস্ট্রি, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, সিমুলেশন ইন্ডাস্ট্রি, সফটওয়্যার ফার্মগুলোতে প্রচুর পরিমাণে মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের ব্যবহার হচ্ছে। টারজান, আলাদিন, টম অ্যান্ড জেরি, পাপাই, থান্ডার ক্যাটস, মিনা কার্টুন সবই অ্যানিমেশনের ফসল। অ্যানিমেশনের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের দাতা ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো তাদের মোটিভ সারা বিশ্বে তুলে ধরছে। বিশ্ববিখ্যাত হলিউড সিনেমা জুরাসিক পার্ক, টারমিনেটর সিরিজ অ্যানিমেশনের কারণেই হয়েছে রোমাঞ্চকর। বিজ্ঞাপন, কার্টুন, লোগো কিংবা টয় স্টোরি থেকে শুরু করে হালের অস্কার বিজয়ী শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো অ্যানিমেশনকে এনে দিয়েছে বাড়তি জনপ্রিয়তা। এছাড়া আমাদের বর্তমান ডিজিটাল জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নানাভাবে জড়িয়ে আছে এই মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন।

ক্যারিয়ার সম্ভাবনা

দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ববাজারে আসছে পরিবর্তন। উন্মোচিত হচ্ছে নিত্যনতুন সম্ভাবনার খাত। বর্তমান বিশ্ববাজারে বিপুল চাহিদাসমৃদ্ধ মাল্টিমিডিয়া ও সৃজনশীল অ্যানিমেশন শিল্পে বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এর প্রধান কারণ নির্মাণ ব্যয়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ৩০ মিনিটের অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরিতে যেখানে ৪ থেকে ৫ লাখ ডলার খরচ হয় সেখানে বাংলাদেশে এই ব্যয় মাত্র ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। সাধারণত ক্রিয়েটিভ কন্টেস্ট কাজগুলো পশ্চিমা বিশ্বে সম্পন্ন হয় এবং লোয়ার এন্ডের কাজগুলো উন্নয়নশীল দেশে করানো হয়। এক্ষেত্রে তারা বাধ্য হয়েই আউটসোর্সিং এর জন্য মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপার ও অ্যানিমেটর খুঁজবে। অন্যান্য ফিল্ডে আউটসোর্সিং এর অবস্থা বিবেচনায় এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে তাদের প্রথম পছন্দের জায়গা। এগুলো হল মুক্ত পেশাজীবী হিসেবে মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন শিল্পে ক্যারিয়ার সম্ভাবনার কথা।

এছাড়াও এখন দেশে টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ৪০টি ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও ৬০০টি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিসহ ঢাকা ও বড় শহরগুলোতে রয়েছে অসংখ্য মাল্টিমিডিয়া

www.pathagar.org

প্রোডাকশন হাউজ। আর এসকল ক্ষেত্রের জন্যই লোকাল মার্কেটেও মাল্টিমিডিয়া আর অ্যানিমেশনের বিপুল চাহিদা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি এখন আমাদের দেশের চলচ্চিত্রগুলোতেও অ্যানিমেশন এবং গ্রাফিক্সের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ফলে এসব বিষয়ে এখন ক্যারিয়ার গড়ার বড় একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বর্তমান মিডিয়া জগতে যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের নিজস্ব অবস্থান তৈরিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কারণ এদেশে এ বিষয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেয়ার সুযোগ ছিল না। শুরুতেই সব শিক্ষিতরাই মাল্টিমিডিয়া শিল্পের সূচনা করলেও এখন এসব বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এখন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এসব বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিবেশও এখন অত্যন্ত চমৎকার এবং কাজের সুযোগও অনেক বেশি। এর মধ্যে আছে বিজ্ঞাপনী সংস্থা, পোস্ট প্রোডাকশন হাউজ, টিভি চ্যানেলসমূহের বিভিন্ন হাউজ, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আর্কিটেকচারাল ভিজ্যুয়ালাইজেশন, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ফার্ম, অ্যানিমেশন এবং কার্টুন ইন্ডাস্ট্রি, সিমুলেশন ইন্ডাস্ট্রি এবং সফটওয়্যার ফার্ম ইত্যাদি।

কাজের ক্ষেত্র

আমাদের দেশের মাল্টিমিডিয়া বা অ্যানিমেশন 'এর মত বিষয়সমূহ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় গতানুগতিক কিছু বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করতে হয়। আমাদের বর্তমান মাল্টিমিডিয়া শিল্পে যারা কাজ করেন তারা সিনিয়রদের কাছে থেকে কিছু প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং বাকিটা হাতে-কলমে কাজ করতে করতে শিখছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সেক্টরে পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করতে হলে সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি প্রয়োজন হবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। ভবিষ্যৎ মাল্টিমিডিয়া গ্র্যাজুয়েটরা এই শিল্প সংশ্লিষ্ট যে সকল ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাবে তার মধ্যে থ্রি ডি মডেলিং, টু ডি এবং থ্রি ডি অ্যানিমেশন, মোশান গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়া নির্মাতা, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, ভিডিও এডিটর, ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট ডেভেলপার, স্পেশাল ইফেক্ট ডেভেলপার এবং মাল্টিমিডিয়া কনসাল্টেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, লেভেল ডিজাইনার (গেইম), টু ডি/থ্রি ডি আর্টিস্ট, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন নির্মাতা, অ্যানিমেটেড লার্নিং টুল ডেভেলপার, বিভিন্ন আর্কিটেকচারাল ফার্মে, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ফার্মে এবং মিডিয়া বিষয়ক লেখক ইত্যাদি। কার্টুন বা গেইম তৈরির কাজও করেন অ্যানিমেটরেরা। এছাড়া মোবাইল কন্টেন্ট বা ওয়েব ডিজাইনের কাজেও দরকার হয় অ্যানিমেটরদের।

যেসব বিষয় জানতে হবে

মাল্টিমিডিয়া এবং অ্যানিমেশনের কাজে দক্ষ হলে চাকরি বা কাজের অভাব হয় না। লোকাল কাজের ক্ষেত্র তো আছেই তাছাড়া বিশ্ব বাজারে মুক্ত পেশাজীবী হিসেবে আছে কাজের ব্যাপক চাহিদা। এক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়তে হলে অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হতে হবে। পেগ বার, পাঞ্চ মেশিন, লাইট বক্স, কমিনেটর ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। টু-ডির জন্য টুন বুন, ওপাস, হারমনি, রিটাচ এবং থ্রিডির জন্য ম্যাক্স, মায়া, ব্লেন্ডার ইত্যাদি অ্যানিমেশন সফটওয়্যারে দক্ষ হতে হবে। এছাড়া সিনেমা ফোর-ডি, ভিডিও এডিটিং, অটোক্যাড এসব

www.pathagar.org

সফটওয়্যার নিয়ে জানা থাকা ভালো। পাশাপাশি গ্রাফিক্সের অন্যান্য সফটওয়্যার যেমন ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, এডব প্রিমিয়ার, আফটার ইফেক্ট, সাউন্ডফোর্জ, কোরেল এডিটপ্রো ইত্যাদি সফটওয়্যার নিয়েও জানতে হবে। ফ্রি হ্যান্ড স্কেচিং করতে পারা এবং কালার কম্পজিশন বোঝা জরুরি। পেন ট্যাবলেট দিয়েই মূলত কার্টুনের অবয়ব আঁকা হয়। তাই এক্ষেত্রে সৃজনশীল ও ভালো ছবি আঁকিয়ের বিকল্প নেই। সর্বোপরি প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা এবং পরিশ্রম করার মানসিকতা এবং এর সংগে একাডেমিক ডিগ্রি যুক্ত হলে যে কেউ থ্রিডি অ্যানিমেশনে সফল ক্যারিয়ার গড়তে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ডিপ্লোমা-ইন-আর্কিটেকচারাল ভিজ্যুয়ালাইজেশন, ডিপ্লোমা-ইন-থ্রিডি অ্যানিমেশন অ্যান্ড ভিজ্যুয়াল এফ/এক্স এবং ডিপ্লোমা-ইন-ইন্টেরিয়র ডিজাইন এই ডিগ্রিগুলোও চাইলে আপনারা সহজেই অর্জন করতে পারেন।

আয় কেমন

প্রাথমিকভাবে মাল্টিমিডিয়া ও অ্যামিনেশন কর্মীর বেতন ১২-১৫ হাজারের মধ্যে থাকলেও অভিজ্ঞতা অর্জনের পর একজন দক্ষ কর্মীর বেতন লাখের উপরেও হয়ে থাকে। এছাড়া দক্ষ যে কোন মাল্টিমিডিয়া কর্মী ও অ্যানিমেটর তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানও দিতে পারেন খুব সহজেই। এক্ষেত্রে তারা চাইলে যেকোন বিদেশী সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ কাজ করতে পারেন অথবা ফ্রিল্যান্স এর কাজ করেও প্রচুর আয় করে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সচল করার পাশাপাশি নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারেন।

সর্বোপরি পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণেই এই পেশার ক্ষেত্রে অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। আর এই সম্ভাবনাকে লুফে নিয়ে এই পথকে বেগবান করার পাশাপাশি গতানুগতিক পথ ছেড়ে ভিন্ন ট্র্যাকে ক্যারিয়ার গড়ার সিদ্ধান্ত চাইলেই এই দেশের যে কোন তরুণই নিতে পারে।

www.pathagar.org

ক্যারিয়ার ও মাদরাসা শিক্ষা

শিক্ষকতা

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। পৃথিবীর সব দেশে শিক্ষকতা পেশাকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। মাদরাসা শিক্ষার্থীরা মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তর তথা কামিল স্নাতকোত্তর পাস করে শিক্ষকতার মত মহান পেশায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারেন। মাদরাসা শিক্ষার্থীরা যেসব পর্যায়ে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা রাখেন তাহল-

মাদরাসা : মাদরাসা শিক্ষিতদের চাকরির প্রধান ক্ষেত্র হল মাদরাসায় শিক্ষকতা করা। মাদরাসায় শিক্ষকতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন-ইবতেদায়ি স্তরে জুনিয়র মৌলভী ও ইবতেদায়ি প্রধান, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার সহকারী শিক্ষক, দাখিল তথা মাধ্যমিক স্তরে সহকারী মৌলভী, সহ-সুপার ও সুপার। একজন মাদরাসা শিক্ষার্থী কামিল পাস করে সুপার ও সহ-সুপার এবং ফাযিল (স্নাতক) পাস করার পর ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করেন।

মাদরাসায় শিক্ষকতার আরেকটি স্তর হল-আলিম (উচ্চমাধ্যমিক) ফাযিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তর। এসব স্তরে রয়েছে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক (আরবি), মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, আদিব, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ। একজন মাদরাসা শিক্ষার্থী কামিল (স্নাতকোত্তর) পাস করলে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে এসব স্তরে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করেন। এসব স্তরে মাদরাসা শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষা তথা দেশের প্রচলিত স্কুল, কলেজ এর এম.পিও ভূক্ত শিক্ষকদের সমপরিমাণ সুযোগ সুবিধা লাভ করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের মত মাদরাসা থেকে ফাযিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পাস করা শিক্ষার্থীরাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদে চাকরি করার সুযোগ লাভ করেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়: দেশের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক বা একাধিক ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষকের পদ রয়েছে। এতে শুধুমাত্র মাদরাসা শিক্ষিতরাই চাকরি করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

কলেজ : দেশের সকল কলেজ স্বতন্ত্রভাবে ইসলামিক স্টাডিজ নামে বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগে প্রত্যেকটি কলেজের মান অনুযায়ী কমবেশি শিক্ষক চাকরি করেন। শুধুমাত্র মাদরাসা থেকে কামিল উত্তীর্ণরা অথবা মাদরাসা থেকে আলিম পাস করে যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ অথবা আরবিতে অনার্স মাস্টার্স পাস করেছে শুধুমাত্র তারাই এসব পদে চাকরি করতে পরে।

বি.সি.এস শিক্ষা : মাদরাসা থেকে আলিম পাস করে যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ অথবা আরবি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করবে, তাদের জন্য রয়েছে বি.সি.এস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে বি.সি.এস প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হওয়ার সুযোগ।

www.pathagar.org

পাশাপাশি শুধুমাত্র যারা মাদরাসা থেকে কামিল স্নাতকোত্তর পাস করছে, তাদের জন্য বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

বিশ্ববিদ্যালয় : মাদরাসা শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিভাগে শিক্ষকতা করার সুবিধা লাভ করবে।

সেনাবাহিনী : প্রতিবছর সেনাবাহিনীতে অফিসার পদমর্যাদায় অনেক ধর্মীয় শিক্ষক (ইসলামিক স্টাডিজ অনার্স বা মাস্টার্স, ফাযিল বা কামিল পাস) নিয়োগ দিয়ে থাকেন। শুধুমাত্র মাদরাসা থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনকারীরাই এ পদে চাকরি করার যোগ্য বিবেচিত হবে।

গবেষণা : বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ইসলামী প্রতিষ্ঠানে মাদরাসা থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনকারীরা গবেষক হিসেবে চাকরি করার সুযোগ পাবেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন : বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় ইসলামিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হল ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এ প্রতিষ্ঠানে ইসলামের বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়। মাদরাসা থেকে ফাযিল ও কামিল পাস করার পর মাদরাসা শিক্ষার্থীরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবেন। এছাড়া মাদরাসা শিক্ষিতদের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, অনুবাদক, প্রকাশক, গ্রন্থাগার কর্মকর্তা প্রভৃতি পদে ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি ইসলামিক সংস্থা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, ইসলামি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদরাসা শিক্ষিতদের গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : একটি সুন্দর সমাজ গঠন, পুনর্গঠন, সমাজ সংশোধন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অন্যায়, অনাচার, অপকর্ম, দূরীকরণে মসজিদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এসব কাজের বাস্তবায়নে মসজিদের ইমাম ও খতিবরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাদরাসা শিক্ষিতরা বর্তমানে দেশের প্রায় ৪ লক্ষাধিক মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন করে সমাজকে আলোকিত করার কাজে অবদান রাখতে পারেন।

ইসলামি ব্যাংকিং : বর্তমানে দেশের উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বেসরকারি ইসলামি ব্যাংকসমূহ। দেশে বর্তমানে ৭টি ইসলামি ব্যাংকের প্রায় ৭ শতাধিক শাখায় হাজার হাজার যুবক চাকরি করছে। ব্যাংকের চাকরির মান এবং বেতন ভাল হওয়ায় সমাজে রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা। মাদরাসা শিক্ষিতরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অন্যদের চেয়ে ভাল অবগত হওয়ায় ইসলামি ব্যাংকসমূহে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের রয়েছে আলাদা কদর। এসব ব্যাংকে মাদরাসা শিক্ষিতরা সাধারণত কর্মকর্তা, গবেষক, শরিয়াহ কর্মকর্তা হিসেবে নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন করতে পারেন। তাছাড়া ইসলামি ব্যাংকসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হল শরিয়াহ কাউন্সিল। যা ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরিয়াহ পরিপালন সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করে। মাদরাসা থেকে যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং যারা ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন, তারাই শুধুমাত্র এ শরিয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্য হতে পারেন।

www.pathagar.org

এককথায় মাদরাসায় পড়ুয়া একজন ছাত্র যেমন জাতির দিকনির্দেশক, পাশাপাশি দুনিয়ায় সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে তারা অবস্থান করেন। তাই সমাজের মানুষকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রদানে মাদরাসা ছাত্রদেরকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। যারা আলেম হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে মাদরাসায় পড়াশোনা করতে আগ্রহী তাদের উচিত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের আলোকে নিজকে গড়ে তোলা; এজন্য চাই কঠোর অধ্যবসায়, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি, নিয়মিত ইসলামের জ্ঞানের আহরণ, উন্নত আমল, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া, ভালো রেজাল্ট ইত্যাদি। জেনে রাখা প্রয়োজন কেউ যদি দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ থাকবে না। আর যে কেবল মাত্র মহান আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করে সে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় কল্যাণই লাভ করবে। আধুনিক জাহিলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একদল ইসলামী দা'য়ী প্রয়োজন যারা তাদের ক্যারিয়ারকে এজন্য গঠন করবে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রকে কাজে লাগাবে। আশাকরি মাদরাসায় পড়ুয়া ছাত্ররা জাতির সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে।

পাইলট

শৈশবে অনেকের স্বপ্ন থাকে বড় হয়ে পাইলট হওয়ার। শৈশবের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছেন এমন মানুষের সংখ্যা বেশি নয়। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে এবং আমাদের দেশেও বিমান পরিবহন সংস্থায় দক্ষ জনবলের খুবই প্রয়োজন। সঠিক ধারণা এবং দিক নির্দেশনা পেলেই স্বপ্নছোঁয়ার সুযোগ চলে আসবে হাতের মুঠোয়। বর্তমানে দেশেই রয়েছে বৈমানিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ।

যোগ্যতা

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় পদার্থ, গণিত সহ ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ পেতে হবে। প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর ও সর্বোচ্চ ২৭ বছর হবে। যারা স্নাতক শ্রেণিতে পড়ছেন বা পাস করছেন তারা ও পাইলট কোর্সে ভর্তির আবেদন করতে পারে।

ভর্তি পরীক্ষা

ভর্তি পরীক্ষা হয় ২টি ধাপে: মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের উপর ভালো দখল থাকলে সহজেই মৌখিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এটি সংশ্লিষ্ট একাডেমি নিয়ে থাকে। মৌখিক পরীক্ষা উত্তীর্ণের পরের ধাপ স্বাস্থ্য পরীক্ষা। এই পর্যায়ে অবশ্যই প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সক্ষম হতে হবে। সিভিল এ্যাভিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত ডায়োগনস্টিক সেন্টারগুলো স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে থাকে।

গ্রাউন্ড কোর্স

লাগবে গ্রাউন্ট কোর্স: ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা পাইলট কোর্স করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। পাইলট হতে পেরোতে হয় তিনটি ধাপ। গ্রাউন্ড কোর্সের পর পেতে হয় এসপি বা

www.pathagar.org

স্টুডেন্ট পাইলট লাইসেন্স। এরপর পিপিএল, আর সবশেষে পেতে হয় সিপিএল বা কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স। তিন মাসের থিওরি কোর্সে বিমানের কারিগরি এবং এয়ার ল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ ছাড়া এয়ারক্রাফট জেনারেল নলেজ, ফ্লাইট পারফরম্যান্স অ্যান্ড প্ল্যানিং, হিউম্যান পারফরম্যান্স অ্যান্ড লিমিটেশন, নেভিগেশন অপারেশনাল প্রসিডিউর এবং প্রিন্সিপাল অব ফ্লাইটের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

সময় এবার উড়াল দেয়ার

গ্রাউন্ড কোর্সের পর সংশ্লিষ্ট একাডেমি লিখিত নেয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সরাসরি বিমান চালনার জন্য সিভিল এভিয়েশনে অথরিটি পরীক্ষা নেয়। সিএএবির পরীক্ষা এবং সিএমবির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবল এসপিএল দেয়া হয়। এ লাইসেন্স দিয়ে ৪০ থেকে ৫০ ঘন্টা বিমান চালনায় সার্টিফিকেট অর্জন করে পিপিএল বা প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্সের আবেদন করতে হয়। এ সময় তিন মাসের থিওরি ক্লাসের সঙ্গে একটি ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইট চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এরপর আবারও লিখিত এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই মেলে প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স। এ লাইসেন্স দিয়ে কোনো বাণিজ্যিক বিমান চালানো যায় না। তাই পাইলট হিসেবে চাকরির জন্য প্রয়োজন সিপিএল বা কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স। এ লাইসেন্স পেতে ১৫০ থেকে ২০০ ঘন্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এ ছাড়া উত্তীর্ণ হতে হয় লিখিত ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায়। পাশাপাশি থাকতে হয় একটি ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইট চালানোর অভিজ্ঞতা ও তিন মাসের থিওরি কোর্সের সার্টিফিকেট। সিপিএল পাওয়া মানেই নিশ্চিত চাকরি।

কাজের ক্ষেত্র

বর্তমানে দেশে ও বিদেশে দক্ষ পাইলটের বেশি চাহিদা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার এক রিপোর্টে জানা যায়, বিমান সংস্থাগুলোর নতুন নতুন রুট চালু এবং পুরনো পাইলটদের অবসরে যাওয়ার ফলে প্রতি বছর ১৭ হাজার নতুন পাইলট প্রয়োজন হচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিসরে দক্ষ পাইলটের প্রয়োজন কতটুকু। এটি এমন এক পেশা যেখানে চাকরিই প্রার্থী খোঁজে।

কোর্সের সময় ও খরচ

বৈমানিক কোর্স করতে দেড় থেকে সর্বোচ্চ তিন বছর লাগে। পিপিএল কোর্স করতে লাগে ছয় মাস। আর সিপিএল কোর্সে সময় লাগে এক বছর। বছরে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ও জুলাই-আগস্ট দুটি সেশনে বৈমানিক কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।

প্রশিক্ষণ

সিভিল এভিয়েশন একাডেমি ট্রেনিং সেন্টার, বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টার, বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমি অ্যান্ড ফ্লাই এভিয়েশন লিমিটেড, আরিরাং এভিয়েশন লিমিটেড ও গ্যালাক্সি ফ্লাইং একাডেমি লিমিটেড।

www.pathagar.org

কর্মক্ষেত্র

কোর্স সমাপ্তকারীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনেরই চাকরির সম্ভাবনা থাকে। এরা আবার অধিকাংশ নিয়োগ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে। এছাড়া বাংলাদেশ বিমানের পাশাপাশি বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলোতেও যথেষ্ট নিয়োগের সুযোগ থাকে। দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিদেশি এয়ারলাইন্সেও চাকরির সুযোগ পেতে পারেন যে কোন বৈমানিক। মনে রাখবেন সরকারি বা বেসরকারি বিমান সংস্থার শুধু বৈমানিক, বিমানবালা বা বিমান প্রকৌশলী হলেই একটি সংস্থার পূর্ণতা পায় না। এর সঙ্গে প্রয়োজন মার্কেটিং কাস্টমার কেয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রভৃতি বিভাগে দক্ষ লোকবল, বিমান সংস্থায় অনেক খাতেই কাজের ক্ষেত্র আছে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের এ বৈমানিক হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ আছে। চ্যালেঞ্জিং এ ক্যারিয়ার গড়ে যে কোন মেয়ে হতে পারে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। এজন্য থাকতে হবে উদ্যমী আর থাকতে হবে সাহস ও সদিচ্ছা।

মানবাধিকার কর্মী

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত ও প্রচারিত শব্দের নাম হচ্ছে মানবাধিকার। প্রায় সব দেশে মানবাধিকারভিত্তিক সংগঠন রয়েছে, যেগুলো দেশের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মূলত আমাদের ব্যক্তিজীবন, ব্যষ্টিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্র জীবনে মানবাধিকার চর্চা এবং রক্ষার তৎপরতা অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। বিশ্বের সচেতন মানুষ মাত্রই মানবাধিকার নিয়ে সতর্ক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। একজন মানবাধিকারকর্মী প্রতিটি সমাজ রাষ্ট্রের সবচেয়ে সচেতন সুতীক্ষ্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে মানবাধিকারের ক্ষেত্রটিও প্রবলভাবে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে মানবাধিকারের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাছাড়াও রয়েছে ১৫০টিরও অধিক নিবন্ধিত মানবাধিকার সংগঠন যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আইন ও সালিস কেন্দ্র (আসক), অধিকার, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সেন্টার, বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস কমিশন ইত্যাদি। মানবাধিকারের গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবাধিকার বিষয়টি সম্পর্কে পাঠদান করা হচ্ছে।

চাইলে আপনিও হতে পারেন একজন দক্ষ মানবাধিকার কর্মী। মানবাধিকারের মত একটি চ্যালেঞ্জিং উপভোগ্য সেক্টরকে নিয়ে সাজাতে পারেন আপনার ক্যারিয়ার। এখানকার ক্যারিয়ারের খ্যাতি, সুনাম, সুপরিচিতির পাশাপাশি রয়েছে উজ্জ্বল জীবনের হাতছানি। বিশ্বব্যাপী তো বটেই, বাংলাদেশেই রয়েছে এ পেশার ক্যারিয়ার গড়ার বিশাল ক্ষেত্র। যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিজের ক্যারিয়ারকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চায়, মানবাধিকার বিষয়টি তার জন্য সোপান হতে পারে। কিন্তু তার জন্য দরকার প্রচুর প্রশিক্ষণ।

মানবাধিকার কী?

সহজ ভাষায় মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের সহজাত অধিকার যা যে কোন মানবসন্তান জন্মলাভের সাথে সাথে অর্জন করে। মূলত যে অধিকার মানুষের জীবন ধারণের জন্য,

www.pathagar.org

মানুষের যাবতীয় বিকাশের জন্যও সর্বোপরি মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকাশের জন্য আবশ্যক তাকে সাধারণভাবে মানবাধিকার বলা হয়।

জীবনধারণ ও বেঁচে থাকার অধিকার এবং মতামত প্রকাশের অধিকার, অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অংশগ্রহণের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে মানবাধিকার বলতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার মানুষের সহজাত এবং তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার, যা একজন মানুষ, মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তার অবশ্য প্রাপ্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির মানুষ হিসাবে মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ অধিকার পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কোন ব্যক্তি বিশেষের সকল দাবিই মানবাধিকার বলে গণ্য হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তি যদি যেভাবে খুশি জীবিকা নির্বাহ করতে চায় বা যা খুশি তা করতে চায় তাহলে তার এ দাবিকে মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ যথেচ্ছাচার কোন সভ্য সমাজে অধিকার বলে গণ্য হতে পারে না।

মানবাধিকার কিভাবে কাজ করে

বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংগঠনগুলো দেশে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য কাজ করে আসছে। অ্যাডভোকেসি, পলিসি ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ এবং সরাসরি সার্ভিসের মাধ্যমে মানবাধিকার সংগঠনগুলো মানবাধিকারের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মানবাধিকারের অপব্যবহার প্রতিরোধ, মানবাধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং, মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা তদন্ত, মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ, মানবাধিকার বিষয়ে সরকারকে চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি মানবাধিকার সংগঠন পরিচালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া মানবাধিকার বিষয়ে পরামর্শ ও শিক্ষা বিভাগ পরিচালনা, উদ্বাস্তু সহায়তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পলিসি বিশ্লেষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন মনিটরিংসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম মানবাধিকার সংগঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ক্যারিয়ার হিসেবে মানবাধিকার

মানবাধিকারকে আপনি সহজেই নিতে পারেন আপনার ক্যারিয়ার হিসেবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আপনিও হতে পারেন একজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী। মানবাধিকারে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্র। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

* মানবাধিকার আইনজীবী
* ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার
* মানবাধিকার গবেষক
* মানবাধিকার সাংবাদিক
* মানবাধিকার প্রশিক্ষক

www.pathagar.org

১। মানবাধিকার আইনজীবী

মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আপনাকে প্রথমে আইনের উপর ডিগ্রি নিতে হবে। আপনি জানেন যে, আপনি যুক্তি-তর্কে কাউকে পরাজিত করে সহজেই জিতে যান, আপনার তাই 'মানবাধিকার আইনজীবী' হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা উচিত। দেশে দেশে কোন না কোনভাবে প্রচুর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে থাকে। মানবাধিকার লংঘন করে অপরাধী কর্তৃক ঘোরতর অপরাধ বন্ধে আপনি রাখতে পারেন অসামান্য ভূমিকা। আপনি যদি যুক্তি-তর্ক ভালবাসেন, সুবিচার ও গবেষণাকে ভালবাসেন তাহলে 'মানবাধিকার আইনজীবী' পজিশনটি আপনার জন্যই।

২। ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার

ফিল্মের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যা মানুষের আবেগকে খুব সহজেই ছুঁয়ে যায় এবং একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প ও পূর্ণদৈর্ঘ্য ফিল্ম বানাতে পারেন আপনি। স্বল্প বাজেটে এ ফিল্ম বানাতে আপনি বিভিন্ন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সাপোর্ট পেতে পারেন। -+ যে কোন মানবাধিকার সংগঠনে মানবাধিকার বিষয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকারের গুরুত্ব তো আছেই!

৩। মানবাধিকার গবেষক

মানবাধিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পৃথিবীতে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। আপনিও চাইলে হতে পারেন একজন মানবাধিকার গবেষক। একজন মানবাধিকার গবেষককে সবসময় অনেক টপিক কাভার করতে হয়। যেখানে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে সেখানে গিয়ে তদন্ত করা, অভিযুক্ত এবং ভিকটিমের বক্তব্য নেয়া, ল এন্ড অ্যাডভোকেসি, গবেষণা ইত্যাদি কর্মকান্ডগুলো গবেষকের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন হয়। পরিস্থিতি নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা একজন গবেষককে এগিয়ে রাখে।

৪। মানবাধিকার সাংবাদিক

মানবাধিকার সাংবাদিকতা তাদের জন্য যারা তদন্ত করতে ভালবাসে, যারা মানবাধিকার পরিস্থিতি সঠিক জায়গা থেকে তুলে আনতে পছন্দ করে। এজন্য দরকার প্রচন্ড লেখার হাত এবং শক্ত ফটোগ্রাফি দক্ষতা। মানবাধিকার সাংবাদিকদের এমন অনেক জায়গায় গিয়ে খবর এবং চিত্র ধারণ করতে হয় যেখানে জীবনের আশঙ্কা পর্যন্ত থেকে থাকে। মানবাধিকার সাংবাদিকতা তাদের জন্য যারা ঝুঁকি নিতে ভালবাসে। একটি মানবাধিকার সংগঠনে মানবাধিকার সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫। মানবাধিকার প্রশিক্ষক

শুধুমাত্র অজ্ঞতার কারণে অনেক সমাজ এবং মানুষ তাদের নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অন্ধকারে পতিত হচ্ছে। এরকম অনেক মানুষকে আপনিই করতে পারেন অধিকার সচেতন, নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন একজন মানবাধিকার প্রশিক্ষক হিসেবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সচেতন করা, তাদের স্কিল ডেভেলপ করা এবং

www.pathagar.org

সর্বোপরি মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করাই প্রশিক্ষকের কাজ। বিভিন্ন মানবাধিকার বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন কমিউনিটিকে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। তাদের স্কিল উন্নয়নে প্রশিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
তাছাড়া মানবাধিকার সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন। যেমন, নির্বাহী পরিচালক, প্রজেক্ট এডমিনিস্ট্রেটর, সিনিয়র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, লিগ্যাল কাউন্সেল এবং সংগঠনের আকার ভেদে আরো অনেক ধরণের পোস্টে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন।

মানবাধিকারে ক্যারিয়ার গড়ার যোগ্যতা

মানবাধিকারে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে কিছু দক্ষতা অবশ্যই থাকা দরকার। মানবাধিকারে তারাই ভাল করতে পারে যাদের গবেষণা দক্ষতা, বিশ্লেষণী শক্তি, লেখার দক্ষতা, পাবলিক স্পিকিং ইত্যাদি বিষয়ে ভাল দখল রয়েছে।
মানবাধিকার সংগঠনে ক্যারিয়ার প্রত্যাশীদের ওরাল এবং রিটেন কমিউনিকেশন স্কিল চমৎকার হতে হয়। বিদেশী ভাষা দক্ষতা, ক্রস-কালচারাল স্কিল, স্বতঃস্ফূর্ততা, নমনীয়তা ইত্যাদি যোগ্যতা একজন প্রার্থীকে এগিয়ে রাখে।

মানবাধিকার বিভিন্ন ধরণের সনদ ও ঘোষণা যেমন, **United Nations Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Convention to Eliminate all Forms of Racial Discrimination, and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights** ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয় একজন মানবাধিকার ক্যারিয়ার প্রত্যাশীকে।

কোথায় নেবেন প্রশিক্ষণ

মানবাধিকার একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। এখানে অনেককিছু শেখার আছে, অনেক কিছু জানার আছে। অনেকে আছেন যারা মানবাধিকারে আসতে চান কিন্তু সঠিক প্ল্যাটফর্ম জানা না থাকায় আসতে পারছেন না এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণও নিতে পারছেন না। বুঝতে পারেন না কী করবেন, কোথায় যাবেন। তবে মানবাধিকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহীদের আর কোন চিন্তা নেই।
বাংলাদেশের শীর্ষ মানবাধিকার সংগঠনগুলোতে রয়েছে ইন্টার্ন করার সুবিধা। তাছাড়া সম্প্রতি আইন ও সালিস কেন্দ্র (আসক) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এনজিও ও উন্নয়নকর্মীদের জন্য একটি কোর্স চালু করেছে যার নাম হচ্ছে **'Human Rights and Gender Relations Analysis'** সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ নামক একটি মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার বিষয়ে স্বল্প খরচে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সেন্টার (এইচআরএসসি) বিভিন্ন সময় মানবাধিকার বিষক ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্সের আয়োজন করে থাকে।

www.pathagar.org

কোর্সেরা (Coursera) নামক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানবাধিকার বিষয়ে কোর্স করতে পারবেন অনায়াসে।
পৃথিবীতে যে কয়টি চ্যালেঞ্জিং পেশা রয়েছে তার মধ্যে মানবাধিকার অন্যতম। এ পেশায় যেমন রয়েছে ঝুঁকি তেমনি রয়েছে সম্মান, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ। আকর্ষণীয় বেতন, সম্মান ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি সব মিলিয়ে মানবাধিকার নিয়ে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখতেই পারেন।

সংস্কৃতি কর্মী

ক্যারিয়ার ভাবনায় আমাদের মস্তিষ্কে প্রথম যে কথাটি আসে তা হল, জীবন নির্বাহের উপযোগী পেশা। আমাদের দেশে তাই ক্যারিয়ার ভাবনায় সাংস্কৃতিক কর্মী অথবা সংস্কৃতি সংক্রান্ত কোন পেশাই স্থান পায় না। অথচ সংস্কৃতি সম্পর্কিত পেশাও হতে পারে বিকশিত ক্যারিয়ারের উজ্জ্বল দ্বারপ্রান্ত। এ ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বলতে আমরা কি বুঝি সেদিকে আলোকপাত করা ভাল।

সচরাচর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বলতে আমরা বুঝি গান, আবৃত্তি, সাহিত্য চর্চা, অভিনয় ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যখন এইসব কর্মকান্ডে যুক্ত থাকবেন, তখন কিভাবে এসবকে পেশা হিসেবে নিতে পারেন বা কে এক্ষেত্রে আপনার চাকরিদাতা হবে। সোজা কথায় বলে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আয়ের ক্ষেত্র হচ্ছে মিডিয়া। মিডিয়া আর আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক ব্যাপার না। সংস্কৃতির চর্চায় প্রাধান্য পায় নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আর মিডিয়ায় ভোক্তার চাহিদাই বড় কথা। মিডিয়া আর সংস্কৃতির এই দূরত্ব, সে আপাতত অন্য আলাপ। কিন্তু আপনি যখন এই অঙ্গনে নিজের ক্যারিয়ারের ভাবনা করবেন, আপনাকে মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে মিডিয়াই হচ্ছে আপনার আসল জায়গা।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জীবনের সোনালি সময় কাটানোর অভিজ্ঞতা পুঁজি করে আলোচনার চেষ্টা করবো ঠিক কোথায় কোথায় নিজের পেশা খুঁজে নেয়ার সুযোগ আছে। তার আগে বলে রাখি মিডিয়ায় ক্যারিয়ার বিল্ড আপের জন্য নির্দিষ্ট কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার আগে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে যোগ্যতার, তার নাম হল ক্রিয়েটিভিটি। আপনি যত ক্রিয়েটিভ, আপনার জন্য এই অঙ্গন ততই উপযুক্ত। এখানে গতর খাটার লোকের স্থান নাই। আসুন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নানা শাখা-প্রশাখার ভিড়ে উদাহরণ হিসেবে চলচ্চিত্রকে বেছে নেই। বর্তমানে আমাদের তরুণদের মাঝে চলচ্চিত্র ব্যাপক আগ্রহের ক্ষেত্র। আমাদের দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র সংস্কৃতির পুরোই একটা প্যাকেজ। একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম ধাপটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট। একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে আপনি সহজে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারেন যদি আপনার লেখার হাত ভাল হয়। এই ভাল হওয়া মানে সুন্দর হস্তাক্ষর নয়, বরং কাহিনি নির্মাণ এবং ডায়ালগে যথোপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ। স্ক্রিপ্ট এর ধরণভেদে প্রতিটি ধরণেরই নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে। কিন্তু প্যাটার্ন জানলেই ভাল স্ক্রিপ্ট রাইটার হওয়া যাবে না যেমন,

www.pathagar.org

তেমনি প্যাটার্ন ছাড়াও স্ক্রিপ হয় না। তাই স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে আপনার মাঝে গল্প তৈরির প্রতিভা এবং স্ক্রিপ্টের প্যাটার্ন জানা থাকতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত প্রথার বাইরেও ফ্রিল্যান্স স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে অনলাইনে আয়ের ব্যাপক সুযোগ আছে। আর যদি একবার আয়নাবাজি'র স্ক্রিপ্ট রাইটার গাউছুল আজমের মত ভেলকি লাগাতে পারলে, আপনাকে আর ঠেকায় কে।

চলচ্চিত্র নির্মাণে আরেকটি ধাপ সিনেমাটোগ্রাফি। মানে ক্যামেরায় কাহিনি বলা। একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার তার কল্পনাকে পুঁজি করে কাহিনি বলেন কাগজে। সেই কাহিনীকে দৃশ্যমান করতে গিয়ে অনেক সময় বাস্তবের সাথে মিলিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকেই শুরু হয় একজন সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ। ক্যামেরার ফ্রেমে বিভিন্ন দৃশ্যকে বেঁধে নিয়ে তিনি কাহিনিটা জ্যান্ত করে তোলেন। একজন মানুষের কল্পনা তখন আমাদের কাছে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। ভাল সিনেমাটোগ্রাফার হতে অবশ্যই ফটোগ্রাফির ভাল ধারণা থাকতে হয়, ক্যামেরার এঙ্গেল, আলোর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হয়। একজন পেশাদার সিনেমাটোগ্রাফার আর পেশাদার ক্যামেরাম্যান এক নয়। আমাদের অনেক প্রিয় বিখ্যাত চলচ্চিত্রের নির্মাণে বিখ্যাত পরিচালকের পাশাপাশি বড় অবদান আছে বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফারদের।

চলচ্চিত্র মানে দর্শন এবং শ্রবণের সমন্বয়। এখানে চলে আসে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ভূমিকা। পদের নাম মিউজিক ডিরেক্টর। চলচ্চিত্রে সংগীত দুই ধরনের। একটি প্রচলিত সংগীত, অন্যটি আবহ সংগীত। এজন্য দুটোকে ক্রেডিট লাইনে আলাদা স্থান দেয়া হয়, মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্ট হিসেবে। চাইলে দুটো এক ব্যক্তিই সামলাতে পারেন। যেমন মনপুরা'তে দুটো সামলেছেন অর্ণব। মিউজিক চলচ্চিত্রে কাহিনির প্রয়োজনে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তবে সাউন্ড ইফেক্ট বা আবহ সংগীত ছাড়া চলচ্চিত্রে প্রাণ থাকে না। আবহ সংগীতের ভিন্নতায় একই প্যাটার্নের দৃশ্যে আপনার রাগ, দুঃখ আবার আনন্দও হতে পারে।

ইদানীংকালে স্পেশাল ইফেক্ট ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণ এর চিন্তা খুব কম লোকেই করে। এই স্পেশাল ইফেক্টসহ তাবৎ এডিটিং এর জন্যই একটি চলচ্চিত্র ত্রুটিমুক্ত হয়। প্রতিটি আলাদা আলাদা দৃশ্যকে জোড়া দেয়া, দৃশ্যের সাথে শব্দের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখাই এডিটরের কাজ। একদম কুমারের মতই কাজ। কাটাছেঁড়া করে সুন্দর ছাঁচে নিয়ে আসা। বাংলাদেশী যুবক নাফিস হলিউড এর বিখ্যাত মুভি ২০১২ এর স্পেশাল ইফেক্টে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জিতে নিয়েছিলেন অস্কার। বাংলাদেশের বাজারে স্পেশাল ইফেক্ট এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। তাই এই পেশায় আছে যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আরেকটি পেশা এখনো শিশু পর্যায়ে আছে, যার নাম এনিমেশন। ফি বছর হলিউডে প্রচুর এনিমেটেড চলচ্চিত্র মুক্তি পাচ্ছে। কুংফু পান্ডা, আইস এইজ ইত্যাদি নামকরা এনিমেটেড চলচ্চিত্রের পিছনের কারিগরদের মত হতে হলে

www.pathagar.org

আপনাকেও এনিমেশনের অলিগলি আয়ত্ত করতে হবে।

এতো বললাম ক্যামেরার পিছনের কথা। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র দারুণ আইডিয়াকে কাজে লাগিয়ে এক সালমান মুক্তাদির-ই তো ইউটিউব থেকে আয় করে নিয়েছেন অনেক অনেক ডলার।

যার স্ক্রিপ্ট রাইটিং এ হাত ভাল, তিনি একাধারে গল্প, উপন্যাস, ফিচার ইত্যাদি লিখতে পারবেন। প্রিন্টিং আর অনলাইন মিডিয়ার বাইরে, শুধুমাত্র ব্লগিং করেই গুগল থেকে আয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে মৌলিকতাই আসল অস্ত্র। সাংবাদিকতার পথটাও তাদের জন্য সহজ। কন্ট্রিবিউটর, রিপোর্টার এর পথ বেয়ে পাবেন বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা আনিসুল হক এর মত সম্পাদক এর পদ।

সুর, তাল, লয় এর স্রষ্টা প্রদত্ত প্রতিভার পাশাপাশি যদি থাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান; তাহলে এ আর রহমান, সামি ইউসুফ অথবা মেহের জেইন যে আপনার মাঝে লুকিয়ে নেই তা কেবা বলতে পারে।

যদিও চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব সহজ, সাবলীলভাবে আলোচনা করতে। তবে একথা অনস্বীকার্য, মিডিয়া বলতে এখন আর প্রিন্ট বা টিভি চ্যানেলের সীমাবদ্ধতা নেই। এখন নিজের ক্রিয়েটিভিটিকে প্রমোট করে উপার্জনের মাধ্যম খুঁজে নিতে অনলাইন এক বিশাল সম্ভাবনা। তাই সাংস্কৃতিক কমর্কান্ডকে পেশা হিসেবে নেয়ার চিন্তা এখন আর অলীক ভাবনা নয়, বরং এটাই বর্তমান সময়ের ট্রেন্ড।

www.pathagar.org

স্বপ্নের ক্যারিয়ার!

ক্যারিয়ার গড়ার চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা!

তার সমাধানে আমরা কোথায় পাব?

ক্যারিয়ার বা ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং-কেন্দ্রিক কোনো বিশেষজ্ঞ বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান কি আমাদের আছে? না, নেই।

না থাকার এই শূন্যতা পূরণের ছোট্ট একটি সচেতন প্রচেষ্টার নাম 'ক্যারিয়ার : বিকশিত জীবনের দ্বার'।

বাংলাদেশে বিরাজমান অবস্থার নিরিখে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও চাকরিপ্রার্থীদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখেই এ গ্রন্থের পরিকল্পনা। এর প্রতিটি অধ্যায় ক্যারিয়ার-কেন্দ্রিক যৌক্তিক পরামর্শ এবং তা বাস্তবায়নের সহজ এবং ব্যবহারবান্ধব উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এ বইয়ের সংস্পর্শে প্রিয়জনের ক্যারিয়ার ভাবনায় শঙ্কিত অভিভাবক যেমন হয়ে উঠবেন দক্ষ ক্যারিয়ার কাউন্সিলর, তেমনই সন্তান তথা শিক্ষার্থী বা চাকরিপ্রার্থীরা খুঁজে পাবেন ক্যারিয়ার-কেন্দ্রিক সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

ISBN
9 843000 001780

মুনলাইট পাবলিকেশন